



অনান  
আবু  
দাউদ

১ম খণ্ড



# সুনান আবু দাউদ

[প্রথম খণ্ড]

سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ

অনুবাদক

মাওলানা সাঈদ আহমদ এম. এম; এম. এ

সম্পাদনা

ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ মুসা

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ঢাকা





প্রকাশক

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

পরিচালক

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭

সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান :

কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০

ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com



ISBN : 984-843-029-0 set

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৫

দ্বিতীয় প্রকাশ : রবিউস সানি ১৪৩৩

ফাল্গুন ১৪১৮

ফেব্রুয়ারি ২০১২

মুদ্রণে

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় মূল্য : তিনশত টাকা মাত্র

Sunan Abu Dawood Vol. 1 Published by AKM Nazir Ahmad Director  
Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road (3rd floor) Dhaka-1205  
Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 First Edition  
December 2005 2<sup>nd</sup> Edition February 2012 Price Taka 300.00 only.



## প্রকাশকের কথা

প্রধান ছয়টি সহীহ হাদীস সংকলনের তৃতীয়টি হচ্ছে সুনান আবু দাউদ। সহীহুল বুখারীর অনুবাদ বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেবার পর বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার সুনান আবু দাউদ প্রকাশনার কাজে হাত দেয়। বিভিন্ন সমস্যার কারণে তা ছাপা হতে দেরী হয়ে যায়। অবশেষে মহান আল্লাহর অনুগ্রহে এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো।

ইতিমধ্যে জামে আত-তিরমিযী ৬ খণ্ডে এবং সহীহ মুসলিমের প্রকাশনা ৮ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া সুনান আন-নাসাঈর দু'টি খণ্ডের প্রকাশনা সম্পন্ন হয়েছে।

সুনান আবু দাউদ সহজ ও প্রাজ্ঞ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তদুপরি মূল আরবীর সাথে অনুবাদের সামঞ্জস্য রক্ষার দিকে যথাসাধ্য নজর রাখা হয়েছে। প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে হাদীসের মূল পাঠে সকল রাবীর নামোল্লেখ করা হয়েছে এবং তরজমায় মূল বর্ণনাকারী অর্থাৎ সাহাবীর, ক্ষেত্রবিশেষে তাবিঈর নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং অধস্তন রাবীদের নাম যোগ করা হয়নি।

বিদগ্ধ পাঠকদের চোখে এর কোন ভুলত্রুটি ধরা পড়লে তা আমাদেরকে জানাতে অনুরোধ করছি যাতে পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরিয়ে নেয়া যায়।

সাথে সাথে অনুবাদকবৃন্দ, সম্পাদকদ্বয়, অত্র প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং গ্রন্থখানি প্রকাশে বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে মোবারকবাদ জানাই। কিতাবখানি পাঠ করে বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাগণ উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।



## সূচীপত্র

- ইমাম আবু দাউদ (র)-এর জীবন ও কর্ম ॥ ১৯  
 মক্কাবাসীর উদ্দেশে ইমাম আবু দাউদ (র)-এর পত্র ॥ ২৩  
 আল-খতীব আল-বাগদাদীর কলম থেকে ॥ ২৫  
 ইমাম আবু দাউদ (র) সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণের মন্তব্য ॥ ২৬  
 তাঁর অনুসৃত মাযহাব ॥ ২৭  
 রচনাবলী ॥ ২৮  
 ইত্তিকাল ॥ ২৮  
 সুনান আবি দাউদ ॥ ২৮  
 সংকলনের কারণ ॥ ২৯  
 সুনান আবি দাউদের স্থান ॥ ২৯  
 দীনদারীর জন্য চারটি হাদীসই যথেষ্ট ॥ ২৯  
 সুনান আবি আবি দাউদের পাণ্ডুলিপিসমূহ ॥ ৩০  
 সুনান আবি দাউদ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের অভিমত ॥ ৩০  
 সুনান আবি দাউদের বৈশিষ্ট্য ॥ ৩২  
 সুনান আবি দাউদের ভাষ্যগ্রন্থাবলী ॥ ৩৩  
 সুনান আবি দাউদের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ॥ ৩৫  
 ইবনুল জাওয়ী (র)-এর বিরূপ সমালোচনা এবং তার জবাব ॥ ৩৫  
 হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণ ॥ ৩৭  
 হাদীসের পরিচয় ॥ ৩৯  
 ইলমে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা ॥ ৪০  
 হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ ॥ ৪৪  
 হাদীসের কিতাবসমূহের স্তরবিভাগ ॥ ৪৫  
 হাদীস সংকলন ও তাঁর প্রচার ॥ ৪৬

### অধ্যায়-১ : কিতাবুত তাহারাতি (পবিত্রতা অর্জন)

- অনুচ্ছেদ-১ : পায়খানা-পেশাবের জন্য নিরিবিলা স্থানে যাওয়া ॥ ৫৩  
 অনুচ্ছেদ-২ : পেশাবের জন্য কোন ব্যক্তির জায়গা তালাশ করা ॥ ৫৩  
 অনুচ্ছেদ-৩ : পায়খানায় প্রবেশকালে মানুষ যা বলবে ॥ ৫৪  
 অনুচ্ছেদ-৪ : পায়খানা-পেশাব করতে কিবলামুখী হয়ে বসা নিষেধ ॥ ৫৫

- অনুচ্ছেদ-৫ : এ সম্পর্কে অবকাশ আছে ॥ ৫৭
- অনুচ্ছেদ-৬ : পায়খানার সময় কিভাবে সতর খুলবে ॥ ৫৮
- অনুচ্ছেদ-৭ : পায়খানায় বসে কথাবার্তা বলা মাকরুহ ॥ ৫৮
- অনুচ্ছেদ-৮ : যে ব্যক্তি পেশাবরত অবস্থায় সালামের জবাব দেয় ॥ ৫৮
- অনুচ্ছেদ-৯ : যে ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন না করে আল্লাহ তায়ালার যিকির করে ॥ ৫৯
- অনুচ্ছেদ-১০ : আল্লাহর নাম খচিত আংটি নিয়ে পায়খানায় যাওয়া ॥ ৬০
- অনুচ্ছেদ-১১ : পেশাব থেকে পবিত্র থাকা ॥ ৬০
- অনুচ্ছেদ-১২ : দাঁড়িয়ে পেশাব করা ॥ ৬২
- অনুচ্ছেদ-১৩ : কোন ব্যক্তি রাতে পাত্রে পেশাব করে তা নিজের কাছে রেখে দিল ॥ ৬২
- অনুচ্ছেদ-১৪ : যেসব জায়গায় পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে ॥ ৬৩
- অনুচ্ছেদ-১৫ : গোসলখানায় পেশাব করা ॥ ৬৩
- অনুচ্ছেদ-১৬ : গর্ভে পেশাব করা নিষেধ ॥ ৬৪
- অনুচ্ছেদ-১৭ : মানুষ পায়খানা থেকে বের হয়ে যা বলবে ॥ ৬৫
- অনুচ্ছেদ-১৮ : শৌচ করার সময় ডান হাতে পুরুষাঙ্গ ধরা মাকরুহ ॥ ৬৫
- অনুচ্ছেদ-১৯ : পায়খানার সময় গোপনীয়তা রক্ষা করা ॥ ৬৬
- অনুচ্ছেদ-২০ : যেসব জিনিসের দ্বারা ইসতিন্জা (শৌচ) করা নিষেধ ॥ ৬৭
- অনুচ্ছেদ-২১ : পাথর দ্বারা ইসতিন্জা (শৌচ) করা ॥ ৬৯
- অনুচ্ছেদ-২২ : পায়খানা-পেশাবের পর উয়ু করা ॥ ৭০
- অনুচ্ছেদ-২৩ : পানি দ্বারা ইসতিন্জা (শৌচ) করা ॥ ৭০
- অনুচ্ছেদ-২৪ : যে ব্যক্তি ইসতিন্জার পর মাটিতে হাত ঘষে ॥ ৭১
- অনুচ্ছেদ-২৫ : মেসওয়াক করা ॥ ৭১
- অনুচ্ছেদ-২৬ : কিভাবে মেসওয়াক করবে ॥ ৭৩
- অনুচ্ছেদ-২৭ : একজনের মেসওয়াক আরেকজনের ব্যবহার করা ॥ ৭৪
- অনুচ্ছেদ-২৮ : মেসওয়াক ধৌত করা ॥ ৭৪
- অনুচ্ছেদ-২৯ : মেসওয়াক করা হলো স্বভাবজাত সুন্নাত ॥ ৭৪
- অনুচ্ছেদ-৩০ : রাত জাগরণকারীর মেসওয়াক করা ॥ ৭৬
- অনুচ্ছেদ-৩১ : উয়ু করা ফরয ॥ ৭৮
- অনুচ্ছেদ-৩২ : যে ব্যক্তি উয়ু থাকা সত্ত্বেও নতুনভাবে উয়ু করে ॥ ৭৯
- অনুচ্ছেদ-৩৩ : যা পানিকে নাপাক করে ॥ ৭৯
- অনুচ্ছেদ-৩৫ : পানি নাপাক হয় না ॥ ৮২
- অনুচ্ছেদ-৩৬ : বদ্ধ পানিতে পেশাব করা ॥ ৮২

- অনুচ্ছেদ-৩৭ : কুকুরের মুখ দেয়া পানি দ্বারা উযু করা ॥ ৮৩
- অনুচ্ছেদ-৩৮ : বিড়ালের উচ্ছিষ্ট ॥ ৮৫
- অনুচ্ছেদ-৩৯ : নারীর ব্যবহারের পর অবশিষ্ট পানির দ্বারা (পুরুষের) উযু করা ॥ ৮৬
- অনুচ্ছেদ-৪০ : এই বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ॥ ৮৭
- অনুচ্ছেদ-৪১ : সমুদ্রের পানি দ্বারা উযু করা ॥ ৮৮
- অনুচ্ছেদ-৪২ : খেজুরের শরবত দ্বারা উযু করা ॥ ৮৮
- অনুচ্ছেদ-৪৩ : কোন ব্যক্তি পায়খানা-পেশাবের বেগ চেপে রেখে নামায পড়বে কি? ॥ ৮৯
- অনুচ্ছেদ-৪৪ : উযুর জন্য যতটুকু পানি যথেষ্ট হতে পারে ॥ ৯২
- অনুচ্ছেদ-৪৫ : উযুতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি খরচ করা নিষেধ ॥ ৯৩
- অনুচ্ছেদ-৪৬ : পূর্ণাঙ্গরূপে উযু করা ॥ ৯৩
- অনুচ্ছেদ-৪৭ : কাঁসার পাত্রে উযু করা ॥ ৯৪
- অনুচ্ছেদ-৪৮ : উযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা ॥ ৯৫
- অনুচ্ছেদ-৪৯ : যে ব্যক্তি হাত না ধুয়ে তা পানির পাত্রে প্রবেশ করায় ॥ ৯৫
- অনুচ্ছেদ-৫০ : মহানবী (সা)-এর উযুর বিবরণ ॥ ৯৬
- অনুচ্ছেদ-৫১ : উযুর অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধোয়া ॥ ১০৯
- অনুচ্ছেদ-৫২ : উযুর অঙ্গসমূহ দুইবার করে ধোয়া ॥ ১১০
- অনুচ্ছেদ-৫৩ : একবার করে উযুর অঙ্গসমূহ ধোয়া ॥ ১১১
- অনুচ্ছেদ-৫৪ : পৃথক পৃথকভাবে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ॥ ১১১
- অনুচ্ছেদ-৫৫ : নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে ফেলা ॥ ১১২
- অনুচ্ছেদ-৫৬ : দাড়ি খেলাল করা ॥ ১১৪
- অনুচ্ছেদ-৫৭ : পাগড়ীর ওপর মাসেহ করা ॥ ১১৫
- অনুচ্ছেদ-৫৮ : পা ধৌত করা ॥ ১১৫
- অনুচ্ছেদ-৫৯ : মোজার ওপর মাসেহ করা ॥ ১১৬
- অনুচ্ছেদ-৬০ : মোজার উপর মাসেহ-এর সময়সীমা ॥ ১২০
- অনুচ্ছেদ-৬১ : জাগ্রাবের ওপর মাসেহ করা ॥ ১২২
- অনুচ্ছেদ-৬২ : মোজার উপর মাসেহ করার নিয়ম ॥ ১২৩
- অনুচ্ছেদ-৬৩ : মোজার উপর মাসেহ করার নিয়ম ॥ ১২৩
- অনুচ্ছেদ-৬৪ : লজ্জাস্থানে পানির ছিটা দেয়া ॥ ১২৫
- অনুচ্ছেদ-৬৫ : উযু করার পর মানুষ যে দোয়া পড়বে ॥ ১২৬
- অনুচ্ছেদ-৬৬ : যে ব্যক্তি একই উযুতে কয়েক ওয়াজের নামায পড়ে ॥ ১২৮
- অনুচ্ছেদ-৬৭ : উযুতে কোন অংগের কোথাও শুকনা থাকার বর্ণনা ॥ ১২৯

- অনুচ্ছেদ-৬৮ : পায়খানার দ্বার দিয়ে বায়ু নিঃসরণের সন্দেহ হলে ॥ ১৩০
- অনুচ্ছেদ-৬৯ : চুমা দিলে উয়ু করতে হবে কিনা ॥ ১৩১
- অনুচ্ছেদ-৭০ : পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে উয়ু করা প্রসঙ্গে ॥ ১৩২
- অনুচ্ছেদ-৭১ : পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে উয়ু নষ্ট না হওয়ার বর্ণনা ॥ ১৩৩
- অনুচ্ছেদ-৭২ : উটের গোশত খেলে উয়ু করা ॥ ১৩৪
- অনুচ্ছেদ-৭৩ : লাশ স্পর্শ করলে উয়ু বা গোসল করতে হবে কিনা ॥ ১৩৪
- অনুচ্ছেদ-৭৪ : লাশ স্পর্শ করে উয়ু না করা ॥ ১৩৫
- অনুচ্ছেদ-৭৫ : আঙুনে পাকানো জিনিস খেলে উয়ু নষ্ট হয় না ॥ ১৩৬
- অনুচ্ছেদ-৭৬ : আঙুনে পাকানো জিনিস খেলে উয়ু করতে হবে ॥ ১৩৮
- অনুচ্ছেদ-৭৭ : দুধ পান করলে উয়ু করা ॥ ১৩৯
- অনুচ্ছেদ-৭৮ : দুধ পান করে উয়ু না করা ॥ ১৪০
- অনুচ্ছেদ-৭৯ : রক্ত বের হলে উয়ু করা ॥ ১৪০
- অনুচ্ছেদ-৮০ : ঘুমালে উয়ু নষ্ট হয় কিনা ॥ ১৪১
- অনুচ্ছেদ-৮১ : যে ব্যক্তি তার পায়ের দ্বারা ময়লা-আবর্জনা মাড়িয়েছে ॥ ১৪৪
- অনুচ্ছেদ-৮২ : নামাযের মধ্যে কোন ব্যক্তির উয়ু ছুটে গেলে ॥ ১৪৫
- অনুচ্ছেদ-৮৩ : বীর্যরস সম্পর্কে ॥ ১৪৫
- অনুচ্ছেদ-৮৪ : সহবাসে বীর্য নির্গত না হলে ॥ ১৪৮
- অনুচ্ছেদ-৮৫ : একাধিকবার সহবাসে একবার গোসল করা ॥ ১৫০
- অনুচ্ছেদ-৮৬ : নাপাক অবস্থায় পুনর্বীর সহবাসের জন্য উয়ু করা ॥ ১৫০
- অনুচ্ছেদ-৮৭ : নাপাক অবস্থায় ঘুমানো ॥ ১৫১
- অনুচ্ছেদ-৮৮ : নাপাক অবস্থায় পানাহার করা ॥ ১৫১
- অনুচ্ছেদ-৮৯ : যে ব্যক্তি বলেন, নাপাক ব্যক্তি উয়ু করবে ॥ ১৫২
- অনুচ্ছেদ-৯০ : নাপাক ব্যক্তির গোসলে বিলম্ব করা ॥ ১৫৩
- অনুচ্ছেদ-৯১ : কোন ব্যক্তির নাপাক অবস্থায় কুরআন পড়া ॥ ১৫৫
- অনুচ্ছেদ-৯২ : জানাবাত অবস্থায় মুসাফাহা করা ॥ ১৫৫
- অনুচ্ছেদ-৯৩ : নাপাক অবস্থায় কোন ব্যক্তির মসজিদে প্রবেশ করা ॥ ১৫৬
- অনুচ্ছেদ-৯৪ : নাপাক অবস্থায় কোন ব্যক্তি ভুলবশত নামাযে ইমামতি করলে ॥ ১৫৭
- অনুচ্ছেদ-৯৫ : কোন ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে কাপড় ভিজা দেখলে ॥ ১৫৯
- অনুচ্ছেদ-৯৬ : পুরুষলোকের মতো মেয়েলোকের স্বপ্নদোষ হলে ॥ ১৬০
- অনুচ্ছেদ-৯৭ : গোসলের জন্য আবশ্যকীয় পরিমাণ পানি ॥ ১৬০
- অনুচ্ছেদ-৯৮ : নাপাকির গোসল করার নিয়ম ॥ ১৬১



- অনুচ্ছেদ-৯৯ : গোসলের পর উয়ু করা ॥ ১৬৬
- অনুচ্ছেদ-১০০ : গোসলের সময় মহিলারা কি তাদের মাথার চুলের বাঁধন খুলবে ॥ ১৬৭
- অনুচ্ছেদ-১০১ : নাপাক ব্যক্তির খেতমী দ্বারা মাথা ধৌত করা ॥ ১৬৯
- অনুচ্ছেদ-১০২ : স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রবাহিত পানির হুকুম ॥ ১৬৯
- অনুচ্ছেদ-১০৩ : ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে একত্রে আহার করা ও মেলামেশা করা ॥ ১৬৯
- অনুচ্ছেদ-১০৪ : ঋতুবতী মেয়েলোকের মসজিদ থেকে কিছু লওয়া ॥ ১৭১
- অনুচ্ছেদ-১০৫ : ঋতুবতী মেয়েলোক কাযা নামায় পড়বে না ॥ ১৭২
- অনুচ্ছেদ-১০৬ : ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাসের কাফ্কারা ॥ ১৭২
- অনুচ্ছেদ-১০৭ : যে ব্যক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস ছাড়া অন্য কিছু করে ॥ ১৭৪
- অনুচ্ছেদ-১০৮ : মুস্তাহাযা মহিলাদের বর্ণনা । আর যে ব্যক্তি বলে, সে নামায ত্যাগ করবে ॥ ১৭৬
- অনুচ্ছেদ-১০৯ : হায়েয শেষ হয়ে গেলে নামায তরক করা যাবে না ॥ ১৮১
- অনুচ্ছেদ-১১০ : হায়েয শুরু হলে নামায পড়া বর্জন করবে
- অনুচ্ছেদ-১১১ : মুস্তাহাযা প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য গোসল করবে ॥ ১৮৭
- অনুচ্ছেদ-১১৩ : যে ব্যক্তি বলেন, রক্ত প্রদরের রোগিণী দুই তুহরের মাঝখানে একবার গোসল করবে ॥ ১৯৩
- অনুচ্ছেদ-১১৪ : যে ব্যক্তি বলেন, রক্তপ্রদরে আক্রান্ত নারী দুই যোহরের নামাযের মাঝখানে একবার গোসল করবে ॥ ১৯৫
- অনুচ্ছেদ-১১৫ : যে ব্যক্তি বলেন, মুস্তাহাযা প্রতিদিন একবার গোসল করবে, কিন্তু তিনি বলেননি- সে যুহরের ওয়াক্তে একবার গোসল করবে ॥ ১৯৬
- অনুচ্ছেদ-১১৬ : মুস্তাহাযা মধ্যবর্তী দিনগুলোতে গোসল করবে ॥ ১৯৬
- অনুচ্ছেদ-১১৭ : মুস্তাহাযা প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের জন্য উয়ু করবে ॥ ১৯৭
- অনুচ্ছেদ-১১৮ : উয়ু ভংগ হলেই কেবল মুস্তাহাযাকে উয়ু করতে হবে ॥ ১৯৭
- অনুচ্ছেদ-১১৯ : কোন মহিলা পবিত্র হওয়ার পর হলুদ বর্ণ বা ময়লা দেখলে ॥ ১৯৮
- অনুচ্ছেদ-১২০ : মুস্তাহাযার সাথে স্বামীর সহবাস করা ॥ ১৯৯
- অনুচ্ছেদ-১২১ : নেফাসের সময়সীমা নির্ধারণের বর্ণনা ॥ ১৯৯
- অনুচ্ছেদ-১২২ : হায়েয থেকে পাক হওয়ার গোসল করার নিয়ম ॥ ২০০
- অনুচ্ছেদ-১২৩ : তায়াম্মুমের বর্ণনা ॥ ২০৩
- অনুচ্ছেদ-১২৪ : আবাসে অবস্থানকালে তায়াম্মুম করা ॥ ২১১
- অনুচ্ছেদ-১২৫ : জ্বনুব (নাপাক) ব্যক্তির তায়াম্মুম করা ॥ ২১৩
- অনুচ্ছেদ-১২৬ : ঠাণ্ডা লাগার আশংকা হলে নাপাক ব্যক্তি কি তায়াম্মুম করতে পারে ॥ ২১৫
- অনুচ্ছেদ-১২৭ : আহত ব্যক্তির তায়াম্মুম করা ॥ ২১৬

অনুচ্ছেদ-১২৮ : কোন ব্যক্তি তায়াম্মুম করে নামায পড়ার পর ওয়াক্ত থাকতেই পানি পেয়ে গেলো ॥ ২১৮

অনুচ্ছেদ-১২৯ : জুমুআর নামাযের জন্য গোসল করা ॥ ২১৯

অনুচ্ছেদ-১৩০ : জুমুআর দিন গোসল ত্যাগ করার অনুমতি আছে ॥ ২২৪

অনুচ্ছেদ-১৩১ : কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে গোসল করার নির্দেশ দান ॥ ২২৫

অনুচ্ছেদ-১৩২ : মহিলাদের হায়েযকালীন পরিধেয় কাপড় ধোয়া ॥ ২২৬

অনুচ্ছেদ-১৩৩ : যে কাপড় পরে স্ত্রীসহবাস করা হয়েছে তা পরিধান করে নামায পড়া ॥ ২৩০

অনুচ্ছেদ-১৩৪ : মেয়েলোকের কাপড়ে নামায পড়া ॥ ২৩০

অনুচ্ছেদ-১৩৫ : মেয়েলোকের কাপড়ে নামায পড়ার অনুমতি প্রসঙ্গে ॥ ২৩১

অনুচ্ছেদ-১৩৬ : কাপড়ে বীর্য লাগলে ॥ ২৩২

অনুচ্ছেদ-১৩৭ : শিশুদের পেশাব কাপড়ে লাগলে ॥ ২৩৩

অনুচ্ছেদ-১৩৮ : মাটিতে পেশাব পড়লে ॥ ২৩৫

অনুচ্ছেদ-১৩৯ : মাটি শুকিয়ে গেলে তা পাক হয়ে যায় ॥ ২৩৭

অনুচ্ছেদ-১৪০ : কাপড়ের আঁচলে নাপাকি লাগলে ॥ ২৩৭

অনুচ্ছেদ-১৪১ : জুতায় নাপাকি লাগলে ॥ ২৩৮

অনুচ্ছেদ-১৪২ : নাপাকি কাপড়ে নামায পড়লে সেই নামায পুনরায় পড়তে হবে ॥ ২৩৯

অনুচ্ছেদ-১৪৩ : কাপড়ে থুথু লাগলে ॥ ২৪০

## অধ্যায়-২ : কিতাবুস সালাত (নামায)

অনুচ্ছেদ-১ : নামায ফরয হওয়া ॥ ২৪১

অনুচ্ছেদ-২ : নামাযের ওয়াক্তসমূহের বর্ণনা ॥ ২৪২

অনুচ্ছেদ-৩ : মহানবী (সা)-এর নামাযের ওয়াক্ত ও তাঁর নামায পড়ার নিয়ম ॥ ২৪৭

অনুচ্ছেদ-৪ : মোহরের নামাযের ওয়াক্ত ॥ ২৪৮

অনুচ্ছেদ-৫ : আসরের নামাযের ওয়াক্ত ॥ ২৫০

অনুচ্ছেদ-৬ : মাগরিবের ওয়াক্ত ॥ ২৫৫

অনুচ্ছেদ-৭ : এশার নামাযের ওয়াক্ত ॥ ২৫৬

অনুচ্ছেদ-৮ : ফজরের নামাযের ওয়াক্ত ॥ ২৫৮

অনুচ্ছেদ-৯ : নামাযসমূহের হেফযত করা ॥ ২৫৯

অনুচ্ছেদ-১০ : ইমাম ওয়াক্তমত নামায আদায় করতে বিলম্ব করলে ॥ ২৬২

অনুচ্ছেদ-১১ : কোন ব্যক্তি নামাযের ওয়াক্তে ঘুমিয়ে থাকলে অথবা নামায পড়ার কথা ভুলে গেলে ॥ ২৬৪









## ইমাম আবু দাউদ (র)-এর জীবন ও কর্ম

সায়্যিদুল হুফফাজ হযরত ইমাম আবু দাউদ (র)-র আসল নাম সুলাইমান ইবনুল আশ'য়াছ। তাঁর বংশের ৫ম উর্ধতন পুরুষ হযরত আমর ইবনে ইমরান সিন্ফীন যুদ্ধে হযরত আলী (রা)-র পক্ষে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন (তারীখ ইবনে আসাকির, খ. ৬, পৃ. ২৪৪)। তিনি ২০২/৮১৭ সনে সিজিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। মানচিত্রে সিজিস্তানের অবস্থান সম্পর্কে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে। আন্বামা যাহাবীর মতে মাকরান ও সিন্ধের পাশে হিরাতের পশ্চাত্ত্বিমিতে যে সিজিস্তান অবস্থিত সেখানেই ইমাম আবু দাউদ (র) জন্মগ্রহণ করেন। তবে অনেকে মনে করেন, এই সিজিস্তান বসরার একটি গ্রামের নাম (তায়কিরাতুল হুফফাজ, খ. ২, পৃ. ৫৯৩)। এই মতানুসারে তিনি নির্ভেজাল আরবের আয্দি গোত্রের সন্তান। তিনি যেখানেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, ইবনে আসাকির প্রমুখের মতে তিনি হিরাতে জীবনের এক পর্যায়ে বসবাস করেছিলেন (তারীখ ইবনে আসাকির, খ. ৬, পৃ. ২৪৪)।

ইমাম আবু দাউদ (র) জীবনের এক বিরাট অংশ জ্ঞান অর্জনে ব্যয় করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি দূর-দূরান্তে ভ্রমণ করেন। দিমাশক, মিসর, বসরা, কূফা, বাগদাদ, খুরাসান প্রভৃতি অঞ্চলে পৌঁছে তিনি সেখানকার আলিম, মুহাদ্দিস ও ফকীহদের নিকট থেকে জ্ঞান আরহণ করেন। একাধিকবার তিনি বাগদাদ গিয়েছেন। অবশেষে স্থায়ী আবাস হিসেবে তিনি বসরাকে বেছে নেন। এই বসরা শহরে ২৭৫/৮৮৯ সনের ১৬ শাওয়াল শুক্রবার ৭৩ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন (তায়কিরাতুল হুফফাজ, খ. ২, পৃ. ৫৯৩; উজালা-ই নাফিয়া, পৃ. ৪৯০; শাজারাতুয যাহাব, ২/১৬৭)।

ইমাম আবু দাউদের প্রখ্যাত কয়েকজন শিক্ষকের নাম : আবু উমার আদ-দারীর, মুসলিম ইবনে ইবরাহীম, আল-কা'নাবী, আবদুল্লাহ ইবনে রাজা', আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী, আহমাদ ইবনে ইউনুস, আবু জা'ফার আন-নুফাইলী, আবু তাওবা আল-হালাবী, সুলাইমান ইবনে হারব প্রমুখ (তায়কিরাতুল হুফফাজ, খ. ২, পৃ. ৫৯১)। শায়খ আবু ইসহাক আশ-শীরাযী 'তাবাকাতুল ফুকাহা' গ্রন্থে ইমাম আবু দাউদকে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল-এর শাগরিদ বলে উল্লেখ করেছেন (শাজারাতুয যাহাব, খ. ২, পৃ. ১৬৭)।

হযরত ইমাম আবু দাউদের অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে এখানে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো : ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ, পুত্র আবু বাকর ইবনে আবু দাউদ, আবু 'আওয়ানা, আবু বিশর আদ-দাওলাবী, আলী ইবনুল হাসান, আবু উসামা মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল মালিক, আবু সাঈদ ইবনুল 'আরাবী, আবু আলী আল-লু'লুঈ, আবু বাকর ইবনে দাসাহ, আবু সাশেম মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ আল-জালুদী ও আবু আমর

আহমাদ ইবনে আলী। শেষোক্ত সাতজন আবু দাউদের মুখ থেকে সরাসরি তাঁর “সুনান” গ্রন্থখানি শোনে (তায়কিরাতুল হুফফাজ, খ. ২, পৃ. ৫৯২)। তাঁর পুত্র আবু বাকর ইবনে আবু দাউদ ছিলেন তৎকালীন বাগদাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ, আলিম ও ইমাম। কিতাবুল মাসাবীহ নামে তাঁর একখানি হাদীসগ্রন্থ আছে (শাজারাতুয যাহাব, খ. ২, পৃ. ১৬৭)।

ইবনে আসাকির তাঁর তারীখ বাগদাদ-এ উল্লেখ করেছেন, একদা আবু দাউদ (র) যখন বাগদাদে তখন তৎকালীন আমীর আবু আহমাদ আল-মুয়াফফাক তাঁর কাছে এসে নিবেদন করেন, আপনার কাছে আমার তিনটি আরজ। (১) আপনি বসরায় বসবাস করবেন; (২) বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্ররা সেখানে আপনার কাছে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে আসবে এবং শহরটি আবাদ হবে। আপনি সেখান থেকে চলে আসায় লোকেরা বসরা ছেড়ে চলে যাচ্ছে এবং (৩) আপনি বিশেষভাবে আমার সন্তানদের কাছে আপনার ‘সুনান’ বর্ণনা করবেন। কারণ খলীফার সন্তানরা সাধারণ লোকদের সাথে বসতে পারে না।

জবাবে আবু দাউদ (র) বলেন, তা আমার দ্বারা হবে না। কারণ জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে ছোট-বড়, ইতর-ভদ্র সকলে সমান। অতঃপর খলীফার ছেলেরা তাঁর হাদীস পাঠের মজলিসে হাজির হয়ে হাদীস শুনতো (তারীখ ইবনে আসাকির, ২৪৫)।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইমাম আবু দাউদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান ‘কিতাবুস সুনান’ নামক হাদীসের গ্রন্থখানি। এটি ‘সিহাহ সিভা’ বা ছয়খানি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বের সর্বযুগের হাদীসশাস্ত্র বিশারদগণ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রন্থখানি গ্রহণ করেছেন। অতীতের ন্যায় বর্তমানেও এ গ্রন্থের উপর সমানভাবে নির্ভর করা হচ্ছে। সুন্নাতের ভিত্তি যে গ্রন্থগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত তার মধ্যে আবু দাউদের ‘সুনান’ গ্রন্থটির স্থান তৃতীয় বা চতুর্থ (মুকাদ্দিমা, বাজলুল মাজহূদ, খ. ১, পৃ. ৩)।

বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবু দাউদ এ গ্রন্থখানি রচনার পর স্বীয় উস্তাদ ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের সামনে পেশ করেন এবং ইমাম আহমাদ গ্রন্থখানি খুবই পছন্দ করেন। ইবন দাসা বলেন, আবু দাউদ দাবি করেছিলেন, তিনি ৪৮০০ হাদীসের এ গ্রন্থখানি তাঁর স্মৃতিতে ধারণকৃত পাঁচ লাখ বর্ণনার মধ্য থেকে চয়ন করে রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে শুধু এমন হাদীস সন্নিবেশিত করেছেন, যা সহীহ অথবা দৃশ্যত সহীহ হাদীসের কাছাকাছি। আবু দাউদ এ কথাও বলেছেন, যে সকল হাদীস অত্যন্ত জঙ্ঘম (দুর্বল) আমি তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দিয়েছি। আর যে সকল হাদীসের ব্যাপারে আমি কোন মন্তব্য করিনি সেগুলির সবই সালেহ বা ভাল, যদিও তার একটি অন্যটি অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য (দাইরা মায়রিফ-ই ইসলামী)।

আবু দাউদ (র) তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে এমন কিছু রাবীর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাদের উল্লেখ সহীহাইন অর্থাৎ বুখারী-মুসলিমে নেই। এর কারণ হলো, তাঁর মূলনীতি ছিল, যে সকল রাবী বা বর্ণনাকারীর ‘গায়র সিকাহ’ (অনির্ভরযোগ্য) হওয়ার নিয়ম ভিত্তিক কোন প্রমাণ নেই তাঁদেরকে সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) বলে গ্রহণ করা।



ইমাম আবু দাউদের 'সুনান' গ্রন্থখানি- যাতে বেশির ভাগ ফরয, মুবাহ ও নিষিদ্ধ বিষয় সম্বলিত হাদীসের সমাবেশ ঘটেছে, মনীষীদের নিকট খুবই গ্রহণযোগ্য হয়েছে। আবু সাঈদ আল-আরাবী বলেন, কেউ যদি কুরআন ও এই গ্রন্থ ছাড়া আর কিছুই না জানে সেও একজন বড় আলিম। মুহাম্মাদ ইবন মাখলাদ বলেন, মুহাদ্দিসগণ বিনা বাক্যব্যয়ে এই গ্রন্থখানি এমনভাবে মেনে নিয়েছেন যেমন কুরআন মেনে নেন। সহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নববী (র) বলেন, ফিক্‌হ শাস্ত্র ও অন্যান্য বিষয়ের সাথে যারা জড়িত তাদেরকে গভীরভাবে আবু দাউদের 'সুনান' অধ্যয়ন ও গ্রন্থখানির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। কারণ আহকাম অর্থাৎ বিধিবিধান বিষয়ক হাদীসসমূহের অধিকাংশ, যেগুলি দলীল হিসাবে উপস্থাপন করা হয়, এই গ্রন্থে এমন সুশৃংখলভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে যে, সেগুলি খুব সহজেই পাওয়া যায়।

ইমাম আবু দাউদের 'সুনান' বেশ কয়েকটি ধারায় বর্ণিত হয়েছিল। কোন কোন কপিতে এমন কিছু হাদীস পাওয়া যায়, যা অন্যগুলিতে নেই। তবে ইমাম আল লু'লুঈর কপিটি সর্বাধিক গৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাষায় 'সুনান'-এর ব্যাখ্যা-ভাষ্য লেখা হয়েছে। এই 'সুনান' ছাড়াও আবু দাউদের কিতাবুল মারাসীল নামে আরো একখানি হাদীস সংকলন আছে। সেটি ১৩১০/১৮৯২ সালে কায়রো থেকে মুদ্রিত হয়েছে। (পরবর্তী নিবন্ধে বিস্তারিত দ্র.)

ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

১৮/১২/৯০



## মক্কাবাসীর উদ্দেশে ইমাম আবু দাউদ (র)-এর পত্র

মক্কাবাসীদের নিকট লিখিত পত্রে ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আস্‌সালামু আলাইকুম। আমি সেই আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। প্রার্থনা করছি তিনি যেন তাঁর বান্দাহ ও রাসূল মুহাম্মাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন- যেমন তিনি উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর, আল্লাহ আমাকে ও বিশেষভাবে আপনাদেরকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন, যেনো অসুস্থতা পেয়ে না বসে এবং কোনো শাস্তিমূলক দুর্ঘটনা না ঘটে। আপনারা জানতে চেয়েছেন, আমি সুনান গ্রন্থে যে সকল হাদীস সন্নিবেশিত করেছি তা কি সহীহ এবং সে সম্পর্কে আমি ওয়াকিফহাল কিনা?

জেনে রাখুন, সবগুলোই সেইরূপ, তবে যদি কোনো হাদীস দু'টি সনদে বর্ণিত হয়ে থাকে যার একটির সনদ মজবুত, আর দ্বিতীয়টির রাবী স্মৃতিশক্তির দিক থেকে অধিক অগ্রসর, তখন উভয়টি লিখেছি। কখনো একই অনুচ্ছেদের মধ্যে কিছু অতিরিক্ত কথাসহ দু'টি বা তিনটি সনদে হাদীসটি নিয়ে এসেছি। দেখা গেছে, দীর্ঘ হাদীসে অতিরিক্ত কিছু কথা আছে। যদি সম্পূর্ণ হাদীসটি লিখে দেই তবে হয়ত শ্রোতাদের অনেকেই হাদীসের ফিক্‌হের স্থানটি জানতে ও বুঝতে সক্ষম হবেন না। এই কারণে দীর্ঘ হাদীসটি সংক্ষেপ করে বর্ণনা করেছি।

আর মুরসাল হাদীসসমূহের ব্যাপারে কথা হচ্ছে, আমাদের পূর্বকার উলামায়ে কিরাম হুজ্জাত হিসেবে মুরসালকে গ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন সুফিয়ান ছাওরী, ইমাম মালিক ও আওয়ামী (র)। কিন্তু শাফিঈ মুরসালের হুজ্জাত হওয়ার বিষয়টিকে সমালোচনা করেছেন এবং আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) প্রমুখও তাঁর অনুসরণ করেছেন।

যেখানে মুরসাল ব্যতীত মুসনাদ নাই বা মুসনাদ পাওয়া যায়নি সেখানে মুরসাল দ্বারা হুজ্জাত গ্রহণ করা যায়। তবে তা মুত্তাসিলের মত শক্তিশালী নয়। আমি যে সুনান গ্রন্থখানা রচনা করেছি তাতে মাতরুকুল হাদীস (পরিত্যক্ত) কোনো রাবীর হাদীস নেই। মুনকার (পরিত্যক্ত) কোন রাবীর হাদীস গ্রহণ করলে তাতে বলেছি, হাদীসটি মুনকার এবং এ ছাড়া এ বাবে আর কোনো যযীফ বা মুনকার রাবীর হাদীস নেই।

ইমাম আবু দাউদ (র) তাঁর কিতাব সম্পর্কে আরো বলেন, আমি আমার কিতাবে এমন কোন হাদীস উল্লেখ করিনি, যা বর্জনের ব্যাপারে হাদীসবিদগণ একমত হয়েছেন। এ গ্রন্থে উল্লিখিত যে হাদীসে অতি দুর্বলতা রয়েছে বা যার সনদ সহীহ নয় আমি সেটা বলে দিয়েছি। যে হাদীস সম্পর্কে আমি কোন মন্তব্য করিনি তা সালিহ বা গ্রহণ করার উপযুক্ত। আর কোন কোন হাদীস অপর হাদীস অপেক্ষা অধিক বিশ্বস্ত। এটি এমন

কিতাব, যাতে নবী করীম (সা) থেকে প্রাপ্ত সকল হাদীসই তুমি লাভ করবে। কুরআন মজীদেদের পর এ কিতাব ছাড়া আমি এমন কোন কিতাব সম্পর্কে অবগত নই, যার শিক্ষার্জন করা জনগণের জন্য অত্যাব্যশ্যকীয়। এ কিতাব লিপিবদ্ধ করার পর যদি কোন ব্যক্তি আর কোন কিতাব লিপিবদ্ধ না করে তবে তার কোন ক্ষতি হবে না।

কিন্তু ঐ সকল মাসআলা অর্থাৎ সুফিয়ান ছাওরী, মালিক ও শাফিঈর মাসআলাসমূহের উৎস হচ্ছে এ সকল হাদীস। আমার নিকট পছন্দনীয় হচ্ছে, কোন ব্যক্তি তার লিখনির সাথে মুহাম্মাদ (সা)-এর সাহাবীদের রায় তথা মতামতকে যেন লিখে দেয়। অনুরূপ সুফিয়ান সাওরীর আল-জামে' গ্রন্থের মত গ্রন্থও যেন লিখে। তার আল-জামে' গ্রন্থটি বেশ চমৎকার। আমার সুনান গ্রন্থে যে সকল হাদীস সন্নিবেশিত করেছি তার অধিকাংশই মশহুর হাদীস। হাদীস সম্পর্কে যে যতটুকু লিখেছে তার নিকট তা আছে কিন্তু সব মানুষ তা যাচাই-বাছাই করতে পারে না।

গর্বের বিষয় যে, আমার কিতাবে যা আছে তা মশহুর পর্যায়ের হাদীস। কারণ গরীব হাদীসের দ্বারা দলীল পেশ করা যায় না, যদিও তা মালিক বা ইয়াহুইয়া ইবনে সাঈদ বা নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) আলিমদের রিওয়ায়াত হোক তবুও। কোনো ব্যক্তি যদি গরীব ও শাজ হাদীস বা ত্রেটিযুক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে তবে তা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু মশহুর, মুত্তাসিল ও সহীহ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করলে কেউ তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। ইবরাহীম নাখঈ বলেন, তারা গরীব হাদীসকে অপছন্দ করতেন। ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব বলেন, যদি কোনো হাদীস শোনো তবে খোঁজাখুঁজি শুরু করো, যেমন হারানো বস্তু খোঁজা হয়। যদি তার সত্যতা পাওয়া যায় তবে গ্রহণ করো, অন্যথায় তা বর্জন করো।

এই সুনান গ্রন্থে কিছু হাদীস রয়েছে যা মুরসাল, মুত্তাসিল বা মুতাওয়াতির নয়। কারণ প্রকৃত অর্থে মুত্তাসিল বলতে যা বুঝায়, মুহাদ্দিসগণ সেভাবে সহীহ হাদীস প্রাপ্ত হননি। যেমন জাবির হতে হাসান, আবু হুরায়রা হতে হাসান এবং ইবনে আব্বাস হতে মিকসাম, মিকসাম হতে হাকাম, এভাবে রিওয়ায়াত করেছেন। আসলে এটা মুত্তাসিল নয়। মিকসাম হতে হাকাম চারটি হাদীস শুনেছেন। তেমনি আবু ইসহাক হারিস থেকে, হারিস আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আবু ইসহাক হারিস থেকে মাত্র চারটি হাদীস শুনেছেন যার একটিও মুসনাদ নয়। এ ধরনের হাদীস আমার সুনান গ্রন্থে খুবই নগণ্য। সম্ভবত আমার সুনানে হারিস আল-আওয়ার-এর একটি হাদীসই স্থান পেয়েছে। আমি সেটি লিখেছি শেষের দিকে।

আমার সুনান গ্রন্থে আল-মারাসীলসহ আঠারোটি বিভাগ রয়েছে। মুরসাল এক খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। মুরসাল হিসেবে মহানবী (সা) থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে কিছু রয়েছে যা সহীহ নয়। তবে যেগুলো কারো কাছে মুসনাদ সাব্যস্ত হয়েছে সেগুলো মুত্তাসিল ও সহীহ।

আশা করি আমার কিতাবে হাদীসের সংখ্যা চার হাজার আট শত। তার মধ্যে ছয় শতের মত মুরসাল হাদীস। (অনুবাদ : মুহাম্মদ বজলুর রহমান)

যদি কোন ব্যক্তি এই কিতাবের হাদীসসমূহে উল্লেখিত শব্দসমূহকে অন্য হাদীসের সাথে তুলনা করতে চায়, তবে সে দেখতে পাবে, কখনও কখনও হাদীস এমন একটি সনদে বর্ণিত, যা সাধারণ লোকগণের নিকট পরিচিত এবং হাদীস শাস্ত্রের এমন ইমামগণ কর্তৃক বর্ণিত যারা প্রসিদ্ধ রাবী। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি কখনও কখনও এমন হাদীসের অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করতাম— যে হাদীসের শব্দ অধিক অর্থবহ। আর হাদীস বিশুদ্ধ হলে এবং তার বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত হলে আমি আমার গ্রন্থে সেই হাদীস গ্রহণ করেছি।

কোন কোন ক্ষেত্রে হাদীসের একটি সনদকে মুত্তাসিল বলে দেখা যায়, কিন্তু অন্য সনদের সাথে তুলনা করা হলে তা মুত্তাসিল বলে প্রমাণিত হয় না। আর এ বিষয়টি হাদীস শ্রবণকারীর নিকট স্পষ্ট হয় না। তবে তিনি যদি হাদীসের জ্ঞান রাখেন এবং এ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হন তাহলে তিনি এ বিষয়ে অবহিত থাকবেন। যেমন ইবনে জুরাইয থেকে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তাতে তিনি বলেছেন, যুহরী (র) থেকে আমাকে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসটি আল-বারসানী রিওয়ায়াত করতে গিয়ে বলেছেন, ইবনে জুরাইয থেকে, তিনি যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। এভাবে যে শুনবে তার ধারণা হবে হাদীসটি মুত্তাসিল। অথচ এটি ঠিক নয়। এটা আমরা গ্রহণ করিনি। কারণ হাদীসের সনদ মুত্তাসিল নয়। এটি একটি মালুল (ক্রটিযুক্ত) হাদীস। এ ধরনের আরো উদাহরণ রয়েছে। ফলে যে ব্যক্তি এর অন্তর্নিহিত বিষয় অবগত নয় সে বলেছে, আমি এ ধরনের সহীহ হাদীস বর্জন করেছি। অথচ সে যে হাদীসকে সহীহ বলেছে প্রকৃতপক্ষে তা মালুল। আমি আমার সুনান গ্রন্থে শুধুমাত্র আহকাম সম্বলিত হাদীস সংকলন করেছি, জুহদ ও ফাযায়েলে আ'মাল সংক্রান্ত হাদীস সংকলন করিনি। এই চার হাজার আট শত হাদীসের সবগুলো আহকাম সম্পর্কিত। এর বাইরে যুহদ ও ফাযায়েল সংক্রান্ত অনেক সহীহ হাদীস আমি আনিনি। আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ (সংক্ষেপিত; সূত্র গ্রন্থ : ইমাম আবু দাউদ, মোখতার এণ্ড কোং, দেওবন্দ ১৯৮৫ খৃ.)।

### আল-খাতীব আল-বাগদাদীর কলম থেকে

হাফেয আবু বাক্‌র আল-খাতীব বলেন, ইমাম আবু দাউদ বাসরায় বাস করতেন। তবে একাধিকবার বাগদাদে এসেছেন এবং তাঁর সুনান সেখানে রিওয়ায়াত করেছেন। বাগদাদের লোকেরা তা নকল (লিপিবদ্ধ) করেছেন। বলা হয় যে, আবু দাউদের সুনান গ্রন্থখানা “কিতাবুন শরীফ”— ইলমে দীন সম্পর্কে গুরুত্ব আর কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি। সাধারণ মানুষ ও মায়হাবের ভিন্নতা সত্ত্বেও বিভিন্ন তাবাকার ফকীহগণের নিকট কিতাবখানা গ্রহণযোগ্যতা প্রাপ্ত হয়। ইরাক, মিসর ও পশ্চিমের দেশসমূহ এবং পৃথিবীর বহু দেশের মানুষ এই কিতাব অনুযায়ী আমল করে আসছে।

আবু দাউদের সুনান গ্রন্থ রচনার পূর্বে উলামায়ে হাদীসের পক্ষ থেকে জাওয়ামে' ও মুসনাদ ধরনের রচনাবলী ছিল। উক্ত রচনাবলীতে সুনান, আহকাম, আখবার, কাসাস,

মাওয়াইয় ও আদাব সম্বলিত হাদীস স্থান পেয়েছিল। কিন্তু শুধুমাত্র সুনানকে কেন্দ্র করে গ্রন্থ রচনা করার জন্য ও পূর্ণতা দান করার ক্ষেত্রে আবু দাউদের মত কেউ ব্রতী হননি। আইন্মায়ে মুহাদ্দিসীন-এর নিকট গ্রন্থখানা আশ্চর্য স্থান করে নিতে সক্ষম হয়। সেটিকে পাওয়ার জন্য বহু ক্রেশ স্বীকার করা হয় ও সফর অব্যাহত রাখা হয়।

ইবনুল আরাবী বলেন, যদি কোনো ব্যক্তির নিকট কুরআন কারীম ও সুনান আবু দাউদ ছাড়া ইলমের অপরাপর কিতাব না থাকে তবে অন্য কিছু প্রয়োজন তার হবে না। খাত্তাবী বলেন, ইবনুল আরাবী যা বলেছেন নিঃসন্দেহে তা সত্য। কেননা ইমাম সাহেব তার এ গ্রন্থে উসূলে ইলম, সুনানের মৌলিক বিষয় ও ফিকহী আহকামের এমন সব হাদীস সন্নিবেশিত করেছেন যা তাঁর পূর্বে কেউ করেছে বা পরে তার সমপর্যায়ে যেতে পারবে, আমরা তা মনে করি না।

ইমাম নববী (র) শারহ সুনান আবী দাউদে তার মন্তব্য লিখতে গিয়ে বলেছেন, ফিকহ ও অন্য বিষয়ে নিয়োজিত ব্যক্তির উচিত সুনান আবী দাউদ গ্রন্থের প্রতি পূর্ণরূপে যত্নবান হওয়া। কারণ আহকাম সাব্যস্ত করতে যেসব হাদীসের প্রয়োজন হয়ে থাকে তার সিংহভাগ তাতে উল্লেখ রয়েছে এবং তা সহজে প্রাপ্য ও সংক্ষিপ্ত এবং তার রচয়িতা দক্ষতার সাথে তা করেছেন ও বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মনোযোগী ছিলেন।

আবুল আ'লা আদরী বলেন, আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখলাম এবং তিনি বললেন : যে ব্যক্তি সুনাতের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতে চায়, সে যেনো আবু দাউদের সুনান গ্রন্থ পাঠ করে।

খাত্তাবী বলেছেন, আবু দাউদের কিতাবে সহীহ ও হাসান হাদীসের সমন্বয় ঘটেছে। দুর্বল হাদীসের অনেক স্তর রয়েছে। সবচেয়ে জঘন্য হচ্ছে 'মওয়ু', তার পর মাকলূব, তারপর মাজহুল। কিন্তু আবু দাউদের কিতাবখানা এসব থেকে পবিত্র।

**ইমাম আবু দাউদ (র) সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণের মন্তব্য**

তিনি ছিলেন একজন 'আবিদ ও যাহিদ। দুনিয়ার শানশওকতের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। ইবনে দাসাহ বলেন, ইমাম আবু দাউদ (র)-এর জামার একটি হাতা ছিল প্রশস্ত এবং অপরটি ছিল সংকীর্ণ। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'একটি হাতার মধ্যে লিখিত হাদীসগুলো রেখে দেই এবং এজন্যই এটিকে প্রশস্ত করেছি। আর অপর হাতায় এরূপ কিছু রাখা হয় না। তাই সেটি প্রশস্ত করার কোন প্রয়োজন হয়নি।'

হাফিয় মুসা ইবনে হারুন তাঁর সম্পর্কে বলেন,

“ইমাম আবু দাউদ (র) দুনিয়াতে হাদীসের জন্য এবং আখিরাতে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি হয়েছেন। আর আমি তাঁর থেকে অধিক উত্তম দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে দেখিনি।”

মোল্লা 'আলী আল-কারী (র) বলেন, তাঁর ফযীলাত এবং ব্যক্তিগত গুণাবলী অসংখ্য। তিনি তাকওয়া-পরহেযগারী, পবিত্রতা ও ইবাদত-বন্দেগীতে উচ্চতর ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

ইমাম আবু হাতিম (র) বলেন, ইমাম আবু দাউদ (র) ফিক্‌হ, দুনিয়া বিমুখতা, ইবাদত ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে যুগশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি হাদীস সংকলন করেছেন, গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং সুন্নাহর উপর আক্রমণ প্রতিহত করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) একাধারে হাফিয, হুজ্জাত, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ফকীহ, প্রসিদ্ধ পর্যালোচক এবং অন্যান্য বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

ইবনে তাগরীবিরদী তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি ছিলেন হাদীসের ইমাম, হাফিয, সমালোচক, সুনান রচয়িতা। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর যুগের মুহাদ্দিসগণের ইমাম ছিলেন। তিনি হাদীসের সূন্নাতিসূন্না দোষত্রুটি সম্পর্কে অবহিত এবং আব্বাহী ব্যক্তি।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আস-সাগানী হাদীস শাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতার প্রতি ইংগিত করে বলেন, দাউদ (আ)-এর জন্য লোহাকে যেমনভাবে নরম ও সহজ করে দেয়া হয়েছিল, ইমাম আবু দাউদ (র)-এর জন্যও হাদীসকে তেমনভাবে সহজ করে দেয়া হয়েছে।

আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াসীন আল-হারওয়াবী বলেন, আবু দাউদ (র) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসের অন্যতম হাফিয, এর দোষত্রুটি ও সন্দেহে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন ইবাদত, পবিত্রতা, নিষ্কলুষতা ও পরহেযগারীর উচ্চাসনে সমাসীন এবং হাদীস শাস্ত্রে এক মহান সাধক।

আব্বাহী ইয়াফি'ঈ বলেন, হাদীস ও ফিক্‌হ উভয় শাস্ত্রেই আবু দাউদ (র) ইমাম ছিলেন। হাকেম আবু 'আবদুল্লাহ নিশাপুরী বলেন, ইমাম আবু দাউদ (র) নিঃসন্দেহে তাঁর যুগের মুহাদ্দিসগণের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দী ছিলেন।

ইমাম নববী (র) বলেন, হাদীস এবং অন্যান্য বিষয়ে ইমাম আবু দাউদের পূর্ণ হিফয, গভীর জ্ঞান, সুদক্ষতা, দীনদারী এবং উজ্জ্বল উপলব্ধি সম্পর্কে আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেন।

আব্বাহী ইবনে কাসীর (র) বলেন, আবু দাউদ আস-সিজিস্তানী (র) ছিলেন হাদীসের অন্বেষণে দিগন্তে পরিভ্রমণকারীদের অন্যতম। তিনি হাদীস সংগ্রহ করেছেন, গ্রন্থাবলী করেছেন এবং বিভিন্ন দেশের বহু শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন।

### তাঁর অনুসৃত মাযহাব

এ বিষয়ে 'আলিমগণ একাধিক মত পোষণ করেন। প্রবীণ মুহাদ্দিসগণের ক্ষেত্রে প্রায়ই এরূপ ঘটে থাকে। বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারীগণ তাঁদেরকে নিজ মাযহাবের অনুগামী বলে দাবি করেন। ইমাম আবু দাউদ (র)-এর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তাজুদ্দীন আস-সুবকীর মতে তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানও এই মত পোষণ করেন। কারও মতে, তিনি হাঙ্গালী মতানুসারী ছিলেন। আবু ইসহাক আশ-শীরাযী তাঁর ভাবাকাত গ্রন্থে ইমাম আবু দাউদ (র)-কে হাঙ্গালী মাযহাবের অনুসারী বলে উল্লেখ করেছেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আনওয়ার শাহ কাশমীরী (র)-ও একই কথা বলেছেন। তাঁর সুনান গ্রন্থখানা সতর্কতার সাথে অধ্যয়ন করলে তাঁকে হাঙ্গালী বলেই প্রতীয়মান হয়। কেননা তিনি তাঁর এ গ্রন্থের অনেক স্থানেই অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদীসের মোকাবিলায় এমন হাদীসকে প্রাধান্য দিয়েছেন যার দ্বারা ইমাম আহমাদ (র)-এর মাযহাব প্রমাণিত হয়।

### রচনাবলী

ইমাম আবু দাউদ (র) অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। কিতাবুস্ সুনান তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এটি সিহাহ সিত্তা পরিবারের তৃতীয় গ্রন্থ। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের তালিকা প্রদান করা হলো।

যে সকল গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় : (১) সুনানু আবী দাউদ; (২) কিতাবুল মারাসীল; (৩) কিতাবু মাসাইলি আবী দাউদ লি-ইমাম আহমাদ ফির-রুওয়াত; (৪) কিতাবু মাসাইলি আবী দাউদ লি-ইমাম আহমাদ ফিল-ফিক্হ; (৫) কিতাবু তাসমিয়াতিল ইখওয়াহ আল্লাযীনা রুবিয়া ‘আনহুমুল-হাদীস; (৬) কিতাবুয যুহ্দ; (৭) ইজাবাতুহু আল্লাস-সুআলাত আবী ‘উবায়দ আল-আজুররী; (৮) রিসালা ফী ওয়াসফি তালীফিহী লিকিতাবিস্ সুনান।

তাঁর রচিত যে সকল গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না : (১) ইবতিদাউল-ওয়াহয়ি; (২) আখবারুল খাওয়ারিজ; (৩) আত-তাফাররুদ ফিস্-সুনান; (৪) দালাইলুন নুবুওয়াত; (৫) আদ-দু‘আ; (৬) আর-রাদ্দু ‘আলা আহলিল-কাদর; (৭) ফাদাইলুল আনসার; (৮) কিতাবু আসহাবিশ শা‘বী; (৯) কিতাবুল বা‘ছ ওয়ান্-নুশূর; (১০) আল-মাসাইল আল্লাযী খালাফা আল্লাইহা আল-ইমাম আহমাদ; (১১) মুসনাদু মালিক এবং (১২) আন-নাসিখ ওয়াল-মানসূখ।

### ইত্তিকাল

ইমাম আবু দাউদ (র) ৭৩ বছর বয়সে শাওয়াল মাসের ১৬ তারিখ জুমু‘আর দিন ২৭৫ হিজরী মোতাবেক ৮৮৯ খৃ. বসরায় ইত্তিকাল করেন। সকল ঐতিহাসিক তাঁর ইত্তিকালের সন সম্পর্কে একমত পোষণ করেন। কিন্তু দিন ও তারিখ সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ আছে। ‘আব্বাস ইবনে ‘আবদুল ওয়াহিদ আল-হাশিমী তাঁর জানাযার নামায পড়ান। অতঃপর সিজিস্তানের প্রসিদ্ধ হাদীস শাস্ত্রবিদ ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (র)-এর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

### সুনান আবী দাউদ

ইমাম আবু দাউদ (র) কখন তাঁর সুনান গ্রন্থখানার সংকলন সুসম্পন্ন করেন তা নির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে তিনি তাঁর এ গ্রন্থ প্রণয়ন সম্পন্ন করে তাঁর শায়খ ও



যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর খিদমতে তা পেশ করেন। ইমাম আহমাদ কিতাবখানির উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। আর ইমাম আহমাদ (র) হিজরী ২৪১ সালে ইস্তিকাল করেন। তাতে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম আবু দাউদ (র) ৩৯ বছর বয়সের পূর্বেই তাঁর সুনান গ্রন্থখানি সংকলন সম্পন্ন করেন।

### সংকলনের কারণ

সুনান গ্রন্থ হাদীস শাস্ত্রের ঐশ্বর্যপূর্ণ শাখা। ইসলামের ইতিহাসে অতি প্রাথমিক কাল থেকেই মুহাদ্দিসগণ মাগাযী-এর তুলনায় আহকাম ও উপদেশমূলক হাদীস সংগ্রহ ও সন্নিবেশের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁদের মতে, মাগাযীর বাস্তব তাৎপর্য ও আবশ্যিকতা তুলনামূলকভাবে কম। অপরদিকে নবী করীম (সা)-এর জীবনের অপরাপর দিক, যেমন তাঁর উম্ম, গোসল, নামায ও হজ্জ-এর পদ্ধতি, বেচা-কেনা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ-শাদী, শাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কিত আদেশ-নিষেধ ঈমানদারগণের বাস্তব জীবনের জন্য একান্ত অপরিহার্য। এ কারণে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে মুহাদ্দিসগণ আহকাম সম্পর্কিত হাদীসসমূহ সংকলনের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। আর এ ধরনের হাদীস গ্রন্থকেই বলা হয় সুনান গ্রন্থ। ইমাম আবু দাউদ (র) ছিলেন এইরূপ হাদীস গ্রন্থ সংকলকগণের পথিকৃত।

ইমাম আবু দাউদ (র) তাঁর কিতাবে এমন সব হাদীস সংকলন করেন যেগুলোকে ফিক্‌হ-এর ইমামগণ তাঁদের মায়হাবের পক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন, আমার এই কিতাবের মধ্যে ইমাম মালিক (র), ইমাম ছাওরী (র), ইমাম শাফিঈ (র) প্রমুখ ইমামগণের মায়হাব-এর ভিত্তি মওজুদ রয়েছে।

### সুনান আবী দাউদ-এর স্থান

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দিহলাবী (র) বিশুদ্ধতার দিক থেকে হাদীস গ্রন্থসমূহকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করেন। তিনি প্রথম স্তরে মুওয়ান্না ইমাম মালিক, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে স্থান দেন। তিনি দ্বিতীয় স্তরে সুনান আবী দাউদ, জামে' আত-তিরমিযী ও সুনান আন-নাসাঈকে স্থান দেন। শাহ সাহেবের এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, দ্বিতীয় স্তরের হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে সুনান আবী দাউদের স্থান প্রথম।

কোন কোন হাদীস বিশারদের মতে, বুখারী ও মুসলিম-এর পরের স্থান হচ্ছে সুনান আন-নাসাঈর। আবার কেউ কেউ জামে' আত-তিরমিযীকে তৃতীয় স্থান দান করেন। মিকতাহস-সা'আদা-এর গ্রন্থকার বুখারী ও মুসলিম-এর পর বিশুদ্ধতার দিক থেকে সুনান আবী দাউদকে স্থান দান করেন।

### দীনদারীর জন্য চারটি হাদীসই যথেষ্ট

ইমাম আবু দাউদ (র) তাঁর বিশাল গ্রন্থের হাদীসসমূহ থেকে মাত্র চারটি হাদীস ব্যক্তির দীনদারীর জন্য যথেষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন। হাদীসগুলো এই :

(এক) **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** “কাজ-কর্মের পরিণতি অভিপ্রায় অনুযায়ী হবে।”

(দুই) **مِنْ أَحْسَنِ الْإِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرَكَهُ مَا لَا يَغْنِيهِ** “ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হলো, তার অর্থহীন কথা ও কাজ ত্যাগ করা।”

(তিন) **لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَرْضَى لِأَخِيهِ مَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ** “মুসলিম ব্যক্তি সত্যিকার মুসলিম হতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা তাঁর ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করে।”

(চার) **الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ** “হালালও সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট।”

### সুনান আবী দাউদের পাণ্ডুলিপিসমূহ

অনেক হাদীস বিশারদ ইমাম আবু দাউদ (র) থেকে তাঁর সুনান গ্রন্থ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এগুলোর মধ্যে চার ব্যক্তির বর্ণিত পাণ্ডুলিপি সর্বাধিক খ্যাত।

(ক) আবু ‘আলী মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে ‘আমর আল-লু’লুই (র) (মৃ. ৩৪১/৯৫২)।

এই উপমহাদেশে এবং প্রাচ্যের দেশসমূহে এটি বহুল প্রচলিত। এ নুসখাটির অগ্রাধিকার লাভের কারণ হলো, তিনি হিজরী ২৭৫ সালে ইমাম আবু দাউদ (র)-এর নিকট সরাসরি সুনান গ্রন্থটি শুনেছেন। আর এ বছরই ইমাম আবু দাউদ (র) শেষবারের মত তাঁর শিষ্যগণকে সুনান গ্রন্থখানা লিপিবদ্ধ করান। তিনি এই সালের ১৬ শাওয়াল ইতিকাল করেন।

(খ) আবু বাক্বর মুহাম্মাদ ইবন ‘আবদির রায়যাক ইবন দাসাহ (র) (মৃ. ৩৪৫/৯৫৬)।

লু’লুই (র) এবং ইবন দাসাহ (র)-এর নুসখা (প্রতিলিপি)-এর মধ্যে অনুচ্ছেদ বিন্যাসের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু হাদীসের সংখ্যা প্রায় কাছাকাছি। তবে হাদীস সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ যে সকল মন্তব্য করেছেন তা কোন গ্রন্থে বেশি এবং কোন গ্রন্থে কম পরিদৃষ্ট হয়।

(গ) হাফিয় আবু ‘ঈসা ইসহাক ইবনে মূসা ইবনে সাঈদ আর-রামলী (র) (মৃ. ৩১৭/৯২৯)। এই নুসখাটি প্রায় ইবন দাসাহ (র)-এর নুসখার অনুরূপ।

(ঘ) হাফিয় আবু সাঈদ আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ ইবনুল-‘আরাবী (র) (মৃ. ৩৪০/৯২৫)। এ নুসখার হাদীসের সংখ্যা অন্য নুসখার তুলনায় কিছু কম। এতে কিতাবুল-ফিতান ওয়াল-মালাহিম এবং আরও কিছু বাব নেই।

### সুনান আবী দাউদ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের অভিমত

সুনান গ্রন্থসমূহের মধ্যে সুনান আবী দাউদ সর্বশ্রেষ্ঠ। সকল যুগের ‘আলিম ও ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদগণ এ গ্রন্থের প্রশংসা করেছেন। এখানে কয়েকজন মনীষীর অভিমত তুলে ধরা হলো।

আবু সাঈদ ইবনুল 'আরাবী বলেন, যার নিকট আল-কুরআন এবং ইমাম আবু দাউদ (র)-এর কিতাব রয়েছে তার এই দু'টির সাথে অবশ্যই আর কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নেই।

'আল্লামা খাত্তাবী (র) বলেন, দীনী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর মত আর কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। আর এ গ্রন্থখানা বিষয় বিন্যাসের দিক থেকে অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত এবং বুখারী ও মুসলিম-এর তুলনায় এতে ফিক্হ শাস্ত্রের অধিক জ্ঞান সন্নিবেশিত হয়েছে।

ইমাম আবু দাউদ (র)-এর এ গ্রন্থখানা জনগণের মাঝে কী পরিমাণ গৃহীত হয়েছিল এর প্রতি ইংগিত করে তাঁর ছাত্র হাফিয মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ দুয়ারী (মৃ. ৩১১ হিজরী) বলেন, ইমাম আবু দাউদ (র) যখন তাঁর সুনান গ্রন্থখানা প্রণয়ন সম্পন্ন করে জনগণকে পাঠ করে শুনান, তখন তা তাদের নিকট অনুসরণীয় পবিত্র গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

এই কিতাবের ফিক্হ শাস্ত্রীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করে হাফিয আবু জা'ফর ইবনে জুবাইর আল-গারনাতী (মৃ. ৭০৮/১৩০৮) বলেন, বিধিবিধান সম্পর্কিত হাদীসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা এবং এ বিষয়ের যাবতীয় হাদীস সন্নিবেশিত করার ক্ষেত্রে সুনান আবী দাউদের যে বিশেষত্ব তা অপর কোন গ্রন্থের নেই।

ইমাম গাযালী (র)-ও এই কিতাবের আহকাম সম্পর্কিত হাদীসসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন, বিধিবিধান সংক্রান্ত হাদীসসমূহ পেতে একজন মুজতাহিদের জন্য এই কিতাবখানাই যথেষ্ট।

ইমাম নববী (র) বলেন, ফিক্হ ও অন্যান্য বিষয়ে আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তির জন্য সুনান আবী দাউদের প্রতি মনোনিবেশ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কেননা যে সকল হাদীস দ্বারা প্রধানত বিধিবিধানের সমর্থনে দলীল গ্রহণ করা হয় তা এতে সংকলিত হয়েছে। আর এই কিতাব থেকে হাদীসগুলো খুঁজে বের করাও সহজ। আল্লামা নববী (র) আরও বলেন, ইমাম আবু দাউদ (র) তাঁর সুনান গ্রন্থে যে হাদীস সম্পর্কে য'ঈফ বলে মন্তব্য করেননি, তা তাঁর মতে সহীহ হিসেবে গণ্য।

আল্লামা মুনযিরী (র) বলেন, ইমাম আবু দাউদ (র) যে হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করা থেকে বিরত ছিলেন তার মর্যাদা হাসান-এর নিচে নয়।

আল্লামা ইবনে 'আবদিল বার (র) বলেন, তিনি যে হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য থেকে বিরত থেকেছেন তা তাঁর মতে সহীহ, বিশেষ করে কোন অনুচ্ছেদে দ্বিতীয় আর কোন হাদীস না থাকলে।

ইমাম নববী (র) সুনান-এর হাদীসসমূহ সম্পর্কে ইবনে মান্দা, ইবনুস সাকান ও হাকেম (র)-এর মন্তব্য উল্লেখ করে বলেন, সুনান আবী দাউদ-এ উল্লিখিত সকল হাদীসকে ইবনে মান্দা এবং ইবনুস সাকান সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। মুহাদ্দিস হাকেম (র)-ও এ বিষয়ে তাঁদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন।

## সুনান আবী দাউদের বৈশিষ্ট্য

সুনান আবী দাউদ সিহাহ সিত্তাহ্‌র মধ্যে তৃতীয় এবং সুনান গ্রহেহ্‌র মধ্যে দ্বিতীয়। উলামায়ে কিরাম এ গ্রহেহ্‌র অনেক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ।

এক. হাদীসের এই কিতাবখানা ফিক্‌হ শাস্ত্রের আলোকে সুবিন্যস্ত। এর অনুচ্ছেদসমূহ এমনভাবে বিন্যস্ত যা কোন না কোন ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদের অভিমত প্রকাশ করে।

দুই. এই কিতাবে ৬০০ মুরসাল হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে।

তিন. এটি মতনের (মূল পাঠ) দিক থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এতে একই অর্থবোধক বিভিন্ন মতনের হাদীসকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, মতনের ভাষাগত পার্থক্য যেন হাদীস পাঠকারীদের নিকট সুস্পষ্ট হয়।

চার. সনদের তুলনায় হাদীসের ফিক্‌হী বিষয়ের প্রতিই অধিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে।

পাঁচ. একই রাবী থেকে দুই সনদে বর্ণিত একটি সনদে ‘হাদ্দাসানা’ এবং অপরটিতে ‘আন’ পরিভাষায় হাদীস বর্ণিত হলে ইমাম আবু দাউদ (র) প্রথমে হাদ্দাসানা সনদের উল্লেখ করেছেন।

ছয়. কিতাবখানির শিরোনামও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম আবু দাউদ (র) এমনভাবে শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন যাতে পাঠক তা পড়া মাত্র বুঝতে পারে যে, হাদীসে বর্ণিত ফিক্‌হী মাসআলার সমাধান কি হতে পারে।

সাত. কোন হাদীসে স্পষ্ট ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তিনি তা বলে দিয়েছেন।

আট. এ কিতাবের প্রায় সকল হাদীস শরী‘আতের বিধান সম্পর্কিত। ইমাম আবু দাউদ (র) শরী‘আতের বিধিবিধান সম্বলিত হাদীস সংকলিত করার প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, “আমি এখানে সূফীবাদ, আমলের ফযীলাত ইত্যাদি বিষয়ক হাদীস লিপিবদ্ধ করিনি। এতে সন্নিবেশিত চার হাজার আট শত হাদীসের সবগুলোই আহকাম সম্পর্কিত।”

নয়. এ কিতাবের কিছু হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করা থেকে ইমাম আবু দাউদ (র) বিরত থেকেছেন। ‘আলিমগণ এ সকল হাদীস সম্পর্কে মতানৈক্য করেছেন। কারো মতে এগুলো হাসান পর্যায়ের, আবার কারো মতে সহীহ পর্যায়ের। এ সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, “কোন হাদীস সম্পর্কে আমি কোন অভিমত ব্যক্ত না করে থাকলে তার অর্থ- এটি সুষ্ঠু ও নির্দোষ হাদীস এবং একটি অপরটি থেকে অধিক বিশ্বস্ত।

দশ. হাদীস গ্রহেহ্‌র কলেবর বৃদ্ধির আশংকা করে ইমাম আবু দাউদ (র) হাদীসের পুনরুল্লেখ খুব কমই করেছেন। তবে ফিক্‌হ-এর মাসআলার প্রয়োজনে ক্ষেত্রবিশেষে তিনি তার পুনরুল্লেখ করেছেন, তবে পূর্ণ হাদীস পুনরুল্লেখ না করে শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকু তুলে ধরেছেন।

## সুনান আবী দাউদের ভাষ্যগ্রন্থাবলী

সুনান আবী দাউদের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, মূল্য ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে প্রথিতযশা মুহাদ্দিসগণ এর ভাষ্যগ্রন্থ ও টীকা রচনায় মনোনিবেশ করেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ভাষ্যগ্রন্থের উল্লেখ করা হলো।

(এক) মু'আলিমুস্ সুনান (مُعَالِمُ السُّنَنِ) : এর রচয়িতা হচ্ছেন আবু সুলায়মান আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-খাত্তাবী (মৃ. ৩৮৮ হি./৯৯৮ খৃ.)। গ্রন্থখানা সর্বাধিক প্রাচীন, নির্ভরযোগ্য ও উত্তম।

(দুই) 'উজ্জালাতুল-আলিম মিন্-কিতাবিল-মু'আলিম (عُجَالَةُ الْعَالِمِ مِنْ كِتَابِ الْمُعَالِمِ) : এর প্রণেতা হচ্ছেন আল-হাফিয শিহাবুদ্দীন আবু মাহমূদ আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম (মৃ. ৭৮৯/১৩৬৭-১৩৬৮)। এটি মু'আলিমুস্-সুনান-এর সংক্ষিপ্ত সংকলন।

(তিন) মিরকাতুস্-সা'উদ ইলা সুনান আবী দাউদ (مِرْقَاةُ الصُّعُودِ إِلَى سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ) : জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃ. ৯১১/১৫০৫) এ ভাষ্যগ্রন্থের রচয়িতা। এটি কায়রো থেকে ১২৯৮ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।

(চার) দারাজাতুল মিরকাতিস্-সা'উদ (دَرَاجَةُ مِرْقَاةِ الصُّعُودِ) : এটি 'আল্লামা দিম্মাতী (র)-এর রচনা। এটি মিরকাতুস্-সা'উদ-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

(পাঁচ) শারহ সুনান আবী দাউদ (شَرْحُ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ) : শায়খ সিরাজুদ্দীন 'উমার ইবনে 'আলী ইবনুল মুলাক্কান (মৃ. ৮০৪/১৪০১) এর প্রণেতা।

(ছয়) শারহ সুনান আবী দাউদ (شَرْحُ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ) : ওয়ালিয়্যুদ্দীন আল-ইরাকী (মৃ. ৮৪৬/১৪৪৩) এ গ্রন্থ রচনা করেন।

(সাত) শারহ সুনান আবী দাউদ (شَرْحُ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ) : শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবনুল হসায়ন আর-রামলী আল-মাকদিসী (মৃ. ৮৪৪/১৪৪০) এটি রচনা করেন।

(আট) শারহ সুনানে আবী দাউদ (شَرْحُ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ) : এর রচনাকারী হলেন, কুতুবুদ্দীন আবু বাকর ইবনে আহমাদ ইবনে দা'ঈন (মৃ. ৭৫২/১৩৫১)। তাঁর এ গ্রন্থখানা বৃহৎ চার খণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থখানা পাণ্ডুলিপি আকারে রেখেই গ্রন্থকার ইত্তিকাল করেন।

(নয়) শারহ সুনানে আবী দাউদ (شَرْحُ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ) : আবু যুর'আ ওয়ালিয়্যুদ্দীন আহমাদ ইবনে 'আবদির রহীম আল-ইরাকী (মৃ. ৮২৬/১৪২২) এর রচয়িতা। এ গ্রন্থখানা অতি দীর্ঘ। এটি সাত খণ্ডে বিভক্ত। এতে মূল গ্রন্থের 'সাহ্ সিজদা অনুচ্ছেদ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(দশ) শারহ সুনানে আবী দাউদ : হাফিয 'আলাউদ্দীন মুগলতাঈ ইবনে কুলায়জ (মৃ. ৭৬২/১৩৬১) এটি রচনা করেন। তিনি তাঁর ভাষ্য গ্রন্থটির রচনাকর্ম সমাপ্ত করে যেতে পারেননি।

(এগার) তাহযীবুস্ সুনান (تَهْذِيبُ السُّنَنِ) : এর প্রণেতা হলেন ইবনুল কায্যিম আল-জাওযিয়া (মৃ. ৭৫১/১৩৫০)। গ্রন্থখানা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু দুর্বোধ্য হাদীসসমূহের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এটি অনবদ্য।

(বারো) শারহ্ সুনান আবী দাউদ : ‘আল্লামা বদরুদ্দীন মাহমূদ ইবনে আহমাদ আল-‘আয়নী (মৃ. ৮৫৫/১৪৫১) এটি রচনা করেন।

(তের) আল-মানহালুল-আযবিল-মাওরিদ (الْمَنْهَلُ الْعَذْبُ الْمَوْرِدُ) : এটি রচনা করেন শায়খ মাহমূদ মুহাম্মাদ খাত্তাব আস-সুবকী (মৃ. ১৩৫২/১৯৩৩)। এটি দশ খণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থখানা সমাপ্ত করার পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

(চৌদ্দ) ফাতহুল-ওয়াদূদ আলা সুনান আবী দাউদ (فَتْحُ الْوُدُودِ عَلَى سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ) : ‘আল্লামা আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল হাদী আস-সিন্দী (মৃ. ১১৩৯/১৭২৬) এটি রচনা করেন। ভারতীয় ‘আলিমগণের মধ্যে তিনিই এ সুনান গ্রন্থখানির প্রথম ভাষ্যকার।

(পনের) ‘আওনুল-মা‘বূদ (عَوْنُ الْمَعْبُودِ) : এটি ‘আল্লামা শামসুল হক ‘আযীমাবাদী (মৃ. ১৩২২ হিজরী) রচনা করেন। ‘আওনুল-মা‘বূদ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ প্রকাশিত ভাষ্যগ্রন্থ।

(ষোল) আল-হাদযুল-মাহমূদ (الْهَدْيُ الْمَحْمُودُ) : এর রচনাকারী হলেন লাক্সৌ নিবাসী শায়খ ওয়াহীদুয-যামান (মৃ. ১৩৩৮/১৯২০)। গ্রন্থকার প্রথমে সুনানের উর্দু অনুবাদ করেন, পরে এতে হাদীসের ব্যাখ্যাও সংযোজন করেন।

(সতর) আনওয়ারুল-মাহমূদ (أَنْوَارُ الْمَحْمُودِ) : শায়খ আবুল-আতীক ‘আবদুল হাদী মুহাম্মাদ সিদ্দীক নাজীবআবাদী এ গ্রন্থের প্রণেতা। গ্রন্থকার আনওয়ার শাহ কাশমীরী (মৃ. ১৩৫২/১৯৩৩) কর্তৃক সুনানের দারসের তাকরীর, শায়খুল হিন্দ ‘আল্লামা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (র)-এর বুখারী শরীফের তাকরীর, শাব্বীর আহমাদ উসমানী (র)-এর সহীহ মুসলিমের তাকরীর থেকে এবং ‘আল্লামা খালীল আহমাদ সাহারানপুরী কৃত বাযলুল-মাজহূদ থেকে চয়ন করে এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি সংকলন করেন। এটি দুই খণ্ডে সমাপ্ত এবং দিল্লীর তাজদ্বী প্রেস থেকে ১৩০০/১৯১২ সালে মুদ্রিত হয়।

(আঠার) তা‘শীকাতুল-মাহমূদ (تَعْلِيْقَاتُ الْمَحْمُودِ) : এটি প্রণয়ন করেন শায়খ ফাখরুল হাসান গান্ধোহী (মৃ. ১৩১৫/১৮৯৭)। এটি এ সুনান গ্রন্থের একটি উত্তম ও সুবিখ্যাত টীকাগ্রন্থ।

(উনিশ) বাযলুল-মাজহূদ (بَيِّنَاتُ الْمَجْهُودِ) : আল্লামা শায়খ খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (১২৬৯/১৮৬২-১৩৪৬/১৯২৭) এ ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষ্যগ্রন্থ। দীর্ঘ এগার বছরের পরিশ্রমে কাজটি সমাপ্ত হয়। মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া ছিলেন এই কিতাব রচনায় তাঁর সার্বক্ষণিক সহযোগী। ১৯২৭ খৃ. এর রচনাকর্ম সমাপ্ত হয়। সুনান আবী দাউদ-এর ভাষ্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে এটিই সর্বাধিক জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত।

### সুনান গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

সুনান গ্রন্থখানিকে পাঠক সমাজের নিকট সহজপাঠ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করেন ‘আল্লামা যাকিয়্যুদ্দীন ‘আবদুল-‘আযীম ইবনে ‘আবদিল কাবী আল-হাফিয আল-মুনযিরী (মৃ. ৬৫৬/১২৫৮)। তিনি এর নামকরণ করেন ‘আল-মুজতাবা’।

ইমাম সুয়ূতী (র) এ মুখতাসার গ্রন্থের একটি ভাষ্য প্রণয়ন করেন এবং এর নাম রাখেন ‘যাহরর-রুবা ‘আলাল-মুজতাবা’ (زَهْرُ الرَّبِيِّ عَلَى الْمُجْتَبَى)। ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা আল-হাম্বালী (মৃ. ৭৫১ হি/১৩৫০ খৃ.) মুনযিরী (র)-এর মুখতাসার গ্রন্থটিকে সুবিন্যস্ত করে সেটির একটি চমৎকার ভাষ্য প্রণয়ন করেন।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র) তাঁর মুখতাসার ‘উলূমিল-হাদীস গ্রন্থে বলেন, আবু দাউদ (র)-এর সুনান গ্রন্থটি অনেক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। এর কোন কোনটিতে এমন কিছু পাওয়া যায়, যা অপরটিতে নেই।

### ইবনুল-জাওযী (র)-এর বিরূপ সমালোচনা এবং তার জবাব

‘আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) বলেন, সুনান আবী দাউদ-এর নয়টি হাদীসকে আল্লামা ইবনুল জাওযী (র) মাওযু (জাল) বলে অভিহিত করেছেন। ‘আল্লামা সুয়ূতী (র) ইবনুল জাওযীর এ মন্তব্যকে সঠিক নয় বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর আল-কাওলুল হাসান ফিয-যাক্বি আনিস-সুনান এবং আত-তা‘আক্কুবাতে ‘আলাল-মাওদূ‘আত-এ ইবনুল-জাওযীর এই বিরূপ সমালোচনা খণ্ডন করেন।

ইমাম নববী (র) ইবনুল-জাওযী (র)-এর আল-মাওদূ‘আত গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, এ গ্রন্থে এমন অনেক হাদীসকে জাল আখ্যায়িত করা হয়েছে যেগুলোর মাওদূ‘ হওয়া সম্পর্কে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। হাফিয যাহাবী (র)-এর মতে, ইবনুল জাওযী অনেক শক্তিশালী এবং হাসান হাদীসও তাঁর আল-মাওদূ‘আত-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সুনানু আবী দাউদ-এর নয়টি হাদীস সম্পর্কে ইবনুল-জাওযীর এই সমালোচনা সঠিক নয়। ইমাম আবু দাউদ (র) স্বয়ং মক্কাবাসীগণের নিকট তাঁর লিখিত চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর সুনান গ্রন্থে সর্বজন পরিত্যক্ত বর্জিত কোন হাদীস নেই। এছাড়া কোন হাদীস মুনকার বা অতি দুর্বল হলে তিনি সাথে সাথে তা বলে দিয়েছেন।

মুহাম্মদ মুসা





## হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণ

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর উপর।

হাদীস মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরীআতের অন্যতম অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীস সেখানে এই মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের প্রদীপ-সু্ত্ত, হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃদপিণ্ড, আর হাদীস এই হৃদপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে এই ধমনী প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অংগ-প্রত্যংগকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীস একদিকে যেমন কুরআনুল আযীমের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন-চরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হেদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন-বিধানে কুরআনে হাকীমের পরপরই হাদীসের স্থান।

আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে ওহী নাযিল করেছেন, তাই হচ্ছে হাদীসের মূল উৎস। ওহী অর্থঃ ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা, অপরের অজ্ঞাতসারে কাউকে কিছু জানিয়ে দেয়া” (উমদাতুল কারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪)। ওহীলব্ধ জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার মৌল জ্ঞান, যা প্রত্যক্ষ ওহীর (وحي متلو) মাধ্যমে প্রাপ্ত, যার নাম ‘কিতাবুল্লাহ’ বা ‘আল-কুরআন’। এর ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহর, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হুবহু আল্লাহর ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান যা প্রথম প্রকারের জ্ঞানের ভাষ্য এবং যা পরোক্ষ ওহীর (وحي غير متلو) মাধ্যমে প্রাপ্ত, এর নাম ‘সুন্নাহ’ বা ‘আল-হাদীস’। এর ভাব আল্লাহর, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজের ভাষায়, নিজের কথা এবং নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সরাসরি নাযিল হতো এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারতো। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রচ্ছন্নভাবে নাযিল হতো এবং অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারতো না।

আখিরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে মানব জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেননি। এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। তিনি নিজের কথা,

কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম-কানুন বলে দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ও জীবনবিধান পেশ করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাই হচ্ছে হাদীস।

হাদীসও যে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা শরীআতের মৌল বিধান পেশ করে, তার প্রমাণ কুরআন ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী সম্পর্কে বলেন :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ .

“তিনি (নবী) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, যা কিছু বলেন, তা সবই আল্লাহর ওহী” (সূরা নাজম : ৩, ৪)।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ . لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ . ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ .

“তিনি (নবী) যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমাদের নামে চালিয়ে দিতেন, তাহলে আমরা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠনালী ছিন্ন করে ফেলতাম” (সূরা আল-হাক্বাহ : ৪৪-৪৬)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : “রুহুল কুদুস (জিবরাঈল) আমার মানসপটে এ কথা ফুঁকে দিলেন, নির্ধারিত পরিমাণ রিযিক পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পূর্বে কোন প্রাণীই মরতে পারে না” (বায়হাকী, শারহুস সুন্নাহ)। “আমার নিকট জিবরাঈল (আ) এলেন এবং আমহর সাহাবীগণকে উচ্চস্বরে তাকবীর ও তাহলীল বলতে আদেশ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন” (নাইলুল আওতার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৩)। “জেনে রাখো! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে এর অনুরূপ আরও একটি জিনিস” (আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারিমী)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে নিম্নোক্ত ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .

“রাসূল তোমাদের যা কিছু দেন তা গ্রহণ করো এবং যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো” (সূরা হাশর : ৭)।

হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আয়নী (র) লিখেছেন, দুনিয়া ও আখেরাতের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আল্লামা কিরমানী (র) লিখেছেন, “কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে ইলমে

হাদীস। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহর কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানা যায় এবং তাঁর হুকুম-আহকামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।”

### হাদীসের পরিচয়

শাব্দিক অর্থে হাদীস (حدیث) শব্দের অর্থ কথা; প্রাচীন ও পুরাতনের বিপরীত বিষয়। এ অর্থে যেসব কথা, কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে, তাই হাদীস। ফকীহগণের পরিভাষায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর মনোনীত রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন, তাকে হাদীস বলে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ-এর সংগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ হিসাবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : কাওলী হাদীস, ফেলী হাদীস ও তাকরীরী হাদীস।

প্রথমতঃ কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীসে তাঁর কোন কথা উদ্ধৃত হয়েছে, তাকে কাওলী (কথামূলক) হাদীস বলে। দ্বিতীয়তঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি পরিষ্কৃতিত হয়েছে। অতএব যে হাদীসে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে তাকে ফেলী (কর্মমূলক) হাদীস বলে। তৃতীয়তঃ সাহাবীগণের যেসব কথা ও কাজ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত হয়েছে সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরীআতের দৃষ্টিভঙ্গি জানা যায়। অতএব যে হাদীসে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীস বলে।

হাদীসের অপর নাম সুন্নাত (سنة)। সুন্নাত শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পছন্দ ও রীতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবলম্বন করতেন তা-ই সুন্নাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রচারিত উচ্চতম আদর্শই হলো সুন্নাত। কুরআন মজীদে মহোত্তম আদর্শ (أسوة حسنة) বলতে এই সুন্নাতকেই বুঝানো হয়েছে। (ফিক্হ শাস্ত্রে সুন্নাত বলতে ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদতরূপে যা করা হয় তা বুঝায়, যেমন সুন্নাত নামায)। হাদীসকে আরবী ভাষায় খবর (خبر)-ও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি যুগপৎভাবে হাদীস ও ইতিহাস উভয়টিই বুঝায়।

আছার (أثر) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই হাদীস ও আছারের মধ্যে কিছু পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে সাহাবীদের থেকে শরীআত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে, তাকে আছার বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরীআত সম্পর্কে সাহাবীদের নিজস্বভাবে কোন বিধান দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এ ব্যাপারে তাদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

উদ্ধৃতি। কিন্তু কোন কারণে শুরুতে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উল্লেখ করেননি। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় এসব আছারকে বলা হয় 'মাওকূফ হাদীস'।

**ইলমে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা**

**সাহাবী :** যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর অন্তত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী বলে।

**তাবিঈ :** যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাকে তাবিঈ বলে।

**মুহাদ্দিস :** যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন, তাকে মুহাদ্দিস (محدث) বলে।

**শায়খ :** হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ (شيخ) বলে।

**শায়খায়ন :** সাহাবীগণের মধ্যে আবু বাক্র ও উমার (রা)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়, কিন্তু হাদীস শাঞ্জে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)-কে এবং ফিক্হের পরিভাষায় ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

**হাফিজ :** যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ এক লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাকে হাফিজ (حافظ الحديث) বলে।

**হুজ্জাত :** একইভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাকে হুজ্জাত (حجة) বলে।

**হাকেম :** যিনি সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাকে হাকেম (حاكم) বলে।

**রাবী :** যিনি হাদীস বর্ণনা করেন তাকে রাবী (راوي) বা বর্ণনাকারী বলে।

**রিজাল :** হাদীসের রাবীসমষ্টিকে রিজাল (رجال) বলে। যে শাঞ্জে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে আসমাউর রিজাল (اسماء الرجال) বলে।

**রিওয়ায়াত :** হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত (رواية) বলে। কখনও কখনও মূল হাদীসকেও রিওয়ায়াত বলা হয়। যেমন, এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত (হাদীস) আছে।

**সনদ :** হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরস্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে (سند) বলে। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

**মতন :** হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দসমষ্টিকে মতন (متن) বলে।

**মারফূ :** যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরস্পরা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে অর্থাৎ যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মারফু (مرفوع) হাদীস বলে।

**মাওকুফ :** যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র উর্ধদিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে অর্থাৎ যে সনদ সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে, তাকে মাওকুফ (موقوف) হাদীস বলে। এর অপর নাম আছার (اثار)।

**মাকতূ :** যে হাদীসের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মাকতূ (مقطوع) হাদীস বলে।

**তালীক :** কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীসটিই বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে তালীক (تعليق) বলে। কখনো কখনো তালীকরূপে বর্ণিত হাদীসকেও ‘তালীক’ বলে। ইমাম বুখারী (র)-এর সহীহ গ্রন্থে এরূপ বহু ‘তালীক’ রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে যে, বুখারীর সমস্ত তালীকেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। অপর সংকলনকারীগণ এই সমস্ত তালীক মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

**মুদাল্লাস :** যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়েখ (উসতাদ)-এর নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন, অথচ তিনি তার নিকট সেই হাদীস শুনে নাই, সে হাদীসকে হাদীসে মুদাল্লাস (مدلس) বলে এবং এইরূপ করাকে ‘তাদলীস’ বলে। আর যিনি এইরূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলে। মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, যে পর্যন্ত না একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র সিকাহ রাবী থেকেই তাদলীস করেন অথবা তিনি আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে বলে দেন।

**মুযতারাব :** যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করে বর্ণনা করেছেন, সে হাদীসকে হাদীসে মুযতারাব (مضطرب) বলে। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এই সম্পর্কে তাওয়াকুফ (অপেক্ষা) করতে হবে (অর্থাৎ এই ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না)।

**মুদরাজ :** যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উজ্জিকি প্রক্ষেপ করেছেন, সে হাদীসকে মুদরাজ (مدرج প্রক্ষিপ্ত) বলে এবং এইরূপ করাকে ইদরাজ (ادراج) বলে। ইদরাজ হারাম, অবশ্য যদি এদ্বারা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশ করা হয় এবং একে মুদরাজ বলে সহজে বুঝা যায়, তবে তা দৃষ্ণীয় নয়।

**মুত্তাসিল :** যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই রাবীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে মুত্তাসিল (متصل) হাদীস বলে।

**মুদাল :** যে হাদীসের সনদ থেকে পরপর দুইজন রাবীর নাম বাদ পড়েছে তাকে ‘হাদীসে মুদাল’ (معطل) বলা হয়।

**মুনকাতি :** যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানের কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতি (منقطع) হাদীস বলে। আর এই বাদ পড়াকে বলে ইনকিতা (انقطاع)।

**মুরসাল :** যে হাদীসের সনদের ইনকিতা শেষের দিকে হয়েছে অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামোল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে মুরসাল (مرسل) হাদীস বলে।

**মুতাবি ও শাহিদ :** এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রথম রাবীর হাদীসটির মুতাবি (متابع) বলে, যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী (অর্থাৎ সাহাবী) একই ব্যক্তি হন। আর এইরূপ হওয়াকে মুতাবাত বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসকে শাহিদ (شاهد) বলে। আর এইরূপ হওয়াকে শাহাদাত বলে। মুতাবাত ও শাহাদাত দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বা প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি পায়।

**মুআল্লাক :** সনদের ইনকিতা প্রথম দিকে হলে অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে, তাকে মুআল্লাক (معلق) হাদীস বলে।

**মারূফ ও মুনকার :** কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে, অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীসকে মারূফ (معروف) বলে এবং অপর রাবীর হাদীসটিকে মুনকার (منكر) বলে। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

**সহীহ :** যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাবত গুণসম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষত্রুটিমুক্ত, তাকে সহীহ (صحيح) হাদীস বলে।

**হাসান :** যে হাদীসের কোন রাবীর যাবতগুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে, তাকে হাসান (حسن) হাদীস বলে। ফিক্‌হবিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করেন।

**যঈফ :** যে হাদীসের কোন রাবী হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন, তাকে যঈফ (ضعيف) হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসটিকে দুর্বল বলা হয়, অন্যথায় (নাউযুবিল্লাহ) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কথাই যঈফ নয়।

**মাওদু :** যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে মাওদু (موضوع) হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

**মাতরূক :** যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয়, বরং সাধারণ কাজকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরূক (متروك) হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

**মুবহাম :** যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে, এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুবহাম (مبهام) হাদীস বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

**মুতাওয়াতির :** যে সহীহ হাদীস প্রতিটি যুগে এত অধিক লোক রিওয়ায়াত করেছেন, যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব, তাকে মুতাওয়াতির (متواتر) হাদীস বলে। এই ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) লাভ হয়।

**খবরে ওয়াহিদ :** প্রতিটি যুগে এক, দুই অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খবরে ওয়াহিদ (الخبر الواحد) বা আখবারুল আহাদ (اخبار الواحد) বলে। এই হাদীস তিন প্রকার :

**মাশহূর :** যে সহীহ হাদীস প্রতিটি যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে মাশহূর (مشهور) হাদীস বলে।

**আযীয :** যে সহীহ হাদীস প্রতিটি যুগে অন্তত দুইজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে আযীয (عزيز) বলে।

**গরীব :** যে সহীহ হাদীস কোন যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গরীব (غريب) হাদীস বলে।

**হাদীসে কুদসী :** এ ধরনের হাদীসের মূলকথা সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে (قال الله)। আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিবরীল (আ)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। হাদীসে কুদসীকে হাদীসে ইলাহী (الهي) বা রব্বানী (رباني)-ও বলা হয়।

**মুত্তাফাক আলায়হ :** যে হাদীস একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে গ্রহণ করেছেন, তাকে মুত্তাফাক আলায়হ (متفق عليه) হাদীস বলে।

**আদালত :** যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে আদালত (عدالت) বলে। এখানে তাকওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কার্য থেকে বিরত থাকা, যেমন হাট-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে পেশাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা বুঝায়। এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে আদিল বলে।

**যাবত :** যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে যাবত (ضبط) বলে।

**ছিকাহ :** যে রাবীর মধ্যে আদালত ও যাবত উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান তাকে ছিকাহ (ثقة), সাবিত (ثابت) বা সাবাত (ثبت) বলে।

হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ : হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। এসব গ্রন্থের নামও বিভিন্ন ধরনের। নিম্নে এর কতিপয় প্রসিদ্ধ পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হল :

১. আল-জামে : যেসব হাদীস গ্রন্থে আকীদা-বিশ্বাস, আহকাম (শরীআতের আদেশ-নিষেধ), আখলাক ও আদাব, দয়া, যুদ্ধ ও সন্ধি, শত্রুদের মোকাবিলায় মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ, বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয়, রিকাক, প্রশংসা ও মর্যাদার বর্ণনা ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয় তাকে আল-জামি (الجامع) বলা হয়। সহীহ বুখারী ও জামে তিরমিযী এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর ও কিরাআত সংক্রান্ত হাদীস খুবই কম তাই কোন কোন হাদীস বিশারদের মতে তা জামে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. আস-সুনান : যেসব হাদীস গ্রন্থে কেবলমাত্র শরীআতের হুকুম-আহকাম ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মনীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীস একত্র করা হয় এবং ফিকহের গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে সজ্জিত করা হয় তাকে সুনান (السنة) বলে। যেমন সুনান আবু দাউদ, সুনান নাসাই, সুনান ইবনে মাজা ইত্যাদি। তিরমিযী শরীফও এক হিসাবে সুনান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৩. আল-মুসনাদ : যেসব হাদীস গ্রন্থে সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয়, ফিকহের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না তাকে আল-মুসনাদ (المسند) বা আল-মাসানীদ (المسانيد) বলে। যেমন হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদীস তার নামের শিরোনামের অধীনে একত্র করা হয়। যেমন ইমাম আহমাদ (র)-এর আল-মুসনাদ গ্রন্থ, মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসী ইত্যাদি।

৪. আল-মুজাম : যে হাদীস গ্রন্থে মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক একজন উস্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশিত করা হয় তাকে আল-মুজাম (المعجم) বলে। যেমন ইমাম তাবারানী সংকলিত আল-মুজামুল কাবীর।

৫. আল-মুসতাদরাক : যেসব হাদীস বিশেষ কোন হাদীস গ্রন্থে शामिल করা হয়নি, অথচ তা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়, সেইসব হাদীস যে গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয় তাকে আল-মুসতাদরাক (المستدرک) বলে। যেমন ইমাম হাকেম নিশাপুরীর আল-মুসতাদরাক গ্রন্থ।

৬. রিসালা : যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে তাকে রিসালা (رساله) বা জুয (جزء) বলে।

সিহাহ সিন্তা : বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই ও ইবন মাজা, এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ সিন্তা (الصحيح الستة) বলা হয়। কিন্তু কতক বিশিষ্ট আলেম ইবনে মাজার পরিবর্তে ইমাম মালেক (র)-এর মুওয়াত্তাকে, আবার কতকে সুনানুদ দারিমীকে সিহাহ সিন্তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।



সাহীহানঃ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে একত্রে সহীহায়ন (صحیحین) বলে।

সুনানে আরবাআ : সিহাহ সিত্তার অপর চারটি গ্রন্থ-আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাকে একত্রে সুনানে আরবাআ (سنن اربعة) বলে।

হাদীসের কিতাবসমূহের স্তর বিভাগ : হাদীসের কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তর বা তবাকায় ভাগ করা হয়েছে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দিহলাবী (র)-ও তাঁর ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা’ নামক কিতাবে এরূপ পাঁচ স্তরে ভাগ করেছেন।

প্রথম স্তর : এ স্তরের কিতাবসমূহে কেবল সহীহ হাদীসই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি : “মুওয়াজ্জা ইমাম মালেক,” ‘বুখারী শরীফ’ ও ‘মুসলিম শরীফ’। সকল হাদীস বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে একমত যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীসই নিশ্চিতরূপে সহীহ।

দ্বিতীয় স্তর : এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসই রয়েছে। যঈফ হাদীস এতে খুব কমই আছে। সুনান নাসাঈ, সুনান আবু দাউদ ও জামে আত-তিরমিযী এ স্তরেরই কিতাব। সুনান দারিমী, সুনান ইবনে মাজা এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর মতে মুসনাদ ইমাম আহমাদকেও এ স্তরে শামিল করা যেতে পারে। এই দুই স্তরের কিতাবের উপরই সকল মায়হাবের ফকীহগণ নির্ভর করে থাকেন।

তৃতীয় স্তর : এ স্তরের কিতাবে সহীহ, হাসান, যঈফ, মারূফ ও মুনকার সকল রকমের হাদীসই রয়েছে। মুসনাদ আবী ইয়াল্লা, মুসনাদ আবদুর রাজ্জাক, বায়হাকী, তাহাবী ও তাবারানীর (র)-র কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

বিশেষজ্ঞগণের যাচাই-বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে না।

চতুর্থ স্তর : এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণত যঈফ ও গ্রহণের অযোগ্য হাদীসই রয়েছে। ইবনে হিব্বানের কিতাবুদ-দুআফা, ইবনুল আছীরের আল-কামিল এবং খাতীব বাগদাদী ও আবু নুআয়মের কিতাবসমূহ এই স্তরের কিতাব।

পঞ্চম স্তর : উপরোক্ত স্তরে যে সকল কিতাবের স্থান নাই সে সকল কিতাবই এ স্তরের কিতাব।

সহীহাইনের বাইরেও সহীহ হাদীস রয়েছে : বুখারী ও মুসলিম শরীফ হাদীসের সহীহ কিতাব। কিন্তু সমস্ত সহীহ হাদীসই যে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে তা নয়। ইমাম বুখারী (র) বলেন : ‘আমি আমার এ কিতাবে সহীহ ব্যতীত কোন হাদীসকে স্থান দেই নাই এবং বহু সহীহ হাদীস আমি বাদও দিয়েছি।’

এইরূপে ইমাম মুসলিম (র) বলেন : ‘আমি আমার এ কিতাবে যে সকল হাদীস সংকলন করেছি তা সমস্তই সহীহ, কিন্তু আমি এ কথা বলি না যে, এর বাইরে যে সকল হাদীস রয়েছে সেগুলি সমস্তই যঈফ।’

সূত্রাং এই দুই কিতাবের বাইরেও সহীহ হাদীস ও সহীহ কিতাব রয়েছে। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দিহলাবীর মতে “সিহাহ সিভা”, মুওয়াত্তা ইমাম মালেক ও সুনানুদ দারিমী ব্যতীত নিম্নোক্ত কিতাবসমূহও সহীহ (যদিও বুখারী ও মুসলিমের পর্যায়ের নয়)।

১. সহীহ ইবনে খুযায়মা-আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (৩১১ হি.)
২. সহীহ ইবনে হিব্বান-আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান (৩৫৪ হি.)
৩. আল-মুত্তাদরাক হাকেম-আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী (৪০২ হি.)
৪. আল-মুখতার-যিয়াউদ্দীন আল-মাকদিসী (৭৪৩ হি.)
৫. সহীহ আবু আওয়ানা-ইয়াকুব ইবনে ইসহাক (৩১১ হি.)
৬. আল-মুনতাক-ইবনুল জারুদ আবদুল্লাহ ইবনে আলী।

হাদীসের সংখ্যা ৪ হাদীসের মূল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের ‘মুসনাদ’ একটি বৃহৎ কিতাব। এতে সাত শত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরোল্লেখ (তাকরার)-সহ মোট ৪০ হাজার এবং ‘তাকরার’ বাদ ৩০ হাজার হাদীস রয়েছে। শায়খ আলী মুত্তাকী জৌনপুরীর ‘মুনতাখাব কানযিল উম্মালে’ ৩০ হাজার এবং মূল কানযুল উম্মাল-এ (তাকরার বাদ) মোট ৩২ হাজার হাদীস রয়েছে। অথচ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাসান ইবনে আহমাদ সমরকান্দীর ‘বাহরুল আসানীদ’ কিতাবেই এক লক্ষ হাদীস রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীসের সংখ্যা সাহাবা ও তাবিঈনের আছারসহ সর্বমোট এক লক্ষের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ হাদীসের সংখ্যা আরো অনেক কম। হাকেম আবু আবদিল্লাহ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ হাদীসের সংখ্যা ১০ হাজারেও কম। সিহাহ সিভায় মাত্র পঁােণে ছয় হাজার হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬টি হাদীস মুত্তাফাক আলায়হি। তবে যে বলা হয়ে থাকে হাদীসের বড় বড় ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীস জানা ছিল, তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীসের বিভিন্ন সনদ রয়েছে, এমনকি শুধু নিয়াত সম্পর্কিত (انما الاعمال بالنيات) হাদীসটিরই সাত শতের মত সনদ রয়েছে (তাদবীন, পৃ. ৫৪)। আমাদের মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের যতটি সনদ রয়েছে সেটিকে তত সংখ্যক হাদীস বলে গণ্য করেন।

### হাদীস সংকলণ ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে ইসলামের আদর্শ ও এর যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিতেন। তেমনি তা স্মরণ রাখতে এবং অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছে দেয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস চর্চাকারীর জন্য তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় দোয়া করেছেন :

نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاَهَا وَأَدَّأَهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا .

“আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন। যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রেখেছে, তার পূর্ণ হেফাজত করেছে এবং এমন লোকের নিকট পৌঁছে দিয়েছে, যে তা শুনতে পায়নি” (তিরমিযী, ৪র্থ খণ্ড, বাংলা অনু., হাদীস নং ২৫৯৩-৫; উমদাতুল কারী, ২খ., পৃ. ৩৫)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বললেন : “এই কথাগুলো তোমরা পুরোপুরি স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পিছনে রয়েছে তাদের কাছে পৌঁছে দিবে” (বুখারী)। তিনি সাহাবীগণকে সন্মোদন করে বলেন : “আজ তোমরা (আমার নিকট দীনের কথা) শুনছো, তোমাদের নিকট থেকেও (তা) শোনা হবে এবং তোমাদের নিকট থেকে যারা শুনবে, তাদের থেকেও (তা) শোনা হবে” (মুসতাদরাক হাকেম, ১ খ., পৃ. ৯৫)। তিনি আরো বলেন : “আমার পরে লোকেরা তোমাদের নিকট হাদীস শুনতে চাইবে। তারা এই উদ্দেশ্যে তোমাদের নিকট এলে তাদের প্রতি সদয় হও এবং তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করো (মুসনাদ আহমাদ)। তিনি অন্যত্র বলেছেন : “আমার নিকট থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও” (বুখারী)। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরের দিন এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : “উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ কথাগুলো পৌঁছে দেয়” (বুখারী)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখিত বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি শক্তিশালী সূত্রের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সংরক্ষিত হয় : (১) উম্মাতের নিয়মিত আমল, (২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লিখিত ফরমান, সাহাবীদের নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীস ও পুস্তিকা এবং (৩) হাদীস মুখস্ত করে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখা, অতঃপর বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক পরম্পরায় তার প্রচার।

তদানিন্তন আরবদের স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণভাবে প্রখর। কোন কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে আসছিল। হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় হিসাবে এই মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোন কথা বলতেন, উপস্থিত সাহাবীগণ পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, অতঃপর মুখস্ত করে নিতেন। তদানিন্তন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লাখ লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন এবং স্মৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, “আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস মুখস্ত করতাম। এভাবেই তাঁর নিকট থেকে হাদীস মুখস্ত করা হতো” (সহীহ মুসলিম, ভূমিকা, পৃ. ১০)।

উম্মাতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারস্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার মাধ্যমেও হাদীস সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নির্দেশই দিতেন, সাহাবীগণ সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করতেন। তারা মসজিদে অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হতেন এবং হাদীস আলোচনা করতেন। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, “আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাদীস শুনতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন, আমরা শ্রুত হাদীসগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক একজন করে সব কয়টি হাদীস মুখস্থ শুনিয়ে দিত। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট-সত্তরজন লোক উপস্থিত থাকতো। বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম, তখন আমাদের ধৃত্যেকেরই সবকিছু মুখস্থ হয়ে যেতো” (আল-মাজমাউয-যাওয়াইদ, ১খ, পৃ. ১৬১)।

“আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাতকে তিন অংশে ভাগ করে নেই। এক অংশে ঘুমাই, এক অংশে ইবাদত করি এবং এক অংশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অধ্যয়ন করি” (দারিমী)। মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল, সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহলুস সুফ্ফা) সার্বক্ষণিকভাবে কুরআন-হাদীস শিক্ষায় রত থাকতেন।

হাদীস সংরক্ষণের জন্য যথাসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখনী শক্তিরও সাহায্য নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণত অন্য কিছু লিখে রাখা হতো না। পরবর্তী কালে হাদীসের বিরাট সম্পদ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। “হাদীস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং তাঁর ইস্তিকালের শতাব্দী কাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে” বলে যে ভুল ধারণা বা অপপ্রচার প্রচলিত আছে তার আদৌ কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সঙ্গে হাদীস মিশ্রিত হয়ে মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, কেবল এই আশংকায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন :

لَا تَكْتُبُوا عَنِّيْ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّيْ غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيُمَحِّهِ .

“তোমরা আমার কোন কথাই লিখো না। কুরআন ব্যতীত আমার নিকট থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে, তা যেন মুছে ফেলে” (মুসলিম)।

কিন্তু যেখানে এরূপ বিভ্রান্তির আশংকা ছিলো না, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সকল ক্ষেত্রে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাদীস বর্ণনা করতে চাই। তাই আমি স্বরণশক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, যদি আপনি অনুমতি দেন। তিনি বলেন : আমার হাদীস কঠিন করার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পারো” (দারিমী)।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) আরও বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যা কিছু শুনতাম, মনে রাখার জন্য তা লিখে নিতাম। কতক সাহাবী আমাকে তা লিখে রাখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মানুষ, কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনও রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন। এ কথা বলার পর আমি হাদীস লেখা পরিত্যাগ করলাম, অতঃপর তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালাম। তিনি নিজ হাতের আংগুলের সাহায্যে স্বীয় মুখের দিকে ইংগিত করে বলেন :

اَكْتُبْ فَاَوْزِدِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْاَلْحَقُّ .

“তুমি লিখে রাখো। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এই মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না” (আবু দাউদ, মুসনাদ আহমাদ, দারিমী, হাকেম, বায়হাকী)।

তাঁর সংকলনের নাম ছিল ‘সহীফায়ে সাদিকা’। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, “সাদিকা হাদীসের একটি সংকলন, যা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি” (উলূমুল হাদীস, পৃ. ৪৫)। এই সংকলনে এক হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যা কিছু বলেন, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু মনে রাখতে পারি না। মহানবী (স) বললেন :

اَسْتَعِنُ بِبَيْمِنِكَ وَاَوْمًا بِيَدِهِ اِلَى الْخَطِّ .

“তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও। অতঃপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইঙ্গিত করলেন” (তিরমিযী)।

আবু হুরায়রা (রা) আরো বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিলেন। আবু শাহ ইয়ামানী (রা) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ ভাষণ আমাকে লিখিয়ে দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণটি তাকে লিখে দেয়ার নির্দেশ দেন (বুখারী, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)।

হাসান ইবনে মুনাব্বিহ (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব (পাণ্ডুলিপি) দেখালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল” (ফাতহুল বারী)। আবু হুরায়রা (রা)-র সংকলনের একটি কপি (ইমাম ইবনে তাইমিয়ার হস্তলিখিত) দামেশ্‌ক এবং বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

আনাস ইবনে মালেক (রা) তার (স্বহস্ত লিখিত) সংকলন বের করে ছাত্রদের দেখিয়ে বলেন, আমি এসব হাদীস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গুনে তা লিখে নিয়েছি, অতঃপর তাঁকে তা পড়ে গুনিয়েছি (মুসতাদরাক হাকেম, ৩ খ., পৃ. ৫৭৩)।

রাফে ইবনে খাদীজ (রা)-কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস লিখে রাখার অনুমতি দেন। তিনি প্রচুর সংখ্যক হাদীস লিখে রাখেন (মুসনাদে আহমাদ)।

আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-ও হাদীস লিখে রাখতেন। চামড়ার খলের মধ্যে রক্ষিত সংকলনটি তার সাথেই থাকতো। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে এই সহীফা ও কুরআন মজীদ ব্যতীত আর কিছু লিখিনি। সংকলনটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেখিয়েছিলেন। এতে যাকাত, রক্তপণ (দিয়াত), বন্দীমুক্তি, মদীনার হেরেম এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ ছিল (বুখারী, ফাতহুল বারী)। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র পুত্র আবদুর রহমান (র) একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বলেন, এটা ইবনে মাসউদ (রা)-র স্বহস্ত লিখিত (জামি বায়ানিল ইল্ম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭)।

স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন (মদীনার সনদ নামে প্রসিদ্ধ), হুদায়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সন্ধি করেন, বিভিন্ন সময়ে যে ফরমান জারী করেন, বিভিন্ন গোত্র প্রধান ও রাজন্যবর্গকে ইসলামের যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে যেসব জমি, খনি ও কূপ দান করেন, তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীসরূপে গণ্য।

এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় থেকেই হাদীস লেখার কাজ শুরু হয়। তাঁর দরবারে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সব সময় উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর মুখে যে কথাই গুনতে পেতেন, তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই অনেক সাহাবীর নিকট স্বহস্ত লিখিত সংকলন বিদ্যমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র সহীফায়ে সাদিকা, আবু হুরায়রা (রা)-র সহীফায়ে সাহীহা, সহীফায়ে আলী (রা), সহীফায়ে সাদ ইবনে উবাদা (রা), মাকতূবাতে নাফে (আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র সংকলন) সমধিক প্রসিদ্ধ।

সাহাবীগণ যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন, তেমনিভাবে হাজার হাজার তাবিঈ সাহাবীগণের নিকট হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। একমাত্র আবু হুরায়রা (রা)-র নিকট আট শত তাবিঈ হাদীস শিক্ষা করেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, উরওয়া ইবনুয যুবাইর, ইমাম যুহরী, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন, নাফে, ইমাম যয়নুল আবিদীন, মুজাহিদ, কাযী শুরাইহ, মাসরুক, মাকহুল, ইকরিমা, আতা, কাতাদা, ইমাম শাবী, আলকামা, ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ প্রবীণ তাবিঈগণের প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জনগ্ৰহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইত্তিকাল করেন। অন্যদিকে সাহাবীগণ ১১০ হিজরীর মধ্যে ইত্তিকাল করেন। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তাবিঈগণ সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। এক একজন তাবিঈ বহু সংখ্যক সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তা তাদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ তাবে তাবিঈনের নিকট পৌছে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবিঈন ও তাবে তাবিঈনের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈনের লিখিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। তারা গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উম্মাতের মধ্যে হাদীসের জ্ঞান পরিব্যাপ্ত করে দেন। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের নিকট হাদীস সংগ্রহ করার জন্য রাজকীয় ফরমান প্রেরণ করেন। ফলে সরকারী উদ্যোগে সংগৃহীত হাদীসের বিভিন্ন সংকলন রাজধানী দামিশকে পৌছতে থাকে। খলীফা সেগুলোর একাধিক পাণ্ডুলিপি তৈরি করিয়ে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। এ কালে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর নেতৃত্বে কুফায় এবং ইমাম মালেক (র)-এর নেতৃত্বে মদীনায় হাদীস ও ইসলামী আইন চর্চার বিরাট কেন্দ্র গড়ে উঠে। ইমাম মালেক (র) তার মুওয়াত্তা গ্রন্থ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই সহচর ইমাম মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফ (র) ইমাম আবু হানীফার রিওয়াতগুলো একত্র করে 'কিতাবুল আছার' সংকলন করেন। এ যুগের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীস সংকলন হচ্ছে : জামে সুফিয়ান সাওরী, জামে ইবনুল মুবারক, জামে ইমাম আওয়াজ, জামে ইবনে জুরাইজ ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীসের চর্চা আরও ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমামগণ যথা ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু ঈসা তিরমিযী, আবু দাউদ সিজিস্তানী, নাসাঈ ও ইবনে মাজা (র)-র আবির্ভাব হয় এবং তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলে সর্বাধিক সহীহ ছয়খানি হাদীস গ্রন্থ (সিহাহ সিত্তা) সংকলিত হয়। এ যুগেই ইমাম শাফিঈ তার কিতাবুল উম্ম ও ইমাম আহমাদ তার আল-মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন

করেন। হিজরী চতুর্থ শতকে মুসতাদরাক হাকেম, সুনানু দারি কুতনী, সহীহ ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনে খুযায়মা, তাবারানীর আল-মুজাম, নুসান্নাফাত তাহাবী এবং আরও কতিপয় হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইমাম বায়হাকীর সুনানুল কুবরা ৫ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়।

চতুর্থ শতকের পর থেকে এই পর্যন্ত সংকলিত হাদীসের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীসের ভাষ্য গ্রন্থ এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমান কাল পর্যন্ত এই কাজ অব্যাহত রয়েছে। এসব সংকলনের মধ্যে তাজরীদুস সিহাহ ওয়াস সুনান, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, আল-মুহাল্লা, মাসাবীহুস সুন্নাহ, নাইলুল আওতার প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কাল (৭১২ খৃ.) থেকেই হাদীস চর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞানচর্চাও ব্যাপকতর হয়। ইসলামের প্রচারক ও বাণীবাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (৭০০ হি.) ৭ম শতকে ঢাকার সোনারগাঁও আগমন করেন এবং এখানে কুরআন ও হাদীস চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। বঙ্গদেশের রাজধানী হিসাবে এখানে অসংখ্য হাদীসবেত্তা সমবেত হন এবং ইলমে হাদীসের জ্ঞান এতদঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। বর্তমান কাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এভাবে যুগ ও বংশ পরস্পরায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ভাণ্ডার আমাদের নিকট পৌঁছেছে এবং ইনশাআল্লাহ অব্যাহতভাবে তা অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছতে থাকবে।



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

अध्याय ४ १

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

পবিত্রতা অর্জন

بَابُ التَّخْلِى عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ-১ ৪ পায়খানা-পেশাবের জন্য নিরিবিলা স্থানে যাওয়া

১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ.

১। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানার উদ্দেশ্যে দূরে চলে যেতেন (যাতে কেউ দেখতে না পায়)।

২- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْبِرَازَ انْطَلَقَ حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ.

২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানার উদ্দেশ্যে দূরে চলে যেতেন যাতে কেউ তাঁকে দেখতে না পায়।

بَابُ الرَّجُلِ يَتَبَوَّأُ لِبَوْلِهِ

অনুচ্ছেদ-২ ৪ পেশাবের জন্য কোন ব্যক্তির জায়গা তালাশ করা

৩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَادُ نَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ فَكَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى فَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى أَبِي مُوسَى يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَكَتَبَ

إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى إِنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
ذَاتَ يَوْمٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ فَأَتَى دَمِيئًا فِي أَصْلِ جِدَارِ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ  
إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدِّ لِبَوْلِهِ مَوْضِعًا.

৩। আবুত তাইয়্যাহ্ (র) বর্ণনা করেন, একজন শায়খ আমার নিকট বলেছেন, যখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বসরায় পদার্পণ করলেন, তখন তিনি আবু মুসা (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতেন। আবদুল্লাহ (রা) আবু মুসার নিকট কয়েকটি বিষয়ে জানতে চেয়ে চিঠি লিখলেন। জবাবে আবু মুসা (রা) তাকে লিখলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি পেশাব করার মনস্থ করলেন। তিনি একটি দেয়ালের গোড়ার নরম মাটিতে গিয়ে পেশাব করলেন। এরপর তিনি বললেন : যখন তোমাদের কেউ পেশাব করার ইচ্ছা করে, সে যেন একটা নরম জায়গা অনুসন্ধান করে নেয়।

টীকা : যেন জায়গাটি শুষ্ক না হয়। পেশাবের ফোঁটা ছিটকে না আসে। ঢালু জায়গায় পেশাব করা বাঞ্ছনীয় যাতে শরীর অথবা কাপড়ে পেশাব ছিটকে না আসতে পারে।

بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ

অনুচ্ছেদ-৩ : পায়খানায় প্রবেশকালে মানুষ যা বলবে

٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ  
عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ عَنْ حَمَادٍ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ  
بِكَ وَقَالَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.

৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় যেতেন, হান্ধাদের বর্ণনামতে, তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি শয়তানদের থেকে ও যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে। আর আবদুল ওয়ারেসের বর্ণনামতে বলতেন : আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি শয়তানদের থেকে ও যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে।

٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو يَعْنِي السَّدُوسِيَّ قَالَ أَنَا وَكَيْعُ عَنْ  
شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ  
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ وَقَالَ شُعْبَةُ وَقَالَ مَرَّةً أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقَالَ وَهَيْبُ  
عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ.

৫। আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব (র) আনাস (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণনা করছেন। তাতে 'হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি' রয়েছে। শো'বা বলেন, আবদুল আযীয একবার 'আউযু বিল্লাহ' (আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই,) বলেছেন। আর উহাইব (র) আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব থেকে বর্ণনা করেছেন, তাতে 'সে যেন আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায়' কথাটি রয়েছে।

৬- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْحُسُوشُ مُحْتَضِرَةٌ فَإِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ .

৬। য়ায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : পায়খানায় অধিকাংশ সময় শয়তান এসে থাকে। তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় যায় তখন সে যেন বলে : আমি আল্লাহর নিকট শয়তান ও যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে আশ্রয় চাই।

بَابُ كَرَاهِيَةِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ-৪ : পায়খানা-পেশাব করতে কিবলামুখী হয়ে বসা নিষেধ

৭- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِيلَ لَهُ لَقَدْ عَلِمْتُمْ نَبِيَّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ أَجَلَ لَقَدْ نَهَانَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَأَنْ لَا نَسْتَنْجِي بِالْيَمِينِ وَأَنْ لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُنَا بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ يَسْتَنْجِي بِرَجِيْعٍ أَوْ عَظْمٍ .

৭। সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। বর্ণনাকারী আবদুর রহমান বলেন, সালমান (রা)-কে বলা হলো, তোমাদের নবী (সা) তোমাদেরকে সবকিছুই শিক্ষা দিয়েছেন, এমন কি পায়খানা করার নিয়মও। সালমান (রা) বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিষেধ করেছেন পায়খানা ও পেশাবের সময় কিবলামুখী হয়ে বসতে, ডান হাতে শৌচ করতে, আর শৌচকার্ণে আমাদের কারো তিনটি টিলার কম ব্যবহার করতে। আর তিনি গোবর অথবা হাড় দ্বারা শৌচ করতে নিষেধ করেছেন।

৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أَعْلَمُكُمْ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطُ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا وَلَا يَسْتَتِبُ بِيَمِينِهِ وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرَّمَّةِ .

৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি তোমাদের জন্য পিতৃতুল্য, তোমাদেরকে আমি শিক্ষা দিয়ে থাকি। যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় যায়, সে যেন কিবলামুখী হয়ে না বসে, কিবলার দিকে পিঠ দিয়েও না বসে এবং ডান হাতে শৌচ না করে। তিনি তিনটি টিলা ব্যবহারের নির্দেশ দিতেন এবং নিষেধ করতেন গোবর ও হাড় দ্বারা শৌচ করতে।

৯- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَوَايَةً قَالَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا فَاقْدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَا حِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ .

৯। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা পায়খানায় গিয়ে পায়খানা-পেশাবে কিবলামুখী হয়ে বসো না, বরং পূর্ব দিকে মুখ করে অথবা পশ্চিম দিকে। আবু আইউব (রা) বলেন, আমরা সিরিয়ায় গিয়ে দেখতে পেলাম, তথাকার শৌচাগারগুলো কিবলামুখী করে বানানো। (সেগুলো ব্যবহারের সময়) আমরা একটু বেঁকে ঐদিক থেকে ফিরে বসতাম এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতাম।

টীকা : এ নির্দেশ মদীনাবাসী তথা মক্কার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে অবস্থানকারী লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যাদের কিবলা পূর্ব অথবা পশ্চিম দিক, তাদের উত্তর অথবা দক্ষিণ দিকে মুখ করে বসতে হবে।

১০- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلِ الْأَسَدِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ .

১০। মা'কিল ইবনে আবু মা'কিল আল-আসাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব অথবা পায়খানা করাকালে দুই কিবলার (কা'বা শরীফ ও বাইতুল মুকাদাস) দিকে মুখ করে বসতে নিষেধ করেছেন।

টীকা : খাতাবীর মতে, বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের প্রথম কিবলা হওয়ার জন্যই এ হুকুম। কেউ বলেছেন, মদীনার কেউ বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে বসলে মদীনা পেছনে থাকে বলেই এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নব্বী বলেছেন, এ হুকুম তানযিহী, তাহরীমী নয়। হাশ্বী আলিমদের সর্বসম্মত রায় হলো, এই নির্দেশ রহিত হয়ে গিয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে উমারের হাদীস (যা পরে বর্ণিত হচ্ছে) অনুসারে কেউ কেউ বলেছেন, এ নিষেধ ততদিন পর্যন্ত বলবত ছিল যতদিন পর্যন্ত বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করে নামায পড়া হতো। কেউ বলেছেন, এ নির্দেশ শুধুমাত্র মদীনাবাসীদের জন্য।

১১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَأِحَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْ هَذَا قَالَ بَلَى إِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ.

১১। মারওয়ান আল-আস্ফার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে দেখলাম, তিনি তার উটকে কিবলার দিকে বসালেন। তারপর ঐ উটের দিকে মুখ করে বসে পেশাব করলেন। আমি বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! এ থেকে কি নিষেধ করা হয়নি? তিনি বললেন : হ্যাঁ, এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে উনুজ ময়দানে। যখন তোমার ও কিবলার মাঝখানে কোন কিছুর আড়াল হবে তখন (এতে) কোন দোষ নেই।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ-৫ : এ সম্পর্কে অবকাশ আছে

১২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَأَسْعِدِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ الْبَيْتِ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ.

১২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঘরের ছাদে উঠলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'টি ইটের ওপর বসা অবস্থায় বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করে পায়খানা করতে দেখলাম।

১৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ نَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ يَبُولُ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبِضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا.

১৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলামুখী হয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, তাঁর ওফাতের এক বছর পূর্বে আমি নবী (সা)-কে কিবলামুখী হয়ে পায়খানা করতে দেখেছি।

টীকা : অধিকাংশ সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুসারে পায়খানায় কিবলামুখী না হওয়ার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। তদনুযায়ী আমল করতে হবে। আর যেসব হাদীসে কেবলামুখী হবার বৈধতা প্রমাণিত হয়, তা বিশেষ কারণ ও ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

### بَابُ كَيْفَ التَّكْشِيفُ عِنْدَ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ-৬ : পায়খানার সময় কিভাবে সতর খুলবে

১৪- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَذْنُو مِنَ الْأَرْضِ.

১৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাহ্যক্রিয়ার ইচ্ছা করতেন, তিনি যমিনের নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত কাপড় ওঠাতেন না (যাতে কেউ তাঁর সতর দেখতে না পায়)।

### بَابُ كَرَاهِيَةِ الْكَلَامِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ-৭ : পায়খানায় বসে কথাবার্তা বলা মাকরুহ

১৫- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ عِيَّاضٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتَيْهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمَقْتُ عَلَى ذَلِكَ .

১৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : দুই ব্যক্তি আপন লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করে কথাবার্তা বলা অবস্থায় বাহ্যক্রিয়া সারবে না। কারণ এতে মহাসম্মানিত আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।

### بَابُ فِي الرَّجُلِ يَرُدُّ السَّلَامَ وَهُوَ يَبُولُ

অনুচ্ছেদ-৮ : যে ব্যক্তি পেশাবরত অবস্থায় সালামের জবাব দেয়

১৬- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ

عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الضُّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَتْ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ.

১৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। তিনি পেশাবরত ছিলেন। লোকটি তাঁকে সালাম দিলো, তিনি তার জবাব দিলেন না। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে উমার ও অন্যান্য থেকে বর্ণিত আছে : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়াশুম করলেন, তারপর লোকটির সালামের জবাব দিলেন।

١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَبِي سَاسَانَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكَرَ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرَهُ إِلَّا عَلَى طَهْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى طَهَارَةٍ.

১৭। আল-মুহাজির ইবনে কুনফুয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। নবী (সা) তখন পেশাবরত ছিলেন। তিনি তাঁকে সালাম দিলেন। নবী (সা) তার জবাব দিলেন না। শেষে তিনি উয়ু করলেন ও তার নিকট ওয়র পেশ করে বললেন : পবিত্রতা ছাড়া আল্লাহর নাম স্মরণ করা আমি অপছন্দ করলাম।

بَابُ فِي الرَّجُلِ يَذْكَرُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ طَهْرٍ

অনুচ্ছেদ-৯ : যে ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন না করে আল্লাহ তায়ালায় যিকির করে

١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ يَعْنِي الْفَافَاءِ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكَرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

১৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদা-সর্বদা আল্লাহর যিকির করতেন।

## بَابُ الْخَاتَمِ يَكُونُ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى يَدْخُلُ بِهِ الْخَلَاءُ

অনুচ্ছেদ-১০ : আত্মাহুত নাম খচিত আংটি নিয়ে পায়খানায় যাওয়া

১৭- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَنْفِيِّ عَنْ هَمَامٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وُرُقٍ ثُمَّ أَلْقَاهُ وَالْوَهْمُ فِيهِ مِنْ هَمَامٍ وَلَمْ يَرَوْهُ إِلَّا هَمَامٌ.

১৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাদ্দাত্‌ল্লাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় যেতেন, আংটি খুলে রাখতেন। আবু দাউদ বলেন, এ হাদীসটি মুনকার (অর্থাৎ অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা)। এ হাদীস আনাস থেকে এভাবে ‘মারফু’ আছে : নবী সাদ্দাত্‌ল্লাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম রূপা দিয়ে একটি আংটি তৈরী করেছিলেন, তারপর তা তিনি খুলে ফেলেন। এ হাদীস বর্ণনায় হাম্বাম সন্দেহে পতিত হয়েছেন। তাছাড়া হাম্বাম ছাড়া আর কেউ এটি বর্ণনা করেননি।

## بَابُ الْأَسْتَبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ

অনুচ্ছেদ-১১ : পেশাব থেকে পবিত্র থাকার

২০- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا تَنَا وَكَيْعُ تَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزَهُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِعَسِيْبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِإِثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا وَقَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْيَسَا. قَالَ هَنَّادُ يَسْتَنْزِرُ مَكَانَ يَسْتَنْزِرُهُ.

২০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাদ্দাত্‌ল্লাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম দু’টি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন : এ দু’জনকে শান্তি দেয়া হচ্ছে। তবে কোন বড় গুনাহর জন্য শান্তি হচ্ছে না। একজন তো পেশাবের ব্যাপারে



সতর্কতা অবলম্বন করতো না। আর অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াত। এরপর তিনি খেজুরের একটি তাজা ডাল আনালেন। ডালটিকে তিনি দু'টুকরা করে একটি এ কবরে গাড়লেন এবং অপরটি ঐ কবরে গাড়লেন। আর বললেন : আশা করা যায়, তাদের শান্তি কিছুটা হালকা করা হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত ডাল দুটো না শুকায়। হান্নাদ “ইয়াস্‌তান্‌যিহ্” শব্দটির স্থলে “ইয়াস্‌তাতিরু” শব্দ উল্লেখ করেছেন।

২১- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ  
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ كَانَ لَا  
يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ يَسْتَتِرُهُ.

২১। ইবনে আব্বাস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, “সে তার পেশাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতো না।” আর আবু মু'আবিয়া বলেছেন, “পেশাব থেকে সতর্ক হতো না।”

২২- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ  
وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ  
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ وَمَعَهُ دَرَقَةٌ ثُمَّ اسْتَتَرَ بِهَا  
ثُمَّ بَالَ فَقُلْنَا انظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرَأَةُ فَسَمِعَ ذَلِكَ فَقَالَ  
أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا لَقِيَ صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ  
قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ فَنَهَاهُمْ فَعُدَّ فِي قَبْرِهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ  
قَالَ مَنصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ جَلَدَ  
أَحَدِهِمْ وَقَالَ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَسَدَ أَحَدِهِمْ.

২২। আবদুর রহমান ইবনে হাসানা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার ইবনুল আস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তিনি বের হলেন। তাঁর সাথে ছিল একটি ঢাল। তিনি ঢালটিকে আড়াল বানিয়ে পেশাব করলেন। আমরা বললাম : দেখ, তিনি পেশাব করছেন যে রূপ মেয়েলোকেরা (লুকিয়ে লুকিয়ে) পেশাব করে থাকে। তিনি একথা শুনে বললেন : তোমরা কি জানো না বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির কি অবস্থা হয়েছিল? বনী ইসরাঈলের কারো যদি (কোথাও) পেশাব লেগে যেত, তাহলে ঐ স্থানকে তারা কেটে ফেলত। ঐ ব্যক্তি তাদের এটা করতে নিষেধ করেছিল। তাই তাকে কবরে শান্তি দেয়া হয়। আবু দাউদ বলেন, মানসূর আবু ওয়াইলের মাধ্যমে আবু মুসা থেকে এ হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন : (যদি পেশাব লেগে যেত) তাহলে তারা চামড়া কেটে ফেলত। আর আসেম আবু ওয়াইল, আবু মুসা (রা)-র মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন : ‘আপন শরীর কেটে ফেলত’।

## بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

অনুচ্ছেদ-১২ : দাঁড়িয়ে পেশাব করা

২২- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ ح وَثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَهَذَا لَفْظُ حَفْصٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَّاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ فَذَهَبْتُ أَتْبَاعُهُ فِدَعَانِي حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقْبِهِ.

২৩। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বান্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সম্প্রদায়ের ময়লার স্তুপের নিকট গিয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। তারপর পানির জন্য ডেকে পাঠালেন ও পানি দিয়ে মোজা মাসেহ করলেন। আবু দাউদ বলেন, মুসাদ্দাদ আরো বর্ণনা করেছেন : হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি পেছনের দিকে সরে যেতে থাকলে তিনি (নবী সা) আমাকে ডাকলেন। এমনকি আমি তাঁর পায়ের গোড়ালীর নিকট ছিলাম বা গোড়ালীর নিকটবর্তী হলাম।

টীকা : দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েয, তা প্রমাণের জন্য তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন। কেউ বলেছেন, তাঁর হাঁটুতে কোন রোগ বা ব্যথা ছিল বলে তিনি বসতে অপারগ ছিলেন। আবু হুরায়রা (রা) থেকে কেউ কেউ বলেছেন, ঐ স্থান নাপাকিতে পূর্ণ ছিল। বসলে নাপাকি লেগে যাওয়ার আশংকা ছিল। ইবনে আবু শাইবা মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একবার ছাড়া আর কখনো দাঁড়িয়ে পেশাব করেননি।

## بَابُ فِي الرَّجُلِ يَبُولُ بِاللَّيْلِ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ يَضَعُهُ عِنْدَهُ

অনুচ্ছেদ-১৩ : কোন ব্যক্তি রাতে পাত্রে পেশাব করে তা নিজের কাছে রেখে দিল

২৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى ثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حُكَيْمَةَ بِنْتِ أُمِّمَةَ ابْنَةَ رُقَيْقَةَ عَنْ أُمِّهَا أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْحٌ مِنْ عِيدَانٍ تَحْتِ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ.

২৪। হুকাইমা বিনতে উমাইমা বিনতে রুক্বাইকা তাঁর মা থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, নবী সাদ্বান্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি কাঠের পাত্র ছিল। এটি তাঁর খাটের নিচে থাকতো। তিনি তাতে রাতে পেশাব করতেন।

টীকা : এতে বোঝা যায়, ঠাণ্ডা, ভয়-ভীতি বা অন্য কোন কারণে রাতে বের হতে না পারলে পাত্রে পেশাব করে সকালে তা ফেলে দেয়াতে দোষ নেই।

بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي نَهَى عَنِ الْبَوْلِ فِيهَا

অনুচ্ছেদ-১৪ : যেসব জায়গায় পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে

২৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ قَالُوا وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ.

২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা দু'টি অভিশপ্ত কাজ থেকে দূরে থাকবে। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, অভিশপ্ত কাজ দু'টি কি, হে আল্লাহর রাসূল? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : লোক চলাচলের পথে অথবা ছায়াবিশিষ্ট জায়গায়, যেখানে মানুষ বিশ্রাম নেয়, পেশাব পায়খানা করা।

টীকা : এসব জায়গায় পায়খানা করলে জনসধারণের কষ্ট হয়। তারা অভিশাপ দেয়।

২৬- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبُو حَفْصٍ وَحَدِيثُهُ أَتَمُّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ قَالَ أَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحَمِيرِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ الْبِرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ وَالظَّلَّ.

২৬। মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা তিনটি অভিশপ্ত কাজ থেকে বিরত থাকবে। সেগুলো হলো : লোকদের অবতরণস্থল, চলাচলের রাস্তা ও ছায়াবিশিষ্ট জায়গায় পায়খানা করা।

بَابُ فِي الْبَوْلِ فِي الْمُسْتَحَمِّ

অনুচ্ছেদ-১৫ : গোসলখানায় পেশাব করা

২৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ وَقَالَ الْحَسَنُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ قَالَ أَحْمَدُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ.

২৭। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন গোসলখানায় পেশাব না করে। অথচ সেখানেই সে গোসল করবে। আহমাদের বর্ণনায় রয়েছে, অথচ সেখানেই সে উষু করবে। কারণ মনের অধিকাংশ খটকা এ থেকেই উৎপন্ন হয়।

২৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدِ الْجَمِيرِيِّ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانَ قَالَ لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ يَبُولَ فِي مَفْتَسَلِهِ.

২৮। হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান আল-হিমযারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাত হয়েছে, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে ছিলেন, যেরূপ আবু হুরায়রা (রা) তাঁর সাহচর্যে ছিলেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন চুল আচড়াতে অথবা গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা : এ নিষেধ নিছক তান্বিহী পর্যায়ের, তাহরীমী নয়। তিরমিযী (র) শামায়েল অধ্যায়ে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) অধিকাংশ সময় মাথায় তেল দিতেন ও দাড়ি আঁচড়াতে। অবশ্য এতে প্রতিদিন আঁচড়ানোর বিষয় প্রমাণিত হয় না।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ

অনুচ্ছেদ-১৬ : গর্তে পেশাব করা নিষেধ

২৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرَجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ قَالَ قَالُوا لِقَتَادَةَ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ قَالَ كَانَ يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ.

২৯। আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্তে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। লোকেরা কাতাদাকে জিজ্ঞেস করলো, গর্তে পেশাব করা কেন অপছন্দনীয়? তিনি বললেন : বলা হতো, এতে জিনেরা বসবাস করে থাকে (এখানে জিন অর্থ সাপ)।

بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৭ : মানুষ পায়খানা থেকে বের হয়ে যা বলবে

৩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا  
اسْرَائِيلُ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ أَنَّ  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ غُفْرَانَكَ.

৩০। আয়েশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানা থেকে বের হতেন তখন বলতেন : 'হে আল্লাহ। আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাই।'

بَابُ كَرَاهِيَةِ مَسِّ الذَّكْرِ بِالْيَمِينِ فِي الْأَسْتَبْرَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৮ : শৌচ করার সময় ডান হাতে পুরুষাঙ্গ ধরা মাকরুহ

৩১- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا ثَنَا أَبَانُ  
ثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا أَتَى  
الْخَلَاءَ فَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبُ نَفْسًا وَاحِدًا.

৩১। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ পেশাব করাকালে, ডান হাতে যেন তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ না করে। যখন পায়খানায় যাবে, ডান হাতে যেন (ঢিলা ব্যবহার ও) শৌচ না করে। আর যখন পানি পান করবে, এক নিঃশ্বাসেই যেন পান না করে।

৩২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيَصِيُّ نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ  
نَا أَبُو أَيُّوبَ يَعْنِي الْأَفْرِيقِيَّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ وَمَعْبُدٍ  
عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخَزَاعِمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ  
لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ.

৩২। হারিসা ইবনে ওয়াহব আল-খুযা'ঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হাফসা (রা) আমার নিকট বলেছেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্য গ্রহণ, পানীয় পান ও কাপড়-চোপড় পরিধানের কাজ করতেন ডান হাতে। এছাড়া অন্যান্য কাজ করতেন বাম হাতে।

৩৩- حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ نَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنَى لِبَطْنِ لَطُورِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَدَى.

৩৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান হাত ছিল পবিত্রতা অর্জন ও খাদ্য গ্রহণের জন্য। আর তাঁর বাম হাত ছিল শৌচক্রিয়া ও অন্যান্য নিকৃষ্ট বা নিন্দনীয় কাজের জন্য।

৩৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ بُزَيْعٍ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ .

৩৪। অপর একটি সূত্রের বর্ণনায় আয়েশা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্বেক্ত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

### بَابُ الْإِسْتِتَارِ فِي الْخَلَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ৪ পায়খানার সময় গোপনীয়তা রক্ষা করা

৩৫- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنِ الْحُصَيْنِ الْحُبْرَانِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ وَمَا لَكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلِ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ. قَالَ أَبُو دَوْدَ أَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :  
সুরমা লাগালে বেজোড় সংখ্যায় লাগাবে। একরূপ করলে ভাল, না করলে কোন ক্ষতি  
নেই। টিলা ব্যবহার করলে বেজোড় সংখ্যায় করবে। একরূপ করলে ভাল, না করলে কোন  
ক্ষতি নেই। আহার করে খিলাল করার পর কিছু বের হলে তা ফেলে দেবে, আর জিহ্বার  
সাথে কিছু লেগে থাকলে তা গিলে ফেলবে। একরূপ করলে ভাল, না করলে কোন ক্ষতি  
নেই। আর পায়খানায় গেলে আড়ালে যাবে। যদি একরূপ জায়গা না পাওয়া যায়, তাহলে  
অন্তত বালুর স্তূপ তৈরী করে তার আড়ালে বসবে। কারণ শয়তান মানুষের লজ্জাস্থান  
নিয়ে খেলা করে। একরূপ করলে ভাল, না করলে কোন ক্ষতি নেই।

টীকা : ‘শয়তান খেলা করে’, এর অর্থ হলো, কোনরূপ পর্দা না থাকলে, পেছন থেকে কোন প্রাণী  
আক্রমণ করতে পারে অথবা কোন মানুষ দেখে ঠাট্টা করতে পারে।

بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ أَنْ يُسْتَنْجَى بِهِ

অনুচ্ছেদ-২০ : যেসব জিনিসের দ্বারা ইসতিনজা (শৌচ) করা নিষেধ

৩৬- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ الْهَمْدَانِيِّ أَنَا  
الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ الْمِصْرِيَّ عَنْ عِيَّاشِ بْنِ عَبَّاسِ الْقَتَبَانِيِّ  
أَنَّ شَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ أَخْبَرَهُ عَنْ شَيْبَانَ الْقَتَبَانِيِّ أَنَّ مَسْلَمَةَ بْنَ مُحَمَّدِ  
اسْتَعْمَلَ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ عَلَى اسْفَلِ الْأَرْضِ قَالَ شَيْبَانُ فَسِرْنَا مَعَهُ  
مِنْ كَوْمِ شَرِيكِ إِلَى عُلْقَمَاءَ أَوْ مِنْ عُلْقَمَاءَ إِلَى كَوْمِ شَرِيكِ يُرِيدُ  
عُلْقَمَاءَ فَقَالَ رُوَيْفِعُ إِنْ كَانَ أَحَدُنَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَأْخُذُ نَضْوًا أَخِيهِ عَلَى أَنْ لَهُ النِّصْفُ مِمَّا يَغْنَمُ وَلَنَا  
النِّصْفُ إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لِيَطِيرَ لَهُ النَّصْلُ وَالرَّيْشُ وَالْأَخْرَجُ الْقِدْحُ ثُمَّ  
قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَوَةَ  
سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحَيْتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرَأَ  
أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ مِنْهُ بَرِيءٌ.

৩৬। শায়বান আল-কাতবানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাস্লামা ইবনে মুখান্নাদ  
রুয়াইফে’ ইবনে সাবিতকে নিম্নভূমিতে কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। শায়বান বলেন,  
কুমে শরীক থেকে ‘আলকামা’ পর্যন্ত অথবা আলকামা থেকে কুমে শরীক পর্যন্ত আমরা

তাঁর সাথে সফর করেছি। আলকাম ছিল তাঁর গণ্ডব্যান্থান। রুয়াইফে' বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় আমাদের মধ্যে একজন অপরজনের নিকট থেকে এই শর্তে উট গ্রহণ করতো, যা মুনাফা হবে তার অর্ধেক তোমাকে দেব আর অর্ধেক আমি নেব। আর নিজের অংশ নির্ধারণের জন্য তীর নিক্ষেপ করতে হলে ধনুকের ছিলা হতো আমাদের মধ্য থেকে একজনের এবং ফলক হতো আরেকজনের। রুয়াইফে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেছেন : হে রুয়াইফে! আশা করা যায়, আমার পরেও তোমার জীবনকাল দীর্ঘায়িত হবে। তুমি লোকদের জানিয়ে দিও : যে দাড়িতে গিট লাগাবে বা ঘোড়ার গলায় মালা পরাবে অথবা প্রাণীর বিষ্ঠা বা হাড় দ্বারা ইসতিন্জা করবে, মুহাম্মাদ (সা) তার দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত বা তার ওপর নারায।<sup>২</sup>

টীকা : ১. কুমে শরীক, আলকামা ও আলকাম মিসরের কয়েকটি স্থানের নাম।

টীকা : ২. দাড়িতে গিট লাগানো, ছল মুড়িয়ে মুঠি বাঁধা, আর নযর লাগবে বলে প্রাণীর গলায় মালা পরানো জাহিলী যুগের রীতি। কাজেই এগুলো সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

৩৭- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ نَا مَفْضَلٌ عَنْ عِيَّاشٍ أَنَّ شَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ أَخْبَرَهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَذْكُرُ ذَلِكَ وَهُوَ مَعَهُ مُرَابِطٌ بِحِصْنِ بَابِ الْيُونِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ حِصْنُ الْيُونِ بِالْفُسْطَاطِ عَلَى جَبَلٍ.

৩৭। 'আইয়াশ (র) শোয়াইম ইবনে বাইতানের মাধ্যমে আবু সালেম আল-জায়শানী থেকেও উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি (সালেম) আবদুল্লাহ ইবনে আমরকে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন, যখন তিনি 'আলইউন' দুর্গ অবরোধ করেছিলেন। আবু দাউদ বলেন, 'আলইউন' দুর্গ (মিসরের) ফুসতাতে এক পাহাড়ের ওপর অবস্থিত।

৩৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ نَا زَكْرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ أَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بَعْرٍ -

৩৮। আবুয যুবাইর (রা) জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে হাড়ি অথবা (প্রাণীর) বিষ্ঠা দ্বারা ইসতিন্জা করতে নিষেধ করেছেন।

৩৯- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمَصِيُّ نَا ابْنُ عِيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدِّيْلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَدِمَ وَفَدُ الْجِنُّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ أَمَّتْكَ أَنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ حُمَمَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ



عَزُّ وَجَلٌّ جَعَلْنَا فِيهَا رِزْقًا قَالَ فَتَنَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ.

৩৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিনদের একটি প্রতিনিধিদল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে মুহাম্মাদ (সা)! আপনার উম্মাতকে হাড়, গোবর বা কয়লা দ্বারা এস্তেন্জা করতে নিষেধ করে দিন। কারণ সম্মানিত মহান আল্লাহ ওগুলোর মধ্যে আমাদের রিযিকের ব্যবস্থা রেখেছেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওগুলো দিয়ে ইসতিন্জা করতে বারণ করেন।

بَابُ الْأِسْتِنْجَاءِ بِالْأَحْجَارِ

অনুচ্ছেদ-২১ : পাথর দ্বারা ইসতিন্জা (শৌচ) করা

٤٠- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِي عَنْهُ.

৪০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় যাবে, তিনটি পাথর যেন সাথে নিয়ে যায় এবং ওগুলো দ্বারা ইসতিন্জা (শৌচ) করে। কারণ এটাই তার জন্য যথেষ্ট।

টীকা : অর্থাৎ পানি লওয়া আর জরুরী নয়। অবশ্য পানির ব্যবহার মুস্তাহাব।

٤١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأِسْتِنْبَاطِ فَقَالَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيْعٌ .

৪১। খুযায়মা ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এস্তেন্জা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে। তিনি বলেন : তিনটি পাথর দ্বারা ইসতিন্জা করবে, যাতে গোবর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

بَابُ فِي الْأِسْتِبْرَاءِ

অনুচ্ছেদ-২২ : পায়খানা-পেশাবের পর উযু করা

٤٢- حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَخَلْفُ بْنُ هِشَامٍ الْمُقْرِيُّ قَالَا نَا عَبْدُ

اللَّهُ بِنُ يَحْيَى التَّوَّامُ ح وَثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا أَبُو يَعْقُوبَ التَّوَّامُ  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا  
عُمَرُ فَقَالَ هَذَا مَاءٌ تَتَوَضَّأُ بِهِ قَالَ مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بَلْتُ أَنْ اتَّوَضَّأَ وَلَوْ  
فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً.

৪২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব করলেন। উমার (রা) পানি ভর্তি একটি লোটা নিয়ে তাঁর পেছনে দাঁড়ালেন, তিনি বললেন, এই লোটা কেন, হে উমার? উমার (রা) বলেন, আপনার জন্য উয়ুর পানি! তিনি বলেন : যখনই পেশাব করব, তখনই উয়ুও করতে হবে, আমাকে এরূপ নির্দেশ তো দেয়া হয়নি! আমি যদি এরূপ করি, তাহলে অবশ্যই তা সুন্নাত (অবশ্য পালনীয় বিধান) হয়ে যাবে।

بَابُ فِي الْأِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

অনুচ্ছেদ-২৩ : পানি দ্বারা ইসতিনজা (শৌচ) করা

٤٣- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدِ يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ عَنْ خَالِدِ يَعْنِي  
الْحَدَّاءَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطًا وَمَعَهُ غُلَامٌ مَعَهُ مِیْضَاءٌ وَهُوَ  
أَصْفَرْنَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ السُّدْرَةِ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدْ  
اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ.

৪৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেয়াল পেরিয়ে এক বাগিচায় প্রবেশ করলেন। তাঁর সাথে ছিল একটি বালক। বালকটির হাতে ছিল পানির বদনা। বালকটিই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী ছিল। সে বদনাটি গাছের নিকট রেখে দিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বাহ্যক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। তারপর ঐ পানি দ্বারা এসতেনজা করে আমাদের নিকট ফিরে আসলেন।

٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ  
الْحَارِثِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَوْمُونَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ  
فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا. قَالَ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ  
فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ.

৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এই আয়াত কুবাবাসীদের শানে নাযিল হয়েছিল : “এ মসজিদে এমন সব লোক রয়েছে যারা পাক-পবিত্র থাকতে ভালবাসে, আর আল্লাহ পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালবাসেন” (সূরা তওবা : ১০৮)। কুবাবাসীরা পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতো। তাই তাদের শানে এই আয়াত নাযিল হয়েছিল।

بَابُ الرَّجُلِ يَدُلُّكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ إِذَا اسْتَنْجَى

অনুচ্ছেদ-২৪ : যে ব্যক্তি ইসতিন্জার পর মাটিতে হাত ঘষে

৪৫- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ نَا اسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ نَا شَرِيكَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْْنِي الْمُخْرَمِيُّ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شَرِيكَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجَى ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ أَخْرَفْتَوْضًا.

৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় যেতেন তখন আমি পানির লোটা অথবা মশকে করে পানি নিয়ে আসতাম। তিনি এসতেনজা করার পর মাটিতে হাত ঘষে নিতেন। তারপর আমি অন্য পাত্রে করে পানি নিয়ে আসতাম, তিনি উষু করতেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আসওয়াদ ইবনে আমেরের হাদীসটি অধিকতর পূর্ণাঙ্গ।

টীকা : শারীক-ইবরাহীম ইবনে জারীর-আল-মুগীরা সূত্রটি যথার্থ নয়। সঠিক হলো শারীক-আল-মুগীরা। সিহাহ সিতায় আল-মুগীরা থেকে ইবরাহীম ইবনে জারীর বর্ণিত কোন হাদীস নেই (তুহফাতুল আশরাফ, ১০ খ, নং ১৪৭৭৬; তাহযীবুল কামাল, ২ খ, নং ৫৮)।

بَابُ السَّوَاكِ

অনুচ্ছেদ-২৫ : মেসওয়াক করা

৪৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَبِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ .

৪৬। আবু হুরায়রা (রা) “মারফু” হিসেবে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যদি আমি মুমিনদের জন্য কষ্টকর হওয়ার আশংকা না করতাম, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের

এশার নামায বিলম্বে পড়ার এবং প্রত্যেক নামাযের উয়ুর সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

৪৭- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَامَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ. قَالَ اَبُو سَلْمَةَ فَرَأَيْتُ زَيْدًا يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ وَاِنْ السَّوَاكِ فِيْ اُذْنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ اُذُنِ الْكَاتِبِ فَكُلَّمَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ اسْتَاكَ.

৪৭। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আমার উম্মাতের ওপর যদি কষ্টকর না হতো, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের প্রত্যেক নামাযের আগে (উয়ু ও) মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। আবু সালামা (রা) বলেন, আমি যায়েদ (রা)-কে দেখেছি, তিনি মসজিদে বসে থাকতেন, আর মেসওয়াক তার কানে ঐ স্থানে লেগে থাকতো, যেখানে লেখকের কলম লেগে থাকে, যখনই নামাযের জন্য যেতেন, মেসওয়াক করে নিতেন।

টীকা : অধিকাংশ হাদীসেই এরূপ বলা হয়েছে। মেসওয়াক করা সুল্লাত। প্রত্যেক নামাযের পূর্বে মেসওয়াক করা মুস্তাহাব। আর কেউ কেউ বলেছেন, প্রত্যেক উয়ুর পূর্বে মেসওয়াক করা মুস্তাহাব।

৪৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ الطَّائِبِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ تَوَضُّؤُ بِنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلٰوةٍ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ عَمَّ ذَاكَ فَقَالَ حَدَّثَنِيهِ اَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ اَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بِنِ اَبِي عَامِرٍ حَدَّثَهَا اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِالْوُضُوْءِ لِكُلِّ صَلٰوةٍ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ فَلَمَّا شَقَّ ذَاكَ عَلَيْهِ اَمَرَ بِالسَّوَاكِ لِكُلِّ صَلٰوةٍ. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرٰى اَنْ بِهٖ قُوَّةٌ وَكَانَ لَا يَدَعُ الْوُضُوْءَ لِكُلِّ صَلٰوةٍ. قَالَ اَبُو دَاوُدَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَاقَ قَالَ عَبِيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ.

৪৮। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহুইয়া ইবনে হাব্বান তার নিকট জিজ্ঞেস করেছিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) প্রত্যেক নামাযের পূর্বেই যে উযু করে থাকেন তার কারণ কি, চাই তার উযু থাকুক বা না থাকুক? আবদুল্লাহ (রা) বললেন, যামেদ ইবনুল খাতাবের কন্যা আসমা বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে হানযালাহ তাঁর নিকট বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে উযু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, চাই তাঁর উযু থাকুক বা না থাকুক। যখন তাঁর জন্য এটা কষ্টকর হয়ে পড়লো, তখন তাঁকে নামাযের পূর্বে (ওধু) মেসওয়াক করার নির্দেশ দেয়া হয়। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) নিজের মধ্যে সবলতা অনুভব করার দরুন প্রত্যেক নামাযের পূর্বেই উযু করতেন, উযু করা ত্যাগ করতেন না।

### بَابُ كَيْفَ يَسْتَاكُ

অনুচ্ছেদ-২৬ : কিভাবে মেসওয়াক করবে

৪৭- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالَا ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَرَأَيْتُهُ يَسْتَاكُ عَلَى لِسَانِهِ وَقَالَ سُلَيْمَانُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْتَاكُ وَقَدْ وَضَعَ السُّوَاكَ عَلَى طَرْفِ لِسَانِهِ وَهُوَ يَقُولُ أَهْ أَهْ يَعْنِي يَتَهَوَّعُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ كَانَ حَدِيثًا طَوِيلًا اخْتَصَرْتُهُ .

৪৯। আবু বুরদা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সওয়াকী চাইতে গিয়েছিলাম। আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি মেসওয়াক করছেন জিহ্বার ওপর। এটা ছিল মুসাদ্দাদের বর্ণনা। আর সুলাইমান বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তখন তিনি মিসওয়াক করছিলেন। তিনি মেসওয়াক তাঁর জিহ্বার এক পাশে রেখে উহ্ উহ্ করছিলেন, যেন কেউ বমি করছে। মুসাদ্দাদ বলেন, হাদীস দীর্ঘ ছিল, আমি সংক্ষেপ করে বর্ণনা করেছি।

### بَابُ فِي الرَّجُلِ يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ غَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ-২৭ : একজনের মেসওয়াক আরেকজনের ব্যবহার করা

৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى نَا عَنبَسَةَ بِنْتُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَسْتَنْ وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْأُخْرَى فَأَوْحَى إِلَيْهِ فِي  
فَضْلِ السَّوَاكِ أَنْ كَبَّرَ أَعْطَى السَّوَاكَ أَكْبَرَهُمَا .

৫০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেসওয়াক করছিলেন। তাঁর নিকটে ছিল দু'জন লোক, একজন বয়োজ্যেষ্ঠ, আরেকজন কনিষ্ঠ। এমন সময় তাঁর নিকট মেসওয়াকের মাহাত্ম সম্পর্কে ওহী নাযিল হলো। বলা হলো : দু'জনের মধ্যে যে বড় তাকে মেসওয়াক দাও।

টীকা : সম্ভবত এটি স্বপ্নে সংঘটিত হয়েছিল। যেমন হযরত উমারের বর্ণনা- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি স্বপ্নে নিজেকে মেসওয়াক করতে দেখলাম। এমন সময় দু'জন লোক আমার নিকট এলো, একজন অপর জনের চেয়ে বড় ছিল। আমি ছোটজনকে মেসওয়াক দিলাম। নির্দেশ হলো বড়জনকে দেয়ার। আমি তাই করলাম।

### بَابُ غُسْلِ السَّوَاكِ

অনুচ্ছেদ-২৮ : মেসওয়াক ধৌত করা

৫১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ نَا  
عَنْبَسَةَ بْنَ سَعِيدِ الْكُوفِيِّ الْحَاسِبِ نَا كَثِيرُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ  
كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ فَيُعْطِينِي السَّوَاكَ  
لَأَغْسِلَهُ فَأَبْدَأُ بِهِ فَاسْتَاكُ ثُمَّ أَغْسِلُهُ وَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِ .

৫১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেসওয়াক করে তা ধোয়ার জন্য আমাকে দিতেন। আমি প্রথমে তা দ্বারা মেসওয়াক করে নিতাম, তারপর ধুয়ে তাঁকে দিতাম।

### بَابُ السَّوَاكِ مِنَ الْفِطْرَةِ

অনুচ্ছেদ-২৯ : মেসওয়াক করা হলো স্বভাবজাত স্নানাত

৫২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ نَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ  
مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ  
قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ  
الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللُّحْيَةِ وَالسَّوَاكِ وَالْإِسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ وَقَصُّ  
الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَتَنْفُؤُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَإِنْتِقَاصُ الْمَاءِ

يَعْنِي الْأَسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ مَصْنَعٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ الْأَنْ تَكُونَ الْمُضْمَضَةَ.

৫২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দশটি জিনিস মানুষের ফিতরাত বা স্বভাবজাত। সেগুলো হলো : (১) গোফ কেটে ছোট রাখা, (২) দাড়ি ছেড়ে দেয়া, (৩) মেসওয়াক করা, (৪) পানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করা, (৫) নখ কাটা, (৬) আংগুলের জোড়াসমূহ ধোয়া (যাতে ময়লা না থাকতে পারে), (৭) বগলের পশম তুলে ফেলা, (৮) নাভির নিচের পশম চেঁছে ফেলা, (৯) পেশাবের পর পানি লওয়া। মুস'আব বলেন, দশম বিষয়টি আমি ভুলে গেছি। তবে যদুর মনে হয় সেটি হবে (১০) কুলি করা।

৫৩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَيْبٍ قَالَ نَا حَمَادٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ الْمُضْمَضَةَ وَالْأَسْتِنْشَاقُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ إِعْفَاءَ اللَّحْيَةِ وَأَزَادَ وَالْخِتَانَ قَالَ وَالْإِنْتِضَاحُ وَلَمْ يَذْكُرْ إِنْتِقَاصَ الْمَاءِ يَعْنِي الْأَسْتِنْجَاءَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى نَحْوَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ خَمْسٌ كُلُّهَا فِي الرَّأْسِ وَذَكَرَ فِيهِ الْفَرْقُ وَلَمْ يَذْكُرْ إِعْفَاءَ اللَّحْيَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى نَحْوُ حَدِيثِ حَمَادٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزْنِيِّ قَوْلُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرُوا إِعْفَاءَ اللَّحْيَةِ وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَإِعْفَاءَ اللَّحْيَةِ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ نَحْوَهُ وَذَكَرَ إِعْفَاءَ اللَّحْيَةِ وَالْخِتَانَ.

৫৩। 'আন্নার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া (মানুষের) স্বভাবজাত সুনাত (অভ্যাস)-এর অন্তর্গত। আর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে 'দাড়ি ছেড়ে দেয়া'-এর উল্লেখ করেননি, আর 'খতনা করা' উল্লেখ করেছেন। 'এসতেনজার পর লিঙ্গে স্বল্প পরিমাণ পানি ছিটানোর' কথাও উল্লেখ করেছেন, তবে এসতেনজার উল্লেখ করেননি। আবু দাউদ বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনাই উল্লেখিত হয়েছে। তিনি পাঁচটি সুনাতের কথা বলেছেন, সবগুলোই মাথার মধ্যে। তিনি সিঁথি

কাটার বিষয়ও উল্লেখ করেছেন। তবে দাড়ি রাখা শব্দের উল্লেখ নেই। আবু দাউদ বলেন, তলক ইবনে হাবীব ও মুজাহিদ থেকে হান্মাদের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর বাকর ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুযানী থেকে তাদের কথাই বর্ণিত হয়েছে, তবে তাতে দাড়ি ছেড়ে দেয়ার বিষয় উল্লেখ নেই। আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরেকটি সূত্রে বর্ণিত হাদীসে ‘দাড়ি ছেড়ে দেয়ার’ উল্লেখ আছে। ইবরাহীম নাখ‘ঈ থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তাতে ‘দাড়ি ছেড়ে দেয়া’ ও ‘খতনা করা’ এ দু’টি কথাও রয়েছে।

টীকা : এগুলোকে স্বভাবজাত সূনাত বলার কারণ হলো, এগুলো প্রাচীনতম মানবীয় অভ্যাস, সকল নবীর সূনাতের অন্তর্গত। আমাদেরকে তথা উম্মাতে মুহাম্মাদীকেও এগুলো পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। খোদ আল্লাহ তায়ালাই বলেছেন : তাদের ‘নিয়ম-পদ্ধতির অনুসরণ কর।’ কেউ কেউ এগুলোকে ‘সূনাতে ইবরাহীমী’ বলেছেন।

## بَابُ السُّوَاكِ لِمَنْ قَامَ بِاللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-৩০ : রাত জাগরণকারীর মেসওয়াক করা

৫৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفْيَانُ عَنْ مَنَّصُورٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُورُ فَاهُ بِالسُّوَاكِ .

৫৪। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে জাগতেন, তখন মেসওয়াক দ্বারা মুখ পরিষ্কার করতেন।

৫৫- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادُ نَا بِهِزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوضَعُ لَهُ وَضُوءُهُ وَسُوَاكُهُ فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَخَلَّى ثُمَّ اسْتَاكَ .

৫৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য উয়ুর পানি ও মেসওয়াক (যথাস্থানে) রেখে দেয়া হতো। তিনি যখন রাতে জাগতেন প্রথমে এসতেনজা সেরে নিতেন, তারপর মেসওয়াক করতেন।

৫৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا يَتَسَوَّكُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ .



৫৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে অথবা দিনে যখনই ঘুম থেকে জাগতেন, তখনই উয়ুর পূর্বে মেসওয়াক করতেন।

৫৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى نَا هُشَيْمٌ أَنَا حُصَيْنٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتْ لَيْلَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَتَى طَهُورَهُ فَأَخَذَ سِوَاكَهُ فَاسْتَاكَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَاتِ (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. حَتَّى رَاقِبَ أَنْ يَخْتِمَ السُّورَةَ أَوْ خَتَمَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ فَاتَى مُصَلَّاهُ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ كُلِّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ.

৫৭। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রাত কাটাতাম। (আমি দেখলাম) তিনি ঘুম থেকে জেগে উয়ুর পানি নিয়ে মেসওয়াক করতে লাগলেন। এরপর তিনি এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করলেন : “নিশ্চয় আসমান ও যমিনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের আবর্তনে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে” (সূরা আল ইমরান : ১৯০)।

তিনি সূরাটির প্রায় শেষ পর্যন্ত পড়লেন বা শেষ করলেন। এরপর তিনি উয়ু করে জায়নামাযে গিয়ে দুই রাকায়াত নামায আদায় করে বিছানায় গেছেন এবং আল্লাহ যতক্ষণ চাইলেন ততক্ষণ ঘুমিয়ে আবার জাগলেন। তারপর আগের মত আবার সেই কাজগুলি করে আবার বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে নিলেন। এরপর উঠে আবার আগের মত করলেন। তারপর বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে আবার জাগলেন ও আগের মত করলেন। প্রতিবারেই তিনি মেসওয়াক ও দুই রাকায়াত নামায আদায় করেছেন। অতঃপর সর্বশেষে বেতের পড়েছেন।

আবু দাউদ বলেন, হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান থেকে ইবনে ফুদাইল উপরের হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন : তিনি (নবী সা.) মেসওয়াক করে উয়ু করলেন। আর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করতে থাকেন : **إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** এভাবে তিনি সূরাটি শেষ করলেন।

৫৮- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ قَالَ ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ  
ثَنَا مِسْعَرُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ بَأَيِّ  
شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسُّوَاكِ .

৫৮। মিকদাম ইবনে শুরাইহ (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি  
আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে  
এসে সর্বপ্রথম কোন কাজ করতেন? আয়েশা (রা) বললেন : তিনি সর্বপ্রথম মেসওয়াক  
করতেন।

بَابُ فَرَضِ الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ-৩১ : উয়ু করা ফরয

৫৯- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي  
الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ  
صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ .

৫৯। আবুল মালীহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ কবুল করেন না আত্মসাৎকৃত মালের দান, আর কবুল করেন  
না উয়ুবিহীন নামায।

টীকা : নামায পড়া ফরয। উয়ু ছাড়া নামায হয় না। কাজেই উয়ু করাও ফরয।

৬০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ  
أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى صَلَاةً أَحَدِكُمْ إِذَا  
أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ .

৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহান আল্লাহ তোমাদের কারো নামায কবুল করেন না, যখন তার  
উয়ু ছুটে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে পুনরায় উয়ু করে।

৬১- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ  
ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ  
وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ .

৬১। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নামাযের চাবি হলো পবিত্রতা। আর যাবতীয় কাজ হারাম হয়ে যায় 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায শুরু করার দ্বারা। আর যাবতীয় কাজ হালাল হয় নামাযের সালাম ফেরানোর দ্বারা।

بَابُ الرَّجُلِ يُجَدِّدُ الْوُضُوءَ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

অনুচ্ছেদ-৩২ : যে ব্যক্তি উযু থাকা সত্ত্বেও নতুনভাবে উযু করে

৬২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ الْمُقَرَّبِيِّ وَثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَنَا لِحَدِيثِ ابْنِ يَحْيَى أَضْبَتُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي غَطِيفِ الْهُذَلِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَمْرٍ فَلَمَّا نُودِيَ بِالظُّهْرِ تَوَضَّأَ فَصَلَّى فَلَمَّا نُودِيَ بِالْعَصْرِ تَوَضَّأَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طَهْرٍ كَتَبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ.

৬২। আবু শুতায়েক আল-হুযালী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র নিকট ছিলাম। যোঁহরের আযান দেয়া হলে তিনি উযু করে নামায পড়লেন। আবার আসরের আযান দেয়া হলে তিনি আবার উযু করলেন। আমি তাকে নতুন করে উযু করার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : যে লোক উযু থাকা সত্ত্বেও উযু করে, তার জন্য দশ নেকি লেখা হয়।

بَابُ مَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ

অনুচ্ছেদ-৩৩ : যা পানিকে নাপাক করে

৬৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنْثُبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسَّبَاعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبِيثَ.

৬৩। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঐ পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যে পানিতে বন্য প্রাণী ও হিংস্র জন্তু আসা-যাওয়া করে (অর্থাৎ পান করে ও তাতে পেশাব করে ইত্যাদি)। তিনি বলেছিলেন : পানির পরিমাণ যদি দুই মটকা হয়, তাহলে তা নাপাকী বহন করবে না।

টীকা : অর্থাৎ নাপাক হবে না। তাহলে বোঝা যায়, এর চাইতে কম হলে তা নাপাক হবে। এই গ্রন্থেই আরেকটি বর্ণনা রয়েছে : পানি যদি দুই মটকা পরিমাণ হয়, তাহলে নাপাক হবে না। আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী এবং দারেমীও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ হাদীসের সহীহ ও যয়ীফ হওয়ার বিষয়ে মুহাদ্দিসদের মধ্যে মতভেদ আছে। অধিকাংশের মতে এ হাদীস সহীহ ও এর উপর আমাল করা ওয়াজিব। ইমাম শাফি'রীও এই মত পোষণ করেন।

'মটকা'-এর জন্য মূলে قُلَّةٌ (কুলাতুন) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বড় মটকাকে কুলাহ বলা হয়ে থাকে। যার মধ্যে আড়াই মশক পানি ধরে। তাহলে দুই কুলায় পাঁচ মশক পানি ধরবে। মাপে যার ওজন সোয়া ছয় মন।

٦٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي بَنَ زُرَيْعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَبُو مَآكِلِ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

৬৪। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উনুজ ময়দানে অবস্থিত পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের সম-অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেন।

٦٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ قَالَ أَنَا عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجَسُ.

৬৫। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পানি দুই কুলাহ পরিমাণ হলে তা নাপাক হয় না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْتِ بَضَاعَةَ

অনুচ্ছেদ-৩৪ : বুদা'আহ নামক কূপের বর্ণনা

٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ

الْأَنْبَارِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَوَضَأُ مِنْ بَيْتِرٍ بُضَاعَةً وَهِيَ بَيْتِرٌ يُطْرَحُ فِيهَا الْحَيْضُ وَلَحْمُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءُ طَهُورٌ وَلَا يُنْجَسُهُ شَيْءٌ.

৬৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (মদীনার) ‘বুদাআহ’ নামক কূপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো- ‘আমরা কি উক্ত কূপের পানি দ্বারা উযু করতে পারি? বুদাআহ কূপটির মধ্যে ঋতুবতী মেয়েলোকের ময়লা কাপড়, কুকুরের গোশত ও যাবতীয় দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস নিক্ষেপ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : পানি পাক, একে কোন কিছু নাপাক করতে পারে না।

টীকা : রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দিষ্ট ঐ কূপ সম্পর্কেই একথা বলেছেন। আর তা বলার কারণ ছিল, ঐ কূপের পানি সংশ্লিষ্ট বাগানসমূহের দিকে প্রবহমান ছিল। পানির তিনটি গুণের যে কোন একটি নষ্ট হলে তা নাপাক হয়ে যায়। সেগুলো হলো, রং, গন্ধ ও স্বাদ। আর এগুলো পরিবর্তন না হলে পানি নাপাক হয় না, চাই তা কম হোক বা বেশী হোক। বিশেষজ্ঞদের এটাই অভিমত।

٦٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَلِيطِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقَالُ لَهُ إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بَيْرٍ بُضَاعَةً وَهِيَ بَيْرٌ يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ وَالْمَحَائِضُ وَعَذْرُ النَّاسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنْجَسُهُ شَيْءٌ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ قَتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ قَيْمَ بَيْرٍ بُضَاعَةً عَنْ عُمِّهَا قَالَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ قَالَ أَلَى الْعَانَةِ قُلْتُ فَإِذَا نَقَصَ قَالَ دُونَ الْعَوْرَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدَرْتُ أَنَا بَيْرَ بُضَاعَةٍ بَرْدَائِي مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهُ فَإِذَا عَرَضَهَا سِتَّةُ أَذْرُعٍ وَسَأَلْتُ الَّذِي فَتَحَ لِي بَابَ الْبُسْتَانِ فَأَدْخَلَنِي إِلَيْهِ هَلْ غَيْرَ بِنَاوِهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ قَالَ لَا وَرَأَيْتُ فِيهَا مَاءً مُتَغَيَّرَ اللَّوْنِ.

৬৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লোকদের আমি বলতে শুনেছি : আপনার জন্য বুদআহ কূপ থেকে পানি আনা হয়। অথচ তাতে কুকুরের গোশত, হায়েযের নেকড়া ও মানুষের মলমূত্র নিষ্ক্ষেপ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নিশ্চয় পানি পাক, তাকে কোন কিছু নাপাক করতে পারে না।

আবু দাউদ (র) বলেন, আমি কুতাইবা ইবনে সাঈদ থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি বুদআহ কূপের মুতাওয়াল্লীকে কূপের পানির গভীরতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, বেশী হলে নাভির নিচ পর্যন্ত হয়ে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যখন কমে যায়, তখন? তিনি বললেন, সতরের (লজ্জাস্থান) চাইতে কম।

আবু দাউদ (র) বলেছেন, আমি আমার চাদর দ্বারা বুদআহ কূপ মেপে দেখেছি, শ্রেষ্ঠে তা ছয় বাহ পরিমাণ। আমার জন্য যে ব্যক্তি বাগানের দরজা খুলেছিল, তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কূপের ডিম্বি (বা আকার) পূর্বে যা ছিল, বর্তমানে কি তা রদলে গেছে? সে বললো, না। আমি দেখলাম, কূপের পানির রং বিগড়ে গিয়েছে।

### بَابُ الْمَاءِ لَا يَجُنَّبُ

অনুচ্ছেদ-৩৫ : পানি নাপাক হয় না

৬৮- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنْبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يَجُنَّبُ.

৬৮। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক স্ত্রী বড় এক কড়াই থেকে পানি তুলে গোসল করেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশিষ্ট পানি দ্বারা উয়ু অথবা গোসল করার ইচ্ছা করলেন। স্ত্রী বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো নাপাক ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : পানি নাপাক হয় না।

টীকা : অর্থাৎ জানাবাতের গোসলের অবশিষ্ট পানি পাক। তা দ্বারা উয়ু-গোসল করতে দোষ নেই।

### بَابُ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّأَكِدِ

অনুচ্ছেদ-৩৬ : বহু পানিতে পেশাব করা

৬৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ تَنَا زَائِدَةُ فِي حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ

مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ.

৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ যেন বন্ধ পানিতে পেশাব না করে, যাতে পরেই সে আবার গোসল করে।

টীকা : এতে অবশ্য পানি নাপাক হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না পানির গুণাগুণ পরিবর্তিত হয়। তবে এক্ষণে করা সর্বসম্মতভাবে মাকরুহ বা অপছন্দনীয়।

۷- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلَ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন বন্ধ পানিতে পেশাব না করে, আর না তাতে জানাবাতের গোসল করে।

টীকা : অর্থাৎ পানিতে নেমে যেন গোসল না করে। এ নিষেধও সর্বকর্তামূলক।

### بَابُ الْوُضُوءِ بِسُورِ الْكَلْبِ

অনুচ্ছেদ-৩৭ : কুকুরের মুখ দেয়া পানি দ্বারা উষু করা

۷۱- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ فِي حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ طَهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْتَسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَئِنَّ بِالشَّرَابِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ قَالَ أَيُّوبُ وَحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ مُحَمَّدٍ.

৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের মধ্যে কারো পাত্রে যদি কুকুর মুখ ঢুকিয়ে দিয়ে জিহ্বা দিয়ে পানি পান করে, তাহলে তা সাতবার ধুয়ে পাক করতে হবে। তার মধ্যে প্রথমবার মাটি দ্বারা (ঘষে ধুইবে)।

টীকা : অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, কুকুর কোন পাত্র লেহন করলে বা তা থেকে পানি পান করলে তা সাতবার ধুতে হবে। ইমাম শাফিঈ, মালিক ও আহমাদ (র)-এরও একই মত। কিন্তু আবু হানীফা (র)-এর মতে তিনবার ধোয়াই যথেষ্ট।

৭২- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَرْفَعَاهُ وَزَادَ إِذَا وَلَغَ الْهَرُّ غُسْلَ مَرَّةٍ.

৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে আরেক সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থক বর্ণিত হয়েছে। তবে (এটি নবী সা. থেকে) 'মরফু' হিসেবে বর্ণিত নয়। আর এতে আরো রয়েছে : 'বিড়াল লেহন করলে তা একবার ধুতে হবে।'

টীকা : একবার খোয়াও মুত্তাহাব হিসেবে। কারণ বিড়ালের মুখ দেয়া জিনিস পাক।

৭৩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَيْرِينَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْأَنْاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ السَّابِغَةَ بِالتُّرَابِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا أَبُو صَالِحٍ وَأَبُو رَزِينٍ وَالْأَعْرَجُ وَثَابِتُ الْأَخْنَفُ وَهَمَّامُ بْنُ مُنْبَهٍ وَأَبُو السُّدِّيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ رَوَوْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا التُّرَابَ.

৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আব্দুলহর নবী সাদ্দাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কুকুর কোন পাত্র লেহন করলে তা সাতবার ধুয়ে নাও। সপ্তমবার মাটি দ্বারা ঘষবে। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু সাগেহ, আবু রাযীন প্রমুখ রাযীগণ হাদিসটি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তারা মাটির কথা উল্লেখ করেননি।

৭৪- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الثِّيَاحِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ ابْنِ مِقْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكَلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلَهَا فَرَّخَصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْأَنْاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَالتَّامِنَةُ عَفْرُوهُ بِالتُّرَابِ.

৭৪। ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাদ্দাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যার নির্দেশ দিলেন, তারপর বলেন : মানুষ ও কুকুরের কি সম্পর্ক? তারপর শিকারী কুকুর, বকরী ও শস্য পাহারার কুকুর পোষার অনুমতি দিলেন আর বললেন : কোন পাত্রে যদি কুকুর মুখ দেয়, তাহলে তা সাতবার ধুয়ে ফেল। আর অষ্টমবার মাটি দ্বারা মেজে নাও।



## بَابُ سُورِ الْهَرَّةِ

অনুচ্ছেদ-৩৮ : বিড়ালের উচ্ছিষ্ট

৭৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عَبْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَاصْغَى لَهَا الْأَنْبَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَأَنِي أَنْظَرُ إِلَيْهِ فَقَالَ اتَّعَجِبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينِ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافَاتِ.

৭৫। কাবশা বিনতে কা'ব ইবনে মালিক (র) থেকে বর্ণিত। আর তিনি ছিলেন আবু কাতাদা (রা)-র পুত্রবধূ। তিনি বলেন, আবু কাতাদা (বাইরে থেকে) আসলে আমি তার জন্য উয়ুর পানি দিলাম। বিড়াল এসে তা থেকে পানি পান করতে লাগলো। আবু কাতাদা বিড়ালের জন্য পাত্রটি কাত করে দিলেন এবং বিড়াল তার প্রয়োজন মত পান করলো। কাবশা বলেন, আবু কাতাদা দেখলেন, আমি তার দিকে তাকাচ্ছি। তিনি বললেন, তুমি কি আশ্চর্যবোধ করছ, ভাতিজী? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বিড়াল নাপাক নয়। এগুলি সর্বদা তোমাদের কাছে আনাগোনাকারী প্রাণী।

৭৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِينَارِ الثَّمَارِ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ مَوْلَاتَهَا أَرْسَلَتْهَا بِهَرِيْسَةَ إِلَى عَائِشَةَ فَوَجَدَتْهَا تَصَلِّيُ فَأَشَارَتْ إِلَى أَنْ ضَعِيْبَهَا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ مِنْهَا فَلَمَّا انصَرَفَتْ أَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ أَكَلَتِ الْهَرَّةُ فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا هِيَ مِنَ الطَّوَافِينِ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا.

৭৬। দাউদ ইবনে সালেহ ইবনে দীনার আত-তাম্মার (র) থেকে তাঁর মায়ের সূত্রে বর্ণিত। তাঁকে তাঁর মুক্তিদানকারিণী হারিসাসহ (এক প্রকার খাদ্য) আয়েশা (রা)-র নিকট পাঠিয়েছিলেন। তিনি গিয়ে দেখলেন, আয়েশা (রা) নামায পড়ছেন। তিনি ইশারায় বললেন, রেখে দাও। একটি বিড়াল এসে তা থেকে খেলো। 'আয়েশা (রা) নামায শেষ

করে, বিড়াল যেখান থেকে খেয়েছিল, ওখান থেকেই খেলেন। আর বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বিড়াল নাপাক নয়, বিড়াল তো সর্বদা তোমাদের চারপাশে আনাগোনা করে থাকে। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি বিড়ালের মুখ দেয়া পানি দ্বারা উষু করেছেন।

### بَابُ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৯ : নারীর ব্যবহারের পর অবশিষ্ট পানির দ্বারা (পুরুষের) উষু করা

৭৭- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَتَحَنُّ جُنْبَانَ.

৭৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ে নাপাক অবস্থায় একই পাত্র থেকে (পানি নিয়ে) গোসল করতাম।

৭৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ خَرَبُودٍ عَنْ أُمِّ صُبَيْةَ الْجُهَنِيَّةِ قَالَتْ اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

৭৮। উষু সুবায়্যা আল-জুহানিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উষু করার সময় আমার ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত একই পাত্রে একত্রে উঠানামা করতো।

৭৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُسَدَّدٌ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعًا.

৭৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় পুরুষ ও নারীরা একই পাত্রের পানি দিয়ে একত্রে উষু করতো।

৮- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نُدْلِي فِيهِ أَيْدِينَا.

৮০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় আমরা ও নারীরা একই পাত্রে হাত দিয়ে পানি নিয়ে উয়ু করতাম।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ-৪০ : এই বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা

৪১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدِ الْحِمَيْرِيِّ قَالَ لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ تَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ زَادَ مُسَدَّدٌ وَلِيغْتَرِفًا جَمِيعًا.

৮১। হুমাইদ আল-হিময়রী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবীর সংগে আমার সাক্ষাত হয়েছিল যিনি চার বছর যাবত তাঁর সাহচর্যে ছিলেন, যেরূপ আবু হুরায়রা (রা) তাঁর সাহচর্যে ছিলেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষের গোসলের অবশিষ্ট পানি দ্বারা মেয়েলোককে গোসল করতে এবং মেয়েলোকের গোসলের অবশিষ্ট পানি দ্বারা পুরুষকে এক সাথে হাতে পানি তুলে গোসল করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা : তবে স্বামী-স্ত্রী যদি একই সাথে গোসল করে তাহলে একই পাত্রে হাতে দিয়ে পানি তুলে গোসল করা জায়েয।

৪২- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي حَاجِبٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ الْأَقْرَعُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ.

৮২। আল-হাকাম ইবনে আমর আল-আকরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকের উয়ু অথবা গোসলের অবশিষ্ট পানি দ্বারা পুরুষকে উয়ু করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা : খাস্তাবী বলেছেন, হাদীসবেত্তাদের মতে নিষেধের বর্ণনাসমূহ সহীহ নয়।

## بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

অনুচ্ছেদ-৪১ : সমুদ্রের পানি দ্বারা উযু করা

৪১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ قَالَ إِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بَرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرَكِبُ الْجَرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطَشْنَا أَفَتَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُورُ مَاءُهُ الْحَلُّ مِيتَتُهُ.

৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা সমুদ্রে চলাচল করে থাকি এবং পান করার জন্য অল্প পানি সাথে বহন করি। তা দ্বারা যদি আমরা উযু করি তাহলে পিপাসার কষ্ট পেতে হয়। কাজেই আমরা কি সমুদ্রের পানি দ্বারা উযু করতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সমুদ্রের পানি পাক, আর তার মৃত প্রাণীও হালাল।

টীকা : প্রশ্ন ছিল শুধু পানি সম্পর্কে। রাসূলুল্লাহ (সা) খাওয়ারও সহজ বিধান দিলেন। মহানবী (সা) ছিলেন রহমতের নবী। নদী-সমুদ্রে পানির ন্যায় খাদ্য সংকটও দেখা দিয়ে থাকে। এজন্য তিনি সমুদ্রের প্রাণী খাওয়া হালাল হওয়ার বিধান দিলেন। কোন কোন বিশেষজ্ঞ সমুদ্রের প্রাণী দ্বারা মাছ বুঝিয়েছেন ও সমুদ্রের মাছকেই শুধু জায়েয বলেছেন। আর কেউ বলেছেন, সমুদ্রের সব প্রাণীই হালাল, কারণ হাদীসের শব্দ ব্যাপকার্থক। কুরআনেও বলা হয়েছে : 'তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে'। হানাফীগণ প্রথমোক্ত মত পোষণ করেন।

## بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

অনুচ্ছেদ-৪২ : খেজুরের শরবত দ্বারা উযু করা

৪২- حَدَّثَنَا هُنَادٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالَا ثَنَا شَرِيكُ عَنْ أَبِي فَزَارَةَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجَنِّ مَا فِي إِدَاوَتِكَ قَالَ نَبِيذٌ قَالَ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ. قَالَ شَرِيكٌ وَلَمْ يَذْكُرْ هُنَادٌ لَيْلَةَ الْجَنِّ.

৮৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিনদের সাথে সাক্ষাত হওয়ার রাতে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার পাত্রে কি আছে?

আবদুল্লাহ (রা) বলেন, খেজুরের শরবত। নবী (সা) বললেন : খেজুর পাক, আর পানি পাককারী। শারীক (র) বলেন, হান্নাদ “জিন আগমনের রাতে” কথাটি উল্লেখ করেননি।

টীকা : খেজুরের শরবতকে আরবীতে ‘নাবীয’ বলা হয়। পানিতে একদিন এক রাত পর্যন্ত খেজুর ভিজিয়ে রেখে নাবীয তৈরী করা হয়, এতে পানি কিছুটা স্ফীত ও মিষ্টি হয়। এতে ঝাঁজ বা নেশা হয় না। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, এর দ্বারা উষু করা জায়েয নেই, কিন্তু আবু হানীফা (র)-এর মতে জায়েয।

‘জিন আগমনের রাত’ হলো : যে রাতে জিনেরা রাসূলুল্লাহর (সা)-এর নিকট এসেছিল। তাঁকে তাদের সাথে নিয়ে গিয়েছিল, তাঁর কাছ থেকে দীনের তালিম নেয়ার জন্য। এই ঘটনা কয়েকবারই ঘটেছিল বলে জানা যায়।

৪৫- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَقَالَ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ أَحَدٍ.

৮৫। আল্‌কামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, জিন আগমনের রাতে রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্বাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আপনাদের কে ছিলেন? তিনি বলেছিলেন, আমাদের মধ্যে কেউ ছিলো না তাঁর সাথে।

৪৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ ثَنَا بَشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِتَتْهُ كَرِهَهُ الْوُضُوءَ بِاللَّبَنِ وَالنَّبِيذِ فَقَالَ إِنَّ التَّيْمَمَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْهُ.

৮৬। ‘আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি অপছন্দ করতেন দুধ ও ‘নাবীয’ দ্বারা উষু করা। তিনি বলতেন, আমার মতে তার চাইতে বরং তায়াম্মুম করাই বেশী পছন্দনীয়।

৪৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ وَعِنْدَهُ نَبِيذٌ أَيَفْتَسِلُ بِهِ قَالَ لَا.

৮৭। আবু খাল্দা (র) বলেন, আমি আবুল আলিয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এক লোকের গোসল ফরয হয়েছে, অথচ তার নিকট পানি নেই, আছে নাবীয। সে কি নাবীয দ্বারা গোসল করবে? তিনি বলেছিলেন, না।

بَابُ أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ

অনুচ্ছেদ-৪৩ : কোন ব্যক্তি পায়খানা-পেশাবের বেগ চেপে রেখে নামায পড়বে কি?

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ

عُرْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا وَمَعَهُ النَّاسُ وَهُوَ يَوْمُهُمْ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَقَامَ الصَّلَاةَ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ قَالَ لِيَتَقَدَّمْ أَحَدُكُمْ وَذَهَبَ الْخَلَاءُ فَاِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ الْخَلَاءَ وَقَامَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو زَمْرَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمٍ وَالْأَكْثَرُ الَّذِينَ رَوَاهُ عَنْ هِشَامٍ قَالُوا كَمَا قَالَ زُهَيْرٌ.

৮৮। আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হজ্জ বা উম্মার উদ্দেশ্যে বের হলেন। তার সাথে আরো লোকজন ছিল। তিনি তাদের ইমামতি করতেন। একদিন ভোরের (ফজরের) নামায হতে যাচ্ছে, এমন সময় তিনি বললেন, তোমাদের কেউ ইমামতি করুক। এই বলে তিনি পায়খানায় চলে গেলেন। তিনি আরো বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমাদের কারো যদি পায়খানার বেগ হয়, আর ওদিকে নামাযও শুরু হয়ে যায়, তাহলে প্রথমে সে যেন পায়খানা সেরে নেয়।

۸۹- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْمَعْنَى قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حَزْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ عِيسَى فِي حَدِيثِهِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ اتَّفَقُوا أَخُو الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ فَجِئْنَا بِطَعَامِهَا فَقَامَ الْقَاسِمُ يُصَلِّي فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُصَلِّي بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبِيَانِ.

৮৯। কাসেম ইবনে মুহাম্মাদের ভাই আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'আয়েশা (রা)-র নিকট ছিলাম। এমন সময় তাঁর খাবার আনা হলো। এদিকে কাসেম নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। 'আয়েশা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : খাবার সামনে এসে গেলে, অথবা পায়খানা-পেশাবের বেগ হলে তা চেপে রেখে কেউ যেন নামায না পড়ে।

۹- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عِيَّاشٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ

صَالِحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي حَى الْمُؤَدِّنِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ لَا يَوْمٌ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخْصُ نَفْسَهُ بِالِدَعَاءِ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يُسْتَأْذِنَ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ وَلَا يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ .

৯০। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন : তিনটি কাজ করা কারো পক্ষে হালাল (বা জায়েয) নয়। (এক) কোন লোক ইমাম হয়ে শুধুমাত্র নিজের জন্য দোয়া করা, অন্যের জন্য না করা। যদি এরূপ করে তাহলে সে তাদের সাথে প্রতারণা করলো। (দুই) অনুমতি গ্রহণ করার আগেই কারো ঘরের মধ্যে কি আছে উঁকি মেরে দেখবে না। যদি এরূপ করে, তাহলে যেন সে তার ঘরেই প্রবেশ করলো। (তিন) পায়খানা-পেশাবের বেগ চেপে রেখে নামায পড়া, যতক্ষণ না (তা থেকে) মুক্ত হয়।

٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ السُّلَمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي حَى الْمُؤَدِّنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ قَالَ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُؤْمَ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ وَلَا يَخْتَصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مِنْ سُنَنِ أَهْلِ الشَّامِ لَمْ يَشْرِكُهُمْ فِيهَا أَحَدٌ.

৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার কোন লোকের পক্ষে হালাল নয় পায়খানা-পেশাবের বেগ থেকে মুক্ত না হয়ে নামায পড়া... একই শব্দযোগে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। আল্লাহ ও পরকালে ঈমান পোষণকারী কোন লোকের পক্ষে হালাল নয় কোন কণ্ডমের অনুমতি ছাড়া তাদের ইমামতি করা এবং অন্যদের ছাড়া শুধু নিজের জন্য দোয়া করা। যদি এরূপ করে, তাহলে সে তাদের প্রতারণা করলো। আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি কেবল সিরিয়ার রাবীগণ রিওয়ায়াত করেছেন, এটি বর্ণনায় তাদের সাথে অপর কেউ অংশগ্রহণ করেননি।

بَابُ مَا يُجْزَىٰ مِنَ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ-৪৪ : উয়ুর জন্য যতটুকু পানি যথেষ্ট হতে পারে

৯২- عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ ثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.

৯২। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করতেন এক 'সা' (পানি) দ্বারা আর উয়ু করতেন এক 'মুদ' পানি দ্বারা।

৯৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.

৯৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক 'সা' পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং এক মুদ পানি দিয়ে উয়ু করতেন।

৯৪- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبَادَ بْنَ تَمِيمٍ عَنْ جَدَّتِي وَهِيَ أُمُّ عُمَارَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَاتَى بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدَرُ ثُلُثِي الْمُدِّ.

৯৪। উয়ু উমারা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পাত্রের পানি দিয়ে উয়ু করলেন। তাতে পানির পরিমাণ ছিল এক মুদের দুই-তৃতীয়াংশ।

৯৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيْسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَسَعُ رُطَلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا الْأَنَّهُ قَالَ يَتَوَضَّأُ بِمَكْوَكٍ وَلَمْ يَذْكُرْ رُطَلَيْنِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ الصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ صَاعُ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ وَهُوَ صَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.



৯৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উয়ু করতেন একটি পাত্রের পানি দিয়ে, যাতে দুই রোতল পরিমাণ পানি ধরতো। আর তিনি গোসল করতেন এক সা' পানি দিয়ে। আবদুল্লাহ ইবনে জাবির (র) বর্ণনা করেছেন, আমি আনাস (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তিনি উয়ু করতেন এক 'মাক্কুক' দ্বারা, তিনি দুই রোতলের বিষয় উল্লেখ করেননি। আবু দাউদ বলেন, আমি আহমাদ ইবনে হাশলকে বলতে শুনেছি, পাঁচ রোতলে এক সা' হয়। আবু দাউদ বলেন, এটা হচ্ছে ইবনে আবু যি'ব-এর সা'। আর এটাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সা'।

টীকা : 'মাক্কুক' বলা হয় দেড় সা' পরিমাণ পানিকে। বাগাবীর মতে এখানে 'মাক্কুক'-এর অর্থ মুদ। আর কেউ কেউ সা'ও বলেছেন, তবে প্রথমটি অধিকতর সঠিক।

### بَابُ الْأِسْرَافِ فِي الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ-৪৫ : উয়ুতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি খরচ করা নিষেধ

৯৬- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجَرِيرِيُّ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَغْفَلٍ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا قَالَ أَيُّ بَنِي سَلَّ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذَ بِهِ مِنَ النَّارِ فَنَأَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَغْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالِدُعَاءِ.

৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পুত্রকে দোয়া করতে শুনলেন : হে আল্লাহ! আমি যখন বেহেশতে প্রবেশ করবো তখন তোমার নিকট তার ডান দিকের সাদা অট্টালিকা কামনা করি। (একথা শুনে) আবদুল্লাহ (রা) বলেন, বৎস! আল্লাহর নিকট বেহেশত প্রার্থনা করো আর জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় চাও। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : অচিরেই এই উম্মাতের মধ্যে এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা পবিত্রতা অর্জন ও দোয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করবে।

### بَابُ فِي اسْتِبَاغِ الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ-৪৬ : পূর্ণাঙ্গরূপে উয়ু করা

৯৭- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى قَوْمًا وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوْحٌ فَقَالَ  
وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الوُضُوْءَ .

৯৭। আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোকের (তাদের উয়ু করার পর) পায়ের গোড়ালি শুকনা দেখতে পেলেন। তিনি বললেন : দুর্ভাগ্য তাদের জন্য যারা গোড়ালির কারণে জাহান্নামে যাবে। তোমরা পূর্ণাঙ্গরূপে উয়ু করো।

بَابُ الوُضُوْءِ فِيْ اٰنِيَةِ الصُّفْرِ

অনুচ্ছেদ-৪৭ : কাঁসার পাত্রে উয়ু করা

۹۸- حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بِنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَادٌ قَالَ اٰخْبَرَنِيْ صَاحِبُ  
لِيْ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ اَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ  
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ تَوْرٍ مِّنْ شَبَهٍ .

৯৮। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁসার একটি পাত্র থেকে (পানি নিয়ে) গোসল করতাম।

۹۹- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْعَلَاءِ اَنْ اِسْحَاقَ بِنِ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ حَمَادِ  
بِنِ سَلْمَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ .

৯৯। আয়েশা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

۱۰۰- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلَيْدِ وَسَهْلُ بِنُ حَمَادِ  
قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بِنُ عَبْدِ اللّٰهِ بِنِ اَبِيْ سَلْمَةَ عَنْ عَمْرٍو بِنِ يَحْيَى  
عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنِ زَيْدٍ قَالَ جَاءَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فَاٰخَرَجْنَا لَهُ مَاءً فِيْ تَوْرٍ مِّنْ صُّفْرِ فَتَوَضَّأَ .

১০০। আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন। আমরা কাঁসার একটি পাত্রে করে তাঁর জন্য পানি দিলাম। তিনি তা দিয়ে উয়ু করলেন।

## بَابُ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ-৪৮ : উয়ুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা

১.১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ.

১০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যার উয়ু নেই তার নামায হয় না, এবং উয়ু করতে যে আল্লাহর নাম নেয় না তার উয়ু হয় না।

টীকা : হাসান ও ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়হ-এর মতে উয়ুর জন্য বিসমিল্লাহ পড়া ওয়াজিব, এমনকি ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ না পড়লে পুনরায় উয়ু করতে হবে। আর এটা হচ্ছে ইমাম আহমাদের বর্ণনা। কেউ কেউ বলেছেন, বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাত। তবে গ্রহণযোগ্য মত হলো : বিসমিল্লাহ না পড়লে উয়ু শুদ্ধ হবে কিন্তু উয়ুর পূর্ণ সওয়াব পাওয়া যাবে না।

১.২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ قَالَ وَذَكَرَ رِبِيعَةَ أَنَّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ وَيَغْتَسِلُ وَلَا يَنْوِي وُضُوءًا لِلصَّلَاةِ وَلَا غُسْلًا لِلْجَنَابَةِ.

১০২। দারাওয়াদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস “যে উয়ু করতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে না তার উয়ু হয় না”-এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন, যে উয়ু অথবা গোসল করে, আর সে উয়ু দ্বারা নামাযের ও গোসল দ্বারা (জানাবাতের) নাপাকি দূর করার নিয়াত না করে, তার উয়ু ও গোসল ঠিক হয় না।

## بَابُ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ يَدَهُ فِي الْأِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا

অনুচ্ছেদ-৪৯ : যে ব্যক্তি হাত না ধুয়ে তা পানির পাত্রে প্রবেশ করায়

১.৩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْأِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

১০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন রাতে জাগে সে যেন (পানির) পাত্রে আপন হাত ডুবিয়ে না দেয় যতক্ষণ পর্যন্ত না তা তিনবার ধুয়ে নেয়। কারণ তার জানা নেই (ঘুমের মধ্যে) তার হাত কোথায় ছিল।

টীকা : ইমাম আহমাদ ও আহলে হাদীসের মতে এর ওপর আমল করা ওয়াজিব ঐ ব্যক্তির ওপর যে রাতে ঘুম যাওয়ার পর জাগত হয়। অন্যান্য ইমামদের মতে মুত্তাহাব।

১.৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا رَزِينٍ.

১০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে উক্ত হাদীসে দুই অথবা তিনবার করে হাত ধোয়ার কথা উল্লেখ আছে এবং আবু রযীন নামক পূর্ববর্তী একজন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ নাই।

১.৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَابِئِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي مَرِيَمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَدْخُلُ يَدَهُ فِي الْأِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ أَوْ أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ.

১০৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগে, তখন তিনবার হাত না ধুয়ে যেন পানির পাত্রে তা না ডুবায়। কারণ, তার জানা নেই তার হাত কোথায় ছিল অথবা কোথায় ঘুরাফেরা করছিল।

بَابُ صِفَةِ وَضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ-৫০ : মহানবী (সা)-এর উষুর বিবরণ

১ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَا بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ تَمَضَّمْضَ وَأَسْتَنْشَرَّ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا

وَعَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِثْلَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

১০৬। উসমান ইবনে আফ্ফান (রা)-র আযাদকৃত গোলাম হুমরান ইবনে আব্বান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে আফ্ফান (রা)-কে উযু করতে দেখলাম। প্রথমে তিনি উভয় হাতে তিনবার করে পানি দিলেন ও ধুয়ে নিলেন। তারপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন ও তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন। এরপর ডান হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন তিনবার, বাম হাতও অনুরূপ করলেন। তারপর মাথা মাসেহ করে তিনবার ডান পা ধুলেন, বাম পাও অনুরূপ করলেন। অবশেষে বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি আমার এই উযুর ন্যায় উযু করতে দেখেছি। তারপর তিনি (সা) বলেছেন : যে লোক আমার এই উযুর ন্যায় উযু করে দুই রাক'আত নামায পড়বে, যাতে মনে কোনরূপ পার্থিব খেয়াল ও মনের খটকা না আসবে, সম্মানিত মহান আল্লাহ তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন।

۱-۷- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي حُمْرَانَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ تَوَضَّأَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَارَ وَقَالَ فِيهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ هَكَذَا وَقَالَ مَنْ تَوَضَّأَ دُونَ هَذَا كَفَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الصَّلْوَةِ.

১০৭। হুমরান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে আফ্ফান (রা)-কে উযু করতে দেখেছি।... পূর্বেক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে তাতে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার বিষয় উল্লেখ নাই। আর তাতে বলেছেন : এবং তিনি মাথা মাসেহ করেছেন তিনবার, তারপর দুই পা ধুয়েছেন তিনবার। অবশেষে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি একরূপ উযু করতে দেখেছি। আর তিনি বলেছেন : এর চাইতে কম করলে (অর্থাৎ দুইবার বা একবার করে ধৌত করলে) তাও যথেষ্ট হবে। আর (বর্ণনাকারী) নামাযের উল্লেখ করেননি।

১.৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْأَسْكَنْدَرِيُّ قَالَ ثَنَا زِيَادُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ الْمُؤَدَّبُ عَنْ عُمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ رَأَيْتُ عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ سَمِعْتُ عَنِ الْوُضُوءِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتَى بِمِيْضَاةٍ فَأَصْغَاهَا عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ ادْخَلَهَا فِي الْمَاءِ فَتَمَضَّمْضَ ثَلَاثًا وَأَسْتَنْشَرَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثًا ثُمَّ ادْخَلَ يَدَهُ فَاخَذَ مَاءً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ اذُنَيْهِ فَغَسَلَ بَطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا مَرَّةً وَأَحَدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنِ الْوُضُوءِ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَحَابِثُ عُمَانَ الصَّحَّاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ مَرَّةً نَأْتَهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوءَ ثَلَاثًا وَقَالُوا فِيهَا وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيْرِهِ.

১০৮। উসমান ইবনে আবদুর রহমান আত-তাইমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আবু মুলায়কাকে উয়ু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, আমি দেখেছি, উসমান ইবনে আফফান (রা)-কে উয়ু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি পানি আনতে বললেন। এক বদনা পানি নিয়ে আসা হলে প্রথমে তিনি উজ্জ বদনা তাঁর ডান হাতের ওপর কাত করলেন (অর্থাৎ ডান হাত ধুইলেন)। তারপর তাতে ডান হাত ডুবিয়ে পানি নিলেন ও তিনবার কুলি করলেন, তিনবার নাকে পানি দিলেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধুইলেন, তিনবার ডান হাত ধুইলেন, তিনবার বাম হাত ধুইলেন, অতঃপর হাত ডুবিয়ে পানি নিলেন এবং মাথা ও কান মাসেহ করলেন- উভয় কানের ভিতর ও বাইরে একবার ধুইলেন। এরপর উভয় পা ধুইলেন। শেষে বললেন : 'উয়ু সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারীরা কোথায়? আমি এরূপই দেখেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উয়ু করতে।' আবু দাউদ (র) বলেন, উসমান (র) থেকে বর্ণিত উয়ু সম্পর্কিত সহীহ হাদীসসমূহের দ্বারা জানা যায়, মাথা মাসেহ একবারই। কেননা মাথা মাসেহের কোন সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি; যেহেতু অন্যান্য বিষয়ে করা হয়েছে।

১.৯ - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ اَنَا عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَغْنَى بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي

عَلْقَمَةَ أَنْ عُمَانَ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى  
ثُمَّ غَسَلَهُمَا إِلَى الْكُوعَيْنِ قَالَ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَذَكَرَ  
الْوُضُوءَ ثَلَاثًا قَالَ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُونِي تَوَضَّأْتُ ثُمَّ سَأَلَ  
نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَأَتَمَّ.

১০৯। আবু আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। উসমান (রা) উয়ুর পানির জন্য ডেকে পাঠালেন। পানি আনা হলে তিনি ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি দিলেন, তারপর উভয় হাত কজ্জি পর্যন্ত ধুইলেন। তারপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন তিনবার। অন্যান্য অঙ্গ তিনবার ধুইলেন ও মাথা মাসেহ করলেন। অবশেষে উভয় পা ধুইলেন, তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উয়ু করতে দেখেছি, যেকোনো তোমরা দেখেছো আমাকে উয়ু করতে... এরপর বর্ণনাকারী যুহরী কর্তৃক বর্ণিত অত্র অনুচ্ছেদের প্রথমোক্ত হাদীসের অনুরূপ পূর্ণাঙ্গ হাদীস বর্ণনা করেন।

۱۱۰- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ  
حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقِ بْنِ جَمْرَةَ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلْمَةَ  
قَالَ رَأَيْتُ عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ  
ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا. قَالَ  
أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ وَكَيْعُ عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا قَطُّ.

১১০। শাকীক ইবনে সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে আফ্ফান (রা)-কে (উয়ুতে) উভয় হাত তিন তিনবার ধুইতে দেখেছি। তিনি তিনবার মাথা মাসেহ করেছেন, তারপর বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি। অপর বর্ণনায় আছে, তিনি তিনবার মাত্র উয়ুর অংগসমূহ ধুইলেন।

۱۱۱- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ  
خَيْرٍ قَالَ أَتَانَا عَلَى وَقَدْ صَلَّى فِدَعًا بَطْهُورٍ فَقُلْنَا مَا يَصْنَعُ بِالطَّهْوَرِ  
وَقَدْ صَلَّى مَا يُرِيدُ إِلَّا لِيُعَلِّمَنَا فَأَتَى بِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسَّتْ فَأَفْرَغَ  
مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَرَّ ثَلَاثًا  
فَمَضْمَضَ وَنَثَرَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا

وَعَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الشَّمَالَ ثَلَاثًا ثُمَّ جَعَلَ يَدَهُ فِي  
الْإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَأَحَدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَرِجْلَهُ  
الْيُسْرَى ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ هَذَا.

১১১। আবদে খায়ের (র) থেকে বর্ণিত। আমাদের নিকট আলী (রা) নামায সমাপনের পর এসে পানি আনতে বললেন। আমরা বললাম, তিনি পানি দিয়ে কি করবেন, তিনি তো নামায পড়েছেন। নিশ্চয় আমাদেরকে শিক্ষা দেয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। কাজেই একটি পাত্রে করে পানি আনা হলো। আর একটি তশতরী আনা হলো। তিনি পাত্র থেকে পানি নিয়ে ডান হাতে পানি ঢেলে উভয় হাত তিনবার ধুলেন, তারপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন তিনবার। এক অঞ্জলি পানি দিয়েই তিনি কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন ও তিনবার করে ডান হাত ও বাম হাত ধুলেন। এরপর পাত্রে হাত ডুবিয়ে একবার মাথা মাসেহ করলেন, তিনবার ডান পা ও তিনবার বাম পা ধুলেন। অতঃপর বললেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উয়ুর নিয়ম জানতে আগ্রহী, (সে যেন জেনে নেয়) তা এরূপই।

১১২- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ  
الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ عُلْقَمَةَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَبْدِ  
خَيْرٍ قَالَ صَلَّى عَلَيَّ الْغَدَاةَ ثُمَّ دَخَلَ الرَّحْبَةَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتَاهُ الْغَلَامُ  
بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسَّتْ قَالَ فَأَخَذَ الْإِنَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَ عَلَيَّ يَدِهِ  
الْيُسْرَى وَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ ادْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ  
ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَاقَ قَرِيبًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ ثُمَّ مَسَحَ  
رَأْسَهُ مُقَدَّمَةً وَمُؤَخَّرَةً ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ.

১১২। আবদে খায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) ভোরের (ফজরের) নামায পড়ে রাহবায় (কুফার একটি জায়গার নাম) গেলেন। তিনি পানি আনার জন্য বলেন। একটি বালক তাঁর জন্য একটি পানির পাত্র ও তশতরী নিয়ে আসলো। তিনি পানির বদনাক্তি ডান হাতে নিয়ে বাম হাতে পানি ঢাললেন ও উভয় হাত কজ্জি পর্যন্ত তিনবার ধুলেন। তারপর ডান হাত পাত্রে ডুবিয়ে তিনবার কুলি করলেন ও তিনবার নাকে পানি দিলেন। এরপরের বর্ণনা অনেকটা পূর্বোক্ত হাদীসের মতই। তারপর মাথার সামনে ও পেছনে একবার মাসেহ করলেন। তারপরের বর্ণনা একই রকম।



১১৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ عُرْفُطَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ خَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا أَتَى بِكُرْسِيِّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضَّمْضَ مَعَ الْأَسْتِنْشَاقِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

১১৩। আবদে খায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম, আলী (রা)-র জন্য একটি চেয়ার আনা হলো, তিনি তার ওপর বসলেন। এরপর এক বদনা পানি আনা হলো তিনি তিনবার তাঁর হাত ধুলেন, তারপর একই পানি দ্বারা কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন।... অতঃপর শেষ পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করলেন।

১১৪- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ الْكِنَانِيُّ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زُرِّ بْنِ حَبِيشٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا وَسُئِلَ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ مَسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى لَمَّا يَقْطُرُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১১৪। যির ইবনে ছবাইশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আলী (রা) থেকে শুনেছেন, তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। রাবী পূর্বেজ হাদীসই বর্ণনা করেন। আর বলেন, তিনি মাথা মাসেহ করলেন এভাবে যে, পানি ঝড়ে পড়েনি। আর উভয় পা ধুলেন তিন তিনবার। তারপর বললেন, একপই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু।

১১৫- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا فِطْرُ عَنْ أَبِي فَرُوءَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ هَكَذَا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১১৫। আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে উযু করতে দেখেছি এভাবে : তিনি মুখমণ্ডল তিনবার ধুলেন, উভয় হাত তিনবার ধুলেন আর মাথা মাসেহ করলেন একবার। তারপর বললেন : এভাবেই উযু করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

১১৬- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو تَوْبَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حِ وَأَخْبَرَنَا

عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَبِيَّةَ  
 قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَذَكَرَ وَضُوءَهُ كُلَّهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالَ ثُمَّ مَسَحَ  
 رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيكُمْ  
 طَهُورَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১১৬। আবু হাইয়্যাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে উযু করতে  
 দেখেছি। আর তিনি প্রত্যেক অঙ্গ তিন তিনবার ধুয়েছেন, তারপর মাথা মাসেহ করেছেন  
 ও উভয় পা টাখনু পর্যন্ত ধুয়েছেন। পরে বলেছেন : আমার ইচ্ছা ছিল, তোমাদেরকে  
 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু (এর নমুনা) দেখাবার।

১১৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي  
 بَنَ سَلْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ  
 رُكَانَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلَ عَلِيٌّ يَعْنِي  
 ابْنَ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ أَهْرَاقَ الْمَاءَ فِدَعًا بِوَضُوءٍ فَأَتَيْنَاهُ بِتَوْرٍ فِيهِ  
 مَاءٌ حَتَّى وَضَعْنَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَلَا أُرِيكَ كَيْفَ كَانَ  
 يَتَوَضَّأُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلَى فَأَصْفَى الْأَنْاءَ  
 عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ ادْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَأَفْرَعُ بِهَا عَلَى الْأُخْرَى ثُمَّ  
 غَسَلَ كَفَيْهِ ثُمَّ تَمَضَّمْضَمَّ وَأَسْتَنْشَرَّ ثُمَّ ادْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْأَنْاءِ جَمِيعًا  
 فَأَخَذَ بِهِمَا حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَضْرَبَ بِهَا عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ الْقَمَّ إِبْهَامَيْهِ مَا  
 أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ الثَّانِيَةَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَيْهِ  
 الْيُمْنَى قَبْضَةً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا عَلَى نَاصِيَّتِهِ فَتَرَكَهَا تَسْتَنْ عَلَى  
 وَجْهِهِ ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ  
 وَظَهْرَهُ أُذُنَيْهِ ثُمَّ ادْخَلَ يَدَيْهِ جَمِيعًا فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَضْرَبَ بِهَا  
 عَلَى رِجْلَيْهِ وَفِيهَا النُّعْلُ فَفَتَلَهَا بِهَا ثُمَّ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ  
 وَفِي النَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِي النَّعْلَيْنِ قَالَ قُلْتُ وَفِي النَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِي  
 النَّعْلَيْنِ قَالَ قُلْتُ وَفِي النَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِي النَّعْلَيْنِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ

وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ شَيْبَةَ يَشْبَهُ حَدِيثَ عَلِيٍّ لِأَنَّهُ قَالَ فِيهِ حَجَّاجُ  
بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَوَأَحَدَةً وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ  
فِيهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا.

১১৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিন বলেন, আমার নিকট আলী ইবনে আবু  
তালিব (রা) আসলেন। তিনি ইসতিন্জার কাজ সমাধা করলেন এবং উয়ুর পানি  
চাইলেন। আমরা একটি পাত্রে করে পানি এনে তাঁর সামনে রাখলাম। তিনি বললেন, হে  
ইবনে আব্বাস! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে উয়ু করতেন তা কি  
তোমাকে দেখাব না? আমি বললাম, হ্যাঁ। আলী (রা) পাত্রটি কাত করে হাতে পানি  
ঢাললেন ও হাত ধুলেন। তারপর ডান হাত পানিতে ডুবিয়ে পানি নিলেন ও অপর হাতে  
পানি ঢাললেন এবং উভয় হাত কজি পর্যন্ত ধুলেন, এরপর কুলি করলেন, নাকে পানি  
দিলেন, অতঃপর উভয় হাত একসাথে পাত্রে ডুবিয়ে অঞ্জলি ভরে পানি নিয়ে মুখে নিক্ষেপ  
করলেন। তারপর দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি উভয় কানের সম্মুখভাগে (অর্থাৎ ভেতরে) ঘোরালেন,  
দ্বিতীয়বারও এরূপ করলেন, তৃতীয়বারও এরূপই করলেন। ডান হাতে এক অঞ্জলি পানি  
নিলেন ও কপালে নিয়ে গড়িয়ে দিলেন, তা তাঁর মুখ বেয়ে ঝরে পড়ছিল। উভয় হাত  
কনুই পর্যন্ত ধুলেন তিন তিনবার, মাথা মাসেহ করলেন ও উভয় কানের পিঠ মাসেহ  
করলেন। একই সাথে উভয় হাত পাত্রে প্রবেশ করিয়ে পানি তুলে পায়ের ওপর প্রবাহিত  
করলেন। তাঁর পায়ের ছিল জুতা। এরপর তিনি হাত দিয়ে পা ঘষলেন। তারপর অপর  
পায়েও অনুরূপ পানি দিলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি আলী (রা)-কে বললাম,  
জুতা পরিহিত অবস্থায়? তিনি বললেন, জুতা পরিহিত অবস্থায়ই। আমি বললাম, জুতা  
পরিহিত অবস্থায়? তিনি বললেন, জুতা পরিহিত অবস্থায়ই। আমি বললাম, জুতা পরিহিত  
অবস্থায়? তিনি বললেন, হ্যাঁ, জুতা পরিহিত অবস্থায়ই।

আবু দাউদ (র) বলেন, শায়বা থেকে ইবনে জুরাইজ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস আলী (রা)  
বর্ণিত হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ এ হাদীসের বক্তব্য হলো : তিনি একবার  
মাথা মাসেহ করেছেন। ইবনে ওয়াহ্ব কর্তৃক ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত হাদীসে  
আছে : তিনি তিনবার মাথা মাসেহ করেছেন।

۱۱۸- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى  
الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ وَهُوَ جَدُّ  
عَمْرِو بْنِ يَحْيَى هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِينِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِوَضُوءٍ  
فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَمَضَّمْضَ وَأَسْتَنْثَرَّ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ  
وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ

رَأْسَهُ يَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

১১৮। আমার ইবনে ইয়াহুইয়া আল-মাযেনী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমাকে দেখাতে পার, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে উষু করতেন? আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ বললেন, হাঁ। এরপর তিনি পানি আনালেন। উভয় হাতে পানি প্রবাহিত করে ধুলেন, কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন তিনবার। মুখ ধুলেন তিনবার। উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন দুই দুইবার করে। উভয় হাতে মাথা মাসেহ করলেন, মাথার সম্মুখভাগ থেকে পেছনের দিকে, তারপর পেছনের দিক থেকে সামনের দিকে, মাথার সম্মুখভাগের ঐস্থানে এনে শেষ করলেন যেখান থেকে শুরু করেছিলেন। শেষে উভয় পা ধুলেন।

۱۱۹- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَمَضْمَضَ وَأَسْتَنْشَقَ بِكَفٍّ وَاحِدَةٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

১১৯। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসিম (র) থেকে উক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।- তিনি কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন একই অঞ্জলি থেকে। তিনবার একরূপ করেন... বাকি অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের মতই।

۱۲۰- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ وَضُوءَهُ قَالَ وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلٍ يَدَيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا.

১২০। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসিম আল-মাযেনী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষু দেখেছেন বলে বর্ণনা করে বলেন : আর তিনি মাথা মাসেহ করলেন (নতুন পানি দিয়ে); হাতে অবশিষ্ট পানি দিয়ে নয়। আর ধুলেন উভয় পা, এমনকি তাদের পরিষ্কার করে ফেললেন।

۱۲۱- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ ثَنَا حَرِيْزٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيَّ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ  
ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضَّمَضَ وَأَسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ  
وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا.

১২১। মিকদাম ইবনে মা'দিকারিব আল-কিন্দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উয়ুর পানি আনা হলো। তিনি উয়ু করলেন। উভয় হাত কজি পর্যন্ত ধুলেন তিনবার। মুখমণ্ডল ধুলেন তিনবার। উভয় হাত ধুলেন তিন তিনবার। কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন তিনবার। মাথা মাসেহ করলেন ও উভয় কানের বাহির ও ভেতর মাসেহ করলেন।

۱۲۲- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيِّ لَفْظُهُ قَالَا  
ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حَرِيْزِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ  
مَيْسَرَةَ عَنِ الْمِقْدَمِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ  
فَأَمْرَهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي مِنْهُ بَدَأَ.

১২২। মিকদাম ইবনে মা'দিকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উয়ু করতে দেখেছি। যখন তিনি মাথা মাসেহ পর্যন্ত পৌঁছলেন তাঁর উভয় হাতের তালু মাথার সামনের অংশে রেখে পেছনের দিকে নিয়ে গেলেন। এমনকি তাঁর হাত দু'টি ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছে গেল। তারপর তিনি উভয় হাত ঐ স্থানে ফিরিয়ে আনলেন, যেখান থেকে মসেহ শুরু করেছিলেন।

۱۲۳- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَهَيْشَامُ بْنُ خَالِدِ الْمَعْنِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا  
الْوَلِيدُ بِهَذَا الْأَسْنَادِ قَالَ وَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا زَادَ  
هَيْشَامُ وَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِي صِمَاحِ أُذُنَيْهِ.

১২৩। মাহমুদ ইবনে খালিদ ও হিশাম ইবনে খালিদ (র) একই অর্থবোধক (শব্দগত কিছু পার্থক্যসহ) হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ওয়ালীদও একই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, তিনি উভয় কানের বাহির ও ভিতর মাসেহ করেছেন। হিশাম আরো বলেছেন, তিনি দুই কানের ছিদ্রে আংগুল প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন।

۱۲۴- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ  
قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ الْمُغِيرَةُ بْنُ فَرَوَةَ  
وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ أَنَّ مَعَاوِيَةَ تَوَضَّأَ لِلنَّاسِ كَمَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَهُ غَرَفَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَتَلَقَّاهَا بِشِمَالِهِ حَتَّى وَضَعَهَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ حَتَّى قَطَرَ الْمَاءُ أَوْ كَادَ يَقْطُرُ ثُمَّ مَسَحَ مِنْ مُقَدِّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ إِلَى مُقَدِّمِهِ.

১২৪। আবুল আযহার মুগীরা ইবনে ফারওয়া ও ইয়াযীদ ইবনে আবু মালিক (র) থেকে বর্ণিত। মু'আবিয়া (রা) লোকদের দেখাবার জন্য উযু করলেন যেভাবে তিনি উযু করতে দেখেছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। যখন তিনি মাথা মাসেহ পর্যন্ত পৌছলেন, এক অঞ্জলি পানি নিয়ে বাঁ হাতে তা মাথার তালুতে দিলেন। এমনকি পানি গড়িয়ে পড়তে লাগলো বা গড়িয়ে পড়ার উপক্রম হলো। তারপর সামনে থেকে পেছনের দিকে ও পেছন থেকে সামনের দিকে মাসেহ করলেন।

۱۲۵- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بِهَذَا الْأِسْنَادِ قَالَ شَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ رَجْلَيْهِ بِغَيْرِ عَدَدٍ.

১২৫। মাহমুদ ইবনে খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওয়ালীদ একই সনদে বর্ণনা করে বলেছেন : তিনি উযুর অঙ্গসমূহ তিন তিনবার ধুলেন। আর উভয় পা ধুলেন গণনা ছাড়াই।

۱۲۶- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُعَوَّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فَحَدَّثَنَا أَنَّهُ قَالَ أُسْكِبِي لِي وَضُوءً فَذَكَرْتُ وَضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فِيهِ فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثًا وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً وَوَضَّأَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ يَبْدَأُ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدِّمِهِ وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظَهْرَهُمَا وَبَطُونَهُمَا وَوَضَّأَ رَجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا مَعْنَى حَدِيثِ مُسَدَّدٍ.

১২৬। রুবাই বিনতে মু'আক্বিয় ইবনে 'আফরা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসতেন। তিনি বললেন : আমার জন্য উযুর পানি ঢেলে দাও। বর্ণনাকারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযুর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, তিনি উভয় হাত কজ্জি পর্যন্ত ধুলেন তিনবার। মুখ ধুলেন তিনবার। কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন একবার। উভয় হাত ধুলেন তিন তিনবার।

মাথা মাসেহ করলেন দুইবার। প্রথমে পেছন দিক থেকে শুরু করলেন তারপর সামনের দিক থেকে। উভয় কানের বাহির ও ভেতরের দিকও মাসেহ করলেন। উভয় পা ধুলেন তিন তিনবার।

১২৭- حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ يُغَيِّرُ بَعْضَ مَعَانِي بِيَشْرٍ قَالَ فِيهِ وَتَمَضُّضٌ وَاسْتَنْثَرُ ثَلَاثًا.

১২৭। ইবনে 'আকীল (রা) উক্ত হাদীস অর্থের কিছু পার্থক্যসহ বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন : 'আর তিনি কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন তিনবার'।

১২৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مَعُوذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ كُلِّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِ الشَّعْرِ لَا يُحْرِكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ.

১২৮। রুবাই বিনতে মু'আবিয ইবনে আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন। তিনি পুরো মাথা মাসেহ করলেন। উপর থেকে শুরু করে প্রত্যেক পাশে নীচের দিকে মাসেহ করলেন চুলের ভাজ অনুযায়ী এবং চুলকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে।

১২৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ ثَنَا بَكْرُ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ أَنَّ رُبَيْعَ بِنْتِ مَعُوذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ قَالَتْ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَمَدَغَيْهِ وَأَذْنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

১২৯। রুবাই বিনতে মু'আবিয ইবনে আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করতে দেখেছি। তিনি মাথা মাসেহ করলেন। আর তিনি মাসেহ করলেন মাথার সমানের দিক, পেছন দিক, চোখ ও কানের মধ্যবর্তী স্থান ও উভয় কান একবার।

১৩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبِيعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ.

১৩০। রুবাই (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতে যে পানি অবশিষ্ট ছিল তা দিয়েই মাথা মাসেহ করেন।

১৩১- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مَعُوذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَأَدْخَلَ اصْبَغِيهِ فِي جُحْرَى أُذُنَيْهِ.

১৩১। রুবাই বিনতে মু'আবিয (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উয়ু করলেন এবং তাঁর হাতের দুই আংগুল প্রবেশ করিয়ে দিলেন উভয় কানের ছিদ্রে।

১৩২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصْرَفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ وَهُوَ أَوَّلُ الْقَفَا وَقَالَ مُسَدَّدٌ مَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مَقْدَمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ حَتَّى أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ أُذُنَيْهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَى فَأَنْكَرَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ إِنَّ ابْنَ عِيْنَةَ زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ يُنْكَرُهُ وَيَقُولُ أَنُّشُ هَذَا يَعْنِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ.

১৩২। তালহা ইবনে মুসাররিফ (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মাথা একবার মাসেহ করতে দেখেছি। তিনি সামনে থেকে পেছনের দিকে মাসেহ করেছেন। এমনকি তিনি তাঁর হাত দু'টি দুই কানের নিচে থেকে বের করেন। মুসাদ্দাদ বলেন, আমি এ হাদীস ইয়াহুইয়ার নিকট বর্ণনা করেছি, তিনি এটিকে মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) বলেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আহমাদ (র)-কে বলতে শুনেছি, লোকজন ধারণা করেছে যে, ইবনে উয়াইনা এটিকে 'মুনকার' হাদীস সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন, এটির সনদসূত্র কি এরূপঃ তালহা- তার পিতা- তার দাদা থেকে?

টীকা : এ হাদীস থেকে কেউ ঘাড় মাসেহ করার প্রমাণ উপস্থাপিত করেন, এবং বলেন মাথা ও কান মাসেহ করার পর ঘাড়ও মাসেহ করা মুস্তাহাব।

১৩৩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ كُلَّهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالَ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً -



১৩৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উষু করতে দেখেছেন। রাবী পুরো হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনবার করে তিনি (সকল অঙ্গ ধৌত করেন), আর মাথা ও কান মাসেহ করেন একবার।

১৩৪- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَذَكَرَ وَضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ الْمَاقِئِينَ قَالَ وَقَالَ الْأُدُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ يَقُولُهَا أَبُو أُمَامَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَمَادٌ لَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ يَعْنِي قِصَّةَ الْأُدُنَيْنِ. قَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ سِنَانِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ ابْنُ رَبِيعَةَ كُنِيَّتُهُ أَبُو رَبِيعَةَ.

১৩৪। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষুর বর্ণনা দিয়ে বলেন, তিনি নাক সন্নিহিত চোখের অংশটুকুও মাসেহ করতেন। রাবী আরো বলেন, তিনি (নবী সা.) বলেছেন, উভয় কান মাথার সাথে শামিল। সুলাইমান ইবনে হারব বলেন, আবু উমামা তাকে বলতেন, কুতাইবা হান্বাদের এ কথাটির উল্লেখ করে বলেন, তিনি বলেছেন : ‘কান মাথার সাথে শামিল’- এ কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের না আবু উমামার, তা আমার জ্ঞান নেই।

### بَابُ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

অনুচ্ছেদ-৫১ : উষুর অংগসমূহ তিনবার করে ধোয়া

১৩৫- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ إِنْ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الطُّهُورُ فَدَعَا بِمَاءٍ فِيْ إِنْاءٍ فغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِيْ أُذُنَيْهِ وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ.

১৩৫। আমার ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! উয়ু কিভাবে করতে হবে? তিনি এক পাত্র পানি আনালেন। তারপর উভয় হাত কজ্জি পর্যন্ত তিনবার ধুলেন। মুখমণ্ডল ধুলেন তিনবার। উভয় হাত ধুলেন তিনবার। মাথা মাসেহ করলেন ও উভয় শাহাদাত অংশুলি কানে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। বৃদ্ধাংশুলি দ্বারা কানের বাইরের অংশ মাসেহ করলেন আর শাহাদাত অংশুলি দ্বারা কানের ভেতরের অংশ মাসেহ করলেন। সবশেষে উভয় পা ধুলেন তিন তিনবার। তারপর বললেন : উয়ু এভাবে করতে হয়। এর চেয়ে বাড়ানো অথবা ক্রটি করা খারাপ ও সীমার বাইরে যাওয়া। অথবা (বলেছেন) সীমার বাইরে যাওয়াও খারাপ।

### بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৫২ : উয়ুর অঙ্গসমূহ দুইবার করে ধোয়া

১৩৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ يُعْنِي ابْنَ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانَ بْنُ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيُّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

১৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উয়ুর অঙ্গসমূহ দুইবার করে ধুয়েছেন।

১৩৭- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ قَالَ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أُتْحِبُونَ أَنْ أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَدَعَا بِنَاءَ فِيهِ مَاءٌ فَاعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَجَمَعَ بِهَا يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ نَقَضَ يَدَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ وَأَذْنَيْهِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً أُخْرَى مِنَ الْمَاءِ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى وَفِيهَا النَّعْلُ ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدَيْهِ يَدٍ فَوْقَ الْقَدَمِ وَيَدٍ تَحْتَ النَّعْلِ ثُمَّ صَنَعَ بِالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ.

১৩৭। আতা ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমাদের বললেন, তোমরা কি পছন্দ করো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে উয়ু করতেন তা আমি তোমাদের দেখাই? অতএব তিনি একটি পাত্রে করে পানি আনালেন। তা থেকে ডান হাতে এক অঞ্জলি পানি নিয়ে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। আবার এক অঞ্জলি নিয়ে উভয় হাত দ্বারা মুখমণ্ডল ধুলেন, আরেক অঞ্জলি নিয়ে ডান হাত ও অপর অঞ্জলি দ্বারা বাম হাত ধুলেন, তারপর এক আঁজলা পানি নিয়ে তা ফেলে দিলেন এবং মাথা ও উভয় কান মাসেহ করলেন। আবার হাতের আঁজলায় পানি নিয়ে ডান পায়ে ছিটিয়ে দিলেন, আর তাঁর পায়ে ছিল জুতা, তা দুই হাতে মাসেহ করলেন, এক জুতার উপরিভাগে এবং অপর হাত নিম্নভাগে। তারপর বাম পাও অনুরূপভাবে মাসেহ করলেন।

### بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

অনুচ্ছেদ-৫৩ : একবার করে উয়ুর অংগসমূহ ধোয়া

১৩৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً.

১৩৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উয়ু সম্পর্কে অবহিত করবো? অতএব তিনি উয়ু করলেন, প্রতি অঙ্গ একবার একবার করে ধুয়ে।

### بَابُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَضْمُضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ

অনুচ্ছেদ-৫৪ : পৃথক পৃথকভাবে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া

১৩৯ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ لَيْثًا يُذَكِّرُ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ دَخَلْتُ يَعْنِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وَالْمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمُضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ.

১৩৯। তালহা (র) তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তখন তিনি উয়ু করছিলেন, পানি তাঁর দাড়ি ও মুখ থেকে বৃকে ঝরে পড়ছিল। আমি তাঁকে পৃথকভাবে কুলি ও নাকে পানি দিতে দেখলাম।

## أَبَابُ فِي الْأِسْتِنْبَاطِ

অনুচ্ছেদ-৫৫ : নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে ফেলা

১৬০- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْثُرْ.

১৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ উযু করে, সে যেন নাকে পানি দিয়ে তা ঝেড়ে ফেলে।

১৬১- حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ قَارِظٍ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْثَرُوا مَرَّتَيْنِ بِالْغَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

১৪১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুইবার ভাল করে নাক ঝেড়ে ফেল অথবা তিনবার।

১৬২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ فِي آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ كُنْتُ وَأَفْدَى بَنِي الْمُنتَفِقِ أَوْ فِي وَفْدِ بَنِي الْمُنتَفِقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نُصَادِفْهُ فِي مَنْزِلِهِ وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ أُمَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ فَأَمَرَتْ لَنَا بِخَزِيرَةٍ فَصَنَعَتْ لَنَا قَالَ وَأَتَيْنَا بِقِنَاعٍ وَلَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ الْقِنَاعَ وَالْقِنَاعُ الطَّبِيقُ فِيهِ تَمْرٌ ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ أَصَبْتُمْ شَيْئًا أَوْ أَمِرَ لَكُمْ بِشَيْءٍ قَالَ فَقُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَبَيَّنَّا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ إِذَا دَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ إِلَى الْمَرَاةِ وَمَعَهُ سَخْلَةٌ تَيَعَّرُ فَقَالَ مَا وَلَدَتْ يَا فَلَانُ قَالَ بِهَمَّةٍ قَالَ فَادْبَحْ لَنَا مَكَانَهَا شَاءَ ثُمَّ قَالَ لَا تَحْسِنَنَّ وَلَمْ يَقُلْ لَا تَحْسَبَنَّ إِنَّا مِنْ أَجْلِكَ

نَبَحْنَاهَا لَنَا غَنَمٌ مِائَةٌ لَا نُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ فَإِذَا وَدَّ الرَّاعِي بِهُمَّةٍ ذَبَحْنَا  
مَكَانَهَا شَاةً قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لِيْ امْرَأَةٌ وَإِنْ فِي لِسَانِهَا  
شَيْئًا يَعْنِي الْبِذَاءَ قَالَ فَطَلَّقْهَا إِذَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَهَا  
صُحْبَةٌ وَلِي مِنْهَا وَوَدَّ قَالَ فَمُرْهَا يَقُولُ عِظْهَا فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ  
فَسْتَفْعَلْ وَلَا تَضْرِبْ طَعِينَتَكَ كَضْرِبِكَ أُمِّيَّتَكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ قَالَ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالَغْ  
فِي الْأِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

১৪২। লাকীত ইবনে সাবিরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু মুনতাজিক গোত্রের যে প্রতিনিধি দলটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসেছিল, আমি তার নেতা ছিলাম অথবা বলেছেন, আমি তাঁদের সাথে ছিলাম। আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছলাম তখন তাঁকে তাঁর ঘরে পেলাম না, তবে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-কে পেলাম। তিনি আমাদের জন্য 'খায়রাহ' (এক প্রকার সালুন) তৈরী করার আদেশ দিলেন। আমাদের জন্য তা তৈরী করা হলো এবং আমাদের সামনে খেজুর ভর্তি একটি থালা আনা হলো। বর্ণনাকারী কুতাইবা "খেজুর ভর্তি থালা" উল্লেখ করেননি। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বললেন : তোমরা কিছু খেয়েছ কি? অথবা তিনি বললেন, তোমাদের খাবার জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল!

লাকীত বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় এক রাখাল তাঁর ছাগলের পাল ঝোঁয়াড়ে নিয়ে এলেন। আর তার সাথে ছিল একটি ছাগলের বাচ্চা, সেটি তখন চিৎকার করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : কি বাচ্চা পয়দা হয়েছে (নর না মাদী)? সে বললো, মাদী। তিনি বলেন : তার বদলে আমাদের জন্য একটি বকরী যবেহ করো। এরপর বললেন : তুমি এটা মনে করো না যে, এ বকরী তোমার জন্যই যবেহ করছি। বরং আমাদের নিকট একশ'টি বকরী রয়েছে। আমরা আর বাড়াতে চাই না। কাজেই যখন কোন বাচ্চা পয়দা হয়, আমরা তার বদলে একটি বকরী যবেহ করে ফেলি।

লাকীত বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার একজন স্ত্রী আছে। সে অশ্লীলভাষী। তিনি বলেন : তাকে তালাক দাও। লাকীত বলেন, এক দীর্ঘ সময় আমার সাহচর্যে সে কাটিয়েছে। আর তার পক্ষ থেকে আমার সন্তানও রয়েছে। এতে তিনি বলেন : তাকে উপদেশ দাও ও বুঝাতে থাকো। যদি তার মাঝে কল্যাণ থেকে থাকে তাহলে সে উপদেশ গ্রহণ করবে। আর আপন জীবন সঙ্গিনীকে প্রহার করো না, যেসকল তোমার স্ত্রীতদাসীদের প্রহার করো।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উযু সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেন :

পরিপূর্ণরূপে উয়ু করো এবং অংশলিসমূহ খেলাল করবে। আর নাকে ভালরূপে পানি পৌছাবে, অবশ্য রোযার অবস্থায় নয়।

১৬৩- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ سَأَلْنَا يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ وَأَفِيدِ بْنِ الْمُنتَفِقِ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ فَلَمْ يَنْسِبْ أَنْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَلَعُ يَتَكَفَأُ وَقَالَ عَصِيدَةٌ مَكَانَ خَزِيرَةَ.

১৪৩। আসেম ইবনে লাকীত ইবনে সাবিরা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। আর তিনি ছিলেন বনু মুনতাজিক গোত্রের সর্দার। তিনি আয়েশা (রা)-র নিকট এলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। কিছুক্ষণ পরই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনের দিকে হেলে-দুলে আসলেন। উক্ত বর্ণনায় 'খায়িরাহ' শব্দের স্থলে 'আসীদা' উল্লেখ রয়েছে।

১৬৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ إِذَا تَوَضَّأَتْ فَمَضْمِضُ -

১৪৪। আবু আসেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে জুরায়জ (র)ও একই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যখন তুমি উয়ু করবে তখন কুলি করবে।

## بَابُ تَخْلِيلِ اللُّحْيَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৬ : দাড়ি খেলাল করা

১৬৫- حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ يَعْنِي الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ قَالَ سَأَلْنَا أَبُو الْمَلِيحِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ زُرَّانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْوَلِيدُ بْنُ زُرَّانَ رَوَى عَنْهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَأَبُو الْمَلِيحِ الرَّقِيُّ.

১৪৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উয়ু করতেন, এক অঞ্জলি পানি হাতে নিতেন। তারপর ঐ পানি চোয়ালের নিম্নদেশে লাগিয়ে দাড়ি খেলাল করতেন, আর বলতেন : আমাকে এরূপই নির্দেশ দিয়েছেন আমার মহিমাম্বিত প্লাতিপালক।

## بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৭ : পাগড়ীর ওপর মাসেহ করা

১৬৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ.

১৪৬। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছোট সেনাদল পাঠালেন। (পথে) তাদের ঠাণ্ডা লেগে যায়। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এলে তিনি তাদেরকে পাগড়ী ও মোয়ার ওপর মাসেহ করার হুকুম দিলেন।

টীকা : অধিকাংশ আলেমের মতে পাগড়ীর ওপর মাসেহ করা জায়েয নেই, মাথা মাসেহ করতে হবে। কিন্তু ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে তা জায়েয।

১৬৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قَطْرِيَّةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ فَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ.

১৪৭। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উয়ু করতে দেখেছি। তখন তাঁর মাথায় ছিল কিতরী পাগড়ী। তিনি তাঁর হাত পাগড়ীর নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে মাথার সম্মুখভাগ মাসেহ করলেন, আর পাগড়ীর বাঁধন ভাঙ্গলেন না।

## بَابُ غَسْلِ الرَّجْلِ

অনুচ্ছেদ-৫৮ : পা ধৌত করা

১৬৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانَ الْحُبْلِيِّ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ يَدَكَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ.

১৪৮। মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, যখন তিনি উযু করতেন, তখন কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা পায়ের আঙ্গুলসমূহ খেলাল করতেন।

## بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخَفَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৫৯ ৪ মোজার ওপর মাসেহ করা

١٤٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبَادُ بْنُ زِيَادٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ عَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَعَدَلْتُ مَعَهُ فَأَنَاخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَرَّرَ ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدِهِ مِنَ الْأَدَاوَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ حَسَرَ عَنِ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كَمَا جُبَّتَهُ فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خَفَّيْهِ ثُمَّ رَكِبَ فَأَقْبَلْنَا نَسِيرٌ حَتَّى نَجِدَ النَّاسَ فِي الصَّلَاةِ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَانَ بْنَ عَوْفٍ فَصَلَّى بِهِمْ حِينَ كَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَوَجَدْنَا عَبْدَ الرَّحْمَانَ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رُكْعَةً مِّنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَفَّ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَصَلَّى وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنَ عَوْفٍ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَانَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ فَفَزِعَ الْمُسْلِمُونَ فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ لِأَنَّهُمْ سَبَقُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ أَوْ قَدْ أَحْسَنْتُمْ.

১৪৯। আব্বাদ ইবনে যিয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। উরওয়া ইবনুল মুগীরা ইবনে শো'বা (র) তাঁকে অবহিত করেছেন যে, তিনি তাঁর পিতা মুগীরা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তা ছেড়ে একদিকে রওনা করলেন। এটা ছিল তাবুক যুদ্ধের সময় এক ফজর-পূর্বকালের ঘটনা। আমিও তাঁর সাথে চললাম। নবী সান্নায়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উট বসালেন এবং প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিলেন।



আমি তাঁর হাতে মশক থেকে পানি ঢাললাম। তিনি উভয় হাত কজ্জি পর্যন্ত ধুলেন, তারপর মুখমণ্ডল ধুলেন। তারপর তিনি তাঁর হাত দু'টি জুব্বার আস্তিন থেকে বের করতে চাইলেন, কিন্তু আস্তিন ছিল সুরু। তাই তিনি জুব্বার নিচ থেকে হাত বের করে নিয়ে আসলেন এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন ও মাথা মাসেহ করলেন তারপর মোয়ার ওপর মাসেহ করে (উয়ু সমাপন করলেন)। এরপর তিনি উটে সওয়ার হলেন। আমরাও সামনে চললাম। আমরা এসে দেখলাম, লোকেরা নামায পড়ছে। তারা ইমাম নিযুক্ত করেছে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-কে। তিনি ওয়াজ্জ মতই নামায শুরু করে দিয়েছিলেন। আমরা আবদুর রহমানকে এমন সময় এসে পেলাম, যখন তিনি ফজরের দুই রাক্‌আতের মধ্যে এক রাক্‌আত পড়ে ফেলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের সাথে একই কাতারে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আবদুর রহমান ইবনে আওফের পেছনে দ্বিতীয় রাক্‌আত পড়লেন। আবদুর রহমান (রা) সালাম ফেরালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশিষ্ট নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। মুসলমানরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগেই নামায পড়ে ফেলায় ভীত হয়ে পড়ল এবং অধিক মাত্রায় তাসবীহ পাঠ করতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন : তোমরা ঠিকই করেছে বা তোমরা ভালোই করেছে।

১০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنِ التَّيْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَّحَ عَلَىٰ نَاصِيَتِهِ وَذَكَرَ فَوْقَ الْعِمَامَةِ قَالَ عَنِ الْمُعْتَمِرِ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ عَلَىٰ الْخَفَيْنِ وَعَلَىٰ نَاصِيَتِهِ وَعَلَىٰ عِمَامَتِهِ قَالَ بَكْرٌ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ.

১০। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উয়ু করলেন এবং মাসেহ করলেন মাথার সম্মুখভাগ এবং পাগড়ীর ওপর। অপর বর্ণনায় রয়েছে : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসেহ করলেন মোজার ওপর, মাথার সম্মুখভাগ ও পাগড়ীর ওপর।

১০১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَىٰ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الشُّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَكْبِهِ وَمَعِيَ إِدَاوَةٌ فَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَتَلَقَيْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ ذِرَاعِيهِ وَعَلَيْهِ جُبَةٌ مِّنْ صُوفٍ مِنْ جِبَابِ الرُّومِ ضَيْقَةُ الْكُمَيْنِ فَضَاقَتْ فَأَدْرَعَهُمَا إِدْرَعًا ثُمَّ أَهْوَيْتُ إِلَى الْخُفَيْنِ لِأَنْزَعَهُمَا فَقَالَ لِي دَعِ الْخُفَيْنِ فَإِنِّي أَدْخَلْتُ إِلَى الْقَدَمَيْنِ فِي الْخُفَيْنِ وَهَمَا طَاهِرَتَانِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبِي قَالَ الشُّعْبِيُّ شَهِدَ لِي عُرْوَةُ عَلَى أَبِيهِ وَشَهِدَ أَبُوهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৫১। উরওয়া ইবনুল মুগীরা ইবনে শো'বা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফররত কাফেলায় ছিলাম। আমার সাথে ছিল একটি পানির মশক। তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে ফিরে আসলে আমি পানির মশক নিয়ে এগিয়ে গেলাম এবং তাঁকে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি উভয় হাত কবজি পর্যন্ত ও মুখমণ্ডল ধুলেন। এরপর তিনি হাত দু'টি বের করতে চাইলেন। তাঁর গায়ে ছিল রোম দেশীয় পশমী জুবা। জুব্বার আন্তিন ছিল সংকীর্ণ। তাই জুবা থেকে হাত বের করা সম্ভব হলো না। কাজেই তিনি তা খুলে নিচে রাখলেন। তারপর আমি তাঁর পা থেকে মোযা খোলার জন্য নিচের দিকে ঝুঁকলাম। তিনি বললেন, থাক, মোজা খুলো না। আমি পবিত্র অবস্থায়ই ওগুলো পরেছি। তারপর তিনি মোজার ওপর মাসেহ করলেন।

١٥٢- حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى أَنَّ الْمُغْبِرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ هَذِهِ الْقِصَّةَ قَالَ فَاتَيْنَا النَّاسَ وَعَبَدُ الرَّحْمَانَ بْنُ عَوْفٍ يُصَلِّيُ بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ قَالَ فَصَلَّيْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ رُكْعَةً فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَ بِهَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا شَيْئًا: قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ يَقُولُونَ مَنْ أَدْرَكَ الْفَرْدَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ سَجَدَتَا السُّهُوِ.

১৫২। যুরারা ইবনে আওফা (র) থেকে বর্ণিত। মুগীরা শো'বা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সফরে দল থেকে) পেছনে রয়ে গেলেন... তারপর রাবী পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বলেন, আমরা এসে দেখলাম, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) লোকদের ইমামতি করছেন। এটা ছিল ফজরের নামায। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে পেছনে সরে আসতে চাইলেন। তিনি ইশারায় তাকে যথারীতি নামায পড়াতে বললেন। মুগীরা (রা) বলেন, আমি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমানের পেছনে এক রাক'আত পড়লাম। আবদুর রহমান সালাম ফেরালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে ঐ রাক'আত আদায় করলেন, যা আবদুর রহমান আগে পড়েছিলেন এবং তিনি আর কিছু করেননি।

আবু দাউদ (র) বলেন, আবু সাঈদ খুদরী, ইবনে যুবাইর ও ইবনে উমারের মতে, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে বেজোড় রাক'আত পড়ে, তাকে দু'টি সাহ্ সাজদা করতে হবে।

১৫৩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ ثَنَا أَبِي قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانَ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ شَهِدَ عَبْدَ الرَّحْمَانَ بْنَ عَوْفٍ يَسْأَلُ بِلَالًا عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَاتِيَهُ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمَوْقِيهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ.

১৫৩। আবু আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ঐ সময় আবদুর রহমান ইবনে আওফের নিকট উপস্থিত ছিলেন, যখন তিনি বিলাল (রা)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিলেন। বিলাল (রা) বললেন, প্রথমে তিনি পায়খানা-পেশাব সেরে নিতেন। তারপর আমি তাঁর জন্য পানি নিয়ে আসতাম। তিনি উযু করতেন। আর তিনি মাসেহ করতেন পাগড়ী ও মোজার ওপর।

১৫৪- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدَّرَهَمِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ دَاوُدَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ أَنَّ جَرِيرًا بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَالَ مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَمْسَحَ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ قَالُوا إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نَزُولِ الْمَائِدَةِ قَالَ مَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ نَزُولِ الْمَائِدَةِ.

১৫৪। আবু যুর'আ ইবনে জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জারীর (রা) পেশাব করলেন, তারপর উযু করলেন। তাতে তিনি মোজার ওপর মাসেহ করলেন এবং বললেন,

কেন আমি মোজার ওপর মাসেহ করবো না? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাসেহ করতে দেখেছি। লোকেরা বললো, এটা তো সূরা মাইদা নাযিল হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা। জারীর (রা) বলেন, আমি তো সূরা মাইদা নাযিল হওয়ার পরই ইসলাম গ্রহণ করেছি।

১০৫- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَا ثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ ثَنَا دُلْهَمُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنْ النَّجَّاشِيَّ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفَيْنِ اسْوَدَيْنِ سَادَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. قَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ دُلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ.

১৫৫। ইবনে বুরাইদা (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। (আবিসিনিয়ার বাদশাহ) নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'টি সাদামাটা কালো মোজা হাদিয়া পাঠান। তিনি গুগুলো পরিধান করে উয়ু করেন এবং মাসেহ করেন ঐগুলোর ওপর। মুসাদ্দাদ (রহ) হাদীসটি দালহাম ইবনে সালেহ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি কেবল বসরার রাবীগণই বর্ণনা করেছেন।

১০৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ ثَنَا ابْنُ حَىُّ هُوَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرِ الْبَجَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ أَبِي نَعْمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخَفَيْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْسَيْتَ قَالَ بَلْ أَنْتَ نَسَيْتَ بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ.

১৫৬। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজার ওপর মসেহ করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ভুলে গেছেন? তিনি বলেন : বরং তুমিই ভুলে গিয়েছ। আমাকে সন্ধানিত মহান আল্লাহই এটা করার হুকুম করেছেন।

### بَابُ التَّوَقُّفِ فِي الْمَسْحِ

অনুচ্ছেদ-৬০ : মোজার উপর মাসেহ-এর সময়সীমা

১০৭- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ حُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ  
وَالْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ  
إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ فِيهِ وَلَوْ اسْتَرَدَدْنَا لَزَادَنَا.

১৫৭। খুযাইমা ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফিরের জন্য তিন দিন এবং মুকীমের জন্য একদিন একরাত মোজার ওপর মাসেহ করার সময়সীমা নির্ধারিত করেছেন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে : আমরা যদি তাঁর নিকট অতিরিক্ত সময়সীমা চাইতাম, তাহলে তিনি অধিক সময়সীমাই মঞ্জুর করতেন।

١٥٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ثَنَا عُمَرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ أَنَا  
يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ رَزِينَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ  
أَيُّوبَ بْنِ قَطَنِ عَنْ أَبِي بِنِ عِمَارَةَ قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَكَانَ قَدْ صَلَّى  
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَتَيْنِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ  
اللَّهِ أَمْسَحْ عَلَيَّ الْخُفَّيْنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَوْمًا قَالَ يَوْمًا قَالَ وَيَوْمَيْنِ  
قَالَ وَيَوْمَيْنِ قَالَ وَثَلَاثَةَ قَالَ نَعَمْ وَمَا شِئْتُ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ  
أَبِي بِنِ عِمَارَةَ قَالَ فِيهِ حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ مَا بَدَأَ لَكَ.

১৫৮। উবাই ইবনে ইমারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উভয় কিবলার দিকেই নামায পড়েছিলেন- তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি মোযার ওপর মাসেহ করবো? তিনি বলেন : হাঁ। উবাই (রা) জিজ্ঞেস করলেন, একদিন? তিনি বলেন : হাঁ এক দিন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, দুই দিন? তিনি বলেন : হাঁ দুই দিনও করতে পারো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তিন দিন? তিনি বলেন : হাঁ তিন দিন পর্যন্ত। আর যতদিন পর্যন্ত তোমার ইচ্ছা (মাসেহ করতে পারো)।

আবু দাউদ (র) বলেন, উবাই ইবনে ইমারা এতে সাত দিন পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জবাবেও 'হাঁ' বলেছিলেন। আর বলেছিলেন, তুমি যত দিন ইচ্ছা করো।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটির সনদে মতভেদ আছে এবং এটি খুব একটা শক্তিশালী হাদীস নয়। ইবনে আবু মারিয়াম, ইয়াহুইয়া ইবনে ইসহাক, আস-সুলায়হী ও ইয়াহুইয়া ইবনে আইউব (র) প্রমুখ এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ নিয়ে মতভেদ করেছেন।

টীকা : মোজার ওপর মাসেহ করা সম্পর্কে শুরায়হ ইবনে হানী (র) থেকে মুসলিমের বর্ণনাই সহীহ ও যথার্থ। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে মোজার ওপর মাসেহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত এবং মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত পর্যন্ত মাসেহ করার সময়সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। অপর এক বর্ণনায় আবু বাকর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত ও মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত পর্যন্ত মোজার ওপর মাসেহ করার অনুমতি দিয়েছেন, অবশ্য যদি উযু করে মোজা পরিধান করা হয়ে থাকে। খাতাবী এর সনদ সূত্র সহীহ বলেছেন। তিরমিযী ও নাসাঈ সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা)-র বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন : যখন আমরা সফরে থাকতাম, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মোজা খুলতে বারণ করতেন। অবশ্য জ্ঞানাবাতের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু পায়খানা-পেশাব ও ঘুমানোর কারণে মোজা খোলার হুকুম দিতেন না। তিরমিযী এ হাদীসকে হাসান সহীহ বলেছেন।

## بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجُورَبَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৬১ : জাওরাবের ওপর মাসেহ করা

টীকা : অভিধানে জাওরাব বলা হয় পায়ের লেফাফা বা বন্ধনীকে। হিন্দীতে বলা হয় জাৱাব। ঠাণ্ডা লাগা থেকে পদদ্বয়কে হেফাজত করার জন্য এটা ব্যবহার করা হয়।

۱۵۹- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكَيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَانَ بْنِ ثَرْوَانَ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شَرْحَبِيلٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجُورَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَانَ بْنُ مَهْدِيٍّ لَا يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنْ الْمُغِيرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخَفَيْنِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى هَذَا أَيْضًا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْجُورَبَيْنِ وَلَيْسَ بِالْمُتَّصِلِ وَلَا بِالْقَوِيِّ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمَسَحَ عَلَى الْجُورَبَيْنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَبْنُ مَسْعُودٍ وَالْبَرَاءُ ابْنُ عَازِبٍ وَأَتَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو أَمَامَةَ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ.

১৫৯। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করে উভয় জাওরাব এবং জুতার উপর মাসেহ করেছেন।

আবু দাউদ (র) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে মাহদী এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন না (কেননা এটি মুনকার হাদীস)। মুগীরা (রা) থেকে এটা বিখ্যাত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দুই পায়ের) মোজার উপর মাসেহ করেছেন। আবু মুসা আশয়ারী

(রা) থেকেও বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় জাওরাবের উপর মাসেহ করেছেন। তবে এর সনদ মুত্তাসিল নয়, সবলও নয়। অবশ্য হযরত আলী ইবনে আবু তালিব, ইবনে মাসউদ, আল-বারাআ ইবনে আযিব, আনাস ইবনে মালিক, আবু উমামা, সাহল ইবনে সা'দ ও আমর ইবনে ছুরাইস (রা) তাদের জাওরাবের উপর মাসেহ করেছেন। হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এবং ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও তা বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ-৬২ : মোজার উপর মাসেহ করার নিয়ম

১৬. - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَعَبَادُ بْنُ مُوسَى قَالَا تَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبَادُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَوْسُ بْنُ أَبِي أَوْسِ الثَّقَفِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ وَقَالَ عَبَادُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى كِظَامَةِ قَوْمٍ يَعْنِي الْمِيضَاةَ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدُ الْمِيضَاةَ وَالْكِظَامَةَ ثُمَّ اتَّفَقَا فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ.

১৬০। আওস ইবনে আবু আওস আস-সাকাফী (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উয়ু করে তাঁর জুতাজোড়া ও দুই পায়ের উপর মাসেহ করেছেন।

بَابُ كَيْفِ الْمَسْحِ

অনুচ্ছেদ-৬৩

১৬১. - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ قَالَ تَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانَ بْنُ أَبِي الزَّنَادِ قَالَ ذَكَرَهُ أَبِي عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ. وَقَالَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ عَلَيَّ ظَهْرُ الْخُفَيْنِ.

১৬১। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দুই পায়ের) মোজার উপরিভাগ মাসেহ করতেন।

১৬২. - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ تَنَا حَفْصُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَوْ كَانَ الدِّينُ

بِالرَّأْيِ لَكَانَ اسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَىٰ بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ. وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَىٰ ظَاهِرِ خُفَيْهِ.

১৬২। আশী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দীন ইসলাম যদি মনগড়া (এবং মানুষের মতামতের ভিত্তিতে রচিত) হতো, তবে মোজার উপরিভাগের চেয়ে নীচের অর্থাৎ তলার দিক মাসেহ করাই উত্তম হতো। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর দুই (পায়ের) মোজার উপরিভাগ মাসেহ করতে দেখেছি।

١٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَدَمَ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَىٰ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْغُسْلِ حَتَّىٰ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَىٰ ظَاهِرِ خُفَيْهِ.

১৬৩। আ'মাশ (র) থেকে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তাতে বর্ণনা একরূপ- আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মোজার উপরিভাগ মাসেহ করতে দেখার পূর্ব পর্যন্ত সর্বদা পায়ের তলার দিক ধোয়াকেই অধিক যুক্তি সংগত মনে করতাম।

١٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا وَقَدْ مَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ ظَهْرِ خُفَيْهِ. وَرَوَاهُ وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ كُنْتُ أَرَىٰ أَنْ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْغُسْلِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّىٰ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَىٰ ظَاهِرِهِمَا. قَالَ وَكَيْعٌ يَعْنِي الْخُفَيْنِ. وَرَوَاهُ عَيْسَىٰ بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ كَمَا رَوَاهُ وَكَيْعٌ. وَرَوَاهُ أَبُو السُّوْدَاءِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ عَنِ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ ظَاهِرَ قَدَمَيْهِ وَقَالَ لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

১৬৪। আ'মাশ (র) পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তাতে বর্ণনা একরূপ- 'যদি ইসলাম মনগড়া (ও মানুষের মতামতের ভিত্তিতে) হতো তাহলে মানুষের পায়ের



উপরিভাগ মাসেহ করার চেয়ে পদযুগলের তলার দিকে মাসেহ করাই অধিক যুক্তিসংগত হতো। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর (পায়ের) মোজা দু'টির উপরিভাগই মাসেহ করেছেন।

এই হাদীসটি আ'মাশ থেকে ওয়াকী তাঁর সনদসূত্রে বর্ণনা করেছেন (এটি চতুর্থ বর্ণনা)। এই বর্ণনা এরূপ : 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর (পায়ের) উভয় মোজার উপরিভাগ মাসেহ করতে দেখার পূর্ব পর্যন্ত সব সময় পায়ের উপরিভাগের চেয়ে তলার দিক ধোয়াকেই অধিক যুক্তিসঙ্গত ধারণা করতাম।

ওয়াকী' বলেন— এখানে 'উপরিভাগ' মানে, দু'পায়ের মোজা দু'টির ওপর। ওয়াকী' যেভাবে বর্ণনা করেছেন, আ'মাশ থেকে ঈসা ইবনে ইউনুসও হাদীসটি সেভাবেই বর্ণনা করেছেন।

আবুস সাওদা এ হাদীসটি ইবনে আবদে খায়ের থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, আমি আলী (রা)-কে দেখেছি, তিনি উযু করতে তাঁর দুই পায়ের উপরিভাগ ধুয়েছেন এবং বলেছেন, 'আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে না দেখতাম'... এবং হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

١٦٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ وَمَحْمُودُ بْنُ خَالِدِ الدَّمَشْقِيُّ الْمَعْنَى قَالَا ثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ مَحْمُودُ قَالَ أَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيَوَةَ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَمَسَحَ عَلَيَّ الْخُفَّيْنِ وَأَسْفَلَهُمَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَلَّغْنِي أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ثَوْرٌ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رَجَاءٍ.

১৬৫। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাবুক যুদ্ধের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করিয়েছি। তিনি (দুই পায়ের) মোজার উপরিভাগ ও নীচভাগ মাসেহ করেছেন। আবু দাউদ বলেন, আমি জানতে পেরেছি, সাওর এ হাদীস রাজা থেকে শোনেননি।

بَابُ فِي الْأَنْتِضَاحِ

অনুচ্ছেদ-৬৪ : লজ্জাস্থানে পানির ছিটা দেয়া

١٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ أَوْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ. قَالَ أَبُو

دَاوُدُ وَافَقَ سُفْيَانَ جَمَاعَةً عَلَى هَذَا الْإِسْنَادِ. قَالَ بَعْضُهُمُ الْحَكْمُ  
أَوْ ابْنُ الْحَكْمِ.

১৬৬। সুফিয়ান ইবনে হাকাম আস-সাকাফী কিংবা হাকাম ইবনে সুফিয়ান আস-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পেশাব করতেন, তখন উয়ু করে (লজ্জাস্থানে) পানির ছিটা দিতেন।

আবু দাউদ বলেন, একদল বর্ণনাকারী এই সনদের ব্যাপারে সুফিয়ানের সাথে একমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, কারো কারো মতে, এখানে হাকাম হবে অথবা হবে 'ইবনে হাকাম'।

١٦٧- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي  
نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ ثَقِيفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرَجَهُ.

১৬৭। সাকীফ গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব করেছেন, অতঃপর আপন লজ্জাস্থানে পানির ছিটা দিয়েছেন।

١٦٨- حَدَّثَنَا نَصْرَفُ بْنُ الْمُهَاجِرِ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ  
مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكْمِ أَوْ ابْنِ الْحَكْمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرَجَهُ.

১৬৮। হাকাম অথবা ইবনে হাকাম তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব করেছেন, তারপর উয়ু করে আপন লজ্জাস্থানে পানির ছিটা দিয়েছেন।

টীকা : পেশাবের পর যথারীতি পানি দিয়ে শৌচ করার পর রাসূলুল্লাহ (সা) লজ্জাস্থানে পানির ছিটা দিতেন, যাতে পেশাবের ছিটায় ভিজ়েছে বলে সন্দেহ না হয় এবং শয়তানের অসওয়াসা দূর হয়।

بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَوَضَّأَ

অনুচ্ছেদ-৬৫ : উয়ু করার পর মানুষ যে দোয়া পড়বে

١٦٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ  
سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَعْنِي بَنَ صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ  
نَفِيرٍ عَنْ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ خُدَّامَ أَنْفُسِنَا نَتَنَاوَبُ الرُّعَايَةَ رِعَايَةَ إِبِلِنَا فَكَانَتْ عَلَيَّ رِعَايَةٌ

الْأَيْلِ فَرَوْحَتْهَا بِالْعَشِيِّ فَأَذْرَكَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَخْطُبُ النَّاسَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ  
الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكَعَتَيْنِ يَقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا فَقَدَ  
أَوْجَبَ فَقُلْتُ بَخٍ بَخٍ مَا أَجُودَ هَذِهِ فَقَالَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيَّ الَّتِي قَبْلَهَا  
يَا عُقْبَةَ أَجُودُ مِنْهَا. فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَا هِيَ  
يَا أَبَا حَفْصٍ قَالَ إِنَّهُ قَالَ أَنْفًا قَبْلَ أَنْ تَجِيَّ مَا مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ  
فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَفْرَعُ مِنْ وَضُوءِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا  
اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فَتَحَتْ  
لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةَ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ. قَالَ مُعَاوِيَةُ وَحَدَّثَنِي  
رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.

১৬৯। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমাদের নিজেদের কাজকর্ম করতাম। পালাক্রমে আমরা উট চরাতাম অর্থাৎ আমাদের নিজেদের উট। একদিন উট চরাবার পালা ছিল আমার। দিন শেষে আমি উটগুলো নিয়ে উটশালায় ফিরে আসলাম (এবং অবসর হলাম)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম, তিনি জনগণের সামনে ভাষণ দিচ্ছেন। আমি শুনলাম, তিনি বলছেন : “তোমাদের যে কেউ সুন্দর ও সুঠুভাবে উয়ু করে, অতঃপর নামাযে দাঁড়ায় এবং মনোযোগ সহকারে ও অবনত দৃষ্টিতে দুই রাকআত নামায পড়ে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।” একথা শুনে আমি বলে উঠলাম, বাঃ বাঃ, এটা তো অতি উত্তম কথা! তখন আমার সামনে বসা এক ব্যক্তি বললেন, ‘হে উকবা! এর আগে তিনি যা বর্ণনা করেছেন, সেটা আরও উত্তম।’ আমি তার দিকে তাকালাম। দেখতে পেলাম, তিনি হলেন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘হে আবু হাফস! সেটা কি?’ উমার (রা) বললেন, ‘তুমি আসার একটু আগেই নবী (সা) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে লোক ভালোভাবে উয়ু করে, অতঃপর উয়ুশেষে কলেমা শাহাদাত পড়ে :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا  
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহু ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক এবং তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল”- তার জন্য

জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হয়। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

রাবী মুয়াবিয়া বলেন, হাদীসটির আরেকটি সনদ সূত্র হলো এরূপ- ‘আমার নিকট বর্ণনা করেছেন রাবীয়া ইবনে ইয়াযীদ, তিনি বর্ণনা করেছেন আবু ইদরীস থেকে, তিনি উক্বা ইবনে আমের (রা) থেকে।’

১৭. - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَيْسَى قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ عَمَّةٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الرَّعَايَةِ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ بَصْرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ وَسَاقَ الْحَدِيثِ بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ.

১৭০। উক্বা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি الرَّعَايَةِ শব্দ উল্লেখ করেননি। আর এ বর্ণনায় الْوُضُوءَ-এর পর আরো আছে : ‘অতঃপর সে আকাশের দিকে চোখ তুললো।’... এরপর বাকি অংশ মুয়াবিয়া বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَوَاحِدٍ

অনুচ্ছেদ-৬৬ : যে ব্যক্তি একই উযুতে কয়েক ওম্মাতের নামায পড়ে

১৭। - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى قَالَ ثَنَا شَرِيكُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَامِرٍ الْبَجَلِيِّ قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ أَبُو أَسَدٍ بْنُ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَكُنَّا نَصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَوَاحِدٍ.

১৭১। আমর ইবনে আমের আল-বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বলেন, তিনি হলেন আবু আসাদ ইবনে আমর। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে উযু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের জন্যই (নতুনভাবে) উযু করতেন। আর আমরা এক উযুতেই অনেকবার নামায পড়তাম।

১৭২. - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عُلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنِّي رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ - قَالَ عَمْدًا صَنَعْتُهُ.

১৭২। সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন একই উয়ুতে পাঁচ ওয়াজ্জ নামায পড়েন এবং আপন মোজাঘরের উপর মাসেহ করেন। উমার (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আমি আপনাকে আজ এমন এক কাজ করতে দেখেছি, যা আপনি পূর্বে কখনো করেননি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি ইচ্ছাকৃতভাবেই তা করেছি।

### بَابُ تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ-৬৭ : উয়ুতে কোন অংশের কোথাও শুকনা থাকার বর্ণনা

۱۷۳- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ قَالَ ثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ وَأَحْسِنِ وَضُوءَكَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ وَلَمْ يَرَوْهُ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ وَحَدُّهُ. وَقَدْ رَوَى عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزْرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ ارْجِعْ فَأَحْسِنِ وَضُوءَكَ.

১৭৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি উয়ু করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। কিন্তু তার পায়ে নখ পরিমাণ জায়গা শুকনা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : ‘আবার যাও এবং সুন্দরভাবে উয়ু করে আসো।’

আবু দাউদ বলেছেন, এ হাদীসটি প্রসিদ্ধ নয়। একমাত্র ইবনে ওয়াহ্ব এটি বর্ণনা করেছেন। আর মা'কিল ইবনে উবাইদুল্লাহ আল-জায়ারী আবু যুবাইর থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে, তিনি উমার (রা) থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে : তিনি বলেছেন, ‘ফিরে যাও এবং ভালোভাবে উয়ু করে আসো।’

۱۷۴- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا حَمَادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ

وَحَمِيدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى قِتَادَةَ.

১৭৪। হাসান বসরী (র)-ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কাতাদার অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৭৫- حَدَّثَنَا حَيُّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ ثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّيُ وَفِي ظَهْرِهِ قَدَمَيْهِ لَمْعَةٌ قَدْرُ الدَّرْهِمِ لَمْ يُصِْبْهَا الْمَاءُ - فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ.

১৭৫। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, এক ব্যক্তি নামায পড়ছে, অথচ তার পায়ের উপরিভাগে এক দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) পরিমাণ স্থান শুকনো রয়ে গেছে, তাতে পানি পৌঁছেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুনরায় উয়ু করে নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন।

بَابُ إِذَا شَكَ فِي الْحَدِيثِ

অনুচ্ছেদ-৬৮ : পায়খানার দ্বার দিয়ে বায়ু নিঃসরণের সন্দেহ হলে

১৭৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَعَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ شَكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُخِيلَ إِلَيْهِ. فَقَالَ لَا يَنْفَتِلْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

১৭৬। আক্বাদ ইবনে তামীম (র) থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করলো যে, কখনো নামাযের মধ্যে এরূপ কিছু একটা সন্দেহ হয়, যেন তার উয়ু নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি বলেন, যতক্ষণ শব্দ না শোনে কিংবা গন্ধ না পায় ততক্ষণ নামায ছাড়বে না।

১৭৭- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا حَمَادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَوَجَدَ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ أَحَدَثَ أَوْ لَمْ يُحَدِّثْ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

১৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি নামাযরত অবস্থায় পেছনের রাস্তায় (মলদ্বারে) নড়াচড়া বা স্পন্দন অনুভব করে, বায়ু নিঃসরণ করেছে কিনা এ ব্যাপারে তার সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তবে যতক্ষণ সে শব্দ না শোনে বা গন্ধ না পায় ততক্ষণ নামায ছাড়বে না।

### بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

অনুচ্ছেদ-৬৯ : চুমা দিলে উয়ু করতে হবে কিনা?

১৭৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَانَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي رَوْقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ مُرْسَلٌ وَإِبْرَاهِيمُ التَّمِيمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ عَائِشَةَ شَيْئًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ الْفَرِيَابِيُّ وَغَيْرُهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمَاتَ إِبْرَاهِيمُ التَّمِيمِيُّ وَلَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعِينَ سَنَةً.

১৭৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চুমা দিয়েছেন এবং নামায পড়েছেন (কিন্তু চুমা দেয়ার কারণে উয়ু করেননি)। আবু দাউদ বলেছেন, এটি মুরসাল হাদীস। কারণ ইবরাহীম আত-তায়মী আয়েশা (রা) থেকে কিছু শোনেননি। আবু দাউদ আরও বলেন, ফিরয়াবী প্রমুখ হাদীসটি একপই বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ আরো বলেন, ইবরাহীম আত-তায়মী চল্লিশ বছরে পদার্পণের পূর্বেই মারা যান।

১৭৯ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قَالَ عُرْوَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ فَضَحِكَتْ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا رَوَاهُ زَائِدَةُ وَعَبْدُ الْحَمِيدِ الْحِمَانِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ.

১৭৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিবিদের মধ্যে একজনকে চুমা দিলেন, অতঃপর নামায পড়তে গেলেন, কিন্তু (চুমা দেয়ার কারণে পুনরায়) উয়ু করেননি। উরওয়া বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, 'সেই বিবি আপনি ছাড়া আর কে?' তিনি হেসে দিলেন।

আবু দাউদ বলেছেন, য়ায়েদা ও আবদুল হামীদ আল-হিন্মানী, সুলাইমান আল-আ'মাশ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

۱۸- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ مَخْلَدٍ الطَّلَقَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَانَ بْنَ مَفْرَاءَ قَالَ سَمِعْتُ اَلْاَعْمَشَ قَالَ سَمِعْتُ اَصْحَابَ لَنَا عَنْ عُرْوَةَ الْمُرَزِيِّ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ لِرَجُلٍ اِحْكَ عَنِّي اَنْ هَذَا يَنْبَغِي حَدِيثَ الْاَعْمَشِ هَذَا عَنْ حَبِيبٍ وَحَدِيثُهُ بِهَذَا الْاِسْنَادِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ اَنْهَا تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. قَالَ يَحْيَى اِحْكَ عَنِّي اَنْهُمَا شَبَهُ لَا شَيْئًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ مَا حَدَّثْنَا حَبِيبٌ اِلَّا عَنْ عُرْوَةَ الْمُرَزِيِّ يَعْنِي لَمْ يَحَدِّثْهُمْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بِشَيْئٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ رَوَى حَمْرَةَ الزِّيَّاتُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ حَدِيثًا صَحِيحًا.

১৮০। উরওয়া আল-মুযানী (র) আয়েশা (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, ইয়াহুইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দেন, আমার থেকে সেই হাদীস দুটি বর্ণনা করো। অর্থাৎ একই সনদ সূত্রে “রক্ত প্রদরের রোগিনী” সম্পর্কে বর্ণিত তার ওই হাদীসটি যাতে উল্লেখ আছে, ‘রক্ত প্রদর অবস্থায় মেয়েলোক প্রত্যেক নামাযের জন্যই উযু করবে।’

ইয়াহুইয়া লোকটিকে আরো বলেন, ‘তুমি আমার থেকে বর্ণনা করো, (আ’মাশের সূত্রে বর্ণিত) উপরোক্ত দুটি হাদীসই দুর্বল’।

আবু দাউদ বলেন, সাওরী বলেছেন, ‘হাবীব আমাদের নিকট স্রেফ উরওয়া আল-মুযানীর সূত্রেই হাদীস বর্ণনা করেছেন।’ অর্থাৎ তিনি উরওয়া ইবনুয যুবাইরের সূত্রে তাঁদের নিকট কোন হাদীস বর্ণনা করেননি।

আবু দাউদ আরও বলেন, ‘তবে হামযা আয-যায়্যায, হাবীব ও উরওয়া ইবনে যুবাইরের সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) থেকে একটি সহীহ হাদীস বর্ণনা করেছেন।’

بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

অনুচ্ছেদ-৭০ : পুরুষাংগ স্পর্শ করলে উযু করা প্রসঙ্গে

۱৮১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ دَخَلْتُ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ بِهِ الْوُضُوءُ. فَقَالَ مَرْوَانُ وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ عُرْوَةُ مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ فَقَالَ مَرْوَانُ أَخْبَرْتَنِي بِسُرَّةِ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.



১৮১। আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাকর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উরওয়া (র)-কে বলতে শুনেছেন, আমি মারওয়ান ইবনে হাকামের নিকট গেলাম। তখন আমরা যেসব জিনিসে উয়ু নষ্ট হয় সেসব সম্পর্কে আলোচনা করলাম। মারওয়ান বললেন, ‘পুরুষাংগ স্পর্শ করলেও’। উরওয়া বললেন, এটা আমি জানি না। মারওয়ান বললেন, ‘বুসরা বিনতে সাফওয়ান (রা) আমাকে অবহিত করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি নিজ পুরুষাংগ স্পর্শ করে, সে যেন উয়ু করে।’

### بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ-৭১ : পুরুষাংগ স্পর্শ করলে উয়ু নষ্ট না হওয়ার বর্ণনা

১৮২- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا مَلَّازِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنْفِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ هُوَ إِلَّا مُخْضَغَةٌ مِنْهُ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَجَرِيرُ الرَّازِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ.

১৮২। কায়েস ইবনে তাল্ক (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। পিতা বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলাম। এমনি সময় এক ব্যক্তি আসলো। সম্ভবত সে বেদুইন। সে জিজ্ঞেস করলো, ‘হে আল্লাহর রাসূল! উয়ু করার পর কোন লোকের নিজ পুরুষাংগ স্পর্শ করার ব্যাপারে আপনার মত কি?’ তিনি বলেন : সেটা তো তার দেহের গোশতের একটি টুকরা মাত্র।

আবু দাউদ বলেন, এই হাদীসটি কায়েস ইবনে তাল্ক থেকে মুহাম্মাদ ইবনে জাবেরের সূত্রে হিশাম ইবনে হাস্‌সান, সুফিয়ান সাওরী, শো’বা, ইবনে উয়াইনা এবং জারীর আর-রাযীও বর্ণনা করেছেন।

১৮৩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ فِي الصَّلَاةِ.

১৮৩। কায়েস ইবনে তাল্ক (র) থেকে একই সনদে উক্ত হাদীসের সমার্থক বর্ণনা করেছেন। আর তিনি ‘নামাযের মধ্যে’ শব্দদ্বয় বর্ণনা করেছেন।

## بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْأَيْلِ

অনুচ্ছেদ-৭২ : উটের গোশত খেলে উযু করা

۱৮৪- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ سئِلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْأَيْلِ فَقَالَ تَوَضَّؤُا مِنْهَا وَسئِلُ عَنِ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا تَوَضَّؤُا مِنْهَا وَسئِلُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْأَيْلِ فَقَالَ لَا تُصَلُّوْا فِي مَبَارِكِ الْأَيْلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ وَسئِلُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ صَلُّوْا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكََةٌ.

১৮৪। আল-বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, উটের গোশত খেলে উযু করতে হবে কিনা? তিনি বলেন : তা আহার করলে লোকেরা উযু করবে। আর প্রশ্ন করা হয়েছিল, বকরীর গোশত খেলে উযু করতে হবে কি না? তিনি বলেছিলেন : না, তার জন্য উযু করতে হবে না। তাঁকে আরো প্রশ্ন করা হয়েছিল, উটের আঁস্তাবলে নামায পড়া যাবে কি না? তিনি বলেছিলেন : না, উটের আঁস্তাবলে নামায পড়ো না। কারণ সেখানে শয়তান বসবাস করে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বকরীর আবাসস্থলে নামায পড়া যাবে কি না তাও জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলছিলেন, হ্যাঁ, তাতে নামায পড়ো। কারণ সেটা হল বরকতময় প্রাণী।

## بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النَّئِيِّ وَغَسْلِهِ

অনুচ্ছেদ-৭৩ : লাশ স্পর্শ করলে উযু বা গোসল করতে হবে কিনা

১৮৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقِيِّ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْجَمِصِيُّ الْمَعْنَى قَالُوا ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونِ الْجَهَنِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ قَالَ هِلَالٌ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَقَالَ أَيُّوبُ وَعَمْرُو أَرَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِغَلَامٍ يَسْلُخُ شَاةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَحَّ حَتَّى أُرِيكَ فَادْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ

وَاللَّحْمُ فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبِطِ ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنَّاسِ  
وَلَمْ يَتَوَضَّأْ زَادَ عَمْرُو فِي حَدِيثِهِ يَعْْنِي لَمْ يَمَسْ مَاءً وَقَالَ عَنْ هِلَالِ  
بْنِ مَيْمُونِ الرَّمْلِيِّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَأَبُو  
مُعَاوِيَةَ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا  
لَمْ يَذْكَرْ أَبَا سَعِيدٍ.

১৮৫। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বালকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তখন একটি বকরীর চামড়া খুলছিল। রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : তুমি সরে যাও, আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীর চামড়া ও গোশতের মধ্য দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। এমনকি তাঁর হাত বগল পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে গেল। সেখান থেকে গিয়ে তিনি নামায পড়ালেন, কিন্তু উয়ু করলেন না। 'আমর তার বর্ণিত হাদীসে আরো বলেন, 'আর তিনি পানি স্পর্শ করলেন না।' আর আতা আবু সাঈদের নাম উল্লেখ না করে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে 'মুরসাল' রূপে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْمَيْتَةِ

অনুচ্ছেদ-৭৪ : লাশ স্পর্শ করে উয়ু না করা

১৮৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ  
عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتِيهِ فَمَرَّ بِجَدِّي  
أَسْكُ مَيْتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ هَذَا لَهُ  
وَسَاقُ الْحَدِيثِ.

১৮৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার আশেপাশের উচ্চভূমিতে অবস্থিত (কোন এক গ্রামের) বাজারের পাশ দিয়ে ফিরছিলেন। লোকজন তাঁর উভয় পাশে ছিল। তিনি রাস্তার পাশে ক্ষুদ্র কানবিশিষ্ট একটি মৃত বকরীর বাচ্চা দেখতে পেলেন। তিনি নিকটে গিয়ে তার কান ধরে উপরে উঠিয়ে বললেন : তোমাদের মধ্যে কে এ বকরীর বাচ্চাটি নিতে ইচ্ছুক?... এরপর সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

টীকা : সহীহ মুসলিম শরীফে পূর্ণ হাদীস নিম্নরূপ : রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কার পছন্দ যে, সে এক দিরহামের বিনিময়ে এ ক্ষুদ্র কানবিশিষ্ট মৃত বকরীর বাচ্চাটি গ্রহণ করবে? সাহাবীরা বললেন, আমরা কেউই কোন জিনিসের বিনিময়ে এটি পেতে চাই না। আর আমরা এ দিয়ে কি

করবো? মহানবী (সা) বললেন : তোমরা (বিনা মূল্যে) কি এটি নেবে? সাহাবীরা বললেন, আল্লাহর শপথ, যদি এটি জীবিত হত তাহলেও তো এতে ঝুঁত ছিল। এটির কান অতিশয় ক্ষুদ্র অথবা মেলানো বা কানবিহীন কিংবা কান কাটা। আর এ অবস্থায় তো কোন কথাই নেই, যখন এটি মৃত, এতে প্রাণ নেই। মহানবী (সা) বললেন : আল্লাহর শপথ, আল্লাহর নিকট এ দুনিয়া এর চাইতেও নিকট।

بَابُ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

অনুচ্ছেদ-৭৫ : আশুনে পাকানো জিনিস খেলে উয়ু নষ্ট হয় না

১৮৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

১৮৭। ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীর সামনের রানের গোশত খেলেন। তারপর নামায পড়লেন, অথচ উয়ু করলেন না।

টীকা : ইসলামের প্রাথমিক যুগে আশুনে পাকানো জিনিস খেলে উয়ু করতে হতো। পরবর্তী পর্যায়ে এ হুকুম বাতিল হয়ে যায়।

১৮৮- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ الْمَعْنَى قَالَ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِي صَخْرَةَ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضِفَّتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَمَرَ بِجَنْبِ فَشَوِيٍّ وَأَخَذَ الشُّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحْزُلِي بِهَا مِنْهُ قَالَ فَجَاءَ بِلَالٌ فَأَذَنَهُ بِالصَّلَاةِ قَالَ فَالْقَى الشُّفْرَةَ وَقَالَ مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ وَقَامَ يُصَلِّي. وَزَادَ الْأَنْبَارِيُّ وَكَانَ شَارِبِيٍّ وَفَاءً فَقَصَّهُ لِي عَلَى سِوَاكِ أَوْ قَالَ أَقْصَهُ لَكَ عَلَى سِوَاكِ.

১৮৮। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহমান হলাম। তিনি নির্দেশ দিলেন আমার জন্য একটি বকরীর রান ভাজি করতে। রান ভাজি করা হলে তিনি ছুরি নিলেন ও আমার জন্য গোশত কাটতে লাগলেন। এমন সময় বেলাল এসে তাঁকে নামাযের কথা অবহিত করলো। তিনি ছুরি ফেলে দিয়ে বললেন : কি হলো তার! তার উডয় হাত ধূলিমলিন হোক। তারপর গিয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। আনবারী (র)-এর বর্ণনায় আরো আছে : 'আমার গৌফ কিছুটা বড়ো হয়ে গিয়েছিল। তিনি আমার গৌফের নীচে একটি মেসওয়াক রেখে তা ছেঁটে দিলেন।' অথবা বললেন : 'মেসওয়াকের ওপর রেখে আমি তোমার গৌফ ছেঁটে দেব।'

১৮৭- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ ثَنَا سِمَاكٌ عَنْ عِكْرِمَةَ  
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا ثُمَّ  
مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى.

১৮৯। ইবনে আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনের রানের গোশত খেলেন, তারপর তাঁর নিচে বিছানো মোটা পশমী চাদরে হাত মুছলেন ও দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন।

১৯০- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ  
يُحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
انْتَهَسَ مِنْ كَتِفٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

১৯০। ইবন আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনের রানের কিছু গোশত খেলেন, তারপর নামায পড়লেন, পুনরায় উয়ু করলেন না।

১৯১- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْخُثْعَمِيُّ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ  
جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ  
يَقُولُ قَرَّبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا وَلَحْمًا فَأَكَلَ ثُمَّ دَعَا  
بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَامَ  
إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

১৯১। মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদির (র) বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি : আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রুটি ও গোশত পেশ করলাম। তিনি তা খেলেন, তারপর উয়ুর পানি আনালেন, উয়ু করে যুহরের নামায পড়লেন। নামাযশেষে অবশিষ্ট খাবার আনালেন ও খেলেন। এরপর উঠে নামায পড়তে গেলেন কিন্তু পুনরায় উয়ু করলেন না।

১৯২- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ أَبُو عِمْرَانَ الرَّمْلِيُّ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ  
عِيَّاشٍ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ  
جَابِرٍ قَالَ كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
تَرَكَ الْوَضُوءَ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا إِخْتِصَارٌ مِنَ  
الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.

১৯২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'টি কাজের (আগুনে পাকানো জিনিস খেয়ে উয়ু করা অথবা না করা) শেষেরটি ছিল আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর উয়ু না করা। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীস প্রথমোক্ত হাদীসেরই সংক্ষিপ্ত রূপ।

১৯৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ ابْنُ كَرِيمَةَ مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ ثُمَامَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا مِصْرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزَاءٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ فِي مَسْجِدِ مِصْرَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ سَادِسَ سِتَّةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَارِ رَجُلٍ فَمَرَّ بِلَالٍ فَنَادَاهُ بِالصَّلَاةِ فَخَرَجْنَا فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ وَبُرْمَتُهُ عَلَى النَّارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطَابَتْ بُرْمَتُكَ قَالَ نَعَمْ يَا أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَتَنَاوَلَ مِنْهَا بَضْعَةً فَلَمْ يَزَلْ يَعْطِكُهَا حَتَّى أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ وَأَنَا أَنْظَرُ إِلَيْهِ.

১৯৩। উবায়দ ইবনে সুমামা আল-মুরাদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জাবই (রা) নামক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী মিসরে আমাদের নিকট আসলেন। আমি তাকে মিসরের এক মসজিদে হাদীস বর্ণনা করতে শুনলাম। তিনি বলেন, এক লোকের ঘরে আমিসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাত অথবা ছয়জন ছিলাম। এমন সময় বেলাল (রা) এসে তাঁকে নামাযের জন্য ডাকলেন। আমরা সবাই বেরিয়ে পড়লাম। পথে এক লোকের পাশ দিয়ে আমরা গেলাম। তার পাতিল ছিল আগুনের ওপর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, কি তোমার পাতিল (এর গোশত) রান্না হয়ে গেছে? সে বললো, হ্যাঁ, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক। তিনি ঐ গোশত থেকে এক টুকরা তুলে নিলেন, তারপর চিবাতে লাগলেন। এমনকি নামাযের তাকবীরে তাহরিমা বাঁধা পর্যন্ত তিনি তা চিবাচ্ছিলেন। আর আমি তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলাম।

بَابُ التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ-৭৬ : আগুনে পাকানো জিনিস খেলে উয়ু করতে হবে

১৯৪- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ

حَفْصٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءُ مِمَّا انْضَجَتِ النَّارُ.

১৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আগুনে পাকানো জিনিস খেলে উয় করতে হবে।

١٩٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا أَبَانٌ عَنْ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ بْنَ سَعِيدٍ بْنَ الْمُغِيرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ فَسَقَتَهُ قَدْحًا مِنْ سَوِيقٍ فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي أَلَا تَوَضَّأُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَضَّأُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ أَوْ قَالَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ يَا ابْنَ أُخِي.

১৯৫। আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। আবু সুফিয়ান ইবনে সাঈদ ইবনুল মুগীরা (র) তার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি উম্মু হাবীবা (রা)-এর নিকট গেলেন। তিনি তাকে এক পেয়ালা ছাতু পান করালেন। আবু সুফিয়ান পানি আনিয়ে কুলি করলেন। উম্মু হাবীবা (রা) বললেন, হে বোনপুত! তুমি কি উয় করবে না? নবী (সা) বলেছেন : “আগুন যার মধ্যে পরিবর্তন এনেছে বা যা স্পর্শ করেছে তা আহার করার পর তোমরা উয় করো।”

টীকা : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, আগুনে সিদ্ধ বা গরম করা কোন জিনিস খেলে উয় থাকবে না, বরং উয় করতে হবে। আগুনে সিদ্ধ কোন বস্তু খেলে অজু ওয়াজিব হবে কিনা, এ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। বিশিষ্ট সাহাবীদের বিরাট একটি দল, অধিকাংশ তাবেয়ী, ইমাম মালিক, আবু হানীফা, শাফিয়ী, ইবনুল মুবরাক ও আহমাদ (র) প্রমুখ ইমামের মতে আগুনে সিদ্ধ কোন বস্তু খেলে উয় করতে হবে না বা উয় ভঙ্গবে না। তাদের মতে, জাবির (রা) বর্ণিত হাদীস দ্বারা এ হাদীসটি ‘মানসুখ’ বা রহিত করা হয়েছে। অথবা উম্মু হাবীবা বর্ণিত হাদীসে الوضوء শব্দটি আভিধানিক অর্থে (হাত-মুখ ধোয়া) ব্যবহৃত হয়েছে, পারিভাষিক অর্থে নয়।

بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ اللَّبَنِ

অনুচ্ছেদ-৭৭ : দুধ পান করলে উয় করা

١٩٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لَهُ دَسْمًا.

১৯৬। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ পান করলেন, তারপর পানি আনিয়ে কুলি করলেন এবং বলেছেন : দুধের মধ্যে চর্বি রয়েছে।

### بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ-৭৮ : দুধ পান করে উয়ু না করা

১৯৭- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ مُطِيعِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَلَمْ يُمْضِمْضْ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَصَلَّى. قَالَ زَيْدٌ دَلَّنِي شُعْبَةُ عَلَى هَذَا الشَّيْخِ.

১৯৭। তাওবা আল-'আনবারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ পান করলেন। তারপর কুলি ও উয়ু না করেই নামায পড়লেন।

### بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ

অনুচ্ছেদ-৭৯ : রক্ত বের হলে উয়ু করা

১৯৮- حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عَقِيلِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَاصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةً رَجُلٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَحَلَفَ أَنْ لَا أَنْتَهِيَ حَتَّى أَهْرِيْقَ دَمًا فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فَخَرَجَ يَتَّبِعُ أَثَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَزَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْزِلًا فَقَالَ مَنْ رَجُلٌ يَكُونُنَا فَاثْتَدَبَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ كُونَا بِنِمْ الشُّعْبِ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ إِلَى فِمْ الشُّعْبِ اضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّيُّ وَآتَى الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأَى شَخْصَهُ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيبَةٌ لِلْقَوْمِ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَتَنَزَعَهُ حَتَّى رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ أَنْبَهَ صَاحِبَهُ فَلَمَّا عَرَفَ أَنَّهُمْ قَدْ نَذَرُوا بِهِ هَرَبَ فَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنْ



الدَّمَاءِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَلَا أَنْبَهْتَنِي أَوْلَ مَا رَمَى قَالَ كُنْتُ فِي سُورَةِ أَقْرُوَهَا فَلَمْ أَحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا.

১৯৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাতুর রিকা' যুদ্ধাভিযানে বের হলাম। এ সময় এক লোক মুশরিকদের এক স্ত্রীলোককে হত্যা করে। ঐ মুশরিক শপথ করলো : 'যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মাদের (সা) কোন সহচরের রক্তপাত না করবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি থামবো না। অতএব সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মন্বিলে অবতরণ করে বললেন : এমন কে আছে, যে আমাদের হেফায়ত করবে? মুহাজিরদের থেকে একজন ও আনসারদের থেকে একজন তৈরী হয়ে গেল। তিনি বললেন : যাও তোমরা উভয়ে (ঐ) গিরিপথের মুখে মোতায়েন থাকো। তারা যখন গিরিমুখে পৌছলো মুহাজির লোকটি ঘুমিয়ে পড়লো। আর আনসারী লোকটি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে লাগলো। এমন সময় ঐ লোক এসে আনসারী লোকটিকে দেখেই চিনতে পারলো যে, এ-ই (প্রতিপক্ষের) নিরাপত্তা গ্রহরী। সে একটি তীর নিক্ষেপ করলো, যা তার শরীরে বিধে গেল। তিনি তা বের করে নিলেন। সে একে একে তিনটি তীর নিক্ষেপ করলো। তিনি রুকু সিজদা করে (অর্থাৎ যথারীতি নামায সমাপন করে) সাথীকে জাগালেন। মুশরিকটি যখন টের পেলো এরা সচেতন হয়ে গিয়েছে, তখন সে পালিয়ে গেল। মুহাজির ব্যক্তি (প্রহাররত) আনসারীকে রক্তাপ্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, সুবহানাল্লাহ! প্রথম তীর নিক্ষেপের পরই তুমি আমাকে জাগালে না কেন? তিনি বললেন, আমি (নামাযে) একটি সূরা পড়ছিলাম। আমি তা ভঙ্গ করতে পছন্দ করলাম না।

টীকা : এ ঘটনা সাহাবায়ে কেরামের ধৈর্য ও খোদা-প্রেমের অসাধারণ দৃষ্টান্ত ফুটে উঠে। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় : নামাযরত অবস্থায় রক্ত বের হলে নামায ও উযু ভংগ হয় না।

শরীরের কোন স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হলে উযু নষ্ট হবে কিনা এ সম্পর্ক ইমামদের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক (র) প্রমুখের মতে রক্ত বের হয়ে প্রবাহিত হলে উযু নষ্ট হবে। আর ইবনে আক্বাস, ইবনে আবী আওফা, আবু হুরায়রা, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, মাকহূলা, রবিয়া, মালিক, শাফিয়ীর মতে উযু নষ্ট হবে না। এ হাদীসের ভিত্তিতেই তাঁরা মত পোষণ করেছেন। প্রতিপক্ষের ইমামগণ এ হাদীসের উত্তরে বলে থাকেন, এটা একজন সাহাবীর কর্ম, যা তিনি নিজের ইজ্জতিহাদের ভিত্তিতে করেছেন। আর এ ব্যাপারে প্রকৃত হুকুম সম্পর্কে তিনি সম্ভবত জ্ঞাত ছিলেন না। তাছাড়া এ হাদীসের ব্যাপারেও মতবিরোধ রয়েছে।

بَابُ فِي الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

অনুচ্ছেদ-৮০ : ঘুমালে উযু নষ্ট হয় কিনা

۱۹۹- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخْرَهَا حَتَّى

رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا  
ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ لَيْسَ أَحَدٌ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرَكُمْ.

১৯৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ইশার নামাযে আসতে দেরী করেন। এমনকি আমরা মসজিদে ঘুমিয়ে পড়লাম, তারপর জাগলাম। আবার ঘুমিয়ে পড়লাম, তারপর জাগলাম। আবার আমরা ঘুমালে তিনি আমাদের নিকট আসলেন ও বললেন : তোমরা ছাড়া আর কেউ নামাযের জন্য অপেক্ষা করে না।

২০০- حَدَّثَنَا شَاذُّ بْنُ فَيَاضٍ قَالَ ثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ  
أَنْسٍ قَالَ كَانَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ  
الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤُونَ. قَالَ  
أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ فِيهِ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا نَخْفِقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ  
قَتَادَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ.

২০০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীরা ইশার নামাযের জন্য অপেক্ষা করতেন। এমনকি তাদের মাথা ঢলে পড়তো (অর্থাৎ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হতেন)। তারপর নামায পড়তেন অথচ উষু করতেন না। আবু দাউদ বলেন, শো'বা কাতাদার মাধ্যমে যে বর্ণনা করেছেন তাতে আছে- 'আমরা তন্দ্রায় ঢলে পড়তাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায়। আবু দাউদ আরো বলেন, ইবনে আবু আক্ববা কাতাদা থেকে এ রিওয়ায়তকে অন্য শব্দে বর্ণনা করেছেন।

২০১- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا حَمَادُ عَنْ  
ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أُقِيمَتِ صَلَاةُ الْعِشَاءِ فَقَامَ  
رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي حَاجَةً فَقَامَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَعَسَ  
الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ وَضُوءًا.

২০১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইশার নামাযের তাকবীর দেয়া হলো। এমন সময় একজন দাঁড়িয়ে বললো : হে আল্লাহর রাসূল! আমার কিছু কথা আছে। এই বলে সে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে কথা বলতে থাকে। এদিকে সব লোক বা কিছু সংখ্যক লোক তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তারপর নবী (সা) তাদের নিয়ে নামায পড়লেন। (বর্ণনাকারী) উয়ুর কথা উল্লেখ করেননি।

২.২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالْنِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْجُدُ وَيَنَامُ وَيَنْفُخُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلَا يَتَضَوُّضًا فَقُلْتُ لَهُ صَلَّيْتُ وَلَمْ تَتَوَضَّأْ وَقَدْ نِمْتَ فَقَالَ إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا. زَادَ عُثْمَانُ وَهَنَادُ فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرَخَتْ مَفَاصِلُهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَوْلُهُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَلَمْ يَرَوْهُ إِلَّا يَزِيدُ أَبُو خَالِدٍ الدَّالْنِيُّ عَنْ قَتَادَةَ. وَرَوَى أَوْلَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَذْكُرُوا شَيْئًا مِنْ هَذَا وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْفُوظًا وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي. وَقَالَ شُعْبَةُ إِنَّمَا سَمِعَ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ حَدِيثَ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَحَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّلَاةِ وَحَدِيثَ الْقُضَاةِ ثَلَاثَةً وَحَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي رِجَالٌ مَرَضِيُونَ مِنْهُمْ عُمَرُ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ.

২০২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় গিয়ে (কখনো) ঘুমিয়ে যেতেন, এমনকি তাঁর নাক ডাকার আওয়াজ আসতো (শোনা যেত)। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন, উয়ু করতেন না। আমি তাঁকে বললাম, আপনি উয়ু না করেই নামায পড়লেন। অথচ আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন? তিনি বললেন : উয়ু তো ঐ ব্যক্তির করা কতব্য যে শুয়ে ঘুমায়। উসামন ও হান্নাদ আরো বলেছেন, কারণ শুয়ে ঘুমালে শরীরের বাঁধন টিলা হয়ে যায়।

আবু দাউদ বলেন, যে ব্যক্তি শুয়ে ঘুমায় উয়ু করা তার কর্তব্য- এ হাদীসটি মুনকার। একমাত্র ইয়াযীদ আল-দালানী তা কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসের প্রথমাংশ একদল রাবী ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে উক্তরূপ কোন বর্ণনা নেই। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ থেকে মাহফুয ছিলেন (যে তার শরীর থেকে কিছু বের হয়ে যাবে, অথচ তিনি টের পাবেন না)। আয়েশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার চক্ষুদ্বয় নিদ্রা যায়, কিন্তু আমার অন্তর নিদ্রা যায় না।

টীকা : এ হাদীস দ্বারা ধারণা হতে পারে, ঘুমালে উয়ু ভংগ হয় না। এ হাদীসে অবশ্য এও বলা হয়েছে, গা এলিয়ে ঘুমালে শরীরের জোড়াসমূহ টিলা হয়ে যায়। অর্থাৎ তখন উয়ু ভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই উয়ু করা জরুরী। কাত হতে বা চিত্ হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেই উয়ু করা কর্তব্য হয়। বসে, দাঁড়িয়ে, রুকু অথবা সিজদার মধ্যে তন্দ্রা এসে গেলে উয়ু নষ্ট হয় না।

এটা এ জন্য যে, মানুষ যতক্ষণ জাগ্রত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত পেছনের রাস্তা দিয়ে হাওয়া ইত্যাদির বের হওয়ার ওপর তার নিয়ন্ত্রণ থাকে। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লেই এ নিয়ন্ত্রণ আর থাকে না। এ জন্যই চক্ষুদ্বয়কে বন্ধনীরূপ বলা হয়েছে।

২.৩- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمَصِيُّ فِيْ أَخْرَيْنَ قَالُوا ثَنَا بَقِيَّةٌ عَنِ الْوَضِيِّ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ عَائِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّ السُّهَّ الْعَيْنَانِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ.

২০৩। আনী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : চক্ষুদ্বয় পেছনের রাস্তার বন্ধনীরূপ। কাজেই যে (চোখ বন্ধ করে) ঘুম যাবে, সে যেন উয়ু করে।

بَابُ الرَّجُلِ يَطَأُ الْأَذَى بِرِجْلِهِ

অনুচ্ছেদ-৮১ : যে ব্যক্তি তার পায়ের দ্বারা ময়লা-আবর্জনা মাড়িয়েছে

২.৪- حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبِرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ وَجَرِيرٌ وَابْنُ أُدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِنِي وَلَا نَكْفُ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا. قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ فِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ هَنَادُ عَنْ شَقِيقٍ أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ.

২০৪। শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, ময়লা-আবর্জনা অতিক্রম করার পর আমরা উয়ু করতাম না এবং (নামাযে) চুল ও কাপড়-চোপড়ও সামলাতাম না।

টীকা : অর্থাৎ পায়ে কোনরূপ ময়লা বা আবর্জনা লাগলে তারা পা ধুতেন না। বায়হাকী বলেছেন, এটা শুকনো আবর্জনার বেলায়ই প্রযোজ্য, সে ক্ষেত্রে তারা পা ধুতেন না। মোটকথা, নাপাকী লাগলে শুধু ধুয়ে ফেলাই যথেষ্ট। আর শুধু মাটি ইত্যাদি লাগলে না ধুলেও চলে।

## بَابُ فِيمَنْ يُحَدِّثُ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ-৮২ : নামাযের মধ্যে কোন ব্যক্তির উয়ু ছুটে গেলে

২.৫- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَاصِمُ الْأَحْوَلِ عَنْ عَيْسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مَسْلَمِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِّ الصَّلَاةَ.

২০৫। আলী ইবনে তাল্ক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি নামাযের মধ্যে বাতর্কর্ম করে তাহলে সে যেন ফিরে গিয়ে উয়ু করে এবং পুনরায় নামায পড়ে।

## بَابُ فِي الْمَذْيِ

অনুচ্ছেদ-৮৩ : বীর্ঘরস সম্পর্কে

২.৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الْحَدَّاءُ عَنْ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ حَتَّى تَشْفُقَ ظَهْرِي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَكَرَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلْ إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ.

২০৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খুব বেশী বীর্ঘরস নির্গত হতো। আর এজন্য আমি গোসল করতাম, এমনকি এতে আমার পিঠ ফেটে গেল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জানালাম অথবা অন্য কেউ তাঁকে এ ব্যাপারে জানালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এরূপ করো না। যখন তুমি বীর্ঘরস দেখবে পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে, তারপর নামাযের উয়ুর ন্যায় উয়ু করবে। আর মনি বা শুক্র বের হলে গোসল করবে।

টীকা : মনি বা শুক্র ঐ পানিকে বলা হয়, যা সহবাসের চরম মুহূর্তে বের হয়ে থাকে, যার পরে উত্তেজনা শেষ হয়ে যায়। আর মযি ঐ তরল পদার্থকে বলা হয় যা বীর্ঘ নির্গত হওয়ার পূর্বে বের হয় যার দরুন উত্তেজনা আরো বেড়ে যায়। পেশাবের আগে অথবা পরে কখনো কখনো যা বের হয় তাকে বলা হয় 'গলী'।

২.৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ

سَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يُسْأَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمُدَى مَاذَا عَلَيْهِ فَإِنْ عِنْدِي ابْنَتُهُ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ قَالَ الْمُقَدَّادُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ أَحَدَكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْتَضِحْ فَرَجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

২০৭। আল-মিকদাদ ইবনুল আসুওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব (রা) তাকে হুকুম দিলেন, তিনি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যে স্ত্রীর নিকটবর্তী হলেই তার বীর্যরস নির্গত হয়। এমতাবস্থায় সে কি করবে? রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কন্যা আমার নিকট রয়েছে, তাই আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করছি। মিকদাদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : তোমাদের কারো এরূপ অবস্থা হলে সে যেন তার লজ্জাস্থান ধোয় এবং নামাযের উয়ুর ন্যায় উয়ু করে।

٢٠٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِلْمُقَدَّادِ وَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا قَالَ فَسَأَلَهُ الْمُقَدَّادُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَفْسِلْ ذَكَرَهُ وَأَنْثِيئِهِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ الْمُقَدَّادِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২০৮। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) আল-মিকদাদ (রা)-কে বললেন... তারপর পূর্বোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেন। মিকদাদ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বীর্যরস বের হলে সে যেন তার পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষ ধোত করে।

٢٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ ثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِيثٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قُلْتُ لِلْمُقَدَّادِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ عَلِيٍّ - وَرَوَاهُ ابْنُ

إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُقَدَّادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرْ أَنْثِيئَهُ.

২০৯। আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মিকদাদকে বললাম... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। মিকদাদ (রা) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অপর এক রিওয়ায়েতে 'অণ্ডকোষের' উল্লেখ নাই।

২১০- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا  
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً وَكُنْتُ أَكْثَرُ مِنْهُ  
الْإِغْتِسَالِ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ  
إِنَّمَا يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَا  
يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ قَالَ يَكْفِيكَ بَأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ  
ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ.

২১০। সাহুল ইবনে হুনায়েফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অত্যধিক বীর্যরস নির্গত হওয়ার দরুন আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। অধিকাংশ সময় আমি গোসল করতাম। অবশেষে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : বীর্যরস বের হলে উয়ু করাই যথেষ্ট। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কাপড়ে যা লেগে যায় (তার কি হবে)? তিনি বললেন : এক অঞ্জলি পানি নিয়ে কাপড়ের যে স্থানে ময়ি লেগেছে বলে মনে হবে, ঐ স্থান ধুয়ে ফেললেই চলবে।

২১১- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ  
ثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ  
حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ  
الْمَاءِ فَقَالَ ذَلِكَ الْمَذْيُ وَكُلُّ فَحْلٍ يُمَذِّي فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرَجَكَ  
وَأَنْثِيئِكَ وَتَوَضَّأَ وَوَضَّأَكَ لِلصَّلَاةِ.

২১১। আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম : কিসের দরুন গোসল ওয়াজিব হয়? আর যে পানি গোসলের পর পুরুষাঙ্গ থেকে বের হয় (তার সম্পর্কেও

জিজ্ঞেস করলাম)। তার জন্য কি করতে হবে? তিনি বললেন : ঐ পানিকে বীর্যরস বলা হয়। প্রত্যেক প্রাণুবয়স্ক লোকেরই বীর্যরস নির্গত হয়। বীর্যরস বের হলে তোমার লজ্জাস্থান ও অণুকোষ ধুয়ে ফেলো এবং নামাযের উয়ুর ন্যায় উয়ু করো।

২১২- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ بَكَّارٍ قَالَ ثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَذَكَرَ مُوَاكَلَةَ الْحَائِضِ أَيْضًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

২১২। হারাম ইবনে হাকীম (র) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার স্ত্রী যখন হায়েয অবস্থায় থাকে তখন আমার জন্য কি (করা) হালাল? তিনি বললেন : পাজামার ওপরের অংশ তোমার জন্য হালাল। আর তিনি ঋতুবতী স্ত্রীকে নিয়ে একত্রে পানাহার করার কথাও উল্লেখ করেন। এরপর শেষ পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করেন।

টীকা : হায়েয অবস্থায় স্ত্রীকে আদর-সোহাগ করা, স্পর্শ করা ইত্যাদি জায়েয, কিন্তু সহবাস করা জায়েয নেই।

২১৩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْيَزَنِيُّ قَالَ ثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ سَعْدِ الْأَغْطَشِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ عَائِدِ الْأَزْدِيِّ قَالَ هِشَامُ هُوَ ابْنُ قُرْطٍ أَمِيرُ حِمصَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ بِالْقَوَى.

২১৩। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে পুরুষের জন্য কি হালাল? তিনি বললেন : পাজামার উপরের অংশ (হালাল)। আর তা থেকেও বেঁচে থাকা উত্তম।

### بَابُ فِي الْاِكْسَالِ

অনুচ্ছেদ-৮৪ : সহবাসে বীর্য নির্গত না হলে

২১৪- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى أَنْ



سَهْلَ ابْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبِي بَنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِقِلَّةِ النَّيِّابِ ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ.

২১৪। উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে শুধুমাত্র যৌন মিলনের ক্ষেত্রে সহবাসে বীর্ষ নির্গত না হলে লোকদের কাপড়-চোপড়ের স্বল্পতার দরুন গোসল না করার অনুমতি দেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি এমতাবস্থায় গোসল করার নির্দেশ দেন এবং গোসল ত্যাগ করতে নিষেধ করেন। আবু দাউদ বলেন, অর্থাৎ বীর্ষ নির্গত হলেই কেবল গোসল করতে হবে (সেই হাদীস সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে)।

٢١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ ثَنَا مُبَشَّرُ الْحَلْبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ أَبِي غَسَّانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي بَنُ كَعْبٍ أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَدَأِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَمَرَ بِالْإِغْتِسَالِ بَعْدُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ.

২১৫। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। শুরু বের হলেই শুধু গোসল করতে হবে বলে যে ক্ষতোয়া দেয়া হতো, তা ছিল এক ধরনের সুবিধাদান। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিশেষ সুবিধা দিয়েছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি গোসল করার নির্দেশ দেন।

٢١٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ الْفَرَاهِيدِيُّ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ وَأَغْرَقَ (الزَّق) الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

২১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : (স্ত্রীর) চার অঙ্গের মাঝখানে বসলে এবং যৌনাঙ্গ অপর যৌনাঙ্গে ডুবিয়ে দিলেই গোসল ওয়াজিব হয়।

٢١٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَكَانَ أَبُو سَلَمَةَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

২১৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : পানির জন্যই পানি ব্যবহার করতে হবে (অর্থাৎ শুক্র বের হলে) গোসল ওয়াজিব। আবু সালামা (র) একরুপই করতেন।

بَابُ فِي الْجُنُبِ يَعُودُ

অনুচ্ছেদ-৮৫ : একাধিকবার সহবাসে একবার গোসল করা

٢١٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ ثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ فِي غَسَلٍ وَاحِدٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ وَمَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَصَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২১৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন (রাতে) সব স্ত্রীদের নিকট গেলেন ও একবারই গোসল করলেন।

টীকা : একাধিকবার স্ত্রী সহবাসের পর বা একাধিক স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর একবার গোসল করাই যথেষ্ট।

بَابُ فِي الْوُضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ

অনুচ্ছেদ- ৮৬ : নাপাক অবস্থায় পুনর্বার সহবাসের জন্য উষু করা

٢١٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا حَمَادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَمَّتِهِ سَلْمَى عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غَسَلًا وَاحِدًا قَالَ هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَصَحُّ مِنْ هَذَا.

২১৯। আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন

(রাতে) সকল স্ত্রীর নিকট যান এবং প্রত্যেক স্ত্রীর নিকটই গোসল করেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সবশেষে একবারই কেন গোসল করছেন না? তিনি বলেন : এটাই বরং অধিকতর পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার পরিচায়ক।

২২. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكَّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ أَهْلُهُ ثُمَّ بَدَأَ لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وَضُوءًا.

২২০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ সহবাস করার পর পুনরায় সহবাসের ইচ্ছা করলে সে যেন উয়ু করে নেয়।

### بَابُ الْجُنْبِ يَنَامُ

অনুচ্ছেদ- ৮৭ : নাপাক অবস্থায় ঘুমানো

২২১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَصَيَّبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ.

২২১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, রাতে আমার (অনেক সময়) গোসলের প্রয়োজন হয়ে পড়ে (আমি কি করব?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : উয়ু করে নিও এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে নিও, তারপর ঘুম যেয়ো।

### بَابُ الْجُنْبِ يَأْكُلُ

অনুচ্ছেদ- ৮৮ : নাপাক অবস্থায় পানাহার করা

২২২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنْبٌ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

২২২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক অবস্থায় ঘুমানোর ইচ্ছা করলে নামাযের উয়ুর ন্যায় উয়ু করে নিতেন।

টীকা : ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (র) তাঁর মুওয়াত্তা গ্রন্থে বলেছেন, উয়ু না করে এবং লজ্জাস্থান না ধুয়ে ঘুমালেও কোন ক্ষতি নেই। আয়েশা (রা) থেকে আরেকখানি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহবাসের পর ঘুমাতে অথচ পানি স্পর্শ করতেন না। রাত জাগলে তিনি পুনরায় সহবাস করতেন, তারপর গোসল করতেন। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, শোকদের জন্য এটাই হচ্ছে সহজতর পন্থা। ইমাম আবু হানীফা (র)-ও এই মত পোষণ করেন।

২২৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنْبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ فَجَعَلَ قِصَّةَ الْأَكْلِ قَوْلَ عَائِشَةَ مَقْصُورًا. وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ عُرْوَةَ أَوْ أَبِي سَمَلَةَ. وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ.

২২৩। ইউনুস (র) যুহরী (র) থেকে একই সনদে একই অর্থের হাদীস বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তাতে একথাও আছে : নাপাক অবস্থায় তিনি খানা খাওয়ার ইচ্ছা করলে, উভয় হাত ধুয়ে নিতেন। আবু দাউদ বলেন, এ হাদীসই ইবনে ওয়াহব (র) ইউনুস (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি আহমদের কথটা আয়েশা (রা)-র বক্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

بَابُ مَنْ قَالَ الْجُنْبُ يَتَوَضَّأُ

অনুচ্ছেদ- ৮৯ : যে ব্যক্তি বলেন, নাপাক ব্যক্তি উয়ু করবে

২২৪- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ تَعْنِي وَهُوَ جُنْبٌ.

২২৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নাপাক অবস্থায় খানা খাওয়ার অথবা ঘুমাবার ইচ্ছা করতেন, তখন উয়ু করে নিতেন।

২২৫- حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا حَمَادٌ قَالَ أَنَا عَطَاءُ الْخُرَّاسَانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخِصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَيْنَ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَجُلٌ. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَبْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكَلَ تَوَضَّأَ.

২২৫। আমার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক ব্যক্তিকে উয়ু করে পানাহার করার অথবা ঘুমাবার অনুমতি দিয়েছেন। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে উমার ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেছেন, জুনুবী ব্যক্তি খানা খাওয়ার ইচ্ছা করলে উয়ু করে নিবে।

টীকা : হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, যদি কোন যুক্তিসংগত কারণে তৎক্ষণাত গোসল করা সম্ভব না হয়, তাহলে উয়ু করেও ঘুমানো বা পানাহার করা যায়। যেমন রমযানের রোযার মধ্যে যদি হাতে সময় কম থাকে, তাহলে প্রথমে উয়ু করেই সাহরী ইত্যাদি খেয়ে নেয়া, তারপর গোসল করাই বাঞ্ছনীয়।

## بَابُ الْجُنُبِ يُؤَخَّرُ الْغُسْلُ

অনুচ্ছেদ- ৯০ : নাপাক ব্যক্তির গোসলে বিলম্ব করা

٢٢٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا مُعْتَمِرٌ وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ فِي آخِرِهِ قَالَتْ رَبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرَبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ قُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قُلْتُ أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْ فِي آخِرِهِ قَالَتْ رَبَّمَا أَوْتَرَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرَبَّمَا أَوْتَرَ فِي آخِرِهِ قُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قُلْتُ أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ أَوْ يُخَافِتُ بِهِ قَالَتْ رَبَّمَا جَهَرَ بِهِ وَرَبَّمَا خَافَتْ قُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً.

২২৬। শুদায়ফ ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাবাতের গোসল কখন

করতে দেখেছেন, রাতের প্রথমভাগে না শেষভাগে? আয়েশা বললেন, কখনো তিনি রাতের প্রথমভাগে গোসল করতেন, কখনো বা শেষভাগে। আমি বললাম, আল্লাহ্ আকবার! সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি এ ব্যাপারে প্রশস্ততা দান করেছেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের প্রথম দিকে বেতের (নামায) পড়তেন, না শেষরাতের দিকে? তিনি বললেন, কখনো রাতের প্রথমদিকে তিনি বেতের পড়তেন আবার কখনো শেষরাতের দিকে পড়তেন। আমি বললাম, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি একে সহজসাধ্য করে দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন উচ্চস্বরে পড়তেন না অনুচ্চ স্বরে পড়তেন? তিনি বললেন, তিনি কখনো উচ্চস্বরে আর কখনো অনুচ্চস্বরে পড়তেন। আমি বললাম, আল্লাহ্ আকবার! সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি এ বিষয়ে প্রশস্ততা ও সহজতা দান করেছেন।

২২৭- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ.

২২৭। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ঘরে মূর্তি রয়েছে কিংবা কুকুর অথবা জুন্নুবী রয়েছে সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

টীকা : খাতাবী বলেছেন, এখানে ফেরেশতা দ্বারা রহমত ও বরকতের ফেরেশতা বোঝান হয়েছে, হেফযতের ফেরেশতা নয়। কারণ তারা কখনো পৃথক হয় না। এ হাদীস দ্বারা নাপাক লোকের জন্য গোসলে দেবী করা নিষেধ বোঝা যায়। কিন্তু এর দ্বারা মূলত যারা অযথা অধিক দেবী করে গোসল করে অথবা যারা নামায ত্যাগ করে কিংবা কয়েকদিন যাবত নাপাক অবস্থায় থাকে তাদের কথাই বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-ও গোসলে দেবী করতেন। কুকুর দ্বারা ঐসব কুকুরকে বোঝান হয়েছে যেগুলো শিকারী নয় অথবা পশু বা শস্যক্ষেত্রের হেফাজতে নিয়োজিত নয়। এছাড়া অন্যান্য কুকুর মেরে ফেলা জায়েয। আর মূর্তি বলতে প্রাণীর প্রতিকৃতি এবং মাটি-পাথর-কাঠ নির্মিত মূর্তি এ উভয় প্রকারকেই বোঝান হয়েছে। কেউ কেউ কেবল শেখোক্ত ধরনের মূর্তিকেই বুঝিয়েছেন।

২২৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمْسُ مَاءً. قَالَ أَبُو دَاوُدَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَاسِطِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ هَذَا الْحَدِيثُ وَهُمْ يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ.

২২৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম যেতেন নাপাক অবস্থায়, কোনরূপ পানি স্পর্শ না করেই। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি অনুমান নির্ভর।

### بَابُ فِي الْجُنْبِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

অনুচ্ছেদ- ৯১ : কোন ব্যক্তির নাপাক অবস্থায় কুরআন পড়া

২২৯- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ أَنَا وَرَجُلَانِ رَجُلٌ مِنَّا وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَحْسَبُ فَبَعَثَهُمَا عَلِيُّ وَجْهًا وَقَالَ إِنَّكُمَا عَلِيجَانِ فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْمَخْرَجَ ثُمَّ خَرَجَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةً فَتَمَسَّحَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَانْكُرُوا ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ قَالَ يَحْجِزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةُ.

২২৯। আবদুল্লাহ ইবনে সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-এর নিকট গেলাম। আমার সাথে আরো দু'জন লোক ছিল। একজন আমাদেরই মধ্য থেকে। আরেকজন সম্ভবত বনু আসাদ গোত্রের। আলী (রা) তাদের উভয়কে একদিকে পাঠালেন আর বললেন, তোমরা দুইজনই শক্তিশালী। কাজেই দীনের ক্ষেত্রে তোমরা তোমাদের শক্তি ব্যয় করবে। এরপর তিনি পায়খানায় গেলেন, সেখান থেকে বের হয়ে এসে পানি আনালেন। তিনি এক অঞ্জলি পানি হাতে নিয়ে মুখ মুছে নিয়ে কুরআন পড়তে লাগলেন। লোকেরা এটাকে আপত্তিকর মনে করলো। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা থেকে বের হয়ে এসে আমাদের কুরআন পড়াতেন, আমাদের সাথে গোশত খেতেন। আর কোন কিছুই তাঁকে কুরআন থেকে বিরত রাখতো না, একমাত্র জানাবাত (গোসল ফরয হওয়ার মত নাপাকি) ছাড়া।

### بَابُ فِي الْجُنْبِ يُصَافِحُ

অনুচ্ছেদ- ৯২ : জানাবাত অবস্থায় মুসাফাহা করা

২৩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى عَنْ مَسْعَرٍ عَنْ وَأَصْلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ فَأَهْوَى إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي جُنْبٌ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ يَنْجَسُ.

২৩০। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত হলে তিনি হুযায়ফার দিকে এগিয়ে আসলেন (মুসাফাহ করার জন্য)। হুযায়ফা (রা) বললেন, আমি তো নাপাক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : মুসলমান নাপাক হয় না বা মুসলমান নাপাক বা অপবিত্র নয়।

টীকা : অর্থাৎ জানাবত নাজাসাতে হুক্মী। এতে মানুষের শরীর বা ঘাম অপবিত্র হয় না। কাজেই জ্বুবীর সাথে মেলানেশা করা, খানা খাওয়া ইত্যাদি জায়েয।

۲۳۱- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى وَيِشْرُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَخْتَنَسْتُ فَذَهَبْتُ فَأَغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَكْرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجَسُ - قَالَ وَفِي حَدِيثٍ بِشْرٍ قَالَ ثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ ثَنَى بَكْرٌ -

২৩১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদীনার এক রাস্তায় আমার সাক্ষাত হলো। আমি তখন নাপাক অবস্থায় ছিলাম। কাজেই আমি পেছনের দিকে সরে গেলাম। তারপর গোসল করে আসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে হে আবু হুরায়রা? আমি বললাম, আমি নাপাক ছিলাম। তাই অপবিত্র অবস্থায় আপনার সাথে বসা আমি ভালো মনে করলাম না। তিনি বললেন : সুবহানাদ্বাহ! মুসলমান (কখনো) অপবিত্র হয় না।

টীকা : হানাকী ও জমহুর বিশেষজ্ঞদের মতে অমুসলিমরাও অপবিত্র হয় না। অবশ্য কুরআনে যে মুশরিকদের অপবিত্র বলা হয়েছে তা তাদের ভ্রাতৃ আকীদা-বিশ্বাসের প্রেক্ষিতেই বলা হয়েছে, শারীরিক অপবিত্রতা বোঝাবার জন্য নয়। ইবনে আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, 'যে তাদের সাথে মুসাফাহ করবে, সে যেন উষু করে নেয়।' এগুলো অধিক সতর্কতার জন্য।

بَابُ فِي الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

অনুচ্ছেদ- ৯৩ : নাপাক অবস্থায় কোন ব্যক্তির মসজিদে প্রবেশ করা

۲۳۲- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا أَفْلَتْ بِنُ خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جَسْرَةُ بِنْتُ بَجَاةٍ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَجُوهُ بِيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةً



فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَجَّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءً أَنْ يَنْزَلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ وَجَّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَا أَحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ فَلَيْتُ الْعَامِرِيُّ.

২৩২। জাসুরা বিনতে দিজাজা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন। এসে দেখলেন, সাহাবাদের ঘরের মুখ (বা দরোজা) মসজিদের দিকে ফেরানো ছিল (যাতে তারা সর্বদা সজুর মসজিদে যাওয়া-আসা করতে পারেন)। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : এসব ঘরের মুখ মসজিদ থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দাও। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় এসে দেখলেন, লোকেরা কিছুই করেনি, এ আশায় যে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন রোখসত বা অনুমতি নাযিল হয় কিনা। দ্বিতীয়বার এসেও নবী (সা) তাদের বললেন : এসব ঘরের মুখ মসজিদ থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দাও। কারণ ঋতুবতী মহিলা ও নাপাক লোকদের জন্য মসজিদে যাতায়াত আমি হালাল করছি না।

بَابُ فِي الْجُنُبِ يُصَلِّيُ بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاسٍ

অনুচ্ছেদ-৯৪ : নাপাক অবস্থায় কোন ব্যক্তি ভুলবশত নামাযে ইমামতি করলে

۲۳۳- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَادٌ عَنْ زِيَادِ الْأَعْلَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ.

২৩৩। আবু বাক্রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায (পড়াতে) শুরু করে তারপর হাতে ইশারা করলেন, তোমরা সবাই নিজ নিজ জায়গায় থাকো। এই বলে তিনি চলে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে আসলেন। তখন তাঁর মাথা থেকে পানি ঝরে পড়ছিল (অর্থাৎ তিনি গোসল করতে ভুলে গিয়েছিলেন, তা সমাধা করে আসলেন)। তারপর তিনি নামায পড়ালেন।

۲۳۴- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ فِي أَوْلِهِ فَكَبَّرَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَأَنْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ أَنْصَرَفَ ثُمَّ قَالَ كَمَا أَنْتُمْ. وَعَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ سَيْرِينَ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَبَّرَ ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَى الْقَوْمِ أَنْ اجْلِسُوا فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي صَلَاةٍ وَعَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَبَّرَ.

২৩৪। হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) একই সনদ ও একই অর্থে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। পার্থক্য এতটুকু যে, তার বর্ণিত হাদীসের শুরুতে রয়েছে : ‘যখন তিনি তাকবীরে তাহরীমা বললেন।’ আর শেষভাগে রয়েছে : ‘যখন তিনি নামায সমাপন করলেন তখন বললেন, ‘আমিও মানুষ। আমি জ্বুন্বী ছিলাম’ (তাই আমার গোসলের প্রয়োজন ছিল)। আবু হুরায়রার বর্ণনায় রয়েছে : ‘যখন তিনি জায়নামাযে দাঁড়ালেন ও আমরা তার তাকবীরের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, তখন তিনি ওখান থেকে চলে গেলেন আর বলে গেলেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান কর।’ মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন, ‘তিনি তাকবীরে তাহরীমা বললেন, তারপর লোকদের বসার জন্য ইশারা করে চলে গেলেন এবং গোসল করে ফিরে আসলেন। অনুরূপই বর্ণনা করেছেন মালিক (র) ইসমাঈল ইবনে আবু হাকীম (র) থেকে, তিনি আতা ইবনে ইয়াসার থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক নামাযের তাকবীর বললেন। রবী ইবনে মুহাম্মাদ (র) নবী সান্নায়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন : ‘তিনি তাকবীর বললেন’।

২৩৫- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْجَمِصِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا الزُّبَيْدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْأَزْرَقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ إِمَامٌ مَسْجِدٍ صَنْعَاءَ قَالَ ثَنَا رَبَّاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ ح وَثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ ثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مَقَامِهِ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَكَانَكُمْ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَنْطَفُ

رَأْسُهُ وَقَدْ اغْتَسَلَ وَنَحْنُ صُفُوفٌ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ حَرْبٍ وَقَالَ عِيَّاشُ  
فِي حَدِيثِهِ فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدْ اغْتَسَلَ.

২৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের জন্য ইকামত দেয়া হলো। লোকজন যথারীতি কাতারবন্দী হলো। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন। যখন তিনি তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে গেলেন তখন তাঁর স্বরণ হলো, তিনি গোসল করেন নাই। তিনি লোকদের বললেন : ‘তোমরা যথাস্থানে অবিচল থাক।’ এই বলে তিনি ঘরে চলে গেলেন। ঘর থেকে তিনি গোসল করে ফিরে আসলেন তখন তাঁর মাথা থেকে পানি ঝরে পড়ছিল। আমরা তখনো কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ানো ছিলাম। এটা হলো ইবনে হারবের বর্ণনা। আইয়াশের বর্ণনায় রয়েছে : ‘আমরা ঐভাবেই দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। অবশেষে তিনি গোসল করে আমাদের নিকট আসলেন।

بَابُ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَّةَ فِي مَنْامِهِ

অনুচ্ছেদ-৯৫ : কোন ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে কাপড় ভিজ্জা দেখলে

۲۳۶- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ ثَنَا حَمَادُ بْنُ خَالِدٍ الْخِطَّاطُ قَالَ  
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ  
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَّلَ وَلَا يَذْكُرُ  
اِحْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنْ قَدِ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَّلَ  
قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلِيمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعْلَيْهَا غُسْلُ  
قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرَّجَالِ.

২৩৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সে ঘুম থেকে জেগে ভিজ্জা দেখতে পায় অথচ স্বপ্নদোষের কথা তার স্বরণ হচ্ছে না। তিনি বলেন : তাকে গোসল করতে হবে। আরো প্রশ্ন করা হয়েছিল, এক ব্যক্তির মনে পড়ে যে, তার স্বপ্নদোষ হয়েছে, কিন্তু ভিজ্জা দেখতে পায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাকে গোসল করতে হবে না। উম্মু সুলাইম (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মেয়েলোকও যদি অনুরূপ (পুরুষের ন্যায়) দেখে (অর্থাৎ তাদেরও যদি স্বপ্নদোষ হয়) তাহলে তাদেরও কি গোসল করা জরুরী? তিনি বললেন : হ্যাঁ। নারীরাও তো পুরুষেরই মত।

## بَابُ الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ

অনুচ্ছেদ-৯৬ : পুরুষলোকের মতো মেয়েলোকের স্বপ্নদোষ হলে

۲۳۷- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا عَنبَسَةُ ثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ أَرَأَيْتِ الْمَرْأَةَ إِذَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ أَتَغْتَسِلُ أَمْ لَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ فَلَتَغْتَسِلِ إِذَا وَجَدَتْ الْمَاءَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ أَفَ لَكَ وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَةَ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ تَرِبْتَ يَمِينِكَ يَا عَائِشَةُ وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشُّبُهَةُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَى عَقِيلٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَيُونُسُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَابْنُ أَبِي الْوَزِيرِ عَنِ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَوَأَفَقَ الزُّهْرِيُّ مُسَافِعَ الْحَجَبِيِّ قَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ هَشَامَ بْنِ عُرْوَةَ فَقَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৩৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালিকের মা উম্মু সুলাইম আল-আনসারিয়া (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে বলেন, হে আব্দুল্লাহর রাসূল! আব্দুল্লাহ সত্যের ক্ষেত্রে লজ্জা করেন না! আচ্ছা, মেয়েলাকও যদি ঘুমে ঐরূপ দেখে যে রূপ পুরুষ দেখে থাকে, তাহলে তাকে গোসল করতে হবে কিনা? আয়েশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন : হ্যাঁ তাকেও গোসল করতে হবে, যদি পানি দেখতে পায়। আয়েশা (রা) বলেন, আমি উম্মু সুলাইমকে বললাম, আফসোস তোমার জন্য! মেয়েলোকেরও কি পুরুষের ন্যায় স্বপ্নদোষ হয়? রাসূলুল্লাহ (সা) (আমার কথা শুনে) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন : ধূলিমলিন হোক তোমার ডান হাত হে আয়েশা! তাই যদি না হবে, তাহলে সন্তান মায়ের মত (অবয়বের) হয় কি করে?

## بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي يُجْزَى بِهِ الْغُسْلُ

অনুচ্ছেদ-৯৭ : গোসলের জন্য আবশ্যিকীয় পরিমাণ পানি

۲۳۸- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَوَاحِدٍ هُوَ الْفَرْقُ مِنَ الْجَنَابَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَوَاحِدٍ فِيهِ قَدْرُ الْفَرْقِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ الْفَرْقُ سِتَّةٌ عَشَرَ رِطْلًا. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ صَاعُ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ خَمْسَةٌ أَرْطَالٍ وَثَلَاثٌ. قَالَ فَمَنْ قَالَ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ. قَالَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ مَنْ أَعْطَى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِرِطْلَيْنَا هَذَا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثَلَاثًا فَقَدْ أَوْفَى. قِيلَ لَهُ الصَّيْحَانِي تُقِيلُ قَالَ الصَّيْحَانِي أَطِيبُ قَالَ لَا أَدْرِي.

২৩৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ফারাকবিশিষ্ট একটি পাত্র থেকে পানি নিয়ে জানাবাতের গোসল করতেন। আবু দাউদ (র) বলেন, মা'মার যুহরী (র) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে : আয়েশা (রা) বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ে একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম। তাতে এক ফারাক পানি ধরতো। আবু দাউদ বলেন, আমি আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-কে বলতে শুনেছি, ফারাক হলো, ষোল রোতল।' আমি তাকে আরও বলতে শুনেছি, 'ইবনে আবু যি'বের মতে : এক সা' হলো পাঁচ রোতল ও এক রোতলের এক-তৃতীয়াংশ।' আর যিনি আট রোতল বলেছেন তা মাহফুয (সুরক্ষিত) নয়। আবু দাউদ বলেন, ইমাম আহমাদকে আমি বলতে শুনেছি, যে লোক আমাদের রোতলের পাঁচ রোতল ও এক তৃতীয়াংশ দ্বারা সদ্বকায়ে ফিতর দিল সে পূর্ণ ফিতরা দিল। লোকেরা বললো, সায়হানী (মদীনার এক প্রকার খেজুর) তো ভারী হয়ে থাকে। তিনি বললেন, সায়হানী কি উৎকৃষ্ট? তিনি বললেন, তা আমার জানা নেই।

### بَابُ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

অনুচ্ছেদ-৯৮ : নাপাকির গোসল করার নিয়ম

২৩৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا أَنَا فَأَفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا  
وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا.

২৩৯। জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানাবাতের গোসল সম্পর্কে উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি তো তিনবার পানি নিয়ে মাথার ওপর (থেকে) গড়িয়ে দেই। আর তিনি তাঁর উভয় হাতের দ্বারা ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন।

٢٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنِ  
الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا  
اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوِ الْحِلَابِ فَاخَذَ بِكَفَيْهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ  
رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ.

২৪০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন তিনি দুখ দোহাবার পাত্রে ন্যায় একটি পাত্র আনাতেন। অতঃপর উভয় হাতে পানি নিয়ে মাথার ডান দিকে পানি বহাতেন তারপর বামদিকে। এরপর উভয় হাতে পানি নিয়ে মাথার তালুতে ঢালতেন।

٢٤١- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْغِي ابْنَ  
مَهْدِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ صَدَقَةَ قَالَ ثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ أَحَدُ  
بَنِي تَيْمِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أُمِّي وَخَالَتِي عَلَى عَائِشَةَ  
فَسَأَلْتُهَا إِحْدَاهُمَا كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ عِنْدَ الْغُسْلِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ  
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ  
يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ وَنَحْنُ نُفِيضُ عَلَى رُؤُسِنَا خَمْسًا مِنْ  
أَجْلِ الضُّفْرِ.

২৪১। জুমায়' ইবনে উমাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার মাতা ও খালার সাথে আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলাম। তাদের একজন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কিভাবে গোসল করতেন? আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে নামাযের উয়ুর ন্যায় উয়ু করে নিতেন, তারপর তিনবার মাথায় পানি ঢালতেন। আর আমরা পাঁচবার (পানি) ঢালতাম, চুলের গোঁছা বা মুঠির দরুন।

টীকা : অর্থাৎ আমাদের মাথায় চুল বেশী হওয়ার দরুন ও তা অনেক সময় বাঁধা থাকায় আমরা পাঁচবার পানি ঢালতাম। যাতে পানি চুলের গোঁড়ায় ভালভাবে পৌঁছে যায়।

২৪২- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ الْوَأَشَجِيُّ وَمُسَدَّدٌ قَالَا نَا حَمَادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ سُلَيْمَانُ يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ بِيَمِينِهِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ غَسَلَ يَدَيْهِ يَصُبُّ الْإِنَاءَ عَلَى الْيُمْنَى ثُمَّ اتَّفَقَا فَيُغْسِلُ فَرْجَهُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ يُفْرِغُ عَلَى شِمَالِهِ وَرُبَّمَا كَانَتْ عَنِ الْفَرْجِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَدْخُلُ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ فَيُخَلِّلُ شَعْرَهُ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ الْبِشْرَةَ أَوْ أَنْقَى الْبِشْرَةَ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا فَإِذَا فَضِلَ فَضَلَّةً صَبَّهَا عَلَيْهِ.

২৪২। আয়েশা (রা) থেকে (স্ত্রী সহবাসজনিত নাপাকির বিষয়ে) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাবাতের গোসল করতেন, বা গোসল শুরু করতেন, তখন প্রথমে ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি ঢালতেন। মুসাদ্দাদ বলেন, উভয় হাত ধুতেন, পানির পাত্র ডান হাতে ঢালতেন। তারপর লজ্জাস্থান ধুতেন। মুসাদ্দাদ বলেন, বাম হাতের ওপর পানি ঢালতেন। কখনো কখনো আয়েশা (রা) লজ্জাস্থানের কথা ইশারা-ইংগিতে বর্ণনা করেছেন। তারপর উয়ু করতেন নামাযের উয়ুর ন্যায়। এরপর উভয় হাত পায়ে প্রবেশ করিয়ে চুল খিলাল করতেন। যখন তিনি বুঝতেন, সারা শরীরে পানি পৌছেছে অথবা শরীর পরিষ্কার হয়েছে, তখন মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন। সবশেষে অবশিষ্ট পানি নিজের গায়ে ঢেলে দিতেন।

২৪৩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأُ بِكَفَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ مَرَأَفَتَهُ وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَإِذَا أَنْقَاهُمَا أَهْوَى بِهِمَا إِلَى حَانِطٍ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْوَضُوءَ وَيَفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ.

২৪৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাবাতের গোসল করার ইচ্ছা করলে প্রথমে উভয় হাত কজ্জি সমেত ধুয়ে নিতেন, তারপর জোড়া বা গ্রহিসমূহ ধুতেন (অর্থাৎ ঐসব স্থান যেখানে ময়লা ইত্যাদি জমে থাকে। যেমন বগল, কনুই, দুই রানের মধ্যবর্তী স্থান ইত্যাদি) ও তাঁর ওপর পানি বহাতেন। উভয় হাত পরিষ্কার হয়ে গেলে, দেয়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ঘষে নিতেন। তারপর উয়ু শুরু করতেন ও মাথায় পানি ঢালতেন।

২৪৪- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُرْوَةَ الْهَمْدَانِي ثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَنَنْ شِئْتُمْ لَأُرِيَنَّكُمْ أَثَرَ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَائِطِ حَيْثُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

২৪৪। শাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, তোমরা যদি দেখতে চাও তাহলে আমি দেয়ালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের চিহ্ন তোমাদের দেখিয়ে দিব; সেখানে তিনি জানাবাতের গোসল করতেন।

২৪৫- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ نَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا يَغْتَسِلُ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَكْفَأُ الْأَنْاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فغَسَلَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ صَبَّ عَلَى فَرْجِهِ فغَسَلَ فَرْجَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فغَسَلَهَا ثُمَّ تَمَضَّمَضَ وَأَسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ تَنَحَّى نَاحِيَةً فغَسَلَ رِجْلَيْهِ فَنَاولَتْهُ الْمِنْدِيلَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ عَنْ جَسَدِهِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِالْمِنْدِيلِ بَأْسًا وَلَكِنْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْعَادَةَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدُ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ كَانُوا يَكْرَهُونَهُ لِلْعَادَةِ فَقَالَ هَكَذَا هُوَ وَلَكِنْ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي هَكَذَا.

২৪৫। মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য গোসলের পানি রাখলাম, জানাবাতের গোসল করার জন্য। তিনি পানির পাত্র কাত করে ডান হাতে পানি ঢাললেন ও ডান হাত ধুলেন দু'বার বা তিনবার। তারপর লজ্জাস্থানে পানি ঢাললেন ও বাম হাতে লজ্জাস্থান ধুলেন। অতঃপর মাটিতে হাত ঘষে ধুয়ে নিলেন, কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, মুখমণ্ডল ও উভয় হাত ধুলেন। তারপর মাথায় ও সমগ্র শরীরে পানি ঢাললেন। অতঃপর ঐ স্থান থেকে একটু সরে গিয়ে পা ধুলেন। আমি শরীর মোছার জন্য রুমাল দিলাম। তিনি তা গ্রহণ করলেন না এবং শরীর থেকে পানি ঝেড়ে ফেলতে লাগলেন। আ'মাশ (র) বলেন, আমি এটা ইবরাহীমের নিকট বললে তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে দাউদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সাহাবারা কি গামছা ব্যবহার অভ্যাসে পরিণত করার দরুনই এটাকে ঝারাপ মনে করতেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ, এরূপই। আর আমার গ্রন্থেও এরূপই দেখেছি।



টীকা : হয়তো না মোছাই উত্তম অথবা তাড়াহুড়ার জন্য তিনি এরূপ করেছেন। অথবা গরমের দরুন ভিজা শরীরই আরামদায়ক ছিল। অথবা কাপড়ে নাপাকি ছিল।

২৪৬- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَيْسَى الْخُرَّاسَانِيُّ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يُفْرِغُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى سَبْعَ مِرَارٍ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ فَنَسِيَ مَرَّةً كَمْ أَفْرَغَ فَسَأَلَنِي كَمْ أَفْرَعْتُ فَقُلْتُ لَا أَرَدِي فَقَالَ لَا أُمَّ لَكَ وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْرِي ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جِلْدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ يَقُولُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَهَّرُ.

২৪৬। শো'বা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) যখন জানাবাতের গোসল করতেন, ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি ঢালতেন সাতবার। তারপর লজ্জাস্থান ধুতেন। একবার তিনি ভুলে গেলেন, ক'বার পানি ঢেলেছেন? আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ক'বার আমি পানি ঢেলেছি? আমি বললাম, আমি তো জানি না! তিনি বললেন, তোমার মা না থাকুক। তুমি কেন মনে রাখলে না? তারপর উয়ু করতেন নামাযের উয়ুর ন্যায়। গায়ে পানি ঢেলে দিতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই পবিত্রতা অর্জন করতেন।

২৪৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُسْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ وَغَسَلَ الْبَوْلَ مِنَ الثُّوبِ سَبْعَ مِرَارٍ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتْ الصَّلَاةُ خَمْسًا وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَغَسَلَ الْبَوْلَ مِنَ الثُّوبِ مَرَّةً.

২৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথমত নামায ফরয ছিল পঞ্চাশ ওয়াক্ত, আর জানাবাতের জন্য গোসলের নির্দেশ ছিল সাতবার। অনুরূপভাবে কাপড়ে পেশাব লেগে গেলে তা ধোয়ার হুকুম ছিল সাতবার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবিরাম দোয়া করতে থাকেন (যাতে উম্মাতের জন্য আরো সহজ বিধান দেয়া হয়, তারপর দেয়া হলো দৈনিক পাঁচবার)। জানাবাতের জন্য গোসল একবার আর কাপড়ে পেশাব লেগে গেলে তা ধুতে হবে একবার।

২৪৮- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهِ نَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبِشْرَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهِ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

২৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক পশমের নিচে (বা মূলে) জানাবাত (নাপাকী) থাকে। কজেই পশম (ভাল করে) ধুয়ে নাও ও শরীর পরিচ্ছন্ন কর। আবু দাউদ (র) বলেন, অল-হারিস ইবনে ওয়াজীহ বর্ণিত হাদীসটি মুনকার এবং তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল।

٢٤٩- حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادُ أْنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ زَادَانَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فَعَلِ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ. قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ تَمَّ عَادَيْتُ شَعْرَ رَأْسِي فَمِنْ تَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي فَمِنْ تَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي وَكَانَ يَجْرُ شَعْرُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

২৪৯। 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে জানাবাতের গোসলে পশম পরিমাণ স্থান না ধুয়ে ছেড়ে দেবে, তাকে জাহান্নামে একরূপ শাস্তি দেয়া হবে। আলী (রা) বলেন, এজন্যই আমি আমার মাথার দূশমন হয়েছি। এ কারণেই আমি আমার মাথার দূশমন হয়েছি। এরই দরুন আমি আমার মাথার দূশমন হয়েছি। অনন্তর আলী (রা) তার মাথার চুল কেটে ফেলতেন (বা মুড়িয়ে ফেলতেন)। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

بَابُ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ-৯৯ : গোসলের পর উষু করা

٢٥٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا زُهَيْرُ نَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرُّكْعَتَيْنِ وَصَلْوَةَ الْغَدَاةِ وَلَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وَضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ.

২৫০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করে দুই রাকআত নামায পড়তেন এবং ফজরের নামায পড়তেন। কিন্তু আমি তাঁকে গোসলের পর পুনরায় উষু করতে দেখিনি।

بَابُ الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ-১০০ : গোসলের সময় মহিলারা কি তাদের মাথার চুলের বাঁধন খুলবে?

২৫১- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ السَّرْحِ قَالَا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ  
عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ  
مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ إِنَّ امْرَأَةً مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ  
زُهَيْرُ إِنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّيْ امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضَفْرَ رَأْسِيْ  
أَفَأَنْقِضُهُ لِلْجَنَابَةِ قَالَ إِنَّمَا يَكْفِيْكَ أَنْ تَحْفَنِيْ عَلَيْهِ ثَلَاثًا وَقَالَ زُهَيْرُ  
تَحْفِيْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثِيَّاتٍ مِّنْ مَّاءٍ ثُمَّ تُفِيضِيْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ فَإِذَا  
أَنْتِ قَدْ طَهَّرْتِ.

২৫১। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মুসলিম মহিলা জিজ্ঞেস করলো, যুহাইরের বর্ণনা মতে, উম্মু সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন : হে আব্বাহর রাসূল! আমি আমার মাথার চুল খুব মজবুতভাবে বেঁধে থাকি। জানাবাতের গোসলের সময় কি ঐ চুলের বাঁধন খুলে ফেলবো? তিনি বললেন : অঞ্জলি ভরে পানি নিয়ে তিনবার মাথায় ঢেলে দিলেই যথেষ্ট হবে। যুহাইরের বর্ণনায় রয়েছে : তিন অঞ্জলি পানি তাতে ঢেলে দেবে। তারপর সমগ্র শরীরে পানি ঢালবে, এতেই তুমি পবিত্র হয়ে যাবে।

২৫২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ ثَنَا ابْنُ نَافِعٍ يَعْنِي الصَّائِغَ  
عَنْ أُسَامَةَ عَنِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى أُمِّ  
سَلَمَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ فَسَأَلْتُ لَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
بِمَعْنَاهُ قَالَ فِيهِ وَأَغْمِزِي قُرُونَكَ عِنْدَ كُلِّ حَفْنَةٍ.

২৫২। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মেয়েলোক উম্মু সালামা (রা)-র নিকট আসল। তারপর উক্ত হাদীসের মতই বর্ণিত হয়েছে। তারপর রয়েছে : তিনি বলেন, আমি তার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলাম (প্রথমোক্ত হাদীসের মতই এর পরের বর্ণনা)। তবে তাতে এটুকু বেশী রয়েছে : রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, প্রত্যেক অঞ্জলি (মাথায়) ঢেলে চুলের বেণী নিংড়ে নিবে।

২৫৩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ نَا إِبْرَاهِيمُ  
بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ كَأَنَّهُ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ ثَلَاثًا حَفَنَاتٍ هَكَذَا تَغْنِي بِكَفِّئِهَا جَمِيعًا فَتَضِبُّ عَلَى رَأْسِهَا وَأَخَذَتْ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ فَضَبَّتْهَا عَلَى هَذَا الشَّقِّ وَالْأُخْرَى عَلَى الشَّقِّ الْآخَرَ.

২৫৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কারো গোসল করা আবশ্যিক হলে সে তিন অঞ্জলি পানি হাতে নিত। অর্থাৎ উভয় হাতে পানি নিয়ে মাথার উপর ঢেলে দিত। তারপর এক হাতে পানি নিয়ে মাথার এ পাশে আবার অপর হাতে পানি নিয়ে মাথার ওপাশে ঢালতো।

টীকা : এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রীগণ গোসলের সময় মাথার বেণী খুলতেন না। চুলের মূলে পানি পৌঁছিয়ে দেয়াই যথেষ্ট মনে করতেন।

২৫৪- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَغْتَسِلُ وَعَلَيْنَا الضَّمَامُ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحِلَّاتٍ وَمُحْرِمَاتٍ.

২৫৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাথার চুল-বন্ধনী (কাপড়) সহকারেই আমরা গোসল করতাম। তখন আমরা থাকতাম রাসূলুল্লাহ সাদ্বান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে, ইহরামবিহীন অবস্থায় ও ইহরাম বাঁধা অবস্থায়।

২৫৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ قَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ قَالَ ابْنُ عَوْفٍ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ ثَنِي ضَمُّمُ بْنُ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عَبِيدٍ قَالَ أَفْتَانِي جُبَيْرُ بْنُ نَفِيرٍ عَنِ الْغَسَلِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَنْ ثَوْبَانَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمْ اسْتَفْتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْتُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أَصُولَ الشَّعْرِ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا عَلَيْهَا أَنْ لَا تَنْقُضَهُ لَتَغْرِفَ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِكَفِّئِهَا.

২৫৫। শুরায়হু ইবনে ওবায়দে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুবাইর ইবনে নুফায়ের আমাকে জানাবাতের গোসল সম্পর্কে ফতোয়া দিয়েছেন যে, সাওবান (রা) তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারা নবী সাদ্বান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ সম্পর্কে ফতোয়া চেয়েছিলেন। তিনি বলেন : পুরুষ তার মাথা খুলে চুল ধুয়ে নেবে, যাতে পানি চুলের গোড়ায় যথারীতি পৌঁছে যায়। তবে মেয়েলোকের মাথা না খুললে কোন ক্ষতি নেই। উভয় হাতের তিন অঞ্জলি পানি মাথায় দিলেই তাদের চলবে।

بَابُ فِي الْجُنْبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ

অনুচ্ছেদ-১০১ : নাপাক ব্যক্তির খেতমী দ্বারা মাথা ধোত করা

২০৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ زِيَادٍ نَا شَرِيكَ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُوءَاءَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنْبٌ يَجْتَزِي بِذَلِكَ وَلَا يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ.

২৫৬। আয়েশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেতমী মিশ্রিত পানি দ্বারা জানাবাতের গোসল করতেন। এতেই যথেষ্ট হতো, দ্বিতীয়বার পানি ঢালতেন না। (খেতমী এক ধরনের উদ্ভিদ যা দ্বারা ঔষধ ইত্যাদি তৈরি করা হয়)।

بَابُ فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ

অনুচ্ছেদ-১০২ : স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রবাহিত পানির হুকুম

২০৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ نَا شَرِيكَ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُوءَاءَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَائِشَةَ فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ يَصُبُّ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ يَصُبُّهُ عَلَيْهِ.

২৫৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে পানি প্রবাহিত হয় সে সম্পর্কে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক অঞ্জলি পানি নিয়ে তা বীর্ঘ লাগার স্থানে ঢেলে দিতেন। পরে আরেক অঞ্জলি পানি নিয়ে তা শরীরে ঢেলে দিতেন।

টীকা : 'স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রবাহিত পানির' অর্থ স্বামী-স্ত্রীর গোসলে ব্যবহৃত পানির ছিটা-ফোটা পানির পায়ে পড়ে গেলে তাতে ঐ পানি অপবিত্র হবে না।

بَابُ مُوَآكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُجَامِعَتِهَا

অনুচ্ছেদ-১০৩ : ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে একত্রে আহার করা ও মেলামেশা করা

২০৮- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَادُ نَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ الْمَرْأَةُ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ وَلَمْ يُوْكَلُوْهَا وَلَمْ يُشَارِبُوْهَا وَلَمْ يُجَامِعُوْهَا

فِي الْبَيْتِ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرَهُ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَأَصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرِ النِّكَاحِ فَقَالَتِ الْيَهُودُ مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدْعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَادُ بْنُ بَشِيرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا أَفَلَا نَنْكَحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلْتُهُمَا هَدِيَّةً مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي أَثَارِهِمَا فَسَفَاهُمَا فَظَنْنَا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا.

২৫৮। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদীদের নিয়ম ছিল, তাদের মেয়েলোকের যখন মাসিক ঋতু আরম্ভ হতো, তাকে তারা ঘর থেকে বের করে দিতো। তার সাথে খাবার খেতো না, কিছু পানও করতো না। তার সাথে এক ঘরে বসবাসও করতো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন : “তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, হায়েয সম্পর্কে নির্দেশ কি? বলো, তা অপবিত্র। কাজেই তখন তোমরা সহবাস বর্জন করবে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত সংগম করবে না। তারা যখন পবিত্র হবে তখন তোমরা তাদের নিকট যাও ঠিক সেভাবে যেভাবে যেতে আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন। যারা পাপকাজ থেকে বিরত থাকে ও পবিত্রতা অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন” (সূরা বাকারা : ২২২ আয়াত)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : (হায়েয অবস্থায়) তাদের সাথে তোমরা একই ঘরে অবস্থান করো এবং সব কাজ করো (যেমন খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা ও আদর-সোহাগ ইত্যাদি) শুধু সহবাস ছাড়া। ইহুদীরা শুনে বললো, এ লোক (মুহাম্মাদ) চায়, যেন এমন কোন বিষয় অবশিষ্ট না থাকে যাতে সে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে না। উসাইদ ইবনে হুদায়ের ও আব্বাদ ইবনে বিশর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইহুদীরা একরূপ একরূপ বলেছে। তাহলে ঋতু অবস্থায় কি আমরা তাদের সাথে সহবাস করবো না? তাতে রাসূলুল্লাহ (সা)

অসন্তুষ্ট হন এমনকি আমরা মনে করলাম, হয়ত তাদের ওপর তিনি ক্রোধাধিত হয়েছেন। এরপর তারা চলে যেতে উদ্যত হলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোথাও থেকে দুধ হাদিয়া আসলো। তিনি তাদের ডেকে দুধ পান করালেন। তখন আমরা বুঝলাম তাদের ওপর তাঁর (সা) কোন ক্রোধ বা রাগ নেই।

২০৭- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعِظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ فَأَعْطِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ وَضَعْتُهُ وَأَشْرَبُ الشَّرَابَ فَأَنَاوِلُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كُنْتُ أَشْرَبُ مِنْهُ.

২৫৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাড় চুষে খেতাম হায়েয অবস্থায়। তারপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঐ হাড় দিতাম। তিনিও তাঁর মুখ হাড়ের ঐ স্থানে লাগাতেন, যেখানে আমি লাগিয়েছি। আবার পানীয় দ্রব্য পান করে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দিতাম। তিনি তাঁর মুখ ঐ স্থানে রেখেই পানীয় দ্রব্য পান করতেন যেখানে মুখ লাগিয়ে আমি পান করেছি।

২৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حَجْرِي فَيَقْرَأُ وَأَنَا حَائِضٌ.

২৬০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হায়েয অবস্থায় আমার কোলে মাথা রেখে কুরআন শরীফ পড়তেন।

بَابُ الْحَائِضِ تَنَاوُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-১০৪ : ঋতুবতী মেয়েলোকের মসজিদ থেকে কিছু লওয়া

২৬১- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسْرَهْدٍ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْتَسَتْ فِي يَدِكَ.

২৬১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (ঘর থেকে) বললেন : আমাকে মসজিদ থেকে নামাযের চাটাই

এনে দাও। আমি বললাম, আমি ঋতুবতী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমার হায়েয তো আর তোমার হাতে লেগে নেই।

টীকা : হায়েয অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ। তবে বাইরে থেকে টানা দিয়ে মসজিদ থেকে কিছু নেয়া জায়েয।

### بَابُ فِي الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

অনুচ্ছেদ-১০৫ : ঋতুবতী মেয়েলোক কাযা নামায পড়বে না

২৬২- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا وَهَيْبُ نَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ إِنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحْرُورِيَّةُ أَنْتِ لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَقْضِي وَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ.

২৬২। মু'আযা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, ঋতুবতী মেয়েলোক কি নামাযের কাযা আদায় করবে? তিনি বললেন, তুমি কি 'হারুরিয়া'? আমাদের তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে হায়েয হতো। আমরা নামাযের কাযা করতাম না এবং আমাদেরকে কাযা আদায় করার হুকুমও দেয়া হতো না।

টীকা : খারেজী সম্প্রদায়ের একটি শাখার নাম হারুরিয়া। এদের মতে ঋতুবতী মেয়েলোকের জন্য নামাযের কাযা করা জরুরী। কুফার নিকটস্থ হারুরা নামক স্থানের নামানুসারে এদের হারুরী নামকরণ করা হয়েছে। তাদের নেতার নাম ছিল দাসম খারেজী। হযরত আলী (রা)-র সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়েছিল।

২৬৩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو أَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَزَادَ فِيهِ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصُّومِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

২৬৩. মু'আযা আল-আদাবিয়া (র) আয়েশা (রা) থেকে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে আরো আছে : আমাদেরকে রোযা কাযা করার নির্দেশ দেয়া হতো। কিন্তু নামাযের কাযা আদায়ের নির্দেশ দেয়া হতো না।

### بَابُ فِي اتِّْيَانِ الْحَائِضِ

অনুচ্ছেদ-১০৬ : ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাসের কাফকারা

২৬৪- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ نَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى



اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَّصَدَّقُ  
بِدَيْنَارٍ أَوْ نِصْفِ دَيْنَارٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ قَالَ  
دَيْنَارٍ أَوْ نِصْفِ دَيْنَارٍ وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعَهُ شُعْبَةُ.

২৬৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সে যেন এক দীনার সদাকা করে অথবা আধা দীনার। আবু দাউদ বলেন, সহীহ বর্ণনাসমূহে এরূপই রয়েছে। তিনি বলেন, এক দীনার অথবা আধা দীনার। শো'বা কখনো এ হাদীস 'মরফু' হিসেবে বর্ণনা করেননি।

٢٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ نَا جَعْفَرُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ  
عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ  
عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فِدَيْنَارٌ وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ  
الدَّمِ فَنِصْفُ دَيْنَارٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ  
الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ.

২৬৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হায়েযের প্রারম্ভিক অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে তার কাফ্ফারা দিতে হবে এক দীনার। আর হায়েয বন্ধ হওয়ার কাছাকাছি সময় সহবাস করলে দিতে হবে আধা দীনার।

٢٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ نَا شَرِيكَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ  
مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ  
الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَّصَدَّقْ بِنِصْفِ دَيْنَارٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ  
وَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مُرْسَلًا. وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ  
عَبْدِ الرَّحْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمْرُهُ أَنْ يَتَّصَدَّقَ  
بِخُمْسَى دَيْنَارٍ وَهَذَا مُعْضَلٌ.

২৬৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: হায়েয অবস্থায় কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে কাফ্ফারাস্বরূপ সে অর্ধ দীনার সদাকা করবে। আবু দাউদ বলেন, আলী ইবনে বাযীমা (র) মিকসামের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপই মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অপর

এক বর্ণনায় আবদুল হাম্বীদ ইবনে আবদুর রহমান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী (উমার ইবনুল খাতাব) বলেন : নবী (সা) তাকে দুই-পঞ্চমাংশ দীনার সদাকা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটি মু'দাল হাদীস।

بَابُ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجَمَاعِ

অনুচ্ছেদ-১০৭ : যে ব্যক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস ছাড়া অন্য কিছু করে

۲۶۷- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيِّ ثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ حَبِيبِ مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ نُدْبَةَ مَوْلَاةٍ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ أَنْصَافِ الْفَخْذَيْنِ أَوِ الرَّكْبَتَيْنِ تَحْتَجِزُ بِهِ.

২৬৭। মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের কারো সাথে মেলামেশা করতেন, তখন তিনি হায়েয অবস্থায় থাকতেন, তিনি রানের মাঝামাঝি অথবা হাঁটু পর্যন্ত ইয়ার পরিহিত থাকতেন।

টীকা : মূল শব্দ রয়েছে 'মোবাবেলাত'। এর মানে মেলামেশা, গুঠাবসা, স্পর্শ করা ইত্যাদি, সহবাস নয়।

۲۶۸- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ أَحَدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا وَقَالَتْ مَرَّةً يُبَاشِرُهَا.

২৬৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ যখন ঋতুবতী হতো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইয়ার শক্ত করে পরিধানের নির্দেশ দিতেন। অতঃপর তিনি তার সাথে শয়ন বা মেলামেশা করতেন।

۲۶۹- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ جَابِرِ بْنِ صَبْحٍ قَالَ سَمِعْتُ خَلَّاسًا الْهَجْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيتُ فِي الشُّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنْ شَيْءٍ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَغْدُهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَإِنْ أَصَابَ تَعْنَى ثَوْبَهُ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَغْدُهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ.

২৬৯। আয়েশা (রা) বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কম্বলের মধ্যে রাত কাটাতে। আর আমি হয়েয অবস্থায় থাকতাম। আমার রক্ত তাঁর শরীরে লেগে গেলে তিনি শুধু ঐ স্থানই ধুয়ে ফেলতেন, অতিরিক্ত কোন অংশ ধুতেন না, তারপর নামায পড়তেন। আর রক্ত যদি তাঁর কাপড়ে লেগে যেতো, তাহলে শুধু ঐ স্থানটুকুই ধুয়ে নিয়ে ঐ কাপড়ে নামায পড়তেন, এর অতিরিক্ত কিছু ধুতেন না।

২৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غُرَابٍ قَالَ إِنَّ عَمَّةً لَهُ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَحَدَانَا تَحِيضُ وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا إِلَّا فِرَاشٌ وَاحِدٌ قَالَتْ أَخْبِرُكِ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فَمَضَى إِلَى مَسْجِدِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ تَعْنِي مَسْجِدَ بَيْتِهِ فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي وَأَوْجَعَهُ الْبَرْدُ فَقَالَ أَدْنِي مِنِّي فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ وَإِنْ اكْشَفِي عَنْ فَخْذِكَ فَكَشَفْتُ فَخْذِي فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلَيَّ فَخَذِي وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى دَفَىءَ وَنَامَ.

২৭০। উমারা ইবনে গুরাব (র) থেকে বর্ণিত। তার এক ফুফু আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, আমাদের মধ্যে (কখনো) কারো ঋতুস্রাব হয়। তার কাছে স্বামী-স্ত্রীর জন্য একটি মাত্র বিছানা থাকে (এ অবস্থায় তার কি করা কর্তব্য)? আয়েশা বলেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (সা) রাতের বেলা ঘরে আসলেন। আমি তখন হয়েয অবস্থায় ছিলাম। তিনি (ঘরের) নামাযের স্থানে চলে গেলেন। তিনি ফিরে আসতে আসতে আমার তন্দ্রা এসে গেল। আর ঠাণ্ডায় তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। তিনি বললেন : আমার কাছে আসো। আমি বললাম, আমার তো ঋতুস্রাব হয়েছে। তিনি বললেন : হোক না। তোমার উরু উন্মুক্ত করো। আমি আমার উরু উন্মুক্ত করলাম। তিনি তাঁর মুখ ও বক্ষ আমার রানের ওপর রাখলেন। আমি উপর থেকে তাঁর ওপর ঝুঁকে পড়লাম। তিনি গরম হলেন ও ঘুমিয়ে পড়লেন।

২৭১. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ أُمِّ ذُرَّةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ مِنَ الْمِثَالِ عَلَى الْحَصِيرِ فَلَمْ نَقْرَبْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتَّى نَطْهَرُ.

২৭১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ঋতুস্রাব হলে আমি বিছানা

ছেড়ে চাটাইয়ে চলে আসতাম। পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত আমি আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হতাম না।

২৭২- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثُوبًا.

২৭২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক স্ত্রী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋতুবর্তী স্ত্রীর সাথে কিছু করতে চাইলে তার লজ্জাস্থানের ওপর কাপড় ফেলে দিতেন।

২৭৩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا فِي فَرْجِ حَيْضِنَا أَنْ نَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُنَا وَأَيْكُمْ يَمَلِكُ أَرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَلِكُ أَرْبَهُ.

২৭৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের হায়েযের প্রথম অবস্থায়— যখন অধিক স্রাব হয় (নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত) শক্ত করে ইয়ার পরিধানের নির্দেশ দিতেন। তারপর আমাদের সাথে মেলামেশা করতেন। আর তোমাদের মধ্যে কে-ই বা তার উত্তেজনার মুহূর্তে নিজেকে সংযত রাখতে সক্ষম, যেরূপ সক্ষম ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম?

بَابُ فِي الْمَرَأَةِ تَسْتَحَاضُ وَمَنْ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ

অনুচ্ছেদ-১০৮ : মুস্তাহাযা মহিলাদের বর্ণনা। আর যে ব্যক্তি বলে, সে নামায ত্যাগ করবে

২৭৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَتَنْظُرُ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلَتَتْرِكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَفْتَ ذَلِكَ فَلَتَغْتَسِلِ ثُمَّ لَتَسْتَفْرِ بِثُوبٍ ثُمَّ لَتُصَلِّ.

২৭৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় এক মহিলার রক্তস্রাব হতো। উম্মু সালামা (রা) ঐ মহিলার জন্য কি হুকুম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তা জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : তার কর্তব্য হলো, ইস্তেহাযায় অক্রান্ত হবার আগে মাসের যে ক'দিন তার হায়েয হতো তা খেয়াল করে গুণে রাখবে এবং প্রতি মাসে সেই ক'দিন সে নামায ছেড়ে দেবে। ঐ ক'দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর যেন সে গোসল করে, তারপর পটি বেঁধে যেন নামায পড়ে (এ অবস্থায় রক্ত বের হলেও উম্মু অথবা নামায ভংগ হবে না)।

টীকা : মেয়েলোকের মাসিক ঋতুস্রাব সাধারণত কমপক্ষে তিনদিন ও উর্ধ্বে দশদিন অব্যাহত থাকে। এ সময়সীমার চাইতে কম বা বেশী সময় স্রাব হলে তা নিয়মিত হায়েযের মধ্যে গণ্য নয়। তা হচ্ছে 'ইস্তেহাযা' বা এক ধরনের রোগবিশেষ (রক্ত প্রদর)। যার এ রোগ হয় তাকে বলা হয় মুস্তাহাযা।

২৭৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَا ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْتَفْتَسِلْ بِمَعْنَاهُ.

২৭৫। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলার (ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশ) রক্তস্রাব অত্যধিক ছিল। বর্ণনাকারী লাইস উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করে বলেন, যখন হায়েযের সময়সীমা পার হয়ে যাবে ও নামাযের সময় উপস্থিত হবে তখন যেন সে গোসল করে নেয়... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

২৭৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَّاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ قَالَ فَإِذَا خَلَفْتَهُنَّ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْتَفْتَسِلْ وَسَاقَ مَعْنَاهُ.

২৭৬। জনৈক আনসারী কর্তৃক বর্ণিত। এক মহিলার রক্তস্রাবজনিত রোগ হলো। তারপর বর্ণনাকারী উবায়দুল্লাহ পূর্বোক্ত লাইসের হাদীসের মতই বর্ণনা করে বলেন, যখন তাদের হায়েযের সময়সীমা অতিবাহিত হবে এবং নামাযের সময় উপস্থিত হবে তখন যেন তারা গোসল করে নেয়... এরপর আগের মতই বর্ণনা করেছেন।

২৭৭- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانَ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فَلْتَتَشْرِكْ

الصَّلَاةُ قَدْرَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْتَفْتَسِلِ وَلَا تَسْتَذْفِرْ بِثُوبٍ ثُمَّ تُصَلِّيْ.

২৭৭। নাফে (লাইসের) ২৭৫ নং হাদীসের সূত্র ও অর্থানুরূপ বর্ণনা করে বলেন, সে যেন হায়েযের সময়সীমা পরিমাণ নামায ছেড়ে দেয়। তারপর থেকে যখন নামাযের সময় হয়, তখন যেন গোসল করে এবং পট্টি বেঁধে নামায পড়ে।

২৭৮- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا وَهَيْبُ نَا أَيُّوبُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيهِ تَدْعُ الصَّلَاةُ وَتَغْتَسِلُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ وَتَسْتَذْفِرُ بِثُوبٍ وَتُصَلِّي. قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمَى الْمَرْأَةَ الَّتِي كَانَتْ أَسْتَحِيضَتْ حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ.

২৭৮। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মু সালামা (রা) থেকে উক্ত ঘটনাই বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে, সে যেন নামায ছেড়ে দেয়। আর ঐ সময় ছাড়া বাকি সময় যেন সে গোসল করে নেয় ও কাপড়ের নেকড়া বেঁধে নামায পড়ে। আবু দাউদ বলেন, হাম্বাদ ইবনে যায়েদ আইয়ুবের মাধ্যমে বলেছেন, এ হাদীসে বর্ণিত উক্ত মুস্তাহাযা মহিলার নাম ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা)।

২৭৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّمِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَرَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلَانٌ دَمَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكَ حَيْضَتُكَ ثُمَّ اغْتَسَلِي. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ قُتَيْبَةُ بَيْنَ أَضْعَافٍ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ فِي أُخْرَاهَا وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ وَيُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اللَّيْثِ فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ.

২৭৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্তস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তার পানির পাত্র রক্তে পরিপূর্ণ দেখতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : “যে ক’দিন তুমি হায়েযের দরুন নামায থেকে বিরত থাকতে, ঐ ক’দিন তুমি বিরত থাকবে, তারপর গোসল করে নাও।

২৮০- حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ حَمَادٍ أَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ  
بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُتَدِّرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ  
إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَاظْطَرِّي إِذَا أَتَى قَرُوكَ فَلَا تَصَلِّيْ فَإِذَا مَرَّ  
قَرُوكَ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّيْ مَا بَيْنَ الْقَرَاءِ إِلَى الْقَرَاءِ.

২৮০। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু  
হুবাইশ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রক্তস্রাবের বিষয়ে  
অভিযোগ করে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  
বললেন : এটা একটা বিশেষ রগ থেকে নির্গত রক্ত। তুমি লক্ষ্য রাখবে, যখন তোমার  
হায়েযের সময় আসবে, তখন থেকে নামায পড়বে না যখন হায়েযের সময় অতিবাহিত  
হয়ে যাবে, তখন পবিত্র হয়ে যাবে (অর্থাৎ গোসল করবে), তারপর নামায পড়বে পরবর্তী  
হায়েয পর্যন্ত।

২৮১- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى نَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ يَعْنَى ابْنِ أَبِي  
صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثْتَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ  
أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا أَمَرَتْ أَسْمَاءَ أَوْ أَسْمَاءَ حَدَّثْتَنِي أَنَّهَا أَمَرَتْهَا فَاطِمَةُ  
بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ أَنْ تَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا  
أَنْ تَقْعُدَ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ ثُمَّ تَغْتَسِلِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ  
قَتَادَةُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ  
بِنْتَ جَحْشٍ أَسْتَحْيَضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ  
تَدْعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلِ وَنُصَلِّيَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَسْمَعْ  
قَتَادَةَ عَنْ عُرْوَةَ شَيْئًا وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ  
وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَدْعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا. قَالَ أَبُو  
دَاوُدَ وَهَذَا وَهَمٌّ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَيْسَ هَذَا فِي حَدِيثِ الْحَفَظِ عَنْ  
الزُّهْرِيِّ إِلَّا مَا ذَكَرَ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ. وَقَدْ رَوَى الْحَمِيدِيُّ هَذَا

الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَاءِهَا. وَرَوَتْ قَمِيرُ بِنْتُ عَمْرٍو زَوْجُ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ الْمُسْتَحَاضَةِ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانَ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَرَوَى أَبُو بَشِيرٍ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْسٍ أُسْتَحِضَتْ فَذَكَرَ مِثْلَهُ. وَرَوَى شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانَ وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي. وَرَوَى الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ إِنْ سَوَدَةَ أُسْتَحِضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ الْمُسْتَحَاضَةَ تَجْلِسُ أَيَّامَ قَرَاءِهَا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَمَارُ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَطَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْقِلُ الْخُثَعَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ. وَكَذَلِكَ رَوَى الشُّعْبِيُّ عَنْ قَمِيرَةَ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا.

২৮১। উরওয়া ইবনু যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আসমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন অথবা আসমা-ই আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করার জন্য। রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশ দিলেন, পূর্বে যে ক'দিন অপেক্ষা করতো (হায়েযের জন্য) এখনো ঐ ক'দিন অপেক্ষা করে তারপর গোসল করে নেবে।... যখনাব বিনতে উম্মু সালামা বর্ণনা করেন, উম্মু হাবীবা বিনতে জাহশের ইস্তেহাযা শুরু হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হায়েযের সময়সীমা পরিমাণ নামায ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন, তারপর



গোসল করে নামায পড়ার হুকুম করেন। আবু দাউদ (র) বলেন, কাতাদা (র) উরওয়া (র) থেকে কিছু শোনেননি। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবার ইস্তেহাযা ছিল। তিনি নবী (সা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে হায়েযের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আবু দাউদ বলেন, এটা ইবনে উয়াইনার ধারণাবিশেষ। এটা যুহরী থেকে হাদীসের হাফেযগণ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ নেই, শুধু তাই আছে যা সুহাইল ইবনে আবু সালেহ বর্ণনা করেছেন। আর হুমাইদীও এ হাদীস ইবনে উয়াইনা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে ‘হায়েযের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দেয়ার’ কথাটুকু উল্লেখ নেই।... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মুত্তাহাযা হায়েযের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দিবে। তারপর গোসল করবে। আবদুর রহমান ইবনুল কাসেম তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (মুত্তাহাযাকে) হায়েযের সময়সীমা পরিমাণ নামায ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।... ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, উম্মু হাবীবা বিনতে জাহ্শ (রা) রক্ত প্রদর রোগে আক্রান্ত হলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। আদী ইবনে সাবিত, তার পিতা, তার দাদার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন : মুত্তাহাযা মাসিকের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দিবে। অতঃপর গোসল করে নামায পড়বে।... আবু জা'ফার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাওদা (রা)-এর ইস্তেহাযা হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন, যখন হায়েযের মুদত শেষ হয়ে যাবে, তখন গোসল করবে ও নামায পড়বে।... আলী ও ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মুত্তাহাযা মাসিকের দিনগুলোতে বসে থাকবে (অর্থাৎ নামায পড়বে না)। এরূপই বর্ণনা করেছেন বনী হাশিমের মাওলা আন্নার ও তালক ইবনে হাবীব (র) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অন্যান্যরা। আবু দাউদ (র) বলেন, আল-হাসান, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, আতা, মাকহুল, ইবরাহীম, সালেম ও আল-কাসিমের এটাই অভিমত যে, মুত্তাহাযা (রক্ত প্রদরের রোগিণী) হায়েযের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দিবে।

بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّ الْحَيْضَةَ إِذَا أَدْبَرَتْ لَا تَدْعُ الصَّلَاةَ

অনুচ্ছেদ-১০৯ : হায়েয শেষ হয়ে গেলে নামায তরক করা যাবে না

২৮২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ قَالَ تَنَا زُهَيْرٌ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ قَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حَبَيْشٍ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ اسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا ذَاكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِ الصَّلَاةَ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي.

২৮২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, আমি একজন ইস্তেহাযা আক্রান্ত রোগী। কখনো আমি পবিত্র হই না। আমি কি নামায ছেড়ে দিব? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : এটা একটা রোগ (যা থেকে রক্ত নির্গত হয়), হায়েয নয়। যখন হায়েয আসবে তখন নামায ছেড়ে দিবে। আর যখন হায়েযের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে তখন তোমার রক্ত ধুয়ে (গোসল করে) নিয়ে নামায পড়বে।

২৮৩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ بِإِسْنَادٍ زُهَيْرٍ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكَ وَصَلِّي.

২৮৩। হিশাম (র) যুহাইরের সনদে একই অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেন। নবী (সা) বলেন, যখন ঋতুস্রাব এসে যাবে, নামায ছেড়ে দিবে। অতঃপর যখন ঋতুস্রাবের মেয়াদ পার হয়ে যাবে তখন রক্ত ধুয়ে নিয়ে (অর্থাৎ গোসল করে) নামায পড়বে।

بَابُ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ تَدَعُ الصَّلَاةَ

অনুচ্ছেদ-১১০ : হায়েয শুরু হলে নামায পড়া বর্জন করবে

২৮৪- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا أَبُو عَقِيلٍ عَنْ بُهَيْةَ قَالَتْ سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ عَائِشَةَ عَنْ امْرَأَةٍ فَسَدَ حَيْضُهَا وَأَهْرِيْقَتْ دَمًا فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَمْرَهَا فَلْتَنْظُرَ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيمٌ فَلْتَعْتَدَ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَيَّامِ ثُمَّ لَتَدَعِ الصَّلَاةَ فِيهِنَّ أَوْ بِقَدْرِهِنَّ ثُمَّ لَتَفْتَسِلِ ثُمَّ لَتَسْتَذْفِرَ بِثُوبٍ ثُمَّ تَصَلِّي.

২৮৪। বুহায়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি, এক মেয়েলোক আয়েশা (রা)-কে ঐ মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে যার হায়েয বিগড়ে গেছে, যার রক্তস্রাব অনবরত জারী থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (আয়েশাকে) নির্দেশ দিলেন আমি যেন তাকে বলে দেই : হায়েয নিয়মিত থাকাকালীন তার যে ক'দিন হায়েয হত তা যেন গণনা করে ততোদিন সে অপেক্ষা করে এবং ঐ সময় পরিমাণ নামায ছেড়ে দেয়, তারপর গোসল করে পটি বেঁধে নামায পড়ে।

২৮৫- حَدَّثَنَا ابْنُ عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيَّانِ قَالَا أَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ حَجَّشٍ خَتْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ عَوْفٍ أُسْتَحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسَلِي وَصَلِّي. قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُسْتَحِيضَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ حَجَّشٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَانَ ابْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةَ فِدْعِي الصَّلَاةَ فَإِذَا أَدْبَرْتَ فَاغْتَسَلِي وَصَلِّي. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْكَلَامَ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ غَيْرُ الْأَوْزَاعِيِّ. وَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَيْثُ وَيُونُسُ وَابْنُ أَبِي ذَنْبٍ وَمَعْمَرُ وَابْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَسَلِيمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا هَذَا الْكَلَامَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَإِنَّمَا هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ أَيْضًا أَمْرًا أَنْ تَدْعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا وَهُوَ وَهُمْ مِّنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ. وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ شَيْءٌ يَقْرُبُ مِنَ الَّذِي زَادَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي حَدِيثِهِ.

২৮৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্যালিকা ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-র স্ত্রী উম্মু হাবীবা বিনতে জাহ্শ সাত বছর যাবত রক্ত প্রদরে আক্রান্ত থাকেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ বিষয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এটা হায়েয নয় বরং এটা রগবিশেষ থেকে নির্গত রক্ত। কাজেই তুমি গোসল করে নামায পড়ো। আবু দাউদ বলেন, এ হাদীসে আওয়ামী (র) যুহরী, উরওয়া, উমরাহ, আয়েশা (রা) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফের স্ত্রী উম্মু হাবীবা বিনতে জাহ্শ (রা) সাত বছর যাবত রক্ত প্রদরে আক্রান্ত থাকেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন : যখন তোমার হায়েয আসে তখন নামায ছেড়ে দিবে, আর যখন হায়েয চলে যাবে গোসল করে নামায পড়বে।

আবু দাউদ (র) বলেন, উপরোক্ত বক্তব্য আওয়ামী (র) ব্যতীত যুহরীর আর কোন শিষ্য উল্লেখ করেননি। যুহরী (র) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন আমার ইবনুল হারিছ, লাইছ, ইউনুস, ইবনে আবু য়েব, মা'মার, ইবরাহীম ইবনে সা'দ, সূলায়মান ইবনে কাছীর, ইবনে ইসহাক ও সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা প্রমুখ। তারা উপরোক্ত বক্তব্য উল্লেখ করেননি।

আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে উয়াইনাও তাতে শব্দগত কিছু বাড়িয়ে বলেছেন : 'নবী (সা) তাকে হয়েযের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন'। তবে এটা ইবনে উয়াইনার ধারণাবিশেষ। এছাড়া যুহরী থেকে মুহাম্মাদ ইবনে আমর বর্ণিত হাদীসে যা কিছু রয়েছে, তা আওয়ামী বর্ণিত হাদীসেরই কাছাকাছি।

২৮৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ  
يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ  
فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ قَالَ إِتَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا  
كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا  
هُوَ عِرْقٌ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ  
كِتَابِهِ هَكَذَا ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ بَعْدُ حِفْظًا. قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ  
الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَذَكَرَ  
مَعْنَاهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي  
الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ إِذَا رَأَتْ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلَا تُصَلِّيْ وَأِذَا رَأَتْ  
الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلْتَفْتَسِلْ وَتُصَلِّي. قَالَ مَكْحُولٌ إِنَّ النِّسَاءَ لَا  
يَخْفَى عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةَ إِنَّ دَمَهَا أَسْوَدُ غَلِيظٌ فَإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ وَصَارَتْ  
صُفْرَةً رَقِيْقَةً فَإِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ فَلْتَفْتَسِلْ وَتُصَلِّ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ  
وَرَوَى حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ  
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةَ تَرَكْتَ  
الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرْتَ اغْتَسَلْتَ وَصَلَّتْ. وَرَوَى سُمَىُّ وَغَيْرُهُ عَنْ سَعِيدِ  
بْنِ الْمُسَيَّبِ تَجَلَّسَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ

يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى يُونُسُ  
عَنِ الْحَسَنِ الْحَانِضِ إِذَا مَدَّ بِهَا الدَّمَ تَمَسَّكَ بَعْدَ حَيْضَتِهَا يَوْمًا أَوْ  
يَوْمَيْنِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ. وَقَالَ التَّيْمِيُّ عَنْ قَتَادَةَ إِذَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ  
حَيْضِهَا خَمْسَةٌ أَيَّامٍ فَلْتُصَلَّ. قَالَ التَّيْمِيُّ فَجَعَلْتُ أَنْقَصُ حَتَّى بَلَغْتُ  
يَوْمَيْنِ فَقَالَ إِذَا كَانَ يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنْ حَيْضِهَا. وَسُئِلَ ابْنُ سَبْرِينَ  
عَنْهُ فَقَالَ النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ.

২৮৬। ফাতিমা বিনতে আবু হ্বাইশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার রক্তস্রাব হলে নবী সাদ্বাওয়াহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : হায়েযের রক্ত কালো হয়ে থাকে, তা (দেখলেই) চেনা যায়। যদি এ রক্ত হয় তাহলে নামায থেকে বিরত থাকবে। আর যদি অন্য রকম হয় তাহলে উয়ু করে নামায পড়বে। কারণ তা হচ্ছে একটি রগ থেকে নির্গত রক্ত।... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমার রক্তস্রাব হয়েছিল... তারপর অনুরূপ বর্ণনা করেন। আবু দাউদ বলেন, আনাস ইবনে সীরীন ইবনে আব্বাস (রা) থেকে মুস্তাহাযা সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেছেন : যদি সে গাঢ়, প্রচুর ও ব্যাপক রক্ত দেখে তাহলে নামায পড়বে না। আর পবিত্রতা দেখলে— যদিও তা অল্প কিছুক্ষণের জন্য হয়— গোসল করে নামায পড়বে।

মাকহুল বলেন, মেয়েলোকদের নিকট হায়েযের রক্ত অস্পষ্ট বা অজানা কিছু নয়। হায়েযের রক্ত গাঢ় কালো রংয়ের হয়ে থাকে। এটা শেষ হয়ে হালকা হলুদ বর্ণ ধারণ করলে তা-ই ইস্তেহাযা। তখন তার গোসল করে নামায পড়া কর্তব্য।... সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব মুস্তাহাযা সম্পর্কে বলেন, হায়েয শুরু হলে নামায ছেড়ে দেবে। আর তা শেষ হয়ে গেলে গোসল করে নামায পড়বে।

সুমাই' প্রমুখ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব থেকে আরো বর্ণনা করেছেন : হায়েযের দিনগুলোতে যেন বসে থাকে (অপেক্ষা করে)।... আবু দাউদ বলেন, ইউনুস হাসান থেকে বর্ণনা করেন, ঋতুবতী মেয়েলোকের রক্তস্রাব অধিক দিন অব্যাহত থাকলে হায়েযের পর একদিন অথবা দুদিন নামায পড়া থেকে বিরত থাকবে। তারপর সে মুস্তাহাযা গণ্য হবে। আত-তায়মী কাতাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন, তার হায়েযের দিন থেকে যদি পাঁচ দিন অতিরিক্ত অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে সে নামায পড়বে। আত-তায়মী আরো বলেন, আমি তা কমিয়ে দুই দিন ধার্য করেছি। অতএব ঐ দুই দিন হায়েযের মধ্যে গণ্য হবে। ইবনে সীরীনকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, মহিলারা এ বিষয়ে অধিক অকণত।

٢٨٧- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَغَيْرُهُ قَالَا نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو ثنا  
زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ حَجَّشٍ قَالَتْ كُنْتُ أُسْتَحَاضُ  
 حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 اسْتَفْتِيهِ وَأَخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ حَجَّشٍ فَقُلْتُ  
 يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى  
 فِيهَا قَدْ مَنَعْتَنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فَقَالَ أَنْعْتُ لَكَ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ  
 يَذْهَبُ الدَّمُ قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَتَكَ قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ  
 ذَلِكَ قَالَ فَاتَّخِذِي ثَوْبًا فَقَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا أَتَّجُّ نَجًّا قَالَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَامُرُكَ بِأَمْرَيْنِ بَايَهُمَا فَعَلْتَ  
 أَجْزَى عَنكَ مِنَ الْآخِرِ فَإِنْ قَوَيْتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ قَالَ لَهَا إِنَّمَا  
 هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكْضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحْيِضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ  
 فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ ثُمَّ اغْتَسَلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكَ قَدْ طَهُرْتِ  
 وَأَسْتَنْقَاتِ فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً  
 وَأَيَّامَهَا وَصَوْمِي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيكَ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا  
 يَحِضُنَ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهَرُنَّ مِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطَهْرِهِنَّ فَإِنْ قَوَيْتِ  
 عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ  
 الصَّلَاةَيْنِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَتُؤَخِّرِينَ المَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ العِشَاءَ ثُمَّ  
 تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاةَيْنِ فَافْعَلِي وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الفَجْرِ  
 فَافْعَلِي وَصَوْمِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ  
 ثَابِتٍ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ فَقَالَ قَالَتْ حَمْنَةُ هَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ لَمْ  
 يَجْعَلْهُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَهُ كَلَامَ حَمْنَةَ. قَالَ أَبُو  
 دَاوُدَ كَانَ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ رَافِضِيًّا وَذَكَرَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ. وَلَكِنَّهُ  
 كَانَ صَدُوقًا فِي الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ حَدِيثُ  
 ابْنِ عَقِيلٍ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئٌ.

২৮৭। হামনা বিনতে জাহ্শ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অত্যন্ত বেশী স্রাব হতো। আমি আমার অবস্থা বর্ণনা ও মাসআলা জিজ্ঞেস করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। আমি তাঁকে আমার বোন যয়নাব বিনতে জাহ্শের ঘরে পেলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার অত্যন্ত বেশী রক্তস্রাব হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে (নামায ইত্যাদি বিষয়ে) কি পরামর্শ দেন? আমার তো নামায-রোযাও বন্ধ। তিনি বলেন : আমি তোমাকে তুলা ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছি। এতে তোমার রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে। হামনা বলেন, তা এর চাইতেও বেশী। তিনি বলেন : কাপড়ের পট্টি বেঁধে নাও। হামনা বলেন, তা এর চেয়েও বেশী। আমার তো রীতিমত রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তাহলে আমি তোমাকে দু'টি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি। তার কোন একটি অনুসরণ করলেই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। উভয়টির উপর যদি আমল করতে পারো, তাহলে তা তুমিই ভালো জানো। তিনি তাকে বললেন : এটা শয়তানের লাথি বা স্পর্শবিশেষ। কাজেই তুমি (প্রতি মাসে) নিজেকে ছয় অথবা সাত দিন ঋতুবতী ধরে নেবে। আর প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই অবগত। তারপর গোসল করবে। যখন তুমি নিজেকে পাক-পবিত্র মনে করবে তখন তেইশ অথবা চব্বিশ দিন যাবত নামায পড়বে ও রোযা রাখবে। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। এরূপ প্রতি মাসে করো যেরূপ অন্যান্য মহিলারা হয়েছে ও পবিত্রতার ক্ষেত্রে করে থাকে। আর তুমি এরূপও করতে পারো : যোহরের নামায দেৱীতে এবং আসরের নামায এগিয়ে এনে পড়ে নেবে। গোসল সেরে নিয়ে এভাবে যোহর ও আসর উভয় নামায একত্রে পড়বে। অপরদিকে মাগরিবকে দেৱীতে ও এশাকে এগিয়ে আনবে। গোসল সেরে নিয়ে উভয় নামায একত্রে পড়ে নেবে। আর ফজরের সময় গোসল করে নামায পড়বে ও রোযা রাখবে- যদি এরূপ করা তোমার পক্ষে সম্ভবপর হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দু'টি পছুর মধ্যে এই দ্বিতীয় পদ্ধতিই আমার নিকট অধিকতর পছন্দনীয়। আবু দাউদ (র) বলেন, আমার ইবনে সাবিত-ইবনে আকীল (র) বলেন, হামনা (রা) বলেন, দু'টি পছুর মধ্যে শেষোক্তটিই আমার অধিক পছন্দনীয়। ইবনে আকীল কথ্যটি হামনার উক্তি বলে বর্ণনা করেছেন, নবী (সা)-এর বক্তব্য নয়। আবু দাউদ বলেন, আমার ইবনে সাবিত রাফেযী বলেন, এটা ইয়াহুইয়া ইবনে মাঈন থেকে বর্ণিত। কিন্তু তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সত্যবাদী ছিলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আহমাদ (র)-কে বলতে শুনেছি, ইবনে আকীল বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে আমি সন্দিহান।

بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

অনুচ্ছেদ-১১১ : মুস্তাহাযা প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য গোসল করবে

২৮৮- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلْمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَا ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ حَجَّشٍ خَتْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ عَوْفٍ أُسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَأَغْتَسِلِيَّ وَصَلِّي قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبِ بِنْتِ حَجَّشٍ حَتَّى تَعْلُو حُمْرَةَ الدَّمِ الْمَاءَ.

২৮৮। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্যালিকা ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-র স্ত্রী উম্মু হাবীবা বিনতে জাহ্‌শের সাত বছর যাবত ইস্তেহাযা চলতে থাকে। তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মাসআলা জানতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এটা হায়েয নয়, বরং এটা হচ্ছে রগ-এর রক্তবিশেষ। কাজেই তুমি গোসল করে নামায পড়ো। আয়েশা (রা) বলেন, উম্মু হাবীবা (রা) তার বোন যয়নাব বিনতে জাহ্‌শের ঘরে একটি বিরাট পাত্রে গোসল করতেন। তার ইস্তেহাযা রক্তের লালিমা পানিকে ছাপিয়ে উঠতো।

২৮৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَنبَسَةَ نَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عُمَرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَانَ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

২৮৯। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান (র) উম্মু হাবীবা (রা) থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে : আয়েশা (রা) বলেন, তিনি (উম্মু হাবীবা) গোসল করতেন প্রত্যেক নামাযের জন্য।

২৯- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ الْهَمْدَانِيِّ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتِ حَجَّشٍ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُمَرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَأَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُمَرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ.



২৯০। উরওয়া (রা) আয়েশা (রা) থেকে একই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করে নিতেন। ইবনে উয়াইনা তার হাদীসে বলেন “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (প্রত্যেক নামাযের জন্য) গোসল করার নির্দেশ দিলেন”। অবশ্য যুহরী একথাটুকু উল্লেখ করেননি।

২৯১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيْبِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ أُسْتَحْيِضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ أَيْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

২৯১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা (রা) সাত বছর পর্যন্ত রক্ত প্রদরে আক্রান্ত থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন গোসল করার। কাজেই তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্যই গোসল করতেন। এরূপই বর্ণনা করেছেন আওয়ামীও। তাতে আছেঃ আয়েশা (রা) বলেন, তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্যই গোসল করতেন।

২৯২- حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ أُسْتَحْيِضَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَلَمْ أَسْمَعُهُ مِنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُسْتَحْيِضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا وَهُمْ مِنْ عَبْدِ الصَّمَدِ وَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ أَبِي الْوَلِيدِ.

২৯২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় উম্মু হাবীবা বিনতে জাহ্‌শের ইস্তেহাযা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে গোসল করার নির্দেশ দেন। তারপর হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন। আবু দাউদ বলেন, এ হাদীস আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসীও বর্ণনা করেছেন, কিন্তু আমি তার নিকট থেকে তা শুনিনি। তিনি সুলাইমান ইবনে কাসীর-যুহরী-উরওয়ার

মাধ্যমে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যয়নাব বিনতে জাহ্শ ইন্তেহায়ায় আক্রান্ত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : তুমি প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করবে... তারপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। আবু দাউদ বলেন, হাদীসটি আবদুস সামাদও সুলাইমান ইবনে কাসীরের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে : প্রত্যেক নামাযের জন্য উষু করে নিবে। আবু দাউদ বলেন, এটা আবদুস সামাদের ধারণা। আবুল ওয়ালীদের বর্ণনাই এ ব্যাপারে সঠিক।

২৭২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ وَكَانَتْ تَحْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّيَ. وَأَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يُرِيْبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ ائْتَمَا هِيَ أَوْ قَالَ ائْتَمَا هُوَ عِرْقُ أَوْ قَالَ عُرُوقٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ الْأَمْرَانِ جَمِيعًا قَالَ إِنَّ قَوِيَّتَ فَاغْتَسَلِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَالْأَفْجَمِعِي كَمَا قَالَ الْقَاسِمُ فِي حَدِيثِهِ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْقَوْلُ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ.

২৯৩। আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যয়নাব বিনতে আবু সালামা আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক মহিলার রক্তস্রাব হতো। উক্ত মহিলা ছিলেন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-র স্ত্রী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করে নামায পড়ার জন্য। আবু সালামা (র) বলেন, উম্মু বাকর আমাকে অবহিত করেছেন, আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঐ মহিলার যার পবিত্র হওয়ার পর রক্ত দেখা দেয়, সে যদি সন্দেহে পতিত হয় তাহলে (তার জেনে রাখা দরকার) গুটা হচ্ছে রগ বা রগসমূহ-এর রক্ত বিশেষ। আবু দাউদ বলেন, ইবনে আকীলের হাদীসে দু'টি বিষয়েরই উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেছেন : যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করবে। অন্যথায় দুই- দুই নামায একত্র করে নিবে, যেরূপ কাসেম তার হাদীসে বর্ণনা করেছেন। আর একথা বর্ণিত আছে সাঈদ ইবনে যুবাইর থেকে, যা তিনি আলী ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَنْ قَالَ تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا

অনুচ্ছেদ-১১২ : মুস্তাহাযার একই গোসলে দুই ওয়াস্তের নামায পড়া

۲۹۴- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُسْتَحْبِضَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرْتُ أَنْ تَعْجَلَ الْعَصْرَ وَتُوَخَّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَأَنْ تُوَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَتَعْجَلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا تَغْتَسِلَ لصلوة الصُّبْحِ غُسْلًا فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْئٍ.

২৯৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় এক মহিলা রক্ত প্রদরে আক্রান্ত হয়। তার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো, আসরের নামায শীঘ্র পড়ার ও যোহরের নামায দেরীতে পড়ার, আর উভয় নামাযের জন্য একবার গোসল করার জন্য। অনন্তর তার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো মাগরিবের নামায দেরীতে ও এশার নামায শীঘ্র করে পড়ার এবং উভয় নামাযের জন্য একবার গোসল করার জন্য, আর ফজরের নামাযের জন্য একবার গোসল করতে। এ হাদীসের বর্ণনাকারী আবদুর রহমান ইবনে কাসেমকে শো'বা জিজ্ঞেস করেছিলেন, এটা কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া কারো থেকে কিছু বর্ণনা করি না।

۲۹۵- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى نَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سَهْلٍ أُسْتَحْبِضَتْ فَآتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِنَّ امْرَأَةً أُسْتَحْبِضَتْ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا بِمَعْنَاهُ.

২৯৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহ্লা বিনতে সুহাইলের ইস্তেহাযা হলে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসেন। নবী (সা) তাকে প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করার নির্দেশ দিলেন। এটা যখন তার জন্য কষ্টসাধ্য হলো, তিনি তাকে একই গোসলে যোহর ও আসর একত্রে পড়ার নির্দেশ দিলেন এবং মাগরিব ও এশাকে এক গোসলে একত্র করার নির্দেশ দিলেন। আরো নির্দেশ দিলেন ফজরের জন্য গোসল করার।

আবু দাউদ বলেন, উক্ত হাদীস ইবনে উয়াইনা- আবদুর রহমান ইবনুল কাসেম- তার পিতার মাধ্যমেও বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে : এক মহিলার ইস্তেহাযা হলো, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। নবী (সা) তাকে নির্দেশ দিলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

২৯৬- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ أَنَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ يَعْنَى ابْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتَحْبِضَتْ مِنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَجْلِسَ فِي مِرْكَنٍ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةَ فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلِ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَغْتَسِلِ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَغْتَسِلِ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَوَضَّأَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مُجَاهِدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ.

২৯৬। আসমা বিনতে উমাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল। ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশের ইস্তেহাযা হয়েছে। কাজেই তিনি এতদিন থেকে নামায পড়ছেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সুবহানাল্লাহ! এটা তো শয়তানের অনিষ্ট বৈ নয়। সে একটি বড়ো (পানির) পায়ে বসবে। পানির ওপর যদি হলুদ রং দেখতে পায়, তাহলে যোহর ও আসরের জন্য একবার গোসল করবে, মাগরিব ও এশার জন্য একবার গোসল করবে এবং ফজরের জন্য একবার করবে। আর মধ্যবর্তী সময়ের জন্য উষু করে নেবে।

আবু দাউদ বলেন, এ হাদীস মুজাহিদও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে, তার পক্ষে যখন গোসল করা কষ্টকর হয়ে পড়লো, তখন তাকে নবী (সা) দুই ওয়াস্তের নামায একত্র করে পড়ার নির্দেশ দিলেন।

بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ طَهْرٍ إِلَى طَهْرٍ

অনুচ্ছেদ-১১৩ : যে ব্যক্তি বলেন, রক্ত শ্রদের রোগিণী দুই তুহরের মাঝখানে একবার গোসল করবে

২৯৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنِ زِيَادٍ قَالَ أَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا شَرِيكُ عَنْ أَبِي الْيَقْطَانِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيُ وَالْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ عُمَانُ وَتُصَوِّمُ وَتُصَلِّيُ.

২৯৭। আদী ইবনে সাবিত, তার পিতা, তার দাদা থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুস্তাহাযা সম্পর্কে বলেছেন : হায়েযের দিনগুলোতে সে নামায ছেড়ে দিবে, তারপর গোসল করে নামায পড়বে। আর প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু করবে। আবু দাউদ বলেন, উসমান (র) আরো বলেছেন, সে রোযা রাখবে ও নামায পড়বে।

২৯৮- حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكَيْعُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةَ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ خَبَرَهَا قَالَ ثُمَّ اغْتَسَلِي ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلِّي.

২৯৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসল। এসে তার নিজের সংবাদ তাঁকে অবহিত করলেন। তিনি বললেন : তারপর গোসল করবে ও প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু করে নামায পড়বে।

২৯৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ نَا يَزِيدُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي مِسْكِينٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ يَعْنِي مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَوَضَّأُ إِلَى أَيَّامِ أَقْرَانِهَا.

২৯৯। উযু কুলসুম (র) আয়েশা (রা) থেকে মুস্তাহাযা সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন : ইস্তেহাযায় আক্রান্ত মহিলা একবার মাত্র গোসল করবে, তারপর তার পবিত্র অবস্থা চলাকালে উযু করে নামায পড়তে থাকবে।

৩০০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ الْوَاسِطِيُّ نَا يَزِيدُ عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ

عَنْ أَبِي شُبْرُمَةَ عَنْ امْرَأَةٍ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ وَأَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ لَا تَصِحُّ وَدَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ هَذَا الْحَدِيثُ أَوْقَفَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ وَأَنْكَرَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ حَبِيبٍ مَرْفُوعًا. وَأَوْقَفَهُ أَيْضًا اسْبَاطُ عَنْ الْأَعْمَشِ مَوْفُوفًا عَلَى عَائِشَةَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ عَنْ الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا أَوْلَهُ وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَدَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ حَبِيبٍ هَذَا أَنْ رِوَايَةَ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فِي حَدِيثِ الْمُسْتَحَاضَةِ. وَرَوَى أَبُو الْيَقْظَانَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَارِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ وَبَيَّانٌ وَمُغِيرَةُ وَفِرَاسٌ وَمُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ حَدِيثِ قَمِيرٍ عَنْ عَائِشَةَ تَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ. وَرِوَايَةُ دَاوُدَ وَعَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ قَمِيرٍ عَنْ عَائِشَةَ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً. وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ الْمُسْتَحَاضَةَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ إِلَّا حَدِيثَ قَمِيرٍ وَحَدِيثَ عُمَارِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَحَدِيثَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ وَالْمَعْرُوفُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْغُسْلُ.

৩০০। আয়েশা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ থেকে বর্ণনা করেন।

আবু দাউদ (র) বলেন, হাবীব ও আইউব আবুল আলা (র) থেকে আদী ইবনে ছাবিত ও আল-আ'মশ (র) কর্তৃক বর্ণিত এই প্রসঙ্গের সব হাদীসই যঈফ, সহীহ নয়। হাবীব বর্ণিত হাদীসটি মারযুফ হওয়ার বিষয়টি হাফস ইবনে গিয়াছ প্রত্যাখ্যান করেছেন। আয়েশা (রা) থেকে আল-আ'মশ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি মওকুফ হওয়ার ব্যাপারে আসবাত ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন।

আবু দাউদ বলেন, ইবনে দাউদ হাদীসটির প্রথমংশ মহানবী (সা)-এর বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য (রক্ত প্রদরের রোগিনীর) উযু করার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন। যুহরী-উরওয়া-আয়েশা (রা) মুস্তাহাযা সংক্রান্ত

হাদীসে বলেন, তিনি (মুক্তাহাযা) প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য গোসল করতেন- এই রিওয়ায়াত হাবীব (র) বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের দুর্বলতা নির্দেশ করে।

আবুল ইয়াকলান-আদী ইবনে সাবিত-তার পিতা আলী (রা) এবং বনু হাশিমের মুক্ত দাস আন্নার ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবদুল মালেক ইবনে মাইসারা-বাইয়ান আল-মুগীরা, ফিরাস ও মুজলিদ আশ-শা'বী-কুমাইর-আয়েশা (রা) সূত্রে আছে : “রক্ত প্রদরের রোগিণী প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য উযু করবে।” দাউদ-আসেম-আশ-শা'বী-কুমাইর-আয়েশা (রা) সূত্রে এসেছে : “সে প্রতিদিন একবার মাত্র গোসল করবে।”

হিশাম-উরওয়া-তার পিতার সূত্রে আছে : “রক্ত প্রদরে আক্রান্ত নারী প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য স্বতন্ত্রভাবে উযু করবে।” এইসব সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহ যঈফ-কুমাইর-এর হাদীস, বনু হাশিমের মুক্ত দাস আন্নারের হাদীস এবং হিশাম ইবনে উরওয়া কর্তৃক তার পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীস ব্যতীত। ইবনে আব্বাস (রা)-র প্রসিদ্ধ মত হলো, “রক্ত প্রদরে আক্রান্ত রোগিণীকে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য গোসল করতে হবে।

بَابُ مَنْ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ ظَهْرِ إِلَى ظَهْرِ

অনুচ্ছেদ-১১৪ : যে ব্যক্তি বলেন, রক্তপ্রদরে আক্রান্ত নারী দুই যোহরের নামাযের মাঝখানে একবার গোসল করবে

৩-১- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَمِيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّ الْقَعْقَاعَ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلَاهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْئَلُهُ كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَقَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ ظَهْرِ إِلَى ظَهْرِ وَتَوْضَأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَنْقَرَتْ بِثَوْبٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَنْسَ بْنَ مَالِكٍ تَغْتَسِلُ مِنْ ظَهْرِ إِلَى ظَهْرِ. وَكَذَلِكَ رَوَى دَاوُدُ وَعَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ امْرَأَتِهِ عَنْ قَمِيرٍ عَنْ عَائِشَةَ الْأَنْ دَاوُدَ قَالَ كُلُّ يَوْمٍ. وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ قَالَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَقَوْلُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَالِكُ إِنِّي لَأُظَنُّ حَدِيثَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِنْ ظَهْرِ إِلَى ظَهْرِ قَالَ فِيهِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ ظَهْرِ إِلَى ظَهْرِ وَلَكِنَّ الْوَهْمَ دَخَلَ فِيهِ. فَقَلَّبَهَا النَّاسُ فَقَالُوا مِنْ ظَهْرِ إِلَى ظَهْرِ. وَرَوَاهُ مِسْنُورُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ يَرْبُوعٍ قَالَ فِيهِ مِنْ ظَهْرِ إِلَى ظَهْرِ فَقَلَّبَهَا النَّاسُ مِنْ ظَهْرِ إِلَى ظَهْرِ.

৩০১। আবু বাক্কর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম সুমাই (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

কা'কা'আ ও যায়েদ ইবনে আসলাম (র) সুমাইকে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের নিকট পাঠালেন। যাতে সুমাই তাকে জিজ্ঞেস করেন, মুস্তাহাযা কিভাবে গোসল করবে? সাঈদ (র) বললেন, মুস্তাহাযা গোসল করবে যোহর থেকে যোহর পর্যন্ত (অর্থাৎ প্রত্যেক যোহর নামাযের পূর্বে গোসল করবে)। আর অযু করবে প্রত্যেক নামাযের জন্য। যদি অত্যধিক রক্তস্রাব হয় তাহলে যেন কাপড়ের পট্টি পরিধান করে।

আবু দাউদ বলেন, ইবনে উমার ও আনাস ইবনে মালেক (র) থেকে এরূপ বর্ণনা রয়েছে : গোসল করবে এক যোহর থেকে পরবর্তী যোহর পর্যন্ত। আর এরূপই বর্ণনা রয়েছে আয়েশা (রা) থেকে। কিন্তু তাতে দাউদ বলেছেন, প্রত্যেক দিন (গোসল করতে হবে)। আর আসেমের বর্ণনায় রয়েছে : যোহরের সময় গোসল করবে। আর একই অভিमत হলো সালেম ইবনে আবদুল্লাহ, হাসান ও আতা (র)-এর। ইমাম মালেক বলেন, আমার মনে হয় সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের হাদীস এরূপ হবে : সে গোসল করবে এক তোহর (পবিত্রাবস্থা) থেকে আরেক তোহরে। কিন্তু তাতে সন্দেহ প্রবেশ করেছে। একই হাদীস বর্ণনা করেছেন মিসওয়াল ইবনে আবদুল মালিক ইবনে সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ইয়ারবু'। তাতে তোহর থেকে তোহর পর্যন্তই রয়েছে। কিন্তু লোকেরা তাতে পরিবর্তন করে যোহর থেকে যোহর পর্যন্ত করে নিয়েছে।

بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَلَمْ يَقُلْ عِنْدَ الظُّهْرِ مَرَّةً

অনুচ্ছেদ-১১৫ : যে ব্যক্তি বলেন, মুস্তাহাযা প্রতি দিন একবার গোসল করবে, কিন্তু তিনি বলেননি- সে যুহরের ওয়াক্তে একবার গোসল করবে

৩-২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اسْمَاعِيلَ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ مَفْعَلِ الْخُثَعَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا انْقَضَى حَيْضُهَا اغْتَسَلَتْ كُلَّ يَوْمٍ وَأَتَّخَذَتْ صَوْفَةً فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ.

৩০২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইস্তেহাযা আক্রান্ত মহিলার যখন হায়েকাল অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তখন প্রত্যেক দিন গোসল করবে এবং ঘি অথবা তেলবিশিষ্ট একটি কাপড় লজ্জাস্থানে ব্যবহার করবে।

بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ بَيْنَ الْأَيَّامِ

অনুচ্ছেদ-১১৬ : মুস্তাহাযা মধ্যবর্তী দিনগুলোতে গোসল করবে

৩-২- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَتُصَلِّيُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِي الْأَيَّامِ.



৩০৩। মুহাম্মাদ ইবনে উসমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি কাসেম ইবনে মুহাম্মাদকে মুস্তাহাযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন, হায়েযের দিনগুলোতে সে নামায ছেড়ে দিবে, তারপর গোসল করে নামায পড়বে। তারপর মধ্যবর্তী দিনগুলোতে গোসল করবে।  
 টীকা : শরীয়াতে হায়েযের দিনগুলো অভিজ্ঞ হওয়ার পরও জরায়ু থেকে যে রক্ত নির্গত হয় তাকেই ইস্তেহাযা বলা হয়। এ সময় নামায-রোযা ইত্যাদি ত্যাগ করা যাবে না এবং তখন সহবাস করা জায়েয। কিন্তু ইমাম আহমাদের মতে এ সময় সহবাস করা যাবে না। এ হাদীসে ইস্তেহাযা চলাকালে প্রতিদিন গোসলের কথা বলা হয়েছে।

### بَابُ مَنْ قَالَ تَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ

অনুচ্ছেদ-১১৭ : মুস্তাহাযা প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের জন্য উযু করবে

৩.৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَاتَهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَامْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَثَنَا بِهِ ابْنُ عَدِيٍّ حِفْظًا فَقَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَشُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ الْعَلَاءُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْقَفَهُ شُعْبَةُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ تَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

৩০৪। ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা)-র ইস্তেহাযা রোগ ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : যখন হায়েযের রক্ত নির্গত হয়, তা কালো রংয়ের হয়ে থাকে তা সহজেই চেনা যায়। তখন তুমি নামায ছেড়ে দিবে। যখন অন্য রকম রক্ত নির্গত হবে তখন উযু করে নামায পড়বে। আবু দাউদ (র) বলেন, শো'বা (র) আবু জা'ফরের সাথে মতৈক্য পোষণ করে বলেন, 'রক্ত প্রদরের রোগিণী প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য উযু করবে'।

### بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوءَ إِلَّا عِنْدَ الْحَدَثِ

অনুচ্ছেদ-১১৮ : উযু শুংগ হলেই কেবল মুস্তাহাযাকে উযু করতে হবে

৩.৫- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ نَا هُشَيْمٌ نَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أُسْتَحِضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْ تَنْتَظِرَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلِ وَتُصَلِّيَ فَإِنْ رَأَتْ شَيْئًا مِّنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ.

৩০৫। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা বিনতে জাহুশের ইস্তেহাযা হলো। নবী সাদ্দাঙ্কাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হায়েযের দিনসমূহে (নামায ইত্যাদির ব্যাপারে) অপেক্ষা করার নির্দেশ দিলেন, তারপর গোসল করে নামায পড়ার হুকুম দিলেন। আর তিনি যদি উযু ভংগ হওয়ার মত কিছু অনুভব করেন, তাহলে উযু করে নামায পড়তে বললেন।

۳-۶- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ وَضُوءًا عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثٌ غَيْرُ الدَّمِ فَتَوَضَّأَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ.

৩০৬। রাবী'আ (র) থেকে বর্ণিত। তার অভিমত হলো, মুস্তাহাযার জন্য প্রত্যেক নামাযের পূর্বে উযু করার দরকার নেই। কিন্তু যদি তার উযু নষ্ট হয়ে যায়, অবশ্যই ইস্তেহাযা ছাড়া, তাহলে উযু করে নিবে। আবু দাউদ বলেন, মালিক ইবনে আনাসের এই মত।

بَابُ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

অনুচ্ছেদ-১১৯ ৪ কোন মহিলা পবিত্র হওয়ার পর হলুদ বর্ণ বা ময়লা দেখলে

۳-۷- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ وَكَانَتْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا.

৩০৭। উম্মু আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাদ্দাঙ্কাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাই'আত করেছিলেন। তিনি বলেন, হায়েয থেকে পাক হয়ে যাওয়ার পর ময়লা বা হলুদ রংয়ের কিছু নির্গত হলে আমরা তা (হায়েযের মধ্যে) গণনা করতাম না।

۳-۸- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا إِسْمَاعِيلُ نَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِمِثْلِهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ أُمُّ الْهُذَيْلِ هِيَ حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ كَانَ ابْنُهَا إِسْمُهُ هُذَيْلٌ وَإِسْمُ زَوْجِهَا عَبْدُ الرَّحْمَانَ.

৩০৮। উম্মু আতিয়া (রা) পূর্বোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, উম্মুল হোযাইল হচ্ছেন হাফসা বিনতে সীরীন। তার ছেলের নাম ছিল হোযাইল এবং স্বামীর নাম আবদুর রহমান।

### بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا

অনুচ্ছেদ-১২০ ৪ মুস্তাহাযার সাথে স্বামীর সহবাস করা

৩-৯- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ نَا مُعْلَى بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُسَهَّرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ كَانَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ تُسْتَحَاضُ فَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا - قَالَ اَبُو دَاوُدَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ مُعْلَى ثِقَةٌ وَكَانَ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا يَرَوِي عَنْهُ لِاَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الرَّأْيِ.

৩০৯। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা (রা)-র ইস্তেহাযা হতো। এ অবস্থায় তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতেন। আবু দাউদ (র) বলেন, ইয়াহুইয়া ইবনে মাস্নিন (র) মুআল্লাকে সিকাহ রাবী বলেছেন। আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতেন না। কারণ তিনি নিজ মতামত প্রয়োগ করতেন।

৩১- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَهْمِ نَا عَمْرُو بْنُ اَبِي قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ اَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا.

৩১০। হামনা বিনতে জাহ্শ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুস্তাহাযা থাকতেন। এমতাবস্থায় তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতেন।

### بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ النَّفْسَاءِ

অনুচ্ছেদ-১২১ ৪ নেফাসের সময়সীমা নির্ধারণের বর্ণনা

৩১১- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرُ نَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى عَنْ اَبِي سَهْلٍ عَنْ مُسَّةَ عَنْ اُمِّ سَلْمَةَ قَالَتْ كَانَتْ النَّفْسَاءُ عَلَيَّ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً وَكُنَّا نَطْلِيْ عَلَيَّ وَجُوْهِنَا الْوَرَسَ يَعْنِي مِنَ الْكَلْفِ.

৩১১। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নেফাসসম্বন্ধ মহিলারা চল্লিশ দিন বা চল্লিশ রাত যাবত অপেক্ষারত

থাকতে (অর্থাৎ নামায ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতো)। আর আমরা আমাদের মুখমণ্ডলে ওয়ারস্ (এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত ঘাস) ঘষে দিতাম, মুখের দাগ দূর করার জন্য।

৩১২- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ يَعْنِي حَبِيَّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَزْدِيُّ يَعْنِي مُسَةَ قَالَتْ حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ سَمْرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ بِقَضَائِنَ صَلَوَةِ الْمَحِيضِ فَقَالَتْ لَا يَقْضِينَ كَأَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ فِي النَّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَضَاءِ صَلَوَةِ النَّفَاسِ. قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ حَاتِمٍ وَأَسْمُهَا مُسَةُ تُكْنَى أُمُّ بُسَّةَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ كُنِيَّتُهُ أَبُو سَهْلٍ.

৩১২। কাসীর ইবনে যিয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট আয্দ গোত্রীয় মুসসাহ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি হজ্জ করতে গিয়েছিলাম। তখন উম্মু সালামা (রা)-র নিকট গিয়েছিলাম। আমি বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) মেয়েলোকদের হয়েযকালীন নামায কাযা করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলেন, না ঐ নামায কাযা করতে হবে না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীরা নেফাসের সময় চল্লিশ দিন যাবত বসে থাকতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নেফাসকালীন নামায কাযা করার নির্দেশ দিতেন না।

### بَابُ الْأَغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

অনুচ্ছেদ-১২২ ৪ হায়েয থেকে পাক হওয়ার গোসল করার নিয়ম

৩১৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ ثَنَا سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ أَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُهَيْمٍ عَنْ أُمِّيَّةِ بِنْتِ أَبِي الصَّلْتِ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَدْ سَمَّاهَا لِي قَالَتْ أَرَدْتَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَقِيبَةَ رَحْلِهِ قَالَتْ فَوَاللَّهِ لَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصُّبْحِ فَأَنَاحَ وَنَزَلَتْ عَنْ حَقِيبَةَ رَحْلِهِ فَاذَا بِهَا دَمٌ مَنِيٌّ وَكَأَنَّتُ أَوَّلَ حَيْضَةٍ حَضَّتْهَا قَالَتْ

فَتَقَبَّضْتُ إِلَى الثُّاقَةِ وَاسْتَحَيْتُ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِي وَرَأَى الدَّمَ قَالَ مَا لَكَ لَعَلَّكَ نَفْسَتْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَصْلِحِي مِنْ نَفْسِكَ ثُمَّ خُذِي إِنَاءً مِنْ مَاءٍ فَاطْرَحِي فِيهِ مِلْحًا ثُمَّ اغْسِلِي مَا أَصَابَ الْحَقِيبَةَ مِنَ الدَّمَ ثُمَّ عُوِّدِي لِمَرْكَبِكَ قَالَتْ فَلَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ رَضَخَ لَنَا مِنَ الْفَيْءِ قَالَتْ وَكَأَنْتِ لَا تَطَهَّرُ مِنْ حَيْضَةٍ إِلَّا جَعَلْتَ فِي طَهُورِهَا مِلْحًا وَأَوْصَتْ بِهِ أَنْ يُجْعَلَ فِي غُسْلِهَا حَيْنَ مَاتَتْ.

৩১৩। উমাইয়্যা বিনতে আবুস সাল্ত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি গিফার গোত্রের এক মহিলার সূত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর পেছনে উটের উপর হাওদায় প্রকোষ্ঠে চড়ালেন। আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরবেলা উটের পিঠ থেকে অবতরণ করলেন। তিনি নেমে যখন উটকে বসালেন, আমিও ঐ প্রকোষ্ঠ থেকে নামলাম এবং তাতে রক্তের চিহ্ন দেখতে পেলাম। এটা ছিল আমার প্রথম হায়েয। এতে আমি লজ্জায় সংকুচিত হয়ে উটের সাথে মিলে গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমার এ অবস্থা দেখলেন এবং রক্তও দেখতে পেলেন তখন বললেন তোমার কি হলো? সম্ভবত তোমার হায়েয শুরু হয়েছে। আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন : তুমি নিজেকে সামলে নাও (অর্থাৎ কিছু বেঁধে নাও, যাতে রক্ত বাইরে কিছুতে লাগতে না পারে)। তারপর একটি পাত্র ভর্তি পানি নিয়ে তাতে কিছু লবণ ফেলে দাও। অতঃপর ঐ পানি দিয়ে হাওদায় যে রক্ত লেগেছে তা ধুয়ে ফেলো। তারপর ঐ জয়গায় আরোহণ করো। উক্ত মহিলা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খায়বার জয় করলেন, তখন আমাদেরকেও একটি অংশ দিলেন— যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে। এরপর ঐ মহিলা যখনই হায়েয থেকে পবিত্র হতেন, তখনি পানিতে লবণ মিশিয়ে নিতেন (তারপর ব্যবহার করতেন)। মৃত্যুকালেও তিনি ওসিয়াত করে যান যেন তার গোসলের পানিতে লবণ মেশানো হয়।

۳۱۴- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا سَلَامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ أَسْمَاءَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ أَحَدَانَا إِذَا طَهَّرْتَ مِنَ الْمَحِيضِ قَالَ تَأْخُذُ سِدْرَهَا وَمَاءَهَا فَتَوَضُّأُ ثُمَّ تَغْسِلُ رَأْسَهَا وَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْمَاءُ أَصُولَ شَعْرِهَا ثُمَّ تُفِيضُ عَلَى جَسَدِهَا ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَتَهَا فَتَطَهَّرُ بِهَا. قَالَتْ يَا رَسُولَ

اللَّهُ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَرَفْتُ الَّذِي يَكْنِي عَنْهُ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهَا تَتَّبِعِينَ آثَارَ الدَّمِ.

৩১৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসমা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ হয়েছে থেকে পবিত্র হয়ে কিভাবে গোসল করবে? তিনি বললেন : প্রথমে বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে উয়ু করবে, মাথা ধুইবে ও তা রগড়াবে। যাতে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়। তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দিবে। পরে কাপড় দিয়ে গা মুছে পাক করে নেবে। আসমা (রা) বললেন, তা দ্বারা কিভাবে পবিত্র হবো, হে আল্লাহর রাসূল! আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইশারা-ইংগিতে যা বোঝাতে চেয়েছেন আমি তা বুঝতে পেরেছি। আমি তাকে বলে দিলাম, যেখানে রক্ত লেগে থাকে কাপড় দিয়ে রগড়ে তা পরিষ্কার করে ফেলবে।

۳۱۵- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ  
عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ الْاَنْصَارِ فَاتَّخَذَتْ  
عَلَيْهِنَّ وَقَالَتْ لِهِنَّ مَعْرُوفًا. قَالَتْ دَخَلَتْ اِمْرَاةً مِنْهُنَّ عَلَى  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ اِلَّا اَنَّهُ قَالَ فِرْصَةً  
مُمْسَكَةً وَقَالَ مُسَدَّدٌ كَانَ أَبُو عَوَانَةَ يَقُولُ فِرْصَةً وَكَانَ أَبُو الْاَحْوَصِ  
يَقُولُ قَرِصَةً.

৩১৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আনসার মহিলাদের বিষয়ে আলোচনা করলেন এবং তাদের প্রশংসা করলেন। তিনি তাদের সম্পর্কে ভালো কথা বললেন। তাদের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো... এরপর আবু আওয়ানা উপরোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। তাতে 'মিশ্ক মিশ্রিত কাপড়' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। মুসাদ্দাদ বলেন, আবু আওয়ানা 'কাপড়ের টুকরা' উল্লেখ করেছেন, আর আবুল আহওয়াস 'সামান্য কাপড়ের' কথা বলেছেন।

۳۱۶- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَا شُعْبَةَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ يَعْنِي  
ابْنَ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَسْمَاءَ سَأَلَتْ النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ. قَالَ فِرْصَةً مُمْسَكَةً فَقَالَتْ كَيْفَ  
اَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي بِهَا وَاسْتَتْرَ بِثَوْبٍ. وَزَادَ  
وَسَأَلْتَهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ تَأْخُذِينَ مَاءً كِ فَتَطَهَّرِينَ

أَحْسَنَ الطُّهُورِ وَأَبْلَغُهُ ثُمَّ تَصُبُّيْنَ عَلَى رَأْسِكَ الْمَاءَ ثُمَّ تَدْلُكِينَهُ حَتَّى يَبْلُغَ شُنُونَ رَأْسِكَ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكَ الْمَاءَ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ الْأَنْصَارُ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَسْأَلْنَ عَنِ الدِّينِ وَأَنْ يَتَفَقَّهُنَّ فِيهِ.

৩১৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আসমা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন... তারপর পূর্বোক্ত হাদীসের মতই শো'বা (র) বলেন, নবী (সা) মিশুক মিশ্রিত কাপড়ের কথা বললেন। আসমা বললেন, তা দিয়ে আমি কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবো? তিনি বলেন : সুবহানাল্লাহ! তা দিয়ে পবিত্র হবে- অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন হবে। এই বলে তিনি কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকলেন। এ হাদীসে শো'বা আরো বলেছেন, তুমি পানি নিয়ে অতি উত্তমরূপে পূর্ণভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে। তারপর মাথায় পানি ঢেলে তা রগড়াবে, যাতে পানি চুলের গোড়ায় পৌঁছে যায়। তারপর সারা গায়ে পানি ঢালবে। আয়েশা (রা) বলেন, আনসারী মহিলারা খুবই উত্তম। দীন সম্পর্কে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে বা এ সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জনের ব্যাপারে লজ্জা তাদেরকে বিরত রাখে না।

## بَابُ التَّيْمَمِ

অনুচ্ছেদ-১২৩ : তায়াম্মুমের বর্ণনা

৩১৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَبْدَةُ الْمَعْنَى وَاحِدٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَأَنَاسًا مَعَهُ فِي طَلَبِ قِلَادَةَ أَضَلَّتْهَا عَائِشَةُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَاتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَتْ آيَةَ التَّيْمَمِ. زَادَ ابْنُ نَفِيلٍ فَقَالَ لَهَا أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ يَرَحِمُكَ اللَّهُ مَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ تَكْرَهِيْنَهُ إِلَّا جَعَلَ لَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَكَ فِيهِ فَرْجًا.

৩১৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসাইদ ইবনে হুদাইর ও তার সাথে আরো কয়েকজন লোককে পাঠালেন হার অনুসন্ধান করার জন্য যেটি আয়েশা (রা) হারিয়ে ফেলেছিলেন। পথে নামাযের ওয়াজ হলো। লোকেরা বিনা উযুতেই নামায পড়ে না। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে ব্যাপারটি তাঁকে জানান। এ সময়ই তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল

হয়। ইবনে নুফাইলের বর্ণনায় আরো আছে : উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) আয়েশা (রা)-কে বললেন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। এমন একটি বিষয় যা আপনার নিকট অপছন্দনীয়, সে উপলক্ষেই আল্লাহ মুসলমানদের জন্য ও আপনার জন্য সহজ একটি বিধান নাযিল করলেন।

টীকা : (ক) তায়াম্মুম হলো, পানি না পাওয়া গেলে বা তার ব্যবহার ক্ষতিকর হলে মাটির সাহায্যে তাহারাত অর্জন। তায়াম্মুম উষু অথবা গোসল বা উভয়টির বিকল্প ও পরিপূরক হতে পারে। হানাফীদের মতে একটি মসৃণ পাথরও হাত দ্বারা স্পর্শ করে তায়াম্মুম করলে সিদ্ধ হবে। তায়াম্মুমের জন্য তিনটি জিনিস অপরিহার্য : (১) নিয়াত করা, (২) মুখমণ্ডল ও (৩) কনুই পর্যন্ত দুই হাত মাসেহ করা।

(খ) ঐ লোকেরা বিনা উযুতে ও বিনা তায়াম্মুমেই নামায পড়েছিলেন। কারণ তখনও তায়াম্মুমের বিধান নাযিল হয়নি।

৩১৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ إِنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عْتَبَةَ حَدَّثَهُ عَنْ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُمْ تَمَسَّحُوا وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصُّعَيْدِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَضَرَبُوا بِأَكْفِهِمُ الصُّعَيْدَ ثُمَّ مَسَّحُوا وَجُوهَهُمْ مَسْحَةً وَأَحَدَةً ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكْفِهِمُ الصُّعَيْدَ مَرَّةً أُخْرَى فَمَسَّحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلَّهَا إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْأَبْطِ مِنْ بَطُونِ أَيْدِيهِمْ.

৩১৮। আমার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হাদীস বর্ণনা করেন যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফরজ নামাযের জন্য পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করতে গিয়ে মাটির ওপর হাত মেরে প্রথমে মুখমণ্ডল একবার মাসেহ করলেন। দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত মেরে বগল সমেত পুরো হাত মাসেহ করলেন।

৩১৯- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ قَامَ الْمُسْلِمُونَ فَضَرَبُوا بِأَكْفِهِمُ التُّرَابَ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَنَاكِبِ وَالْأَبْطِ قَالَ ابْنُ اللَّيْثِ إِلَى مَا فَوْقَ الْمِرْفَقَيْنِ.

৩১৯। ইবনে ওয়াহ্ব (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের মতই বর্ণিত হয়েছে। তাতে আরো আছে : মুসলমানরা দাঁড়িয়ে মাটিতে হাত মারলেন, আর মাটি হাতে নিলেন না। তারপর একই রকম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি কাঁধ ও বগলের উল্লেখ করেননি। ইবনে লাইস বলেন, সাহাবীরা কনুইয়ের ওপর পর্যন্ত মাসেহ করেছেন।



৩২. - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى  
 النَّيْسَابُورِيُّ فِي آخِرِينَ قَالُوا نَا يَعْقُوبُ نَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ  
 شَهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ  
 يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَسَ بِأَوْلَادِ الْجَيْشِ  
 وَمَعَهُ عَائِشَةُ فَانْقَطَعَ عِقْدُ لَهَا مِنْ جَزَعِ ظِفَارٍ فَحَبَسَ النَّاسُ ابْتِغَاءً  
 عِقْدَهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا  
 أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ حَبَسْتَ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى  
 ذِكْرَهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخِصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصُّعَيْدِ  
 الطَّيِّبِ فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنْ  
 التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوا بِهَا وَجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاقِبِ وَمِنْ  
 بَطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْأَبَاطِ. زَادَ ابْنُ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ  
 فِي حَدِيثِهِ وَلَا يَعْتَبَرُ بِهَذَا النَّاسُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ  
 إِسْحَاقَ قَالَ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَذَكَرَ ضَرْبَتَيْنِ كَمَا ذَكَرَ يُونُسُ.  
 وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ضَرْبَتَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ  
 عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارٍ. وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو أُوَيْسٍ  
 عَنِ الزُّهْرِيِّ وَشَكَ فِيهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَقَالَ فِيهِ مَرَّةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ  
 أَبِيهِ أَوْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرَّةً قَالَ عَنْ أَبِيهِ وَمَرَّةً قَالَ عَنْ  
 ابْنِ عَبَّاسٍ اضْطَرَبَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ وَفِي سَمَاعِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ  
 يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الضَّرْبَتَيْنِ إِلَّا مَنْ سَمِعْتُ.

৩২০। আশ্কার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বনি মুত্তালিকের যুদ্ধে) উলাতুল জায়েশ (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী) নামক স্থানে রাত যাপনের জন্য অবতরণ করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আয়েশা (রা)। এখানে আয়েশার যেফারী আকিকের হারটি হারিয়ে যায়। ঐ হার অনুসন্ধানের জন্য লোকজন সেখানে যাত্রাবিরতি করতে বাধ্য হয়। এমনকি সেখানে ভোর হয়ে গেলো। তাদের সাথে

পানিও ছিলো না। আবু বাকর (রা) আয়েশা (রা)-এর ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, তুমিই লোকদের আটকে রেখেছো। অথচ তাদের সাথে পানি নেই। এ সময় মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পাক মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের বিধান সফলিত আয়াত নাযিল করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সকল মুসলমান উঠে দাঁড়ালেন। সবাই তাদের হাত জমিনে মারলেন। তারপর হাত উঠিয়ে নিলেন। কোন মাটি তুললেন না। মুখমণ্ডল মাসেহ করলেন ও পরে হাত মাসেহ করলেন কাঁধ পর্যন্ত এবং হাতের নিচে বগল পর্যন্ত। ইবনে ইয়াহইয়ার বর্ণনায় আরো আছে : ইবনে শিহাব বলেছেন, তাদের আমলের কোন গুরুত্ব নেই [কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের এরূপ করেছেন]।

আবু দাউদ (র) বলেন, এরূপই বর্ণনা করেছেন ইবনে ইসহাক। তাতে তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে দু'বার মাটিতে হাত মারার বিষয় উল্লেখ করেছেন, ইবনে উয়াইনা এতে সন্দেহ করেছেন।... যুহরী বলেন, আমি যাদের নাম উল্লেখ করেছি, তাদের কেউ দু'বার হাত মারার কথা বলেননি।

۳۲۱- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْأَنْبَارِيُّ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا بَيْنَ يَدَيْ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْتَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا أَمَا كَانَ يَتِيَّمُ قَالَ لَا وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ يَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَتِيَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتِيَّمُوا بِالصَّعِيدِ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِهَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَاجْتَنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ فَتَفَضَّهَا ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى الْكُفَّيْنِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ.

৩২১। শাকীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ও আবু মূসা (রা)-এর সামনে বসা ছিলাম। আবু মূসা (রা) বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! যদি কারো উপর গোসল ফরয হয় এবং এক মাস যাবত পানি না পায়, তাহলে সে কি তায়াম্মুম করতে পারে? আবদুল্লাহ (রা) বলেন, হাঁ, যদিও সে এক মাস যাবত পানি না পায়। আবু মূসা (রা) বললেন, তাহলে সূরা মাইদার যে আয়াত রয়েছে : “তারপর তোমরা যদি পানি না পাও তাহলে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো”- সেই সম্পর্কে কি বলতে চাও? আবদুল্লাহ (রা) বললেন, যদি লোকদের তায়াম্মুম করার অনুমতি দেয়া হয় তাহলে তারা পানি অত্যধিক ঠাণ্ডা হলে তায়াম্মুম করা শুরু করে দিবে। আবু মূসা (রা) তাকে বললেন, এজন্যই তোমরা তায়াম্মুম করা অপছন্দ করছো? তিনি বললেন : হাঁ। আবু মূসা (রা) তাকে বললেন, ভূমি কি আন্নার ইবনে ইয়াসির (রা) বর্ণিত হাদীস শোনোনি, যা তিনি উমার (রা)-কে বলেছিলেন? আন্নার (রা) বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কোন এক কাজে পাঠিয়েছিলেন। পথে আমি অপবিত্র হয়ে পড়লাম, কিন্তু পানি পেলাম না। কাজেই আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম যেক্রপ চতুষ্পদ প্রাণী মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে থাকে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আমি তাঁকে ব্যাপারটি জানালাম। তিনি বললেন : তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল। এই বলে তিনি জমিনে হাত মারলেন। তারপর মাটি ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে ফেললেন। এরপর বাঁ হাত ডান হাতের ওপর মারলেন, অতঃপর ডান হাত বাঁ হাতের ওপর মারলেন- উভয় হাতের কজির ওপর। তারপর মুখমণ্ডল মাসেহ করলেন। আবদুল্লাহ (রা) তাকে বললেন : আপনার কি জানা নেই যে, উমার (রা) আন্নারের কথার উপর নির্ভর করেননি?

টীকা : উমার (রা) তায়াম্মুম সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন তার কারণ হলো, ‘যার ওপর গোসল ফরয হয় তার পক্ষেও তায়াম্মুম করা জায়েয’- একথা তার জানা ছিলো না। তিনি নাপাক ব্যক্তির জন্য গোসল করা অপরিহার্য বলেই জানতেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-ও এ মাসআলায় উমার (রা)-র অনুসারী ছিলেন। কুরআন শরীফের আয়াত “তোমরা যদি ক্বীদের স্পর্শ কর”-কে সহবাসের অর্থে গ্রহণ না করে তিনি আদর-সোহাগের অর্থেই গ্রহণ করতেন যা কেবল ক্ষেত্র বিশেষে উযু ভংগকারী। অধিকাংশ সাহাবীদের অভিমত তার বিপরীত ছিল। আর হাদীসসমূহের ভাষ্যও জমহুর সাহাবীদের মতের পোষকতা করে। উযু ভংগ হলে বা গোসল ফরয হলে উভয় অবস্থায়ই তায়াম্মুম করা সিদ্ধ।

(খ) হাদীসের শেষাংশে যে মাটিতে হাত মারার কথা উল্লেখিত হয়েছে, তার অর্থ নবী (সা) এক হাতই মেরেছেন। তাতে যে মাটি লেগেছিল তা অপর হাতের তালুতে লাগান ও কজির ওপর মাসেহ করেন। তারপর ঐ হাতেই মুখমণ্ডল মাসেহ করেন। এতে প্রমাণিত হয়, তায়াম্মুমে মাটিতে একবার হাত মারাই যথেষ্ট। আর তা দ্বারা উভয় হাত কজি পর্যন্ত, মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত দুই হাত মাসেহ করা জায়েয। দু’বার হাতমারা জরুরী নয়।

৩২২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ نَا سُفْيَانَ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كَهَيْلِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ أَبِزَى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّا نَكُونُ بِالْمَكَانِ الشُّهْرِ أَوْ الشُّهْرَيْنِ فَقَالَ عُمَرُ أَمَا أَنَا فَلَمْ

أَكُنْ أُصَلِّيَ حَتَّىٰ أَجِدَ الْمَاءَ قَالَ فَقَالَ عَمَّارٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا تَذَكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي الْإِبِلِ فَاصَابَتْنَا جَنَابَةٌ فَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَكْتُ فَآتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى نِصْفِ الذَّرَاعِ. فَقَالَ عُمَرُ يَا عَمَّارُ اتَّقِ اللَّهَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ وَاللَّهِ لَمْ أَذْكَرْهُ أَبَدًا فَقَالَ عُمَرُ كَلَّا وَاللَّهِ فَتَوَلَّيْتُكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتُ.

৩২২। আবদুর রহমান ইবনে আব্বা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার (রা)-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বললো, আমরা কোন জায়গায় (যেখানে পানি থাকে না) এক মাস/দুই মাস অবস্থান করে থাকি (সেখানে অপবিত্র হয়ে গেলে কি করবো)। উমার (রা) বলেন, আমি তো ততক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়বো না, যতক্ষণ যাবত পানি না পাওয়া যাবে। আম্মার (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার কি ঐ ঘটনার কথা মনে নেই, যখন আমি ও আপনি উটের পালে ছিলাম। আমরা অপবিত্র হয়ে পড়লাম। তখন আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে এ ব্যাপারে জানালাম। তিনি বলেন : তোমাদের জন্য শুধু এতটুকুই যথেষ্ট ছিল। এই বলে তিনি মাটিতে উভয় হাত মারলেন ও হাতে ফুঁ দিলেন। তারপর হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মুছলেন ও উভয় হাতের অর্ধেক পর্যন্ত মুছলেন। উমার (রা) বলেন, হে আম্মার! আল্লাহকে ভয় করো। তিনি বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহর শপথ! আপনি চাইলে আমি আর কখনো তা বর্ণনা করবো না। উমার (রা) বলেন, না, আমার উদ্দেশ্য তা নয়, বরং তোমার বক্তব্যের স্বাধীনতা তোমাকে দিচ্ছি।

۳۲۲- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا حَفْصُ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَلْمَةَ بِنِ كَهَيْلٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ يَا عَمَّارُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَالذَّرَاعَيْنِ إِلَى نِصْفِ السَّاعِدِ وَلَمْ يَبْلُغِ الْمِرْفَقَيْنِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ وَكَيْعُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَلْمَةَ بِنِ كَهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ أَبِيزَى. وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَلْمَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ أَبِيزَى عَنْ أَبِيهِ.

৩২৩। ইবনে আব্বা (র) আশ্বার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে : নবী (সা) বলেছেন : হে আশ্বার! তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল, এই বলে তিনি তাঁর উভয় হাত জমিনে নিক্ষেপ করলেন, অতঃপর এক হাত অপর হাতের ওপর মারলেন। তারপর নিজের চেহারা মাসেহ করলেন ও হাতের অর্ধেক পর্যন্ত মাসেহ করলেন। তবে একবারের হাত মারায় হাতের কনুই পর্যন্ত পৌছল না।

৩২৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةَ عَنْ سَلْمَةَ عَنْ ذُرِّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَارٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ وَضْرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ شَكُّ سَلْمَةَ قَالَ لَا أَدْرِي فِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ يَعْنِي أَوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ.

৩২৪। আশ্বার (রা) থেকে উক্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে : নবী (সা) বলেছেনঃ তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট- এই বলে তিনি জমিনে হাত মারলেন এবং হাতে ফুঁ দিলেন। তারপর মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসেহ করলেন। সালামা এতে সন্দেহ করেছেন। তিনি বলেন, আমার জানা নেই, তিনি কনুই পর্যন্ত হাত মাসেহ করেছেন, না হাতের কজ্জি পর্যন্ত।

৩২৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ نَا حَجَّاجٌ يَعْنِي الْأَعْوَرَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ أَوْ إِلَى الذَّرَاعَيْنِ. قَالَ شُعْبَةُ كَانَ سَلْمَةُ يَقُولُ الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهَ وَالذَّرَاعَيْنِ فَقَالَ لَهُ مَنْصُورٌ ذَاتَ يَوْمٍ أَنْظِرْ مَا تَقُولُ فَإِنَّهُ لَا يَذْكُرُ الذَّرَاعَيْنِ غَيْرُكَ.

৩২৫। শো'বা (র) একই সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে, আশ্বার (রা) বলেন, তিনি তাতে ফুঁ দিলেন। তারপর মুখমণ্ডলের ওপর ও উভয় হাতের কজ্জি থেকে কনুই পর্যন্ত অথবা মধ্যাঙ্গুলির মাথা থেকে কনুই পর্যন্ত মাসেহ করলেন। শো'বা বলেন, সালামা বলতেন, উভয় হাতের কজ্জি, মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত মাসেহ করলেন। একদিন মানসূর তাকে বললেন, কি বলছেন, বুঝে শুনে বলুন। আপনি ছাড়া কিন্তু আর কেউ “যিরআইন” অর্থাৎ মধ্যাঙ্গুলির মাথা থেকে কনুই পর্যন্তের কথা উল্লেখ করতেন না।

৩২৬- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ ذُرِّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَارٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ

فَقَالَ يَغْنَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ  
بِيَدَيْكَ إِلَى الْأَرْضِ وَتَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفْيِكَ وَسَاقِ الْحَدِيثِ. قَالَ  
أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّارًا  
يَخْطُبُ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَنْفُخْ وَذَكَرَ حُسَيْنُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شُعْبَةَ  
عَنِ الْحَكَمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَضْرَبَ بِكَفَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ وَنَفَخَ.

৩২৬। আন্নার (রা) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত একই হাদীসে তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমার জন্য শুধু এতটুকুই যথেষ্ট যে, জমিনে হাত নিষ্কেপ করে তা দ্বারা মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসেহ করে নেবে। তারপর পুরো হাদীস বর্ণনা করেন। আবু দাউদ বলেন, উক্ত হাদীসই বর্ণনা করেছেন শো'বা, হুসাইন, আবু মালিক থেকে। আবু মালিক বলেন, আমি আন্নারকে একরূপই খুতবায় বলতে শুনেছি। কিন্তু তাতে 'তিনি ফুঁ দেননি' শব্দগুলোর উল্লেখ রয়েছে। হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ, শো'বা, হাকাম সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে : নবী (সা) জমিনে হাত মেরে ফুঁ দেননি।

۳۲۷- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ  
قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ أَبِيهِ عَنْ  
عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّيْمَمِ  
فَأَمَرَنِي ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ.

৩২৭। আন্নার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তায়াম্মুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের জন্য (মাটিতে) একবারই হাত মারার নির্দেশ দিয়েছেন।

۳۲۸- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيلَ نَا أَبَانُ قَالَ سُئِلَ قَتَادَةَ عَنِ  
التَّيْمَمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ عَنْ الشُّبَعِيِّ عَنْ عَبْدِ  
الرَّحْمَانَ ابْنِ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

৩২৮। আবান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাতাদা (রা)-কে সফররত অবস্থায় তায়াম্মুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বললেন, আমার নিকট এক মুহাদ্দিস শা'বী, আবদুর রহমান ইবনে আবযা, আন্নার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "কনুই পর্যন্ত" বলেছিলেন।

## بَابُ التَّيْمُ فِي الْحَضَرِ

অনুচ্ছেদ-১২৪ : আবাসে অবস্থানকালে তায়াম্মুম করা

২২৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ الصَّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ أَقْبَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بَيْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ حَتَّى أَتَى عَلَى جِدَارٍ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

৩২৯। ইবনে আব্বাস (রা)-র আযাদকৃত গোলাম উমাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্বী মায়মূনা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসার রওনা করলাম। আমরা আবুল জুহায়েম ইবনুল হারিস ইবনুল সিম্বাহ আল-আনসারী (রা)-র নিকট গিয়ে পৌছলাম। আবুল জুহায়েম বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরে জামাল (মদীনার নিকটবর্তী একটি কুপের নাম)-এর দিক থেকে আসছিলেন। পথে তাঁর সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাত হলো। সে তাঁকে সালাম দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের জবাব দিলেন না। তিনি একটি দেয়ালের নিকট এসে উপনীত হলেন। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসেহ করলেন, তারপর তার সালামের জবাব দিলেন।

২৩০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُوصِلِيُّ أَبُو عَلِيٍّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتِ الْعَبْدِيِّ ثَنَا نَافِعٌ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ وَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ مَرُّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِكَّةٍ مِنَ السُّكَّكِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى فِي السُّكَّةِ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِهِمَا ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى

الرَّجُلِ السَّلَامَ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدُّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طَهْرٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَدِيثًا مُنْكَرًا فِي التَّيْمِمْ. قَالَ ابْنُ دَاسَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَتَابِعْ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ عَلَى ضَرْبَتَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ فِعْلُ ابْنِ عُمَرَ.

৩৩০। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র সাথে ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে তার এক কাজে গেলাম। ইবনে উমার ইবনে আব্বাসের নিকট গিয়ে তার কাজ সমাধা করলেন। ঐ দিন ইবনে উমার (রা) এ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি কোন এক গলির ভেতর দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভিজ্ঞম করলো। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন পায়খানা অথবা পেশাব করে বের হচ্ছিলেন। লোকটি তাঁকে সালাম দিলো। তিনি জবাব দিলেন না। লোকটি যখন (অন্য) গলিতে ঢুকে যাওয়ার নিকটবর্তী হলো, তিনি তাঁর উভয় হাত দেয়ালে মেরে মুখ মাসেহ করলেন। আবার হাত মেরে উভয় হাত মাসেহ করলেন। তারপর সালামের জবাব দিলেন। আর বললেন : আমি তোমার সালামের জবাব এজন্যই দেইনি যে, আমি তখন পাক ছিলাম না।

৩৩১- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْبُرْسِيُّ أَنَا حَيَوَةُ بْنُ شَرِيحٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ قَالَ إِنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَائِطِ فَلَقِبَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بَيْرٍ جَمَلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْحَائِطِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ.

৩৩১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা থেকে ফিরছিলেন। বিরে জামালের নিকট এক ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাত হলো। লোকটি তাঁকে সালাম দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জবাব দিলেন না। তিনি একটি দেয়াল পর্যন্ত এসে উপনীত হলেন। দেয়ালে তিনি হাত মেরে তারপর মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করলেন এবং লোকটির সালামের জবাব দিলেন।



## بَابُ الْجُنُبِ يَتَيَّمُّ

অনুচ্ছেদ-১২৫ : জুনুব (নাপাক) ব্যক্তির তায়াম্মুম করা

৩৩২- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ نَا خَالِدِ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا خَالِدٌ  
يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْوَأَسِطِيَّ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ  
عَمْرُو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ اجْتَمَعَتْ غُنَيْمَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ أْبْدُ فِيهَا فَبَدَوْتُ إِلَى الرَّبِذَةِ  
فَكَانَتْ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةَ فَاْمَكْتُ الْخُمْسَ وَالسَّتْ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ فَسَكَتُ فَقَالَ ثَكَلْتُكَ أَمْكَ أَبَا ذَرٍّ  
لَأَمْكَ الْوَيْلُ فِدَعَا لِي بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ فَجَاءَتْ بِعُسٍّ فِيهِ مَاءٌ  
فَسَتَرْتَنِي بِثُوبٍ وَاسْتَتَرْتُ بِالرَّاحِلَةِ وَاغْتَسَلْتُ فَكَأَنِّي الْقَيْتُ عَنِّي  
جَبَلًا فَقَالَ الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ فَاذَا  
وَجَدْتَ الْمَاءَ فَاْمَسَّهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ. وَقَالَ مُسَدَّدٌ غُنَيْمَةٌ مِّنَ الصَّدَقَةِ  
وَ حَدِيثُ عَمْرُو أَمْ.

৩৩২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বেশ কিছু বকরী জমা হলো। তিনি বলেন : হে আবু যার! এগুলোকে জংগলে নিয়ে যাও। আমি বকরীগুলো নিয়ে রাবযাহ (মদীনার নিকটবর্তী একটি গ্রাম)-এর দিকে গেলাম। সেখানে আমি নাপাক হলাম। আমি পাঁচ-ছ'দিন যাবত এমনি কাটলাম (পানির অভাবে গোসল না করেই নামায পড়তাম)। যখন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম (তাকে এ বিষয়ে জানালাম)। তিনি বললেন : আবু যার! আমি নিকুপ রইলাম। তিনি বললেন : হে আবু যার! তোমার মা তোমার জন্য কাঁদুক! তোমার মার দুঃখ হোক! এই বলে তিনি একটি কালো ক্রীতদাসীকে ডাকলেন। সে একটি বড় পাত্রে করে পানি নিয়ে আসলো। সে আমাকে একটি কাপড় দিয়ে পর্দা করে দিল। অপরদিকে আমি উট দিয়ে পর্দা করে নিলাম, তারপর গোসল করলাম। আমার মনে হলো, যেন আমার উপর থেকে একটি পাহাড় সরে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : পাক মাটিই হলো মুসলমানদের জন্য পবিত্রতা অর্জনের বাহন, যদিও দশ বছরের জন্যও হয় (অর্থাৎ যদি দশ বছর যাবতও পানি না পাওয়া যায়)। যখন পানি পেয়ে যাবে তখন পানি ব্যবহার করবে। কারণ পানি হলো অধিকতর উত্তম। মুসাদ্দাদ বলেন, ঐ বকরীগুলো ছিল যাকাতের বকরী। আর আমার হাদীস পরিপূর্ণ।

৩৩৩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي عَامِرٍ قَالَ دَخَلْتُ فِي الْإِسْلَامِ فَأَهْمَنِي دِينِي فَاتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ إِنِّي اجْتَوَيْتُ الْمَدِينَةَ فَأَمَرَلِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُودٍ وَبِغَنَمٍ فَقَالَ لِي اشْرَبْ مِنَ الْبَانِهَا قَالَ حَمَّادُ وَأَشْكُ فِي أَبْوَالِهَا فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ فَكُنْتُ أَعْرَبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِيَ أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طُهُورٍ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهُوَ فِي رَهْطٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ وَهُوَ فِي ظِلِّ الْمَسْجِدِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو ذَرٍّ فَقُلْتُ نَعَمْ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَمَا أَهْلَكَ قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ أَعْرَبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِيَ أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طُهُورٍ فَأَمَرَلِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَجَاءَ بِهِ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ بَعْسٌ يَتَخَضَّخُنُ مَا هُوَ بِمِلَانَ فَتَسْتُرْتُ إِلَى بَعِيرٍ فَاعْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طُهُورٌ وَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ فَاذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسْهُ جِلْدَكَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ لَمْ يَذْكُرْ أَبْوَالَهَا هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَيْسَ فِي أَبْوَالِهَا إِلَّا حَدِيثٌ أَنْسَ تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ.

৩৩৩। আবু ক্বিলাবা (র) থেকে বনু আমের গোত্রের এক লোকের সূত্রে বর্ণিত। লোকটি বললো, আমি ইসলামে দীক্ষিত হয়েছি। দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে আমার খুব আগ্রহ জাগলো। তাই আমি আবু যার (রা)-র নিকট এলাম। আবু যার (রা) বললেন, মদীনার আবহাওয়া আমার (স্বাস্থ্যের) জন্য অনুকূল হয়নি বা আমি পেটের রোগে আক্রান্ত হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কতক উট-বকরীর দুধ পান করার আদেশ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি এও বলেছেন : পেশাব পান করার জন্যও আদেশ করেছেন। আবু যার (রা) বললেন, আমি পানি থেকে দূরে ছিলাম। আমার সাথে আমার স্ত্রীও ছিল। অতএব আমি নাপাক হতাম এবং অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়তাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তখন ছিল বেলা দ্বিপ্রহর। তিনি কিছু সংখ্যক সাহাবীদের সাথে বসা ছিলেন মসজিদের ছায়ায়। তিনি বললেন : আবু যার নাকি! আমি বললাম, হাঁ, আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি, হে

আব্বাহর রাসূল। তিনি বললেন : তা কিভাবে তুমি ধ্বংস হলে? আমি বললাম, আমি পানি থেকে দূরে ছিলাম। আমার সাথে আমার স্ত্রীও ছিল। আমি নাপাক হতাম এবং অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়তাম। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার জন্য পানি আনার নির্দেশ দিলেন। এক কালো ক্রীতদাসী একটি বড় পাত্রে পানি নিয়ে আসলো। পানিতে পরিপূর্ণ না থাকায় সেটি দুলছিল। আমি একটি উটকে পর্দা বানিয়ে গোসল করে নিলাম। গোসল সেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : হে আবু যার! পাক মাটিই পবিত্রকারী, যদিও দশ বছর যাবত পানি না পাওয়া যায়। পানি পাওয়া গেলে তাতে শরীর ধৌত করে নাও।

আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীস আইউবের সূত্রে হান্বাদ ইবনে যায়েদ রিওয়ায়াত করেছেন। এই বর্ণনায় “এগুলোর পেশাব” শব্দটি উল্লেখ নাই। এটা সহীহ নয়। আনাস (রা)-র হাদীসেই কেবল “এগুলোর পেশাব” শব্দটি উল্লেখ আছে, যা কেবল বসরাবাসীরা এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

### بَابُ إِذَا خَافَ الْجُنْبُ الْبَرْدَ أَيْتِمَمُ

অনুচ্ছেদ-১২৬ : ঠাণ্ডা লাগার আশংকা হলে নাপাক ব্যক্তি কি তায়ামুম করতে পারে?

৩২৪- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ نَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ اِحْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَاشْفَقْتُ أَنْ اِغْتَسِلَ فَأَهْلَكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنْبٌ فَأَخْبَرْتَهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الْاِغْتِسَالِ وَقُلْتُ ائْتِي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَبْدُ الرَّحْمَانَ بْنُ جُبَيْرٍ مِصْرِيٌّ مُؤَلَّى خَارِجَةَ بْنَ حَذَافَةَ وَكَيْسَ ابْنَ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ.

৩৩৪। আমার ইবনুল আস্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খুব শীতের এক রাতে আমার স্বপ্নদোষ হলো। এটা ছিল যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধের সময়কার ঘটনা। আমার ভয় হলো, আমি যদি গোসল করি তাহলে মরেই যাবো। তাই আমি তায়ামুম করে লোকদের নামায পড়লাম। তারা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালো।

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : কি হে আমর! তুমি অপবিত্র অবস্থায় সাধীদের নামায পড়িয়েছ! আমি গোসল না করার কারণ সম্পর্কে তাঁকে অবিহত করলাম এবং বললাম, আমি আল্লাহর এই বাণীও শুনেছি : “তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড়ই দয়াবান” (সূরা নিসা : ২৯)। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন, আর কিছু বললেন না।

টীকা : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঠাণ্ডার দরুন যদি জীবনাশংকা দেখা দেয় বা বিশেষ ক্ষতির আশংকা থাকে তাহলে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করলেই চলবে। পরে রোদ উঠলে গোসল করবে এবং নামাযের কাযা করতে হবে না।

৩২৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ لَهَيْعَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ جَبْرِ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ كَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ وَقَالَ فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ وَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ التَّيْمُمَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى هَذِهِ الْقِصَّةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةٍ قَالَ فِيهِ فَتَيَّمَمَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى هَذَا الْقِصَّةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةٍ قَالَ فِيهِ فَتَيَّمَمَ.

৩৩৫। আমর ইবনুল আস (রা)-র আযাদকৃত গোলাম আবু কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমর ইবনুল আস (রা) একটি বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেন ও বলেন : তারপর তিনি তার শরীরের ময়লা জমা হবার স্থানগুলি ধুয়ে ফেলেন এবং নামাযের উযু করে নামায পড়ান। তারপর পূর্বানুরূপ বর্ণনা করেন ও তায়াম্মুমের উল্লেখ করেননি। আবু দাউদ বলেন, এ ঘটনা আওয়ামী (র)-হাস্‌সান ইবনে আতিয়া সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। তাতে তায়াম্মুমের উল্লেখ আছে।

بَابُ الْمَجْدُورِ يَتَيَّمَمُ

অনুচ্ছেদ-১২৭ : আহত ব্যক্তির তায়াম্মুম করা

৩২৬- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانَ الْأَنْطَاكِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجْرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيْمُمِ قَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً

وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِذَلِكَ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ الْأَسْأَلُ إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَى السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَّمَمَ وَيَغْصِرَ أَوْ يَغْصِبَ شَكُّ مُوسَى عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةٌ ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ.

৩৩৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সফরে বের হলাম। আমাদের মধ্যে একজনের মাথায় পাথরের আঘাত লেগে মাথা ফেটে যায়। তার স্বপ্নদোষ হলে সে সাথীদের জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কি আমাকে তায়াম্মুমের সুযোগ গ্রহণের অনুমতি দাও? তারা বললো, না, তুমি কিভাবে তায়াম্মুম করবে? তুমি তো পানি ব্যবহার করতে সক্ষম। অতএব সে গোসল করলো। ফলে সে মৃত্যুবরণ করলো। আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলে তাঁকে বিষয়টি জানানো হলো। তিনি বললেন : এরা অন্যায়ভাবে তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ যেন এদের হত্যা করেন। তাদের যখন সমাধান জানা ছিলো না, তাদের কর্তব্য ছিল জিজ্ঞেস করে তা জেনে নেয়া। কারণ অজ্ঞতার প্রতিষেধক হলো জিজ্ঞেস করা। ঐ লোকটির জন্য তায়াম্মুম করাই যথেষ্ট ছিল। আর যখন তার ওপর কাপড় বেঁধে তার ওপর মাসেহ করে অবশিষ্ট পুরো শরীর ধুয়ে ফেললেই যথেষ্ট হতো।

৩৩৭- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنِي الْأَوْزَعِيُّ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَصَابَ رَجُلًا جَرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ احْتَلَمَ فَأَمَرَ بِالْإِغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعَى السُّؤَالُ.

৩৩৭। আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আক্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় এক ব্যক্তি আহত হয়। তার স্বপ্নদোষ হলে তাকে গোসল করার নির্দেশ দেয়া হলো। অতএব সে গোসল করলে তার মৃত্যু হয়। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছলে তিনি বলেন : এরা লোকটিকে হত্যা করেছে। আল্লাহ যেন এদের হত্যা করেন। অজ্ঞতার প্রতিষেধক জিজ্ঞেস করা নয় কি?

## بَابُ الْمُتَيْمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ بَعْدَ مَا يُصَلِّي فِي الْوَقْتِ

অনুচ্ছেদ-১২৮ : কোন ব্যক্তি তায়াম্মুম করে নামায পড়ার পর ওয়াক্ত থাকতেই পানি পেয়ে গেলো

۳۳۸- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيْمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَا أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السَّنَةَ وَأَجْزَأُكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُ ابْنِ نَافِعٍ يَرْوِيهِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ ذَكَرْتُ أَبِي سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ هُوَ مُرْسَلٌ.

৩৩৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'জন লোক সফরে বের হলো। নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলো কিন্তু তাদের সাথে পানি ছিল না। তারা পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিলো। এরপর তারা পানি পেলো। তখনো নামাযের ওয়াক্ত অবশিষ্ট ছিল। একজন উযু করে পুনরায় নামায পড়লো। অপরজন পুনরায় নামায পড়লো না। পরে উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বিষয়টি তাঁকে জানালো। যে ব্যক্তি পুনরায় নামায পড়েনি, তাকে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তুমি সূনাতের ওপর আমল করেছ। তোমার প্রথম নামাযই তোমার জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি উযু করে পুনরায় নামায পড়েছে, তার উদ্দেশ্যে বললেন : তোমার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান।

আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসে আবু সাঈদ (রা)-র নাম যুক্ত করা সঠিক নয়। মূলত এটি মুরসাল হাদীস।

۳۳۹- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ إِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ.

৩৩৯। আতা ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে দু'জন লোক... উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

### بَابُ فِي الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-১২৯ : জুমুআর নামাযের জন্য গোসল করা

৩৪০- حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ نَا مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرُ أَتَحْتَسِبُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ قَالَ عُمَرُ الْوُضُوءُ أَيْضًا وَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلِ.

৩৪০। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা তাকে অবহিত করেছেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এক জুমুআর দিন খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসলো। উমার (রা) তাকে বললেন, তোমাদের কি নামায থেকে বাধা প্রদান করা হয়ে থাকে? লোকটি বললো, না, ঠিক তা নয়। বরং আযান শোনার পরই আমি উষু করেছি (তারপর এসেছি)। উমার (রা) বললেন, শুধু কি উষু করেছ? তোমরা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ উক্তি শোননি : তোমাদের কেউ যখন জুমুআর নামাযে যায়, সে যেন গোসল করে নেয়?

৩৪১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ كَعْنَبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَسُلْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

৩৪১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জুমুআর দিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ওপর গোসল করা ওয়াজিব।

টীকা : খাত্তাবী বলেন, এ ওয়াজিবের অর্থ ইচ্ছা সাপেক্ষ ওয়াজিব বা মুস্তাহাব, ফরয বা আবশ্যিকর্তব্য নয়।

৩৪২- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ الرَّمْلِيِّ نَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ عِيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَّاحُ الْجُمُعَةِ

وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَإِنْ أَجْنَبَ.

৩৪২। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকের জন্য জুমুআর নামাযে যাওয়া কর্তব্য এবং প্রত্যেক জুমুআর নামাযে গমনকারীর জন্য গোসল করা জরুরী।

আবু দাউদ (র) বলেন, জুমুআর দিন ফজরের সময় হওয়ার পর গোসল করলেও যথেষ্ট হবে, যদিও তা জানাবাতের গোসল হয়।

৩৪৩- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ حَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيِّ الْهَمْدَانِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَانِيُّ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلْمَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَادٌ وَهَذَا حَدِيثٌ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ قَالَ يَزِيدُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ أَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ وَأَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبَسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طَيِّبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَوَتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا قَالَ وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَيَقُولُ إِنْ الْحَسَنَةَ بَعَشَرَ أَمْثَالِهَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمَةَ أَمْ وَلَمْ يَذْكُرْ حَمَادٌ كَلَامَ أَبِي هُرَيْرَةَ.

৩৪৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করে উত্তম পোশাক পরিধান করবে, তার কাছে থাকলে সুগন্ধি লাগাবে, তারপর জুমুআর নামায পড়তে মসজিদে যাবে ও লোকদের ঘাড় না টপকাবে (অর্থাৎ যেখানে জায়গা পাবে সেখানেই দাঁড়িয়ে যাবে) এবং তার ভাগ্যে মহান আল্লাহ যা রেখেছেন সে অনুপাতে নামায পড়ে নীরবতা অবলম্বন করবে- ঐ সময় থেকে যখন ইমাম খুতবার জন্য বের হবেন, এমনকি নামায শেষ করা পর্যন্ত, তাহলে এটা কাফ্ফারা হয়ে যাবে- এ জুমুআ ও



তার পূর্ববর্তী জুমুআর মধ্যবর্তী যাবতীয় শুনাহর। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আরো তিন দিনের শুনাহও মাফ হবে। কারণ নেক কাজের সওয়াব দশ গুণ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

৩৪৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلْمَةَ الْمُرَادِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ وَبُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِيمِ الزُّرَّاقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ ابْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسُّوَاكُ وَيَمْسُ مِنَ الطَّيِّبِ مَا قَدَّرَ لَهُ إِلَّا أَنْ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَانَ وَقَالَ فِي الطَّيِّبِ وَلَوْ مِنْ طَيِّبِ الْمَرْأَةِ.

৩৪৪। আবদুর রহমান ইবনে আবু সাঈদ আল-খুদরী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ওপর জুমুআর দিন গোসল করা ও মেসওয়াক করা অবশ্যকর্তব্য। আর যার ভাগ্যে নির্ধারিত থাকে সে সুগন্ধি লাগাবে। কিন্তু বুকাইর (র) আবদুর রহমানের নাম উল্লেখ করেননি। আর সুগন্ধি সম্পর্কে বলেছেন, যদিও তা মহিলাদের সুগন্ধি হয়।

৩৪৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ الْجَرَجَرَانِيُّ ثَنَا حَبِيبُ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيُّ حَدَّثَنِي أَوْسُ بْنُ أَوْسِ الثَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَرَ وَابْتَكَّرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلٌ سَنَةٍ أَجْرُ صِبَامِهَا وَقِيَامِهَا.

৩৪৫। আওস ইবনে আওস আস-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করবে ও (তার স্ত্রীকেও) গোসল করাবে, প্রত্যুষে ঘুম থেকে জাগবে ও জাগবে এবং জুমুআর জন্য মসজিদে- আরোহণ করে নয়- পায়ে হেঁটে যাবে, ইমামের নিকটে বসে খুতবা শুনেবে ও কোনরূপ অনাবশ্যকীয় কথা না বলবে, তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে সে এক বছর যাবত দিনভর রোযা রাখার ও রাতভর নামায পড়ার সওয়াব পাবে।

৩৪৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ عَنْ أَوْسِ الثَّقَفِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَسَاقَ نَحْوَهُ.

৩৪৬। আওস আস-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে লোক জুমুআ'র দিন মাথা ধোয় ও গোসল করে... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

৩৪৭- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيُّانِ قَالَا نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ يَعْنِي بَنَ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طَيْبٍ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَيْسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمُوعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهُرًا.

৩৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে লোক জুমুআ'র দিন গোসল করবে, তার স্ত্রীর সুগন্ধি থাকলে তা থেকে ব্যবহার করবে, তার উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করবে, লোকদের ঘাড় টপকাবে না এবং ওয়াযের (খুত্বা) সময় কোন নিরর্থক কথাবার্তা বলবে না। দুই জুমুআর মধ্যবর্তী সময়ের যাবতীয় গোনাহর জন্য তা কাফফারা হয়ে যাবে। আর যে নিরর্থক কথাবার্তা বলবে ও লোকদের ঘাড় টপকাবে তার জুমুআ (এর সওয়াব) হবে যোহরের নামাযের ন্যায় (জুমুআর নামাযের সওয়াব পাবে না)।

৩৪৮- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ نَا زَكَرِيَّا نَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ الْعَنْزِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنْ الْحَجَامَةِ وَمِنْ غُسْلِ النَّمِيَّتِ.

৩৪৮। আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি কারণে গোসলের নির্দেশ দিতেন : (১) জানাবাতের দরুন, (২) জুমুআর জন্য এবং (৩) ক্ষৌরকর্ম করলে ও (৪) মৃতের গোসল দেয়ার পর।

৩৪৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ الدَّمَشْقِيُّ نَا مَرَوَانَ نَا عَلِيُّ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ سَأَلْتُ مَكْحُولًا عَنْ هَذَا الْقَوْلِ غَسَلَ وَأَغْتَسَلَ قَالَ غَسَلَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ جَسَدَهُ

৩৪৯। আলী ইবনে হাওশাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাকহুল (র)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম : 'যে ধুইল ও ধোয়াইল'-এর অর্থ কি? তিনি বলেছিলেন : মাথা ধোয়াইল ও সমগ্র শরীর ধুইল।

৩৫০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ نَا أَبُو مُسْهَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي غَسَلٍ وَأَغْتَسَلَ قَالَ قَالَ سَعِيدٌ غَسَلَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ جَسَدَهُ.

৩৫০। সাঈদ ইবনে আবদুল আযীয (র)-ও উক্ত শব্দদ্বয়ের অর্থ সম্পর্কে বলেছেন, 'মাথা ধুইল ও সমগ্র শরীর ধুইল।

৩৫১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَمِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَسَلَ الْجَنَابَةَ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَهُ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّلَاثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبِشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْمَعُونَ الذِّكْرَ.

৩৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমুআর দিন জানাবাতের গোসলের ন্যায় গোসল করবে ও সকাল সকাল জুমুআর নামায়ে চলে আসবে, সে যেন একটি উট কুরবানী করলো (অর্থাৎ সে একটি উট কুরবানীর সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি তার পরে আসবে, সে যেন একটি গাভী কুরবানীর সওয়াব পাবে। তারপর যে আসবে সে একটি ছাগল কুরবানীর সওয়াব

পাবে। তারপর যে আসবে সে একটি মুগরী কুরবানীর সওয়াব পাবে। তারপর যে আসবে সে একটি ডিম আল্লাহর পথে দান করার সওয়াব পাবে। ইমাম যখন খুত্বা দেয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসেন, তখন ফেরেশতারাও খুত্বা শোনার জন্য উপস্থিত হন।

## بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-১৩০ : জুমুআর দিন গোসল ত্যাগ করার অনুমতি আছে

৩৫২- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ مَهَانَ أَنْفُسِهِمْ فَيَرُوحُونَ إِلَى الْجُمُعَةِ بِهَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ.

৩৫২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা নিজেদের শ্রমে নিয়োজিত থাকতো। তারপর ঐ অবস্থায়ই জুমুআ'র নামায পড়তে চলে যেত। তখন তাদের বলা হলো, তোমরা যদি গোসল করে আসতে!

৩৫৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ جَاءُوا فَقَالُوا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَتَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ أَطْهَرُ وَخَيْرٌ لِمَنْ اغْتَسَلَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدَأَ الْغُسْلَ كَانَ النَّاسُ مَجْهُودِينَ يَلْبَسُونَ الصُّوفَ وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيْقًا مَقَارِبِ السَّقْفِ ائِمَّا هُوَ عَرِيشٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ حَارًّا وَعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصُّوفِ حَتَّى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَّاحٌ أَذَى بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الرِّيَّاحَ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمَ فَاغْتَسِلُوا وَلَيْمَسْ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِيبِهِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ جَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرَهُ بِالْخَيْرِ وَلَبَسُوا غَيْرَ الصُّوفِ وَكَفُّوا الْعَمَلَ وَوَسَّعَ مَسْجِدَهُمْ وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضَهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ.

৩৫৩। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। ইরাকের অধিবাসী কিছু সংখ্যক লোক এসে ইবনে

আব্বাস (রা)-কে বললো, জুমুআর দিন গোসল করা কি ওয়াজিব বলে আপনি মনে করেন? ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, না, বরং করাটা ভালো এবং তাতে অধিকতর পবিত্রতা হাসিল হয়। আর যে গোসল করবে না তার জন্য ওয়াজিব নয়। আমি তোমাদের জানাচ্ছি কিভাবে গোসলের সূচনা হয়েছে। তৎকালে লোকজন কঠোর কায়িক পরিশ্রম করতো, তারা পশমী পোশাক পরতো এবং নিজেদের পিঠে করে বোঝা বহন করতো। মসজিদও ছিল সংকীর্ণ, মসজিদের ছাদ ছিল নিচু, তাও ছিল খেজুরের ডালের একটি চালা। এক গরমের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন। লোকদের কাপড় ঘামে ভিজ়ে তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো। এতে একজনের দ্বারা আরেকজনের কষ্ট হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুর্গন্ধ পেয়ে, বলেন : হে লোকসকল! যখন এদিন (অর্থাৎ জুমুআর দিন) আসে, তোমরা গোসল করে নিও এবং তোমাদের পক্ষে সম্ভব সর্বোত্তম তেল ও সুগন্ধি লাগিও। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, পরবর্তী পর্যায়ে মহান আল্লাহ তাদের সম্পদশালী করেন। পশমের পরিবর্তে অন্যান্য (ভাল) কাপড় তারা পরিধান করে। কাজ-কর্ম বিভক্ত হয়ে পড়ে (অর্থাৎ গোলাম-বাদীদের দ্বারাও তারা কাজ করতে থাকে), মসজিদ প্রশস্ত হলো। পরস্পর পরস্পরের ঘামের গন্ধে কষ্ট পাওয়াও দূরীভূত হল (এজন্য বর্তমানে জুমুআর দিন গোসল করা ভালো কিন্তু ওয়াজিব নয়)।

৩০৪- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فِيهَا وَنَعِمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ.

৩০৪। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি উষু করলো, সেতো ভালো ও উত্তম কাজ করলো। আর গোসল করাটা অধিকতর উত্তম।

بَابُ الرَّجُلِ يُسَلِّمُ فَيُؤَمَّرُ بِالْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ-১৩১ : কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে গোসল করার নির্দেশ দান

৩০৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَنَا سُفْيَانُ نَا الْأَعْرُبِيُّ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.

৩০৫। কায়েস ইবনে আসেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে আসলাম। নবী (সা) আমাকে নির্দেশ দিলেন বরই পাতা মেশানো পানি দিয়ে গোসল করার জন্য।

৩৫৬- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرْتُ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كَلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ أَسْلَمْتُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ يَقُولُ أَحَلَّقُ قَالَ وَأَخْبَرَنِي آخِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِآخِرٍ مَعَهُ أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنُ.

৩৫৬। উসাইম ইবনে কুলাইব (র) তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে বললেন, আমি ইসলাম কবুল করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : কুফর অবস্থার চুল ফেলে দাও (অর্থাৎ মাথার চুল মুগুন করে ফেলা)। উসাইমের দাদা বলেন, আমাকে অন্য একজন বলেছেন, তার সাথে আরেকজন ছিল, তাকে নবী (সা) বললেন : কুফর অবস্থার চুল ফেলে দাও এবং খতনা করে নাও।

بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ فِي حَيْضِهَا

অনুচ্ছেদ-১৩২ : মহিলাদের হায়েষকালীন পরিধেয় কাপড় ধোয়া

৩৫৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي أُمُّ الْحَسَنِ يَعْنِي جَدَّةَ أَبِي بَكْرٍ الْعَدَوِيَّ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سُنِلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ قَالَتْ تَفْتَسِلُهُ فَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ أَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرُهُ بِشَيْءٍ مِّنْ صُفْرَةٍ وَقَالَتْ وَلَقَدْ كُنْتُ أَحْيِضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ حِيضٍ جَمِيعًا لَا أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا.

৩৫৭। মুআযা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা)-কে ঋতুবতী মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যার কাপড়ে হায়েষের রক্ত লেগে গিয়েছে। তিনি বলেছিলেন, ঐ কাপড় ধুয়ে ফেলতে হবে। যদি তার চিহ্ন দূর না হয়, তাহলে কোন হলুদ জিনিস দ্বারা রং বদলে দেবে। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একাদিক্রমে আমার তিন তিনবার হায়েষ হতো। অথচ আমি আমার কাপড় ধুতাম না (কাপড়ে রক্ত বা নাপাক না লাগলে ধোয়ার প্রয়োজন নেই)।

৩৫৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ يَذْكُرُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ

مَا كَانَ لِاحِدَانَا اِلَّا ثُوبٌ وَّاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ فَاِذَا اَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ بَلَّتُهُ بِرِيْقِهَا ثُمَّ قَصَعْتَهُ بِرِيْقِهَا.

৩৫৮। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেন, আমাদের কারও নিকট শুধু একটি কাপড় থাকতো। যা পরিহিত অবস্থায় তার ঋতুস্রাব হতো। কাপড়ে রক্ত লেগে গেলে তিনি মুখের লালা দ্বারা ভিজিয়ে তা রগড়ে নিতেন।

টীকা : সম্ভবত হযরত আয়েশা (রা) থুথু দিয়ে রগড়ানোর পর আবার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতেন। কিছু বর্ণনাকারী তা বর্ণনা করেননি। অথবা কাপড়ে রক্তের সামান্য ছিটা লাগলে তিনি এমনটি করতেন। এটা তিনি করতেন হয়েযের মেয়াদ শেষ হবার পর। আর হয়েযের মেয়াদের মধ্যে কাপড় ধোয়ার তো কোন প্রয়োজনই নেই (বায়লুল মাজহুদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৪)।

৩৫৯- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نا عَبْدُ الرَّحْمَانِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ نا بَكَارُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنِي جَدَّتِي قاَلَتْ دَخَلْتُ عَلَيَّ اُمُّ سَلْمَةَ فَسَأَلْتَهَا اِمْرَاةٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثُوبِ الْحَائِضِ فَقَالَتْ اُمُّ سَلْمَةَ قَدْ كاَنَ تُصِيبُنَا الْحَيْضُ عَلَيَّ عَهْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلْبِثُ احِدَانَا اَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَنْظُرُ الثُّوْبَ الَّذِي كاَنَتْ تَقْلِبُ فِيهِ فَاِنْ اَصَابَهُ دَمٌ غَسَلْنَاهُ وَصَلَّيْنَا فِيهِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ اَصَابَهُ شَيْءٌ تَرَكْنَاهُ وَلَمْ يَمْنَعْنَا ذَاكَ مِنْ اَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ وَاَمَّا الْمُمْتَشِطَةُ فَكاَنَتْ احِدَانَا تَكُوْنُ مُمْتَشِطَةً فَاِذَا اغْتَسَلَتْ لَمْ تَنْقُضْ ذَاكَ وَلَكِنِهَا تَحْفَنُ عَلَيَّ رَاسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ فَاِذَا رَأَتْ النِّبْلَ فِي اُصُوْلِ الشَّعْرِ دَلَكْتَهُ ثُمَّ اَفَاضَتْ عَلَيَّ سَائِرِ جَسَدِهَا.

৩৫৯। বাক্বার ইবনে ইয়াহুইয়া (র) থেকে তার দাদীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামা (রা)-র নিকট গেলাম। তখন কুরাইশ এক মহিলা তাকে হয়েযের কাপড়ে নামায পড়া যায় কিনা জিজ্ঞেস করলো। উম্মু সালামা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় আমাদের হয়েয হতো। যতদিন পর্যন্ত হয়েয (জারী) থাকতো, ততদিন আমাদের কেউ কেউ একই কাপড় পরিহিত থাকতো। যখন সে পাক হতো, তখন পরিহিত কাপড় ওলটপালট করে দেখতো। তাতে রক্ত লেগে থাকলে, তা ধুয়ে ফেলতাম, তারপর ঐ কাপড়েই নামায পড়তাম। আর যদি কিছু না লাগতো, তবে ছেড়ে দিতাম (ধুতাম না)। তা নামায পড়তে আমাদেরকে কিছুই বিরত রাখতো না। আমাদের মধ্যে কারো চুল যদি ঝুটি বাঁধা থাকতো, গোসল করার সময় তা খুলতো না, বরং তিন অঞ্জলি পানি হাতে নিয়ে মাথার ওপর ঢেলে দিতো। যখন চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছে যেত তখন তা রগড়ে দিত। তারপর সমগ্র শরীরে পানি ঢেলে দিত।

৩৬০- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَصْنَعُ إِحْدَانًا يَثْوِيهَا إِذَا رَأَتْ الطُّهْرَ أَتُصَلِّيَ فِيهِ قَالَ تَنْظُرُ فَإِنْ رَأَتْ فِيهِ دَمًا فَلْتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ وَلْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ وَتُصَلِّ فِيهِ.

৩৬০। আসমা বিনতে আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক মহিলাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করতে শুনেছি, পবিত্র হয়ে যাওয়ার পর (হায়েযকালীন) কাপড় আমরা কি করবো? তাতে কি নামায পড়তে পারবো? তিনি বললেন : তা দেখে নেবে। যদি তাতে রক্ত লেগে থাকে তাহলে সামান্য পানি দিয়ে রক্ত খুঁটে ফেলে দিবে এবং পানি ছিটিয়ে রক্তের স্থান ধুয়ে ফেলবে যাতে রক্তের চিহ্ন না থাকে, তারপর তা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়বে।

৩৬১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلْتُ امْرَأَةً رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِحْدَانًا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَصَابَ إِحْدَاكُنَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِيَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لِيُصَلِّ.

৩৬১। আসমা বিনতে আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো কাপড়ে যদি হায়েযের রক্ত লেগে যায়, তাহলে কিভাবে তা পবিত্র করবে? তিনি বললেন : তোমাদের কারো কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে গেলে তা হাত দিয়ে রগড়ে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবে, তারপর ঐ কাপড়ে নামায পড়বে।

৩৬২- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا حَمَادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلْمَةَ عَنْ هِشَامِ بِهَذَا الْمَعْنَى قَالَا حَطْبِيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ انْضَحِيهِ.



৩৬২। হিশাম (র) থেকে বর্ণিত ।... উক্ত হাদীসের সমার্থক। তাতে নবী (সা) বলেন : কোন জিনিস দ্বারা তা দূর করে পানি দিয়ে রগড়ে নেবে। তারপর তাতে পানি ছিটিয়ে ধুয়ে ফেলবে।

৩৬৩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِتُ الْحَدَّادُ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ قَيْسِ بِنْتَ مَحْصَنٍ تَقُولُ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ قَالَ حُكِّيهِ بِضِلْعٍ وَأَغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.

৩৬৩। আদী ইবনে দীনার (র) বলেন, উম্মু কায়েস বিনতে মিসান (রা)-কে আমি বলতে শুনেছি, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করেছিলাম, কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে গেলে কি করতে হবে? তিনি বলেছিলেন : কাঠের টুকরা দ্বারা তা দূর করে নেবে, তারপর বরই পাতা মেশানো পানি দিয়ে তা ধুয়ে ফেলবে।

৩৬৪- حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدْ كَانَ يَكُونُ لِاحِدَانَا الدَّرْعُ فِيهِ تَحِيضٌ فِيهِ تَصِيبُهَا الْجَنَابَةُ ثُمَّ تَرَى فِيهِ قَطْرَةً مِنْ دَمٍ فَتَقْصَعُهُ بِرِيقِهَا.

৩৬৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কারো নিকট (অনেক সময়) একটি জামা থাকতো। হায়েয চলাকালীন সে ঐ জামা পরিহিত থাকতো। তাতেই জানাবাতের গোসল ফরয হতো। যদি তার কোথাও এক ফোটা রক্ত পরিলক্ষিত হতো তখন সে থুথু দ্বারা তা রগড়ে নিত।

৩৬৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ آتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ إِذَا طَهَّرْتِ فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ. فَقَالَتْ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ قَالَ يَكْفِيكَ غُسْلُ الدَّمِ وَلَا يَضُرُّكَ آثَرُهُ.

৩৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। ইয়াসারের কন্যা খাওলা (রা) নবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, ইয়া রাসূল্লাহ! আমার একটি মাত্র পরনের কাপড় আছে। তা পরিহিত অবস্থায় আমি হায়েযশক্ত হই। অতএব এই অবস্থায় আমি কি করবো? তিনি

বলেন : তুমি হায়েযমুক্ত হলে পরিধেয় বস্ত্রটি ধুয়ে নাও। অতঃপর তা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়ো! তিনি বলেন, যদি রক্তের চিহ্ন দূরীভূত না হয়? নবী (সা) বলেন : রক্ত ধুয়ে ফেলাই তোমার জন্য যথেষ্ট। রক্তের দাগ তোমার কোন ক্ষতি করবে না।

### بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِيهِ

অনুচ্ছেদ-১৩৩ : যে কাপড় পরে স্ত্রীসহবাস করা হয়েছে তা পরিধান করে নামায পড়া

৩৬৬- حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ فَقَالَتْ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَدَى.

৩৬৬। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার বোন ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ঐ কাপড় পরিধান করে নামায পড়তেন, যে কাপড় পরিহিত অবস্থায় তিনি স্ত্রী-সহবাস করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাতে কোনরূপ নাপাকি পরিদৃষ্ট না হলে।

### بَابُ الصَّلَاةِ فِي شُعْرِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৩৪ : মেয়েলোকের কাপড়ে নামায পড়া

৩৬৭- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَا الْأَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي فِي شُعْرِنَا أَوْ فِي لِحْفِهَا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ شَكَ أَبِي.

৩৬৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাপড়ে অথবা চাদরে নামায পড়তেন না।

৩৬৮- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ نَا حَمَّادُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سَيْرِينَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا

يُصَلِّي فِي مَلَا حِفْنًا. قَالَ حَمَادٌ وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي صَدَقَةَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ فَلَمْ يُحَدِّثْنِي وَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْذُ زَمَانٍ وَلَا أَدْرِي مِمَّنْ سَمِعْتُهُ وَلَا أَدْرِي أَسَمِعْتُهُ مِنْ ثَبِتٍ أَوْ لَا فَسَلُّوا عَنْهُ.

৩৬৮। আয়েশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের চাদরে নামায পড়তেন না।

হাম্মাদ (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবনে আবু সাদাকা (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র)-কে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু তিনি তা আমার নিকট বর্ণনা করেননি। বরং তিনি বলেন, আমি বেশ কিছু কাল পূর্বে এ হাদীস শুনেছিলাম এবং আমার মনে নাই, আমি কার কাছে তা শুনেছি। আমি তা বিশ্বস্ত রাবীর নিকট শুনেছি কিনা তাও মনে নেই। অতএব তোমরা এটি সম্পর্কে খোঁজ নাও।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ-১৩৫ : মেয়েলোকের কাপড়ে নামায পড়ার অনুমতি প্রসঙ্গে

٣٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيَّ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ مِنْهُ وَهِيَ حَائِضٌ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيْهِ.

৩৬৯। মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়লেন একটি চাদর গায়ে দিয়ে যার অপর প্রান্ত তাঁর এক ঋতুভবতী স্ত্রীও গায়ে জড়িয়েছিলেন (অর্থাৎ একই চাদরের একাংশ তাঁর এক স্ত্রী গায়ে দিয়েছিলেন, অপর অংশ গায়ে দিয়ে তিনি নামায পড়েছিলেন)।

٣٧٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ نَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَى مِرْطٍ لِي وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ.

৩৭০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা নামায পড়তেন। আমি হায়েয অবস্থায় আমার একটি চাদর গায়ে জড়িয়ে তাঁর পাশে থাকতাম। চাদরের কিছু অংশ থাকতো তাঁর গায়ে।

## بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ التُّوبَ

অনুচ্ছেদ-১৩৬ : কাপড়ে বীর্ষ লাগলে

৩৭১- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَأَخْتَلَمَ فَأَبْصَرَتْهُ جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْجَنَابَةِ مِنْ تُوْبِهِ أَوْ يَغْسِلُ تُوْبَهُ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا أَفْرُكُهُ مِنْ تُوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৭১। হাম্মাম ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-এর এখানে মেহমান হলেন। তার স্বপ্নদোষ হলো। আয়েশা (রা)-র এক বাঁদী তাকে কাপড় থেকে বীর্ষের চিহ্ন অথবা কাপড় ধুতে দেখলেন। সে তা আয়েশার নিকট বললে তিনি বলেন, আমি নিজে দেখেছি ও আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে বীর্ষ রগড়ে ফেলে দিয়েছি।

টীকা : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বীর্ষ হয়তো গাঢ় ছিল। কাজেই তা কাপড় থেকে রগড়ে তুলে ফেলা সম্ভব ছিল। অধিকাংশ আলেমের মতে বীর্ষ নাপাক। তবে গাঢ় হলে তা রগড়ে ফেলে দেয়াই যথেষ্ট, আর পাতলা হলে ধুতে হবে। কোন কোন আলেমের মতে বীর্ষ নাপাক নয়, যেকোন নাকের শ্রেণী নাপাক নয়। শাফিঈ (র) এই মত পোষণ করেন।

৩৭২- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ تُوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّي فِيهِ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَفَقَهُ مُغِيرَةُ وَأَبُو مَعْشَرَ وَأَصْلُهُ وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ كَمَا رَوَاهُ الْحَكَمُ.

৩৭২। আল-আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে বীর্ষ রগড়ে তুলে ফেলতাম। অতএব তিনি ঐ কাপড়েই নামায পড়তেন।

৩৭৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابِ الْبَصْرِيِّ نَا سَلِيمٌ يَعْنِي ابْنَ أَخْضَرَ الْمَعْنِي وَالْأَخْبَارُ فِي حَدِيثِ سَلِيمٍ قَالَا نَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ

سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ ثُمَّ أَرَى فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقْعًا.

৩৭৩। সুলায়মান ইবনে ইয়সার (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে বীর্য ধুয়ে ফেলতাম, তারপরও তাতে (তার) একটি বা কয়েকটি চিহ্ন দেখতে পেতাম।

بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

অনুচ্ছেদ-১৩৭ : শিশুদের পেশাব কাপড়ে লাগলে

۳۷۴- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عْتَبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِخْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَجْسَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَنَضَّحَهُ وَلَمْ يَغْسِلَهُ.

৩৭৪। উম্মু কায়েস বিনতে মিহসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর শিশু পুত্রটিকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন। শিশুটি তখনো শক্ত খাবার ধরেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের কোলে বসালেন। সে তাঁর পরিধেয় বস্ত্রে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনিয়ে তা তাতে ছিটিয়ে দিলেন, কিন্তু ধুলেন না।

۳۷۵- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ وَالرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ الْمَعْنَى قَالَا نَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ قَابُوسَ عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حَجْرٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ النَّبَسُ ثَوْبًا وَأَعْطِنِي إِزَارَكَ حَتَّى أَغْسِلَهُ قَالَ إِنَّمَا يَغْسَلُ مِنَ بَوْلِ الْأُنْثَى وَيُنْضَحُ مِنَ بَوْلِ الذَّكَرِ.

৩৭৫। লুবাবা বিনতুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুসাইন ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে ছিলেন। তিনি তাঁর কোলে পেশাব করে দিলেন। আমি বললাম, আপনি আরেকটি কাপড় পরে নিন এবং

আপনার এই কাপড়টি আমাকে ধুতে দিন। তিনি বললেন : মেয়েরা পেশাব করলে ভালরূপে ধুতে হয়। ছেলারা পেশাব করলে সাধারণভাবে ধুলেই চলে।

টীকা : এ হাদীসের আলোকে কোন কোন আলেম দুষ্কপোষ্য ছেলে ও মেয়ের পার্থক্য করেছেন। যেমন কেউ কেউ বলেছেন, ছেলেদের পেশাব পাক ও মেয়েদের পেশাব নাপাক। তবে আলেমদের অপর দল উভয়ের পেশাবকেই নাপাক বলেছেন। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য এভাবে করা যায় : সম্ভবতঃ মেয়েদের পেশাব একই জায়গায় পড়ার এবং ছেলেদের পেশাব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ার দরুনই রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ উক্তি করেছেন। অন্যথায় উভয়ের পেশাবই সমানভাবে নাপাক।

৩৭৬- حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ الْمَعْنَى قَالَا نَا عَبْدُ الرَّحْمَانَ بْنِ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ قَالَ كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ وَلَنِّي قَفَاكَ قَالَ فَأَوْلِيهِ قَفَايَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ فَأَتَى بِحَسَنِ أَوْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ فَجِئْتُ أَغْسِلُهُ فَقَالَ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ. قَالَ عَبَّاسُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ أَبُو الزُّعْرَاءِ قَالَ هَارُونُ بْنُ تَمِيمٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْأَبْوَالُ كُلُّهَا سَوَاءٌ.

৩৭৬। আবুস সাম্‌হ (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করতাম। তিনি যখন গোসল করার ইচ্ছা করতেন, আমাকে বলতেন : তুমি পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়াও। আমি পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে আড়াল করে রাখতাম। একবার হাসান অথবা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কে আনা হলো এবং তিনি তাঁর বুকে পেশাব করে দিলেন। আমি ধোয়ার জন্য (পানি নিয়ে) আসলে তিনি বললেন : মেয়েদের পেশাব ধোয়া আবশ্যিক হয়। আর ছেলেদের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দেয়াই যথেষ্ট।... হাসান বসরী (র) বলেন, সব পেশাবই (নাপাক হিসেবে) সমান।

৩৭৭- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَعُ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمَ.

৩৭৭। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মেয়েদের পেশাব ধুয়ে ফেলা জরুরী এবং ছেলেদের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দেয়াই যথেষ্ট- যতক্ষণ না তারা শক্ত খাদ্য গ্রহণ করে।

৩৭৮- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ  
أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ  
مَا لَمْ يَطْعَمْ. زَادَ قَالَ قَتَادَةُ هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ فَإِذَا طَعِمَا  
غُسِلَا جَمِيعًا.

৩৭৮। আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আব্দাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... পূর্বানুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় 'যতক্ষণ না সে শক্ত খাদ্য গ্রহণ করে' - এ কথাটুকু উল্লেখ নাই। তাতে এই কথা রয়েছে, কাতাদা (র) বলেছেন, এ হুকুম ঐ সময় পর্যন্ত প্রযোজ্য যতক্ষণ পর্যন্ত তারা (উভয়ে) খাদ্য গ্রহণ না করে। শক্ত খাদ্য গ্রহণ করা শুরু করলে, উভয়ের পেশাবই ধোয়া জরুরী।

۳۷۹- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ  
عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ إِنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَصُبُّ  
الْمَاءَ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ وَكَانَتْ تَغْسِلُ  
بَوْلَ الْجَارِيَةِ.

৩৭৯। হাসান (র) থেকে তার মায়ের সূত্রে বর্ণিত। তার মা বলেন, তিনি উম্মু সালামা (রা)-কে (দুধপোষ্য) ছেলেদের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিতে দেখেছেন, যতক্ষণ না সে শক্ত খাদ্য গ্রহণ করে। শক্ত খাদ্য গ্রহণ করা শুরু করলে ধুয়ে ফেলতেন। আর তিনি মেয়েদের পেশাব ধুয়ে ফেলতেন।

بَابُ الْأَرْضِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ

অনুচ্ছেদ-১৩৮ ৪ মাটিতে পেশাব পড়লে

۳۸۰- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ وَأَبْنُ عَبْدِ فِيْ آخِرِينَ وَهَذَا  
لِقَطْرِ ابْنِ عَبْدِ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَصَلَّى قَالَ ابْنُ عَبْدِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ  
ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعْنَا أَحَدًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ لَقَدْ تَحَجَّرَتْ وَأَسِعَا ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ  
فَاسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّمَا

بُعِثْتُمْ مُيَسَّرِينَ وَلَمْ تَبْعَثُوا مُعْسِرِينَ صُبُّوا عَلَيْهِ سَجْلًا مِّنْ مَّاءٍ أَوْ  
قَالَ ذُنُوبًا مِّنْ مَّاءٍ .

৩৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন মসজিদে প্রবেশ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদে বসা ছিলেন। লোকটি দুই রাকআত নামায পড়ল, অতঃপর দোয়া করলো, হে আল্লাহ! রহম কর আমার প্রতি ও মুহাম্মাদের প্রতি এবং আমাদের সাথে আর কারো প্রতি রহম করো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি প্রশস্ত (জিনিস)-কে সংকীর্ণ করে দিলে। সে মসজিদের এক কোণে পেশাব করে দিল। লোকজন দ্রুত (তাকে শায়েস্তা করার জন্য) তার দিকে দৌড়ে যাচ্ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বারণ করে বললেন : তোমাদেরকে তো লোকদের প্রতি সহজ ও কোমল আচরণকারী হিসেবে পাঠানো হয়েছে। তোমাদেরকে এজন্য পাঠানো হয়নি যে, তাদের সাথে রক্ষ ও কঠোর আচরণ করবে। যাও এতে (এক বালতি বা) এক টোল পানি ঢেলে দাও।

টীকা : সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে : পরে নবী (সা) তাকে ডেকে বললেন : মসজিদ তো পেশাব-পায়খানার জায়গা নয়, এটা আল্লাহর যিকির ও কুরআন পড়ার জন্যই তৈরী করা হয়েছে। নবী (সা) কর্তৃক লোকদের বারণ বা নিষেধ করার কারণ হলো : (ক) মসজিদে পেশাব করা যে জায়েয নয়, তা লোকটির জ্ঞান ছিল না। সে ছিল নতুন মুসলমান অথবা (খ) পেশাব যেন মসজিদে ছড়িয়ে না পড়ে কিংবা (গ) লোকটির যাতে পেশাব বন্ধ হওয়ার দরুন কষ্ট না হয়।

٢٨١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ قَالَ  
سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ  
مُقْرِنٍ قَالَ صَلَّى أَعْرَابِيٌّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْدِيهِ  
الْقِصَّةَ قَالَ فِيهِ وَقَالَ يَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا مَا  
بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ فَأَلْقُوهُ وَأَهْرِيْقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً. قَالَ أَبُو  
دَاوُدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ ابْنُ مَعْقِلٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৮১। আবদুল্লাহ ইবনে মা'কিল ইবনে মুকাররিন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়লো... পরের বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের মতই। তাতে রয়েছে : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে মাটিতে সে পেশাব করেছে সে মাটি তুলে ফেলে দাও এবং ঐ জায়গায় পানি ঢেলে দাও। আবু দাউদ (র) বলেন, এটি মুরসাল হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে মা'কিল (র) নবী (সা)-এর যুগ পাননি।



بَابُ فِي طُهُورِ الْأَرْضِ إِذَا يَبِسَتْ

অনুচ্ছেদ-১৩৯ : মাটি শুকিয়ে গেলে তা পাক হয়ে যায়

۳۸۲- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي حَمَزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ كُنْتُ أَبِيْتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ فَتَى شَابًا عَزْبًا وَكَانَتْ الْكِلَابُ تُبُولُ وَتَقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرِشُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

৩৮২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় রাতে আমি মসজিদে ঘুমাতাম। আমি ছিলাম তখন অবিবাহিত যুবক। মসজিদে কুকুর আসা-যাওয়া করতো ও তাতে পেশাব করতো, কিন্তু কেউ তাতে পানি ঢালতো না।

بَابُ الْأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ

অনুচ্ছেদ-১৪০ : কাপড়ের আঁচলে নাপাক লাগলে

۳۸۲- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أُمِّ وَالدِّ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلْمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أَطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَدِيرِ فَقَالَتْ أُمَّ سَلْمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ.

৩৮৩। ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফের উম্মু ওয়ালাদ থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট বললেন, আমার আঁচল লম্বা (যা মাটিতে লেপ্টে যায়)। আমি আবর্জনার স্থানে চলাচল করে থাকি (আঁচলের ঐ ময়লার জন্য কি করব?) উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঐ আঁচলকে পাক করে দেয় তার পরবর্তী পথ (অর্থাৎ তাতে কোন আবর্জনা লাগলে পাক জমিনে ঘর্ষণ লাগার ফলে তা পাক হয়ে যায়। কাজেই কাপড় পাকই থাকবে)।

৩৮৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَا نَا زُهَيْرُ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيْسَى عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُتَنِنَةً كَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا قَالَ أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا قَالَتْ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَهَذِهِ بِهَذِهِ.

৩৮৬। বনু আবদুল আশহালের এক মহিলা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মসজিদে যাওয়ার পথটি আবর্জনাপূর্ণ। যখন বৃষ্টি হয় তখন আমরা কি করবো? তিনি বললেন : তার পরের পথ কি এর চাইতে ভালো নয়? আমি বললাম, হ্যাঁ, ভালো। তিনি বললেন : তাহলে এটা গুটার পরিপূরক।

টীকা : কাপড়ে কোন আবর্জনা লাগার বেলায় এ ছকুম প্রযোজ্য। কিন্তু যদি পায়খানা-পেশাব জাতীয় কোন নাপাকি কাপড়ে বা শরীরের কোন অংশে লাগে তাহলে তা ধোয়া ছাড়া পাক হবে না।

### بَابُ الْأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ

অনুচ্ছেদ-১৪১ : জুতার নাপাকি লাগলে

৩৮৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا أَبُو الْمُغِيرَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نَا عُمَرُ يَعْنِي عَبْدَ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ الْمَعْنَى قَالَ أُنْبِئْتُ أَنَّ سَعِيدَ ابْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبِرِيِّ حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى بَانَ الثَّرَابَ لَهُ طُهُورٌ.

৩৮৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যদি জুতো পরে আবর্জনা বা নাপাকির ওপর দিয়ে চলাচল করে, তাহলে মাটিই তার আবর্জনা বা নাপাকি দূর করে দেবে (জুতার মধ্যে নাপাকি লেগে গেলে, মাটিতে জুতা ঘষে নিলেই তা পাক হয়ে যায়। তা পরিধান করে নামায পড়া জায়েয। বিশেষজ্ঞদের এটাই অভিমত)।

৩৮৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ يَعْنِي الصَّنَعَانِيَّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأَذَى بِخُفَيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ.

৩৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তাতে রয়েছে, নবী (সা) বলেছেন : কারো মোযায় নাপাকি লেগে গেলে মাটিই তার পাককারী।

۳۸۷- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَائِدٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ حَمْزَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنِي أَيْضًا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ.

৩৮৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

بَابُ الْإِعَادَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ تَكُونُ فِي الثُّوبِ

অনুচ্ছেদ-১৪২ : নাপাক কাপড়ে নামায পড়লে সেই নামায পুনরায় পড়তে হবে

۳۸۸- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا أَبُو مَعْمَرٍ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أُمُّ يُونُسَ بِنْتُ شَدَّادٍ قَالَتْ حَدَّثْتَنِي حَمَاتِي أُمُّ جَحْدَرِ الْعَامِرِيَّةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثُّوبَ فَقَالَتْ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْنَا شِعَارُنَا وَقَدْ أَلْقَيْنَا فَوْقَهُ كِسَاءً فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْكِسَاءَ فَلَيْسَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ لَمْعَةٌ مِّنْ دَمٍ فَقَبِضْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا يَلِيهَا فَبَعَثَ بِهَا إِلَى مَصْرُورَةَ فِي يَدِ الْغُلَامِ فَقَالَ اغْسِلِي هَذِهِ وَأَجْفِيهَا وَأَرْسِلِي بِهَا إِلَيَّ فَدَعَوْتُ بِقِصْعَتِي فَغَسَلْتُهَا ثُمَّ أَجَفَفْتُهَا فَأَحْرَثُهَا إِلَيْهِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهِيَ عَلَيْهِ.

৩৮৮। উম্মু জাহ্নদার আল-আমেরিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হায়েযের রক্ত যদি কাপড়ে লেগে যায় তাহলে কি করতে হবে? আয়েশা বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রাত যাপন করলাম। আমাদের গায়ে ছিল আমাদের কাপড়। তার ওপর আমরা একটি চাদর জড়িয়ে নিলাম। ভোর হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ চাদরখানি পরে ফজরের নামায পড়তে চলে গেলেন। তিনি নামায পড়ে বসলে একজন বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ তো দেখছি রক্তের দাগ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাগ ও তার আশেপাশের অংশ হাতের মুঠোয় ধরে ঐ অবস্থায়ই এক গোলামের দ্বারা চাদরখানা আমার নিকট পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন : এটা ধুয়ে ভালো করে চিপে নিয়ে আবার আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। আমি এক বাটি পানি নিয়ে তা ধৌত করে ভালো করে পানি নিংড়িয়ে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিলাম। দুপুরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ চাদরখানি গায়ে দিয়ে (ঘরে) ফিরলেন।

### بَابُ الْبِزَاقِ يُصِيبُ الثُّوبَ

অনুচ্ছেদ-১৪৩ : কাপড়ে থুথু লাগলে

৩৮৯- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَادُ أَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ بَزَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبِهِ وَحَكَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ.

৩৮৯। আবু নাদরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কাপড়ে থুথু ফেললেন, তারপর কাপড়ের এক অংশ দিয়ে অপর অংশ রগড়ে দিলেন।

৩৯০- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَادُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

৩৯০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

অধ্যায় : ২  
 كِتَابُ الصَّلَاةِ  
 নামায

بَابُ فَرَضِ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ-১ : নামায ফরয হওয়া

৩৯১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرِ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَاذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرُهُنَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطْوَعُ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطْوَعُ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةَ قَالَ فَهَلْ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطْوَعُ فَادْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ.

৩৯১। আবু সুহাইল ইবনে মালিক (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি তালাহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, নজদের অধিবাসী এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। তার মাথার চুল ছিল বিক্ষিপ্ত ও অবিন্যস্ত। তার থেকে গুনগুন শব্দ শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু কি বলছিল তা বোঝা যাচ্ছিল না। অবশেষে সে নিকটবর্তী হলো। লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : (ইসলাম হলো) দিবা-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া। সে বললো, এছাড়া আর কি কোন নামায আছে? তিনি বললেন : না, তবে তুমি নফল নামায পড়তে পারো। বর্ণনাকারী

বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উদ্দেশ্যে রমযান মাসের রোযার কথাও উল্লেখ করেন। সে বললো, এছাড়া আর কোন রোযা কি আমার ওপর ফরয আছে? তিনি বললেন : না, তবে তুমি নফল রোযা রাখতে পারো। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যাকাতের কথাও বললেন। সে বললো, এছাড়া আর কোন দান কি আমার ওপর ফরয আছে? তিনি বললেন : না, তবে নফল হিসেবে দান করতে পারো। তারপর লোকটি পেছন ফিরে চলে যেতে যেতে বললো, আল্লাহর শপথ! এর চাইতে আমি বেশীও করবো না কমও করবো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : লোকটি সত্য বলে থাকলে সফলকাম হলো।

৩৭২- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ.

৩৯২। আবু সুহাইল নাফে ইবনে মালিক ইবনে আবু আমের (রা) একই সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে : (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন) তার পিতার শপথ! সে সফলকাম হয়ে গেল যদি সে সত্য বলে থাকে। তার পিতার শপথ, সে জান্নাতে যাবে যদি সে সত্য বলে থাকে।

### بَابُ فِي الْمَوَاقِيْتِ

অনুচ্ছেদ-২ : নামাযের ওয়াক্তসমূহের বর্ণনা

৩৭৩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ فُلَانٍ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عِيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْنِي جُبَيْرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشُّرَاكِ وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِي يَغْنَى الْمَغْرِبِ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ حِينَ حَرَّمَ الطَّعَامَ وَالشُّرَابَ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْعَدُّ صَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبِ

حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِي الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِي  
الْفَجْرَ فَاسْفَرَ ثُمَّ التَّفَتَ إِلَى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ  
قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ.

৩৯৩। ইবনে আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বায়তুল্লাহর নিকট জিবরীল (আ) দু'বার আমার নামাযে ইমামতি করেছেন। (প্রথমবার) আমাকে নিয়ে তিনি যোহর পড়লেন সূর্য (পশ্চিম দিকে) ঢলে যাওয়ার পর। ছায়া ছিল তখন জুতার ফিতার সমান। তিনি আমাকে নিয়ে আসরের নামায পড়লেন, যখন ছায়া তার সমান হলো। আমাকে নিয়ে মাগরিবের নামায পড়লেন যখন রোযাদার ইফতার করে। তিনি আমাকে নিয়ে এশার নামায পড়লেন যখন শাফাক অস্তর্হিত হলো এবং ফজরের নামায পড়লেন যখন রোযাদারের জন্য পানাহার হারাম হয়ে যায়। (দ্বিতীয় বারে) পরের দিন তিনি আমাকে নিয়ে যোহরের নামায পড়লেন, ছায়া যখন সমান হলো। আসর পড়লেন, যখন ছায়া তার দ্বিগুণ হলো, মাগরিব পড়লেন রোযাদারের ইফতারের সময়, এশা পড়লেন রাতের তৃতীয়াংশে এবং ফজর পড়লেন ভোরের আলো ছড়িয়ে যাওয়ার পর। এরপর জিবরীল (আ) আমার দিকে ফিরে বললেন, হে মুহাম্মাদ! এটাই হচ্ছে আপনার পূর্ববর্তী নবীদের নামাযের ওয়াক্ত। আর নামাযের ওয়াক্তসমূহ এই দুই (প্রান্তিক) সীমার মাঝেই নিহিত।

টীকা : জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সাথে নিয়ে একদিন প্রথম ওয়াক্তে আরেক দিন শেষ ওয়াক্তে নামায পড়েন। যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের ওয়াক্তের প্রারম্ভিক ও শেষ সীমা সম্পর্কে জানতে পারেন।

শাফাক : অধিকাংশ আলোমের মতে সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে যে লালিমা দেখা যায় তাকে শাফাক বলে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর প্রসিদ্ধ মতে লালিমা দূরীভূত হওয়ার পর যে ত্তত্রতা উদ্ভিত হয় তাকে শাফাক বলে।

ছায়া : কোন বস্তু সমতল ভূমিতে দাঁড় করালে ঠিক দুপুরে অর্থাৎ সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তার ছায়া যতটুকু লম্বা হয় ততটুকুকে বলা হয় ছায়া আসলী (মূল ছায়া)।

۳۹۴- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلْمَةَ الْمُرَادِيُّ نَا ابْنَ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ  
زَيْدِ اللَّيْثِيِّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ قَاعِدًا  
عَلَى الْمَنْبَرِ فَأَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَمَا إِنَّ  
جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَقْتِ  
الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَعْلَمُ مَا تَقُولُ فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ سَمِعْتُ بِشِيرَ بْنَ  
أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ





আপনি কি বলছেন, বুঝে শুনে বলুন। উরওয়া (র) বললেন, আমি বশীর ইবনে আবু মাসউদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবু মাসউদ আনসারী (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : জিবরীল (আ) নাযিল হলেন এবং আমাকে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে অবহিত করলেন। আমি তার সাথে নামায পড়লাম, তারপর আবার তার সাথে নামায পড়লাম, তারপর আবার পড়লাম, আবার পড়লাম এবং আবার পড়লাম। এভাবে তিনি (রাবী) আংগুলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের হিসাব করলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি সূর্য ঢলে পড়ার সাথে সাথেই যোহরের নামায পড়লেন। আবার কখনো তিনি দেরি করে পড়তেন যখন অতিরিক্ত গরম পড়তো। আমি তাঁকে আসরের নামায পড়তে দেখেছি ঐ সময় যখন সূর্য বেশ উপরে সাদা রংবিশিষ্ট থাকতো, তাতে হলুদ রংয়ের আভা তখনো আসেনি। লোকজন (তাঁর সাথে) আসরের নামায পড়ে সূর্য ডোবার আগেই যুলহলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছে যেত।<sup>১</sup> তিনি মাগরিবের নামায পড়তেন সূর্য ডোবার সাথে সাথেই, আর এশার নামায পড়তেন (পশ্চিম) দিগন্ত যখন কালো রংয়ে ছেয়ে যেত, আবার কখনো তা দেরি করে পড়তেন, যাতে লোকজন একত্র হতে পারে। তিনি একবার ফজরের নামায অন্ধকারে পড়েন, তারপর আরেকবার পড়েন ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ার পর। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সর্বদা অন্ধকারেই ফজরের নামায পড়েন, পুনরায় আর কখনো আলোতে পড়েননি।<sup>২</sup>

আবু দাউদ (র) বলেন, আয-যুহরী (র) থেকে মা'মার, মালিক, ইবনে উয়াইনা, শোআইব ইবনে আবু হামযা, লাইস ইবনে সা'দ প্রমুখ এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা ঐ সময়ের উল্লেখ করেননি, যাতে তিনি নামায পড়েছেন এবং তার কোন ব্যাখ্যাও তারা দেননি।... ওয়াহব ইবনে কাইসান (র) জাবিরের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মাগরিবের ওয়াক্ত সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন : পরের দিন জিবরীল মাগরিবে আসলেন— সূর্যাস্তের পরে একই সময়ে। আবু হুরায়রা (রা)-ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : পরের দিন আমাকে নিয়ে জিবরীল মাগরিবের নামায পড়লেন একই সময়ে।

টীকা : ১. মদীনা থেকে যুল-হলায়ফার দূরত্ব ছয় মাইল।

২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র বর্ণনায় আলো ছড়িয়ে পড়ার পর ফজর পড়ার মাহাজ্য বর্ণিত হয়েছে। হানাফীদের মতে এটাই উত্তম।

৩৯০- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ نَا بَدْرُ بْنُ عُمَانَ نَا أَبُو بَكْرِ  
بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى أَمَرَ بِإِلَّا فَاَقَامَ  
الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ فَصَلَّى حِينَ كَانَ الرَّجُلُ لَا يَعْرِفُ وَجَهَ  
صَاحِبِهِ أَوْ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَعْرِفُ مَنْ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ أَمَرَ بِإِلَّا فَاَقَامَ

الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ حَتَّى قَالَ الْقَائِلُ انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ  
 أَعْلَمُ ثُمَّ أَمَرَ بِرَبِّلَا فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيَضَاءُ مُرْتَفِعَةً وَأَمَرَ بِرَبِّلَا  
 فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِرَبِّلَا فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ  
 غَابَ الشَّفَقُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَلَّى الْفَجْرَ وَأَنْصَرَفَ فَقُلْنَا أَطَلَعَتِ  
 الشَّمْسُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ وَصَلَّى الْعَصْرَ  
 وَقَدْ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ أَوْ قَالَ أَمْسَى وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ  
 الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ  
 الصَّلَاةِ الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى سَلِيمَانُ بْنُ  
 مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي  
 الْمَغْرِبِ نَحْوَ هَذَا قَالَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ  
 وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى شَطْرِهِ وَكَذَلِكَ رَوَى ابْنُ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৯৫। আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি কোন জবাব দিলেন না। তিনি বিলালকে নির্দেশ দিলেন (আযান বা ইকামতের)। তারপর তিনি আযান ও ইকামাত দিলেন সুবেহ সাদিক হওয়ার সাথে সাথেই। তারপর তিনি নামায পড়লেন যখন একজন আরেকজনকে চিনতে পারে না (অন্ধকারের দরুন) অথবা একজন তার পার্শ্ববর্তী লোককে চিনতে পারে না। তারপর আবার বিলালকে নির্দেশ দিলেন এবং যোহরের নামায পড়লেন যখন সূর্য ঢলে পড়লো, যেমন কেউ বলে, দুপুর হয়েছে। অথচ (সূর্য ঢলে যাওয়া সম্পর্কে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক জ্ঞাত। তারপর তিনি আবার বিলালকে নির্দেশ দিলেন ও আসরের নামায সমাপন করলেন। সূর্য ছিল তখন সাদা ও উঁচুতে। পুনরায় বিলালকে নির্দেশ দিলেন ও মাগরিবের নামায পড়লেন— যখন সূর্য ডুবে গিয়েছিল। আবার বিলালকে নির্দেশ দিলেন, তারপর এশার নামায পড়লেন— যখন লাল আভা অন্তর্হিত হলো।

পরের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়ে যখন ফিরলেন তখন আমরা বললাম, সূর্য তো মনে হয় উঠে গেছে। তারা যোহরের নামায পড়লেন গত কালের আসরের নামায পড়ার ওয়াক্তে। আর আসর ঐ সময় পড়লেন যখন সূর্য হলুদ বর্ণ হয়ে গিয়েছিল অথবা সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্তে। মাগরিব পড়লেন লালিমা শেষ হওয়ার পূর্বে। সবশেষে এশা পড়লেন রাতের তৃতীয় ভাগে। এরপর বললেন, ঐ লোক কোথায় যে নামাযের ওয়াক্ত জানতে চেয়েছে? নামাযের ওয়াক্ত হচ্ছে এই দুই সময়সীমার মধ্যে। আবু

দাউদ (র) বলেন, জাবির (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মাগরিব সম্পর্কে এরূপই বর্ণনা করেছেন। তাতে এও রয়েছে : তিনি এশার নামায পড়লেন রাতের তৃতীয় ভাগে, কেউ বলেছেন অর্ধরাতে।

৩৯৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَا شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرْ العَصْرُ وَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ وَقْتُ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ قَوْرُ الشَّفَقِ وَقْتُ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَقْتُ صَلَوةِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ.

৩৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যোহরের ওয়াক্ত হলো আসরের ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত। আসরের ওয়াক্ত হলো সূর্য হলুদ রং ধারণ না করা পর্যন্ত। মাগরিবের ওয়াক্ত লাল রংয়ের আভা বিলোপ না হওয়া পর্যন্ত। এশার ওয়াক্ত অর্ধরাত পর্যন্ত। আর ফজরের ওয়াক্ত সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত।

بَابُ وَقْتِ النَّبِيِّ (ص) وَكَيْفَ كَانَ يُصَلِّيَهَا

অনুচ্ছেদ-৩ : মহানবী (সা)-এর নামাযের ওয়াক্ত ও তাঁর নামায পড়ার নিয়ম

৩৯৭- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرًا عَنْ وَقْتِ صَلَوةِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةً وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَلًا وَإِذَا قَلُّوا أَخْرًا وَالصُّبْحَ بِفَلَسٍ.

৩৯৭। মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাবির (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে। তিনি বললেন, তিনি যোহরের নামায ঠিক দুপুরের পরই পড়তেন যখন সূর্যতাপ অত্যন্ত প্রখর থাকতো। আসরের নামায পড়তেন ঐ সময় যখন সূর্য জীবন্ত থাকতো (অর্থাৎ সূর্যের তাপ ও প্রখরতা অবশিষ্ট থাকতেই)। মাগরিব পড়তেন সূর্যাস্তের পরপরই। লোকজন জড়ো হয়ে গেলে এশার নামায তাড়াতাড়ি (প্রথম ওয়াক্তে) পড়ে নিতেন, আর লোকজনের উপস্থিতি কম হলে দেরি করে পড়তেন। আর ফজরের নামায অঙ্ককারে পড়তেন।

টীকা : পূর্ববর্তী হাদীসে নামাযের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ ওয়াক্তের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। এখানে নামাযের মোস্তাহাব ওয়াক্তের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত এ সময়েই নামায আদায় করতেন।

৩৭৮- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةَ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرَزَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي العَصْرَ وَإِنْ أَحَدْنَا لِيَذْهَبُ أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَيَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ الْمَغْرِبَ وَكَانَ لَا يُبَالِي تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَمَا يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ الَّذِي كَانَ يَعْرِفُهُ وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا مِنَ السُّتَيْنِ إِلَى الْمِائَةِ.

৩৯৮। আবু বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায পড়তেন যখন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়তো, আসরের নামায পড়তেন ঐ সময় যখন আমাদের কেউ মদীনার শেষ প্রান্তে গিয়ে ফিরে আসতে পারতো এবং সূর্যের তাপ ও প্রখরতা বিদ্যমান থাকতো। মাগরিবের কথা আমি ভুলে গিয়েছি। এশার নামাযে রাতের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করতে তিনি পরোয়া করতেন না, আর কখনো বা অর্ধরাত পর্যন্ত। এশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো ও পরে কথাবার্তা বলা তিনি পছন্দ করতেন না। ফজরের নামায তিনি ঐ সময় পড়তেন যখন আমাদের কেউ তার পরিচিতজনকে চিনতে পারতো না। ফজরের নামাযে তিনি ষাট আয়াত থেকে এক শত আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন।

টীকা : শরহে সুন্নাহ কিভাবে রয়েছে : অধিকাংশ আলেম এশার আগে ঘুমানোকে মাকরুহ বলেছেন। কেউ কেউ অবশ্য অনুমতি দিয়েছেন। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে উমার ঘুমাতে। আবার কেউ শুধু রমখানের জন্য অনুমতি দেন। নবী বলেন, ঘুমে কাভর হয়ে পড়লে ও নামায কাযা হওয়ার আশংকা না থাকলে ঘুমানোতে ক্ষতি নেই। ঘুমও এক প্রকার মৃত্যু বিশেষ। কাজেই ঘুম যাওয়ার পূর্বে পার্থিব অনর্থক কথাবার্তার পরিবর্তে আল্লাহর স্মরণের মধ্য দিয়ে দিনের যাবতীয় কাজের সমাপ্তি টানাই উত্তম। আবার কেউ প্রয়োজনবশত বা বিনা প্রয়োজনেও কথাবার্তা বলার অনুমতি দিয়েছেন। যাই হোক, অধিক রাত জেগে লেখাপড়া ও দাণ্ডরিক প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করার অনুমতি আছে।

بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ-৪ : যোহরের নামাযের ওয়াক্ত

৩৭৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا نَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

قَالَ كُنْتُ أَصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَأَخَذُ قَبْضَةً مِّنَ الْحَصَا لِتَبْرُدَ فِي كَفِّي أَضَعُهَا لِجَبْهَتِي أَسْجُدُ  
عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الْحَرِّ.

৩৯৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যোহরের নামায পড়তাম। আমি এক মুঠো পাথরকণা হাতে তুলে নিতাম। সেগুলো আমার হাতে ঠাণ্ডা হয়ে যেত। সিজদার সময় অত্যধিক গরমের দরুন ঐগুলো কপালের নিচে রেখে তার উপর আমি সিজদা করতাম।

৪০০- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا عُبَيْدَةَ بْنَ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ  
الْأَشْجَعِيِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ  
بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَتْ قَدْرُ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فِي الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ وَفِي الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ  
إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ.

৪০০। আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, গরমের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (যোহরের) নামায পড়ার ওয়াজ্ব ছিল (ছায়ার) তিন কদম থেকে পাঁচ কদম পর্যন্ত। আর শীতকালে পাঁচ কদম থেকে সাত কদম পর্যন্ত।

৪০১- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ  
قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْحَسَنِ هُوَ مُهَاجِرٌ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ  
سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارَادَ  
الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ الظُّهْرَ فَقَالَ أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ أَبْرِدْ  
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى رَأَيْنَا فِيئِ التَّلْوْلِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ  
فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَابْرِدُوا بِالصَّلَاةِ.

৪০১। য়ায়েদ ইবনে ওয়াহব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু য়ার (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। মোয়াজ্জিন যোহরের আযান দিতে চাইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : থাম, ঠাণ্ডা হোক। আবার মোয়াজ্জিন আযান দিতে চাইলে তিনি বললেন : থাম, ঠাণ্ডা হোক। এভাবে দু'বার অথবা তিনবার বললেন। এমনকি আমরা টিলাসমূহের ছায়া প্রত্যক্ষ করলাম।

তারপর তিনি বললেন : গ্রীষ্মের খরতাপ জাহান্নামেরই নিঃশ্বাসবিশেষ। কাজেই গ্রীষ্মের তাপ যখন প্রচণ্ড হবে তখন ঠাণ্ডা হলে নামায পড়বে।

টীকা : ঋতাবী বলেন, রোদের প্রচণ্ডতা ও ব্যাপকতা বোঝাবার জন্যই এরূপ বলা হয়েছে। অথবা মূলতই এটা জাহান্নামের শ্বাস-প্রশ্বাসের ফল। যেমন বর্ণিত হয়েছে : আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামকে বহুরে দু'বার শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়ার অনুমতি দিয়েছেন। একবার গরমকালে আরেকবার শীতকালে। শীতকালে শ্বাস গ্রহণ করে ও গরমকালে শ্বাস ত্যাগ করে। অথবা গ্রীষ্মের খরতাপ যেন জাহান্নামেরই আশুনের মত। কাজেই তার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বেঁচে থাকা বাঞ্ছনীয়।

৪.২- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبِ الْهَمْدَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ الثَّقَفِيُّ أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

৪০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : গরম প্রচণ্ড হলে তোমরা ঠাণ্ডা করে যোহরের নামায পড়বে। কারণ গ্রীষ্মের খরতাপ জাহান্নামের নিঃশ্বাসের ফল।

টীকা : অত্যধিক গরমের মধ্যে নামায পড়লে নামাযে একাগ্রতা আসে না। এজন্য যোহর কিছুটা বিলম্বে পড়া ভালো।

৪.৩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ بِلَالَ كَانَ يُؤَدِّنُ الظُّهْرَ إِذَا دَخَلَتِ الشَّمْسُ.

৪০৩। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। বিলাল (রা) যোহরের নামাযের আযান দিতেন, যখন সূর্য ঢলে যেতো।

بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ-৫ : আসরের নামাযের ওয়াক্ত

৪.৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيُ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيَضَاءُ مُرْتَفِعَةً حَيَّةً وَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً.

৪০৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায এমন সময় পড়তেন যে, সূর্য তখনও উঁচুতে ও জীবন্ত থাকতো। আসর পড়ার পর লোকজন ‘আওয়ালী পর্যন্ত যেতো। তখনো সূর্য উঁচুতেই থাকতো।

টীকা : লোকজন দ্রুত যেতো কি ধীরে ধীরে যেতো এবং আওয়ালীর কোন অংশে বা প্রান্তে যেতো, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে দিনের এক-চতুর্থাংশ থাকতে আসর পড়তেন— একথাও এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় না যেহেতু কেউ কেউ বলেছেন।

৪.৫- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَالْعَوَالِيُّ عَلَى مِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَأَحْسِبُهُ قَالَ أَوْ أَرْبَعَةً.

৪০৫। আয-যুহরী (র) বলেন, আওয়ালীর দূরত্ব মদীনা থেকে দুই অথবা তিন মাইল। বর্ণনাকারী বলেন, সম্ভবত তিনি চার মাইলের কথাও বলেছেন।

টীকা : আওয়ালী ঐসব গ্রামকে বলা হয় যেগুলো মদীনার উচ্চভূমিতে অবস্থিত। বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে : এগুলো মদীনা থেকে চার মাইল বা অনুরূপ দূরত্বে অবস্থিত। মাজমাউল বিহারে রয়েছে : নিকটের গ্রামগুলোর দূরত্ব চার মাইল এবং নজদের দিকের দূরবর্তী গ্রামসমূহের দূরত্ব আট মাইল।

৪.৬- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ حَيَاتُهَا أَنْ تَجِدَ حَرَّهَا.

৪০৬। খায়সামা (র) বলেন, সূর্যের জীবন্ত হওয়ার অর্থ হলো, তার তাপ বর্তমান থাকা ও তা অনুভূত হওয়া।

৪.৭- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةٌ وَلَقَدْ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيُ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.

৪০৭। উরওয়া (র) বলেন, আয়েশা (রা) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায এমন সময় পড়তেন যখন রোদ তার কামরায় থাকতো। আর এটা দেয়ালে রোদ প্রকাশ পাওয়ার আগেই হতো।

৪.৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيَضَاءَ نَقِيَّةٍ.

৪০৮। আলী ইবনে শায়বান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। তিনি আসরের নামায বিলম্ব করে পড়েছেন যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য সাদা ও পরিচ্ছন্ন থাকে।

৪.৯- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقَبُورَهُمْ نَارًا.

৪০৯। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের যুদ্ধের দিন বলেছেন : কাফিররা আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামায অর্থাৎ আসরের নামায পড়া থেকে আটকে রাখে। আল্লাহ তাদের ঘরসমূহ ও কবরগুলোকে জাহান্নামের আগুন দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিন।

টীকা : 'সালাতুল উস্তা' বা মধ্যবর্তী নামাযের বিশেষ গুরুত্বের কথা বিভিন্ন হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সালাতুল উস্তা ঠিক কোন্ ওয়াক্তের নামায এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। সহীহ হাদীস ও সঠিক মতানুসারে তা আসরের নামায। শাফিঈ (র)-এর মতে ফজরের নামায। তবে আসরই সঠিক। বহু সংখ্যক সাহাবী ও তাবিঈ এ মতই পোষণ করতেন। ইমাম আবু হানীফা, আহমাদ ও দাউদ যাহিরী (র)-এরও একই মত। ফজর সম্পর্কেও কতক সাহাবী ও তাবিঈর অভিমত রয়েছে। ইমাম মালিক ও শাফিঈ এ মত পোষণ করেন। কেউ কেউ যোহর সম্পর্কেও মত প্রকাশ করেছেন। কেউ মাগরিব ও এশার কথা বলেছেন। কারো মতে সালাতুল উস্তা ও জুমুআর দিনের দু'আ কবুলের সময়- এ দু'টি বিষয় আল্লাহ গোপন রেখেছেন। যাতে প্রত্যেক নামাযকে গুরুত্ব সহকারে আদায় করা হয়।

খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার চারপাশে খন্দক (পরিখা) খনন করে তাঁর সাহাবীদের নিয়ে তাতে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। কাফিররা তার বাইরে অবস্থান করছিল। প্রচণ্ড লড়াই চলছিল। ফলে যোহর, আসর ও মাগরিবের নামায কাযা হয়ে যায়। পরে এশার ওয়াক্তে তিনি ঐ নামাযসমূহের কাযা আদায় করেন।

৪১- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّهُ قَالَ أَمَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا وَقَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَادْنِي حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَلَمَّا بَلَغْتُهَا اذْنَتْهَا فَأَمَلْتُ عَلَى حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ثُمَّ قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.



৪১০। আয়েশা (রা)-এর মুক্ত দাস আবু ইউনুস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আমাকে তার জন্য এক জ্বিলদ কুরআন লিখে দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, যখন তুমি “তোমরা নামাযসমূহের ব্যাপারে সজাগ থেকে বিশেষ করে সালাতুল উস্তার ব্যাপারে। আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াও” (সূরা বাকারা : ২৩৮)- এই আয়াত পর্যন্ত পৌছবে তখন আমাকে অবহিত করবে। যখন আমি উক্ত আয়াত পর্যন্ত পৌছলাম, তাঁকে আমি জানালাম। তিনি বললেন, তুমি এভাবে লিখ, “তোমরা নামাযসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ কর, বিশেষ করে সালাতুল উস্তা বা মধ্যবর্তী নামাযের এবং আসরের নামাযের।’ আয়েশা (রা) বলেন, আমি এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি।

৪১১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ الزُّبَيْرِ قَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلَاةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فَانزَلَتْ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى وَقَالَ إِنَّ قَبْلَهَا صَلَوَاتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلَوَاتَيْنِ.

৪১১। য়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায দুপুরে (সূর্য চলে পড়ার সাথে সাথে) পড়তেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গীদের নিকট এ নামাযের চেয়ে আর কোন নামায এত কষ্টকর ছিলো না। তখন এ আয়াত নাযিল হয় : “তোমরা নামাযসমূহের ব্যাপারে সবিশেষ মনোযোগী হও, বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে” (সূরা বাকারা : ২৩৮)। য়েদ (রা) বলেন, এ নামাযের পূর্বে দু’টি নামায আর পরে রয়েছে দু’টি নামায।

৪১২- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ.

৪১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামাযের এক রাক্‌আত পড়তে পারলো সে (যেন পুরো) আসরকে পেল। আর যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের এক রাক্‌আত পড়তে পারলো সে (যেন পুরো) ফজরকেই পেল।

টীকা : অর্থাৎ ফজর ও আসর উভয় নামায আদায় হিসেবে গণ্য হবে, কাযা গণ্য হবে না। এ হাদীস থেকে জানা যায়, আসরের ওয়াক্ত সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। তারপর মাগরিবের সময় শুরু হয়।

৪১৩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَامَ يُصَلِّي العَصْرَ فَلَمَّا فرَغَ مِنْ صَلَواتِهِ ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلَوةِ أَوْ ذَكَرَهَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تِلْكَ صَلَوةُ المُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلَوةُ المُنَافِقِينَ إِذَا أَصْفَرَتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ أَوْ عَلَى قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا.

৪১৩। আল-আলা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যোহর নামাযের পর আনাস ইবনে মালিক (রা)-র নিকট গিয়ে দেখলাম, তিনি আসরের নামায পড়তে দাঁড়িয়েছেন। তিনি নামায পড়া শেষ করলে আমরা আগে ভাগেই তার নামায পড়ে ফেলা সম্পর্কে আলোচনা করলাম। অথবা তিনিই এ ব্যাপারে আলোচনা করলেন। আনাস (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : এটা মুনাফিকদের নামায! এটা মুনাফিকদের নামায!! এটা মুনাফিকদের নামায!!! তাদের কেউ বসে থাকে। যখন সূর্য হ্রদ বর্ণ ধারণ করে এবং শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্যখানে এসে যাবে বা তার উভয় শিংয়ের ওপর এসে যায় তখন দাঁড়িয়ে চারটি ঠোকর মারে। যাতে থাকে আত্মাহুঁস স্বরণ অতি নগণ্যই।

৪১৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَوةُ العَصْرِ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أُتِرَ وَاخْتَلَفَ عَلَى أَيُّوبَ فِيهِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَتَرَ.

৪১৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যার আসরের নামায ছুটে গেলো তার যেন পরিবার-পরিজন ধ্বংস হয়ে গেলো

এবং তার যাবতীয় সম্পদ লুট হয়ে গেলো। অন্যান্য রাবী অবশ্য «وَتَرَ» শব্দের বানানে একটু পার্থক্য করেছেন।

৪১৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْوَلِيدُ قَالَ قَالَ أَبُو عَمْرٍو يَغْنَى  
الْأَوْزَاعِيُّ وَذَلِكَ أَنْ تَرَى مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الشَّمْسِ صَفْرَاءَ.

৪১৫। আবু আমার আল-আওয়াঈ (র) বলেন, আসরের নামাযে বিলম্ব করার অর্থ হলো, সূর্যের হলুদ রং ধারণ করা (পর্যন্ত দেরি করা)।

بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ-৬ ৪ মাগরিবের ওয়াক্ত

৪১৬- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَيْبٍ ثَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ  
بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
ثُمَّ نَرْمِي فَيَرَى أَحَدَنَا مَوْضِعَ نَبَلِهِ.

৪১৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাগরিবের নামায পড়তাম, তারপর তীর নিক্ষেপ করতাম। তখনো আমাদের কেউ তার তীরের ফলা পতিত হওয়ার স্থান দেখতে পেতো।

৪১৭- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَيْسَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي  
عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يُصَلِّي الْمَغْرِبَ سَاعَةً تَغْرُبُ الشَّمْسُ إِذَا غَابَ حَاجِبُهَا.

৪১৭। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামায পড়তেন সূর্য গোলক সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়ার পর।

৪১৮- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ  
إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا  
قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو أَيُّوبَ غَازِيًا وَعَقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَوْمَئِذٍ عَلَى مِصْرَ فَأَخَّرَ  
الْمَغْرِبَ فِقَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوبَ فَقَالَ لَهُ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَا عَقْبَةُ قَالَ  
شَغَلْنَا قَالَ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا  
تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤْخَرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى  
أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ.

৪১৮। মারসাদ ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু আইউব (রা) জিহাদ থেকে ফিরে আমাদের নিকট আসলেন। ঐ সময় 'উকবা ইবনে আমের (রা) মিসরের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি মাগরিবের নামাযে দেরি করলেন। আবু আইউব (রা) 'উকবা-র সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, এটা কেমন নামায হে 'উকবা! 'উকবা (রা) বললেন, আমরা কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তিনি বলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : আমার উম্মাত সর্বদা কল্যাণের মধ্যে থাকবে অথবা তাদের মূল বৈশিষ্ট্যের উপর থাকবে- যাবত তারা মাগরিবের নামাযে বিলম্ব করবে না, তারকা উজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত।

### بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

অনুচ্ছেদ-৭ : এশার নামাযের ওয়াক্ত

৪১৭- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ.

৪১৯। নু'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শেষ এশার নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত নামায (রাতের) এমন সময়ে পড়তেন, যখন তৃতীয়ার চাঁদ ডুবে থাকে।

টীকা : মাগরিব ও এশা উভয় নামাযই রাতের নামায। এ জন্য মাগরিবকে প্রথম এশা ও এশাকে শেষ এশা নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

৪২০- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَكُنَّا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ فَخَرَجَ إِلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا نَدْرِي أَسْيَيْ شَغَلَهُ أَمْ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَالَ حِينَ خَرَجَ أَتَنْتَظِرُونَ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَوْلَا أَنْ يُثْقَلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ.

৪২০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমরা এশার নামাযের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বসে অপেক্ষমাণ ছিলাম। অবশেষে তিনি আসলেন রাতের এক-তৃতীয়াংশ বা তার চাইতেও কিছু বেশী

সময় পর। জানি না, তিনি কোন কাজে মশগুল ছিলেন না অন্য কিছু। এসে তিনি বললেনঃ তোমরা কি এ (এশার) নামাযের জন্য অপেক্ষমাণ? আমার উদ্ঘাতের জন্য যদি কষ্টকর না হতো, তাহলে আমি এ সময়েই (এই নামায) পড়তাম। তারপর মুয়ায্বিনকে একামত দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং নামায পড়ালেন।

৬২১- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ الْحِمَصِيُّ نَا أَبِي نَا حَرِيْزُ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدِ السُّكُونِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَقُولُ أَبَقَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْعَتَمَةِ فَتَأَخَّرَ حَتَّى ظَنَّ الظَّنَّ أَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ صَلَّى فَإِنَّا لَكَذَلِكَ حَتَّى خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لَهُ كَمَا قَالُوا فَقَالَ أَعْتَمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فَإِنَّكُمْ قَدْ فَضَلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ.

৪২১। আসেম ইবনে হুমায়েদ আস-সুকুনী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে বলতে শুনছেন, আমরা এশার নামাযের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপেক্ষা করছিলাম। তিনি আসতে দেরি করলেন। এমনকি কারো কারো ধারণা হলো, হয়তো তিনি আসবেন না। আবার কেউ বললো, তিনি (হয়তো) নামায পড়েছেন। আমরা এসব বলাবলি করছিলাম। এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এলে লোকজন যা কিছু বলাবলি করছিল, তাঁকেও তা বললো। তিনি বললেন : এই (এশার) নামায দেরি করে পড়বে। কারণ এ নামায দ্বারা তোমাদেরকে অন্য সকল জাতির ওপর মর্যাদা দান করা হয়েছে। তোমাদের পূর্বে আর কোন জাতি এ নামায পড়তো না।

৬২২- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ نَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى مَضَى نَحْوَ مَنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَقَالَ خُذُوا مَقَاعِدَكُمْ فَأَخَذْنَا مَقَاعِدَنَا فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَأَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظَرْتُمْ الصَّلَاةَ وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسُقْمُ السَّقِيمِ لَأَخْرَتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ.

৪২২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এশার নামায পড়লাম। তিনি প্রায় অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর বের হয়ে এসে বললেন : তোমরা নিজে নিজে জায়গায় বসে থাকো। অতএব আমরা নিজেদের জায়গায় বসে থাকলাম। তারপর তিনি বললেন : (এখন) সকল মানুষ ঘুমে শয্যাশায়ী। তোমরা যতক্ষণ থেকে নামাযের জন্য অপেক্ষমাণ থাকলে, ততক্ষণ তোমাদের নামাযী হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে। দুর্বলের দুর্বলতা ও রোগীর রুগ্নতার প্রশ্ন না থাকলে আমি অবশ্যই এ নামায অর্ধরাত পর্যন্ত দেরি করে পড়তাম।

### بَابُ وَقْتِ الصُّبْحِ

অনুচ্ছেদ-৮ : ফজরের নামাযের ওয়াস্ত

৪২৩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفَعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرِفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.

৪২৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায এমন সময় পড়তেন যে, মহিলারা নামায পড়ে গায়ে চাদর জড়িয়ে প্রত্যাবর্তন করতো, অন্ধকারের দরুন তাদের চেনা যেতো না।

টীকা : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায অতি প্রত্যুষে অন্ধকার থাকতেই পড়তেন।

৪২৪- حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ اسْمَاعِيلَ نَا سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ.

৪২৪। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা ফজরের নামায ভোরের আলো প্রকাশ পেলে পড়বে। কারণ এতেই অত্যধিক সওয়াব রয়েছে।

টীকা : এ হাদীস ভোরের আলো প্রকাশ পাওয়ার পর ফজরের নামায পড়া যারা উত্তম বলেন তাদের দলীল। হানাফীরাও এ মতের পক্ষপাতী। যেমন অন্যান্য হাদীসেও রয়েছে, তোমরা আলো প্রকাশ পেলে ফজরের নামায পড়বে। অবশ্যই কেউ কেউ এ হাদীসের অর্থ এও করেছেন, তোমরা সোবহে সাদিকের সময় ফজরের নামায পড়বে।

## بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ

অনুচ্ছেদ-৯ : নামাযসমূহের হেফাজত করা

৪২৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاسِطِيُّ نَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ  
 أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ  
 اللَّهِ بْنِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ زَعَمَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ فَقَالَ عِبَادَةُ  
 بْنُ الصَّامِتِ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ عِزٌّ وَجَلٌّ مَنْ  
 أَحْسَنَ وَضَوَّاهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لَوْ قَتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخَشَعَهُنَّ كَانَ لَهُ  
 عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ  
 شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

৪২৫। আবদুল্লাহ ইবনুস সুনাবিহী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মুহাম্মাদ (রা) বলেছেন, বেতের নামায ওয়াজিব। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) একথা শুনে বললেন, আবু মুহাম্মাদ মিথ্যে (বা ভুল) বলেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : সম্মানিত মহান আল্লাহ (দিবারাত্রে) পাঁচ ওয়াজ্জ নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে যথাসময়ে নামায পড়বে, পূর্ণরূপে রুকু করবে ও পূর্ণ মনোযোগ সহকারে নামায সমাপন করবে, তাকে ক্ষমা করে দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে না, তার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করবেন নতুবা শাস্তি দিবেন।

৪২৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاعِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَا  
 ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَامٍ عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ عَنْ أُمِّ  
 فَرُوءَةَ قَالَتْ سُنِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ  
 أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا. قَالَ الْخُرَاعِيُّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ  
 عَمَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا أُمُّ فَرُوءَةَ قَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ  
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ.

৪২৬। উম্মু ফারুওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো; সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বলেন : নামাযের

ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে নামায পড়া। খুযাই তাঁর বর্ণিত হাদীসে তার কুকু উশু ফারওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি নবী সান্নালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।

৬২৭- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُضَالَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِي وَحَافِظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ قَالَ قُلْتُ إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ فَمُرْنِي بِأَمْرِ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي فَقَالَ حَافِظَ عَلَى الْعَصْرَيْنِ وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغْتِنَا فَقُلْتُ وَمَا الْعَصْرَانِ فَقَالَ هَلَاوَةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا.

৪২৭। আবদুল্লাহ ইবনে ফাদালা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্নালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (বিভিন্ন বিষয়) শিক্ষা দিয়েছেন। তন্মধ্যে তিনি এও শিক্ষা দিয়েছেন : তুমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের (যথাসময়ে পড়ার) ব্যাপারে যত্নবান হবে। আমি বললাম, এ সময়গুলোতে আমার যথেষ্ট কাজকর্ম থাকে। আমাকে এমন একটা সময়ের ব্যাপারে নির্দেশ দিন যখন পড়লে আমার পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। তিনি বললেন : দুই আসরের ব্যাপারে যত্নবান থেকে। আমাদের ভাষায় দুই আসর শব্দ প্রচলিত ছিলো না। আমি বললাম : দুই আসর কি? তিনি বললেনঃ দু'টি নামায, একটি হলো সূর্যোদয়ের পূর্বে, অপরটি সূর্যাস্তের পূর্বে (অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায)।

৬২৮- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَالِدٍ نَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ أَخْبِرْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ قَالَ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ نَعَمْ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ سَمِعْتَهُ أُذُنَايَ وَوَعَاةَ قَلْبِي فَقَالَ الرَّجُلُ وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ.

৪২৮। আবু বাক্র ইবনে উমারা ইবনে রুয়াইবা থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাকে বসরাবাসী একলোক জিজ্ঞেস করলো, আপনি রাসূলুল্লাহ সান্নালাহু আলাইহি



ওয়াসাল্লাম থেকে কি শুনেছেন আমাকে তা বলুন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : ঐ ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনে কখনো প্রবেশ করবে না, যে সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে নামায পড়ে থাকে। লোকটি বললো, আপনি কি তাঁর থেকে শুনেছেন? এরূপ তিনবার বললো। তিনি প্রত্যেকবারই বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, আমার কান একথা শুনেছে এবং আমার অন্তর তা সংরক্ষণ করে রেখেছে। তারপর লোকটি বললো, আসলে আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপই বলতে শুনেছি।

৬২৭- قَالَ أَبُو سَعِيدٍ بِنِ الْأَعْرَابِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ يَزِيدُ الرَّوَّاسُ يُكْنَى أَبَا أَسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شَرِيحِ الْمِصْرِيِّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ ضُبَارَةَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ أَبِي سُلَيْكِ الْأَلْهَانِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ بِنِ رَبِيعٍ أَخْبَرَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنِّي فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهَدْتُ عِنْدِي عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لَوْ قَتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي.

৪২৯। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সম্মানিত মহান আল্লাহ বলেন, আমি তোমার উম্মাতের উপর পাঁচ ওয়াজ নামায ফরয করেছি। আমি আমার জন্য প্রতিশ্রুতি নির্ধারণ করে রেখেছি, যে লোক যথাসময়ে এ নামাযগুলো আদায়ে যত্নশীল হবে তাকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে যত্নবান হবে না তার ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি নেই।

৬৩০- قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الرَّوَّاسُ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانَ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنْفِيُّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَأَبَانُ كِلَاهُمَا عَنْ خُلَيْدِ الْبَعَصْرِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيْمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْ حَافِظٌ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى وَضُوءِهِنَّ وَرُكُوعِهِنَّ

وَسَجُودِهِنَّ وَمَوَاقِيْتِهِنَّ وَصَامَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَأَعْطَى الزُّكُوةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ. قَالُوا يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ وَمَا آدَاءُ الْأَمَانَةِ قَالَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

৪৩০। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে লোক ঈমান সহকারে পাঁচটি কাজ করবে সে বেহেশতে যাবে। (১) যে ব্যক্তি যথাযথভাবে উযু ও রুকু সিজদা সহকারে ঠিক সময়ে নামায পড়বে, (২) রমযান মাসের রোযা রাখবে, (৩) পথখরচে সক্ষম হলে হজ্জ করবে, (৪) সত্ত্বুষ্ট চিন্তে যাকাত দান করবে এবং (৫) আমানত আদায় (বা পূর্ণ) করবে। লোকেরা বললো, হে আবু দারদা! আমানত আদায় করার অর্থ কি? তিনি বলেন, নাপাক হলে গোসল করা।

بَابُ إِذَا أَخَّرَ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ عَنِ الْوَقْتِ

অনুচ্ছেদ-১০ : ইমাম ওয়াস্তমত নামায আদায় করতে বিলম্ব করলে

৬৩১- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ يَعْنِي الْجَوْنِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمْرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ أَوْ قَالَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لَوْ قَتَلَتْهَا فَإِنْ أَدْرَكَتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّهَا فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ.

৪৩১। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : হে আবু যার! তুমি তখন কি করবে যখন তোমার শাসনকর্তারা এমন হবে যারা নামাযকে মেরে ফেলবে অথবা নামাযকে বিলম্ব করে পড়বে? আমি বললাম, হে আল্লাহ রাসূল! আপনি আমাকে কি নির্দেশ করেন? তিনি বললেন : তুমি যথাসময়ে নামায পড়ে নিবে, অতঃপর তাদের সাথেও পড়বে। সেটা হবে তোমার জন্য নফল।

৬৩২- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمُ الدَّمَشَقِيُّ نَا أَبُو الْوَلَيْدِ نَا الْأَوْزَعِيُّ حَدَّثَنِي حَسَّانُ يَعْنِي ابْنَ عَطِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ قَالَ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ الْيَمَنِ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَمَنُ قَالَ فَسَمِعْتُ تَكْبِيرَهُ مَعَ الْفَجْرِ رَجُلٌ أَجَشُّ الصَّوْتِ قَالَ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ مَحَبَّتِي

فَمَا فَارَقْتُهُ حَتَّى دَفَنْتُهُ بِالشَّامِ مَيِّتًا ثُمَّ نَطَرْتُ إِلَى أَفْقِهِ النَّاسِ  
بَعْدَهُ فَاتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَلَزِمْتُهُ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ بَيْكُمْ إِذَا أَتَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّرَاءُ يُصَلُّونَ  
الصَّلَاةَ لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِذَا أَدْرَكْنِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ  
اللَّهِ قَالَ صَلَّى الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا وَأَجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ سُبْحَةً.

৪৩২। আমার ইবনে মায়মূন আল-আওদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামাম্‌নে আমাদের নিকট আমাদের জন্য নিযুক্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত মুআয ইবনে জাবাল (রা) আসলেন। আমি ফজরের নামাযে তাঁর তাকবীর শুনলাম। তিনি ছিলেন উচ্চ কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট লোক। তার সাথে আমার ভালোবাসা হয়ে গেলো। এমনকি তার মৃত্যু পর্যন্ত আমি তাঁর সাহচর্য ত্যাগ করিনি। অবশেষে (মৃত্যুর পর) সিরিয়ায় আমি তাকে দাফন করি। তারপর আমি ভেবে দেখলাম, পরবর্তী সর্বাধিক জ্ঞানী লোক কে? পরে আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র নিকট গেলাম এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত তার সাহচর্যে থাকলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : তুমি তখন কি করবে, যখন তোমাদের এমন শাসনকর্তারা আসবে যারা নামাযকে স্থানান্তর করবে অর্থাৎ নামায বিলম্ব করে পড়বে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে কি নির্দেশ করেন? তিনি বললেন : তুমি যথাসময়ে নামায পড়ে নিবে। আর তাদের সাথেও পড়বে। সেটা হবে তোমার জন্য নফল।

টীকা : প্রথমে একাধিক নামায পড়ে ফেললে পুনরায় জামাআতে নামায পড়ার বিষয়টি হানাফী ও কোন কোন শাফিঈর মতে যুহর ও এশার বেলায় প্রযোজ্য। কারণ ফজর ও আসরের পরে কোন নফল নামায নেই। যেমন এক হাদীসে রয়েছে : ফজরের পর সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কোন নামায নেই। আসরের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত কোন নামায নেই। মাগরিবও হানাফী মযহাব মতে পুনরায় পড়া যায় না। কারণ নফল নামায তিন রাকআত হয় না। এক রাকআত বাড়িয়ে পড়লে ইমামের অনুসরণ বহাল থাকে না। শাফিঈদের মতেও যেহেতু মাগরিব বেজোড় নামায, সেহেতু পুন পড়লে মাকরুহ হবে। যারা বেতেরকে ওয়াজিব মনে করেন না, বরং নফল মনে করেন, তাদের মতে (বেতেরের ন্যায়) মাগরিবও পুনঃ পড়া দৃশ্যীয় নয়।

٤٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعِينٍ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ  
هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى عَنْ ابْنِ أُخْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ  
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْأَنْبَارِيُّ نَا وَكَيْعٌ  
عَنْ سَفْيَانَ الْمَعْنِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى  
الْحِمَصِيِّ عَنْ أَبِي أَبِي بْنِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
الصَّامِتِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ

عَلَيْكُمْ بَعْدِي أَمْرَاءُ تَشْغُلُهُمْ أَشْيَاءٌ عَنِ الصَّلَاةِ لَوْ قَتَبَهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لَوْ قَتَبَهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَلَّى مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ. وَقَالَ سُفْيَانُ إِنْ أَدْرَكْتُهَا مَعَهُمْ أَصَلَّى مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ.

৪৩৩। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন : আমার পরে তোমাদের এমন সব শাসক হবে যাদের কাজকর্ম তাদেরকে যথাসময়ে নামায পড়া থেকে বিরত রাখবে, এমনকি নামাযের ওয়াক্ত চলে যাবে। তোমরা তখন যথাসময়ে নামায পড়ে নিবে। একজন বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তাদের সাথেও কি নামায পড়বো? তিনি বললেন : হাঁ, পড়তে চাইলে তুমি পড়তে পারো। সুফিয়ানের বর্ণনায় রয়েছে : ঐ লোক বললো, যদি আমি তাদের সাথে নামায পাই তাহলে তাদের সাথেও পড়ে নেবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হাঁ, ইচ্ছা করলে তুমি তাদের সাথে পড়ে নিবে।

٤٣٤- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا أَبُو هَاشِمٍ يَعْنِي الزُّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمْرَاءُ مِنْ بَعْدِي يُؤَخَّرُونَ الصَّلَاةَ فَهِيَ لَكُمْ وَهِيَ عَلَيْكُمْ فَصَلُّوا مَعَهُمْ مَا صَلُّوا الْقِبْلَةَ.

৪৩৪। কাবীসা ইবনে ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার পরে তোমাদের একরূপ শাসকবর্গ হবে, যারা নামায দেরিতে পড়বে। এতে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না, দায়ী হবে তারা। তোমরা তাদের সাথে নামায পড়তে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কিবলামুখী হয়ে নামায পড়বে।

بَابُ فِي مَنْ نَامَ عَنِ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا

অনুচ্ছেদ-১১ : কোন ব্যক্তি নামাযের ওয়াক্তে ঘুমিয়ে থাকলে অথবা নামায পড়ার কথা ভুলে গেলে

٤٣٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ فَسَارَ لَيْلَةً حَتَّى إِذَا أَدْرَكْنَا الْكُرَى عَرَسَ وَقَالَ لَيْلَالِ الْكُلِّ لَنَا اللَّيْلُ قَالَ فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ

مَسْتَنْدٍ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِلَالٌ وَلَا أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا ضَرَبَتْهُمْ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَهُمْ اسْتَيْقَاطًا فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا بِلَالُ فَقَالَ أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا بِيَّ أَنْتَ رَأْمِي فَأَقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ لَهُمُ الصَّلَاةَ وَصَلَّى لَهُمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. قَالَ يُونُسُ وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرؤها كَذَلِكَ. قَالَ أَحْمَدُ قَالَ عَنْبَسَةَ يَعْنِي عَنْ يُونُسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ "لِذِكْرِي" قَالَ أَحْمَدُ الْكُرَى النُّعَاسُ.

৪৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন। এক রাতে তিনি অবিরাম সফর করতে থাকলেন। অবশেষে আমাদের ক্লান্তিভাব দেখা দিলে শেষ রাতের দিকে তিনি (এক জায়গায়) যাত্রাবিরতি করেন। তিনি বিলাল (রা)-কে বললেন : তুমি জাগ্রত থাকবে এবং রাতের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। কিন্তু বিলালও তার উটের সাথে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘুম ভাঙ্গলো না। বিলালও জাগলেন না। তাঁর সাহাবীদের মধ্যেও কেউ জাগতে পারলেন না। এমনকি যখন রোদের তাপ তাদের গায়ে লাগলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম জাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন : কি হলো বিলাল! বিলাল বললেন, আপনাকে যে সত্তা ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন, আমাকেও তিনিই অচেতন রেখেছেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কোরবান হোক! তারপর তারা তাদের উট নিয়ে কিছু দূর সামনে অগ্রসর হয়ে গেলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উয়ু করলেন এবং বিলালকে নির্দেশ দিলে বিলাল তাকবীর বললেন। নবী (সা) ফজরের নামায পড়লেন। নামাযশেষে তিনি বললেন : যে ব্যক্তি নামায পড়তে ভুলে যাবে, সে যেন স্মরণ হতেই উজ্জ নামায পড়ে নেয়। কেননা আল্লাহ বলেন, “এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়ম করো” (সূরা তহা : ১৪)।

৬৩৬- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا أَبَانُ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَوَّلُوا عَنْ مَكَانِكُمُ الَّذِي أَصَابَتْكُمْ فِيهِ

الْغَفْلَةُ قَالَ فَأَمَرَ بِرَبِّهِ فَادَّانَ وَأَقَامَ وَصَلَّى. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ إِسْحَاقَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ الْأَذَانَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ هَذَا وَلَمْ يُسْنِدْهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبَانُ الْعَطَّارُ عَنْ مَعْمَرٍ.

৪৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ হাদীসই বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা ঐ স্থান থেকে সরে যাও যেখানে তোমাদেরকে অবসাদ পেয়ে বসেছিল। তারপর বিলালকে নির্দেশ দিলে তিনি আযান ও একামত দিলেন এবং তিনি নামায পড়ালেন। আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি মালেক, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, আল-আওয়ালী ও আবদুর রায়যাক (র), মামার ও ইবনে ইসহাক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের কেউই যুহরীর বর্ণিত এ হাদীসে আযানের উল্লেখ করেননি, মামার থেকে আওয়ালী ও আবান আল-আত্তার ছাড়া।

৬৩৭- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحِ الْأَنْصَارِيِّ نَا أَبُو قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ لَهُ فَمَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِلَتْ مَعَهُ فَقَالَ انْظُرْ فَقُلْتُ هَذَا رَاكِبٌ هَذَا رَاكِبَانِ هُوَ لَاءِ ثَلَاثَةٌ حَتَّى صِرْنَا سَبْعَةً فَقَالَ احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَوَاتِنَا يَعْنِي صَلَوَةَ الْفَجْرِ فَضْرِبَ عَلَى أَذَانِهِمْ فَمَا أَيْقَظُهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ فَقَامُوا فَسَارُوا هُنِيئَةً ثُمَّ نَزَلُوا فَتَوَضَّؤُوا وَأَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلُّوا رَكَعَتِي الْفَجْرِ ثُمَّ صَلُّوا الْفَجْرَ وَرَكِبُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَدْ فَرَطْنَا فِي صَلَوَاتِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا تَفْرِيطُ فِي النَّوْمِ وَإِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَاذًا سَهَا أَحَدُكُمْ عَنْ صَلَوَةٍ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا وَمِنَ الْغَدِّ لِلْوَقْتِ.

৪৩৭। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন এক সফরে ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিকে ঘুরলেন। আমিও তাঁর সাথে ঘুরলাম। তিনি বললেন : লক্ষ্য রাখো। আমি বললাম, এই একজন সওয়ারী। এই দু'জন সওয়ারী, এই তিনজন সওয়ারী। দেখতে দেখতে আমরা সাতজন হয়ে গেলাম। তিনি বললেন : আমাদের নামায অর্থাৎ ফজরের নামাযের ব্যাপারে সজাগ থেকে। কিন্তু তাদের সকলের কান বন্ধ হয়ে গেল (সবাই ঘুমিয়ে পড়লো)। অবশেষে তারা গায়ে সূর্যতাপ না লাগা পর্যন্ত ঘুম থেকে জাগতে পারেননি। জেগে তারা কিছু দূর সফর করে

(এক জায়গায়) অবতরণ করলেন এবং উযু করলেন। বিলাল (রা) আযান দিলে সকলে ফজরের দুই রাকআত সুনাত পড়লেন। তারপর ফরয নামায পড়ে সবাই সওয়ারীতে আরোহণ করলেন। এবার তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন, আমরা আমাদের নামাযে গাফিলতি করে ফেলেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : নিদ্রিতাবস্থায় গাফিলতির অবকাশ নেই। গাফিলতি ও ত্রুটি তো হয়ে থাকে জাগ্রতাবস্থায়। তোমাদের কেউ যদি নামায পড়তে ভুলে যায়, সে যেন স্মরণ হলেই ঐ নামায পড়ে নেয়। আর পরের দিনও যেন যথাসময়ে নামায পড়ে (অর্থাৎ নামায কাযা করা যেন অভ্যাসে পরিণত না হয়)।

৬৩৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ نَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ نَا خَالِدُ بْنُ سَمِيرٍ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحِ الْأَنْصَارِيِّ مِنَ الْمَدِينَةِ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ تَفْقَهُهُ فَحَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَرَسُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْأَمْرَاءِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَلَمْ تُوَقِّظْنَا إِلَّا الشَّمْسُ طَالَعَةً فَقُمْنَا وَهَلَيْنَ لِمَلَوْتِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوَيْدًا رُوَيْدًا حَتَّى إِذَا تَعَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْكَعُ رَكَعَتِي الْفَجْرِ فَلْيَرْكَعْهُمَا فَقَامَ مَنْ كَانَ يَرْكَعُهُمَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَرْكَعُهُمَا فَرَكَعَهُمَا ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنَادِيَ بِالصَّلَاةِ فَنُودِيَ بِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ أَلَا إِنَّا نَحْمَدُ اللَّهَ أَنَّا لَمْ نَكُنْ فِي شَيْءٍ مِّنْ أُمُورِ الدُّنْيَا يَشْغَلُنَا عَنْ صَلَوَاتِنَا وَلَكِنْ أَرَوَّاحُنَا كَانَتْ بِيَدِ اللَّهِ فَأَرْسَلَهَا أَنِّي شَاءَ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا.

৪৩৮। খালিদ ইবনে সুমাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে রাবাহ আল-আনসারী (রা) মদীনা থেকে আমাদের এখানে আসলেন। আনসাররা তাকে অভিজ্ঞ জ্ঞানী লোক গণ্য করতো। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোড়সওয়ার আবু কাতাদা আল-আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুতার যুদ্ধে সামরিক বাহিনী পাঠালেন। তারপর পূর্ববর্তী হাদীসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তারপর বর্ণনাকারী আবু কাতাদা (রা) বলেন, সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত

আমাদের ঘুম ভাঙ্গলো না। অতঃপর আমরা নামাযের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জাগলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : থাম, থাম। এমনকি সূর্য উঁচুতে উঠে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমাদের মধ্যে যারা ফজরের দুই রাকআত সুনাত পড়তে অভ্যস্ত তারা যেন তা পড়ে নেয়। এ কথা শুনে যারা ঐ দুই রাকআত সুনাত পড়তো, আর যারা পড়তো না সবাই উঠে দুই রাকআত সুনাত পড়লো। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আযান দেয়া হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন। নামায শেষে তিনি বললেন : জেনে রাখো, আমরা আল্লাহর শোকর আদায় করছি যে, কোন পার্থিব জিনিস আমাদেরকে আমাদের নামায থেকে বিরত রাখেনি। বরং আমাদের রুহ আল্লাহরই হাতে নিবদ্ধ ছিল। তিনি যখন ইচ্ছা করেছেন তখন তা ছেড়েছেন। আগামীকাল তোমাদের মধ্যে যে সঠিক ওয়াক্তে ফজরের নামায পাবে সে যেন তার সাথে অনুরূপ আরেক ওয়াক্ত নামায পড়ে নেয়।

৬৩৯- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا خَالِدٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَبِضَ أَرْوَاحَكُمْ حَيْثُ شَاءَ وَرَدَّهَا حَيْثُ شَاءَ قُمْ فَاذْنُ بِالصَّلَاةِ فِقَامُوا فَتَطَهَّرُوا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ.

৪৩৯। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। একই হাদীসে তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের রুহসমূহকে আটকে রেখেছিলেন তাঁর ইচ্ছানুরূপ, আবার ছেড়েও দিয়েছেন তাঁর মর্জি মোতাবেক। ওঠো এবং নামাযের আযান দাও। তারপর সবাই উঠে উয় করলো। তখন সূর্য উঁচুতে উঠে গিয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও উঠে দাঁড়িয়ে লোকদের নিয়ে নামায পড়লেন।

৬৪০- حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ عَبْتَرٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَتَوَضَّأَ حِينَ ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِهِمْ.

৪৪০। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (রা) তার পিতার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরোক্ত অর্থেরই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে : তিনি (নবী সা.) সূর্য উপরে ওঠার পর উয় করলেন, তারপর লোকজনকে নিয়ে নামায পড়ালেন।

৬৪১- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ نَا سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ وَهُوَ الطَّيَالِسِيُّ نَا سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ



أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقْظَةِ أَنْ تُوَخَّرَ صَلَاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى.

৪৪১। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিদ্রিতাবস্থায় থাকলে গাফিলতি ও ত্রুটি ধর্তব্য নয়। ত্রুটি হলো জাগ্রত থেকে নামায পড়তে বিলম্ব করা, যাতে পরবর্তী নামাযের ওয়াক্ত এসে যায়।

৪৪২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ.

৪৪২। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি নামায পড়তে ভুলে যায়, সে যেন স্মরণ হলেই তা পড়ে নেয়। এটাই তার নামাযের কাফফারা।

৪৪৩- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ يُونُسَ ابْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَنَامُوا عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَاسْتَيْقَظُوا بِحَرِّ الشَّمْسِ فَارْتَفَعُوا قَلِيلًا حَتَّى اسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَ مُؤَدِّنَا فَأَذَّنَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ.

৪৪৩। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক সফরে ছিলেন। সব লোক ফজরের নামাযে না জেগে ঘুমিয়ে থাকলো। সূর্যের তাপে তাদের ঘুম ভাঙ্গলো। তারপর তারা কিছুদূর সামনে অগ্রসর হলো, সূর্য তখন যথারীতি উপরে উঠেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াযযিনকে নির্দেশ দিলেন। মুয়াযযিন আযান দিলে তিনি দুই রাকআত সুন্নাত পড়লেন। তারপর মুয়াযযিন তাকবীর বললে তিনি ফজরের ফরয নামায পড়ালেন।

৪৪৪- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَهَذَا لَفْظُ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُمْ عَنْ حَيَوَةَ بْنِ شَرِيحٍ عَنْ عِيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ يَعْنِي الْقَتْبَانِيَّ أَنَّ كُلَيْبَ بْنَ صُبْحٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ الزُّبَيْرِقَانَ

حَدَّثَهُ عَنْ عَمِّهِ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَنَامَ عَنِ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَنَحَّوْا عَنْ هَذَا الْمَكَانِ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ تَوَضَّأُوا وَصَلُّوا رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الصُّبْحِ.

888। আমর ইবনে উমাইয়া আদ-দামরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর এক সফরে ছিলাম। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন, ফজরের ওয়াক্তে জাগতে পারলেন না। এমনকি সূর্যোদয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগলেন। তিনি বললেন : এখান থেকে বেরিয়ে পড়ো। রাবী বলেন, তারপর বিলালকে আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সবাই উষু করে দুই রাকআত সন্নাত পড়লো। বিলালকে পুনরায় নির্দেশ দিলেন। বিলাল নামাযের একামত দিলে তিনি ফজরের নামায পড়লেন।

٤٤٥- حَدَّثَنَا أَبُو رَاهِمٍ بْنُ الْحَسَنِ نَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ثَنَا حَرِيْزٌ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَبِي الْوَزَيْرِ ثَنَا مَبْشَرٌ يَعْنِي الْحَلْبِيَّ حَدَّثَنَا حَرِيْزٌ يَعْنِي ابْنَ عَثْمَانَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ صُبْحٍ عَنْ نَبِيِّ مِخْبَرِ الْحَبَشِيِّ وَكَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَتَوَضَّأَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءًا لَمْ يَلْتِ مِنْهُ التُّرَابُ ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ غَيْرَ عَجَلٍ ثُمَّ قَالَ لِبِلَالٍ أَقِمِ الصَّلَاةَ ثُمَّ صَلَّى الْفَرَضَ وَهُوَ غَيْرُ عَجَلٍ. قَالَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ صُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي ذُو مِخْبَرٍ رَجُلٌ مِّنَ الْحَبَشَةِ وَقَالَ عُبَيْدُ يَزِيدُ بْنُ صُبْحٍ.

88৫। যু-মিখ্বার আল-হাবাশী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম। তার বর্ণিত হাদীসে রয়েছে : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উষু করলেন এতটুকু পরিমাণ পানি দিয়ে যে, তাতে যমীন ভিজলো না। তারপর বিলালকে নির্দেশ দিলে বিলাল আযান দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে ও ধীরেসুস্থে দুই রাকআত সন্নাত পড়লেন। তারপর বিলালকে নামাযের একামত দিতে বললেন, অতঃপর তিনি সুস্থিরভাবে ফরয নামায পড়লেন।

৪৪৬- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ ثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ حَرِيْزٍ يَعْنِي ابْنَ  
عُثْمَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ نَبِيِّ مِخْبَرِ بْنِ أَخِي النَّجَاشِيِّ فِي هَذَا  
الْخَبَرِ قَالَ فَادَّنَ وَهُوَ غَيْرُ عَجَلٍ.

৪৪৬। নাজ্জাশীর ভাতৃপুত্র যু-মিখ্বার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এ ঘটনার বর্ণনায় বলেছেন, বিলাল আযান দিলো- কোনরূপ তাড়াহুড়া ছাড়াই।

৪৪৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ  
حَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَانَ بْنَ أَبِي عَلْقَمَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ  
بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ  
الْحُدَيْبِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَكْلُونَا فَقَالَ  
بِلَالُ أَنَا فَنَامُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَفْعَلُوا كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ قَالَ فَفَعَلْنَا قَالَ فَكَذَلِكَ  
فَأَفْعَلُوا لِمَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ.

৪৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা হোদায়বিয়ার সন্ধির মেয়াদকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : কে আমাদেরকে জাগিয়ে দিবে? বিলাল (রা) বললেন, আমি। তারপর সবাই ঘুমিয়ে পড়ল, এমনকি সূর্য উঠে গেলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগলেন। তিনি বললেন : তোমরা ঐরূপ কর যে রূপ তোমরা করতে (অর্থাৎ যথারীতি নামায পড়ো)। অতএব আমরা তাই করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়বে অথবা ভুলে যাবে সে যেন এরূপই করে।

بَابُ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

অনুচ্ছেদ-১২ : মসজিদ নির্মাণ করা

৪৪৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ  
عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي فَرَازَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ ابْنِ  
عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَمِرْتُ

بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتَزْخَرِفُنَّهَا كَمَا زَخَرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.

৪৪৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়নি মসজিদকে উঁচু করে বানাতে। ইবনে আব্বাস বলেন, তোমরা (ভবিষ্যতে) মসজিদকে সুসজ্জিত করবে যেরূপ ইহুদী ও খৃষ্টানরা সুসজ্জিত করেছে (তাদের উপাসনালয়)।

৪৪৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ وَقَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ.

৪৪৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ মসজিদ নিয়ে পরস্পর গৌরব ও অংহকরে মেতে উঠবে।

টীকা : অর্থাৎ মসজিদ নিয়ে গর্ব করা কিয়ামতেরই একটি আলামত। কিয়ামতের পূর্বে মানুষ পরস্পর এই বলে গর্ব করবে, দেখ! আমাদের মসজিদ কিরূপ উঁচু, সুসজ্জিত, কারুকার্য খচিত, সুন্দর, প্রশস্ত ইত্যাদি ইত্যাদি। এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, মসজিদকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুসজ্জিত ও কারুকার্য খচিত করাও জায়েয নয়।

৪৫০- حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجَّى ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الدَّلَالُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبِّبٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَّاضٍ عَنْ عُمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَوَّاعِيَتُهُمْ.

৪৫০। উসমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তায়েফে মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিলেন- ঐ স্থানে যেখানে মুশরিকদের মূর্তি স্থাপিত ছিল।

৪৫১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى وَهُوَ أَمُّ قَالَا ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ أَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْنِيًّا بِاللَّبَنِ وَالْجَرِيدِ وَعَمَدُهُ قَالَ مُجَاهِدٌ عُمَدُهُ مِنْ

خَشَبِ النَّخْلِ فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى  
 بَنَاهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّبَنِ وَالنَّجْرِيدِ  
 وَأَعَادَ عَمْدَهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَمْدُهُ خَشْبًا وَغَيْرُهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةٌ  
 كَثِيرَةٌ وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عَمْدَهُ مِنْ  
 حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقَّفَهُ بِالسَّاجِ قَالَ مُجَاهِدٌ وَسَقَّفَهُ السَّاجُ . قَالَ  
 أَبُو دَاوُدَ الْقَصَّةُ الْجَصُّ .

৪৫১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় মসজিদে নববী ইট ও খেজুর পাতা দিয়ে তৈরী ছিল। তার স্তম্ভ ছিল খেজুর কাঠের। আবু বাক্বর (রা) এর কোনরূপ সম্প্রসারণ করেননি। উমার (রা) তা বাড়িয়েছেন, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় তার যে ভিত্তি ছিল ঐ ভিত্তির উপরই তিনি ইট ও খেজুর পাতা দ্বারা তা নির্মাণ করান এবং তাতে নতুন স্তম্ভ লাগান। তার স্তম্ভ ছিল খেজুর কাঠের। উসমান (রা) তা পরিবর্তন করে ফেলেন এবং অনেক সম্প্রসারিত করেন। তিনি নকশায়ুক্ত পাথর ও চুনা দ্বারা তার দেয়াল নির্মাণ করেন, নকশায়ুক্ত পাথর দ্বারা খুঁটি নির্মাণ করেন এবং সেগুন কাঠ দ্বারা ছাদ নির্মাণ করেন। মুজাহিদের বর্ণনায় আছে : তার ছাদ ছিল সেগুন কাঠের।

৪৫২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ  
 عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ مَسْجِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ سَوَارِيهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ مِنْ جُدُوعِ النَّخْلِ أَعْلَاهُ مُظَلَّلٌ بِجَرِيدِ النَّخْلِ ثُمَّ إِنَّهَا نَخِرَتْ  
 فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ فَبَنَاهَا بِجُدُوعِ النَّخْلِ وَبِجَرِيدِ النَّخْلِ ثُمَّ إِنَّهَا  
 نَخِرَتْ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ فَبَنَاهَا بِالْأَجْرِ فَلَمْ تَزَلْ ثَابِتَةً حَتَّى الْآنَ .

৪৫২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় মসজিদে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুঁটি ছিল খেজুর গাছের কাণ্ডের। তার উপরিভাগ ছিল খেজুর পাতা দ্বারা আচ্ছাদিত। আবু বাক্বর (রা)-এর খিলাফতকালে তা ভেঙ্গে পড়ে গেলে তিনি খেজুর গাছ ও খেজুর পাতা দ্বারা তা পুনর্নির্মাণ করেন। উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে আবার ঐগুলো পঁচে গেলে তিনি পাকা ইট দ্বারা তা নির্মাণ করেন। আজ পর্যন্ত তা-ই বিদ্যমান রয়েছে (অর্থাৎ এ হাদীস বর্ণনাকারীর জীবৎকাল পর্যন্ত)।

৫৫২- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي الثَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ فِي عُلُوِّ الْمَدِينَةِ فِي حَى يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِينَ سَيُوفَهُمْ قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلَأَ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى الْقَى بِفَنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَإِنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ قَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَانِطِكُمْ هَذَا فَقَالُوا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ قَالَ أَنَسٌ وَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَتْ فِيهِ خَرِبٌ وَكَانَتْ فِيهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ سَوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَتُبِّحَتْ وَبِالْخَرِبِ فَسُوِيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقَطِعَ فَمَصَّفَ النَّخْلُ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَةَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرَ الْأَخِرَةِ فَانصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ.

৪৫৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হিজরত করে) মদীনায়ে পৌঁছে এর উচ্চভূমির একটি মহল্লায় অবতরণ করলেন, যার নাম ছিল বনু আমর ইবনে আওফ। সেখানে তিনি চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন। তারপর তিনি একজনকে বনু নাঈজারের নিকট পাঠালেন। তারা অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে এলো। আনাস (রা) বলেন, যেন আমি উটের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পাচ্ছি। তার পেছনে সওয়ার ছিলেন আবু বাকুর (রা)। আর বনু নাঈজারের লোকজন ছিল তাঁর চারপাশে। অবশেষে তিনি অবতরণ করলেন আবু আইউব (রা)-র আঙ্গিনায়। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ে নিতেন যেখানেই নামাযের ওয়াস্ত হতো। তিনি বকরীর ঝোঁয়াড়েও নামায পড়তেন।

তারপর তিনি মসজিদ নির্মাণ করার নির্দেশ দিলেন। তিনি বনু নাঈজারকে লোক মারফত ডেকে পাঠালেন এবং বললেন : হে বনু নাঈজার! তোমরা এ ভূমিখণ্ডের মূল্য নিয়ে নাও। তারা বললো, আল্লাহর শপথ! আমরা এর মূল্য চাই না একমাত্র আল্লাহর নিকট ছাড়া। আনাস (রা) বলেন, ঐ যমীনে যা যা ছিল তা আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি। তাতে মুশরিকদের কিছু কবর ছিল, কিছু অসমতল ভূমি (বা খানাখন্দক) ছিল, আর ছিল কিছু খেজুর গাছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশক্রমে মুশরিকদের কবর খুঁড়ে হাড়গোড় বেছে ফেলে দেয়া হলো, অসমতল ভূমি সমান করা হলো এবং খেজুর গাছ কেটে ফেলা হলো। কর্তিত খেজুর গাছের কাণ্ড মসজিদের সামনে সারিবদ্ধভাবে গেরে দেয়া হলো। দরোজার চৌকাঠ পাথর দ্বারা নির্মাণ করা হলো। সাহাবীরা পাথরগুলো স্থানান্তর করছিলেন আর কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদের সাথেই ছিলেন। তিনি বলছিলেন : হে আল্লাহ! কোনই কল্যাণ নেই আখিরাতে কল্যাণ ছাড়া। ভূমি আনসার ও মুহাজিরদের সাহায্য করো।

৬৫৪- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ أَبِي  
التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ مَوْضِعُ الْمَسْجِدِ حَائِطًا لِبَنِي  
النَّجَارِ فِيهِ حَرْتُ وَنَخْلٌ وَقُبُورُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَامِنُونِي بِهِ فَقَالُوا لَا يَنْبَغِي بِهِ ثَمْنَا فَقُطِعَ النَّخْلُ  
وَسَوَّى الْحَرْتُ وَنَبِشَ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ  
فَاغْفِرْ مَكَانَ قَانُصُرٍ. قَالَ مُوسَى وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بِنَحْوِهِ  
وَكَانَ عَبْدُ الْوَارِثِ يَقُولُ خَرِبٌ وَزَعَمَ عَبْدُ الْوَارِثِ أَنَّهُ أَفَادَ حَمَادًا  
هَذَا الْحَدِيثَ.

৪৫৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মসজিদে নববীর জায়গাটিতে বনু নাঈজারের একটি বাগান ছিল। তাতে ছিল শস্য, খেজুর গাছ ও মুশরিকদের কিছু কবর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন : আমার থেকে এর মূল্য নিয়ে নাও। তারা বললো, আমরা এর মূল্য চাই না। তারপর খেজুর গাছ কেটে ফেলা হলো, শস্যক্ষেত্র সমান করে দেয়া হলো, কবরগুলো খুঁড়ে সমতল করা হলো।... তারপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। তার এক বর্ণনায় : (হে আল্লাহ) 'তুমি সাহায্য কর'- এর স্থলে রয়েছে : 'তুমি ক্ষমা করে দাও'। রাবী মুসা বলেন, আবদুল ওয়ারিসও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদুল ওয়ারিস এ হাদীস হান্বাদের নিকট বর্ণনা করেছেন।

## بَابُ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ

অনুচ্ছেদ-১৩ : মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করা

৪৫৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ وَأَنْ تُنْظَفَ وَتُطَيَّبَ.

৪৫৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ তৈরীর এবং তা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় করে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

৪৫৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سَفْيَانَ ثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ حَسَّانٍ ثَنَا سَلِيمَانَ بْنَ مُوسَى ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سَلِيمَانَ عَنْ أَبِيهِ سَلِيمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِيهِ سَمُرَةَ قَالَ إِنَّهُ كَتَبَ إِلَيَّ بَنِيهِ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْمَسَاجِدِ أَنْ نَصْنَعَهَا فِي دُورِنَا وَنُصَلِّحَ صَنْعَتَهَا وَنُطَهِّرَهَا.

৪৫৬। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার সন্তানদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন : অতঃপর জেনে রাখো! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন আমরা যেন আমাদের মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করি এবং তা যেন আমরা ঠিকঠাক ও পবিত্র পরিচ্ছন্ন রাখি।

## بَابُ فِي السَّرْجِ فِي الْمَسَاجِدِ

অনুচ্ছেদ-১৪ : মসজিদে বাতি জ্বালানো

৪৫৭- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ثَنَا مِسْكِينُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّتَوْهُ فَصَلُّوا فِيهِ وَكَانَتْ الْبِلَادُ إِذْ ذَاكَ حَرْبًا فَإِنْ لَمْ تَأْتَوْهُ وَتُصَلُّوا فِيهِ فَابْعَثُوا بِزَيْتٍ يُسْرَجُ فِي قَنَادِيلِهِ.

৪৫৭। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্ত দাসী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত।



তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বায়তুল মাকদিসের ব্যাপারে আপনি আমাদের কি নির্দেশ দিচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : তোমরা সেখানে যাও এবং তাতে নামায পড়ো। ঐ সময় শহরটি শত্রু এলাকা ছিল। আর তোমরা যদি সেখানে যেতে এবং নামায পড়তে না পারো তাহলে তাতে বাতি জ্বালাবার জন্য তেল পাঠিয়ে দিও।

### بَابُ فِي حَصَى الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-১৫ : মসজিদের কংকর সম্পর্কে

৪৫৮- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ تَمَّامٍ بْنِ بَزِيْعٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ سَلَيْمٍ الْبَاهِلِيُّ عَنْ أَبِي الْوَلَيْدِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْحَصَى الَّذِي فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مُطَرِّنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَصْبَحَتِ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةً فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِالْحَصَى فِي ثَوْبِهِ فَيَبْسُطُهُ تَحْتَهُ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ مَا أَحْسَنَ هَذَا.

৪৫৮। আবুল ওয়ালীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে মসজিদের কংকর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এক রাতে বৃষ্টি হলো। ফলে মাটি কর্দমাক্ত হয়ে গেলো। এক ব্যক্তি তার কাপড়ে করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর টুকরা এনে মাটিতে বিছিয়ে দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে বললেন : এটা কি চমৎকার!

৪৫৯- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ قَالَا نَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَخْرَجَ الْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ يُنَاشِدُهُ.

৪৫৯। আবু সালেহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কথিত আছে যে, যখন কোন লোক মসজিদ থেকে কংকর বের করে নেয়, তখন সেগুলো শপথ করতে থাকে (যে আমাদেরকে মসজিদ থেকে বের করো না)।

৪৬০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الصَّفَّانِيُّ ثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلَيْدِ ثَنَا شَرِيكُ ثَنَا أَبُو حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو بَدْرٍ أَرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْحَصَا لَتُنَاشِدُ الَّذِي يُخْرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ.

৪৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বদর (র) বলেন, আমার মতে তিনি এ

হাদীস ‘মরফু’ হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কংকর অপসারণকারীকে কসম দিয়ে থাকে (তাকে মসজিদ থেকে অপসারণ না করতে)।

### بَابُ كَنْسِ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-১৬ : মসজিদ ঝাড়ু দেয়া

৬৬১- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكِيمِ الْخَزَّازُ ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرِضَتْ عَلَيَّ أَجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَعَرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةِ مَنْ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أَوْتِيهَا الرَّجُلُ ثُمَّ نَسِيَهَا.

৪৬১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাতের যাবতীয় সওয়াবের কাজ আমার সামনে পেশ করা হয়েছিল এমনকি মসজিদ থেকে কারো ময়লা-আবর্জনা বের করে ফেলাও। আমার উম্মাতের গুনাহরাশিও আমার সামনে পেশ করা হয়েছিল। তাতে কুরআনের কোন সূরা অথবা কোন আয়াত শেখার পর তা ভুলে যাওয়ার চাইতে বড়ো গুনাহ আর কোনটি আমি দেখিনি।

### بَابُ اعْتِزَالِ النِّسَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ عَنِ الرِّجَالِ

অনুচ্ছেদ-১৭ : মসজিদে মহিলারা পুরুষদের থেকে পৃথক থাকবে

৬৬২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَبُو مَعْمَرٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكَنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ. قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ. وَقَالَ غَيْرُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ عُمَرُ وَهُوَ أَصَحُّ.

৪৬২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এই দরোজাটি যদি আমরা মহিলাদের (মসজিদে যাতায়াতের) জন্য ছেড়ে দিতাম! নাফে' (র) বলেন, (একথা শুনে) ইবনে উমার (রা) আমৃত্যু আর ঐ দরোজা দিয়ে (মসজিদে) প্রবেশ করেননি। আবদুল ওয়ারেস ছাড়া একজন বর্ণনাকারীর (ইসমাঈল) মতে, কথাটি বলেছিলেন উমার (রা)। আর এটাই অধিকতর সहीহ।

৬৭২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَهُوَ أَصَحُّ.

৪৬৩। নাফে' (র) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর এটিই অধিকতর সহীহ।

৬৭৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مَضَرَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَدْخَلَ مِنْ بَابِ النِّسَاءِ.

৪৬৪। নাফে' (র) বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মহিলাদের দরোজা দিয়ে পুরুষদের (মসজিদে) প্রবেশ করতে নিষেধ করতেন।

بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-১৮ : কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশকালে যা পড়বে

৬৭৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَانَ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَّأَوْرِدِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُؤَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ أَوْ أَبَا أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ فَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

৪৬৫। আবদুল মালিক ইবনে সাঈদ ইবনে সুওয়াইদ (র) বলেন, আমি আবু হুমাইদ বা আবু উসাইদ আনসারী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে সে যেন সর্বপ্রথম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সালাম পাঠ করে, তারপর যেন বলে, 'হে আল্লাহ আমার জন্য তোমার রহমতের দরোয়াসমূহ খুলে দাও।' আর বের হওয়ার সময় যেন বলে, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার দয়া ও অনুগ্রহ কামনা করছি'।

৬৭৬- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيَّوَةَ بْنِ شَرِيحٍ قَالَ لَقِيتُ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ لَهُ بَلَّغْنِي أَنَّكَ حَدَّثْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَالَ أَقَطُّ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ.

৪৬৬। হায়ওয়াহ ইবনে ওরায়েহ (র) বলেন, আমি উকবা ইবনে মুসলিমের সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আমি জানতে পারলাম, আপনার নিকট আমার ইবনুল আসের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী (সা) মসজিদে প্রবেশকালে বলতেন : ‘আমি আশ্রয় চাই, অতীব সম্মান ও চিরন্তন সালতানাতে অধিকারী মহান আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে। উকবা (রা) বললেন, এতটুকুই? আমি বললাম, হ্যাঁ। উকবা বললেন, যখন কেউ একথা বলে তখন শয়তান বলে, এক্ষণে লোকটি আমার (কুমন্ত্রণা) থেকে বেঁচে গেল সারা দিনের জন্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-১৯ : মসজিদে প্রবেশকালীন নামায

৪৬৭- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرْقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْلِسَ.

৪৬৭। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন মসজিদে আসে, সে যেন বসার পূর্বে দুই রাকআত নামায পড়ে।

৪৬৮- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ نَا أَبُو عُمَيْسٍ عَثْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي زُرَيْقٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَزَادَ ثُمَّ لِيَقْعُدَ بَعْدُ إِنْ شَاءَ أَوْ لِيَذْهَبَ لِحَاجَتِهِ.

৪৬৮। আবু কাতাদা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ...। তাতে আরো আছে : দুই রাকআত পড়ার পর ইচ্ছা করলে বসবে অথবা নিজ কাজে চলে যাবে।

## بَابُ فَضْلِ الْقُعُودِ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-২০ : মসজিদে বসে থাকার মাহাত্ম্য

৬৬৯- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلَائِكَةُ تَصَلُّوْنَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلُّوْنَ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَقُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمَهُ.

৪৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কোন ব্যক্তি যে জায়নামাযে নামায পড়েছে তাতে যতোক্ষণ বসে থাকে ততোক্ষণ ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। যে যাবত না তার উয় ছুটে যায় অথবা সে উঠে চলে যায় : 'হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম করো।'

৬৭০- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَيَّ أَهْلُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ.

৪৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি পুরো সময় নামাযের মধ্যেই কাটায়, যতক্ষণ পর্যন্ত নামায তাকে আটক রাখে। তাকে তার পরিজনের কাছে ফিরে যেতে কেবল নামাযই বারণ করে।

৬৭১- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمَهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ فَفَقِيلَ وَمَا يُحْدِثُ قَالَ يَفْسُو أَوْ يَضْرِبُ.

৪৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বান্দা পুরো সময় নামাযেই থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জায়নামাযে নামাযের অপেক্ষায় থাকে। ফেরেশতারা তার জন্য এই বলে দোয়া করতে থাকে : হে আল্লাহ!

তাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম কর।' যতক্ষণ না সে প্রত্যাবর্তন করে অথবা তার উয়ু ছুটে যায়। বলা হলো, উয়ু ভাঙ্গার মানে কি? বললেন : নিঃশব্দে অথবা সশব্দে হাওয়া নির্গত হওয়া।

৪৭২- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ نَا عُمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاتِكَةِ الْأَزْدِيُّ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِيٍّ الْعَنْسِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ.

৪৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন কাজে মসজিদে যাবে, সে ঐ কাজেরই অংশ (বা প্রতিদান) পাবে।

بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ انْشَادِ الضَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-২১ : মসজিদে হারানো জিনিস অনুসন্ধান করা দৃষণীয়

৪৭৩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ثَنَا حَيْوَةَ يَعْنِي ابْنَ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْأَسْوَدَ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ يَقُولُ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَلَاةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا آدَاهَا اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تَبْنِ لِهَذَا.

৪৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি কাউকে মসজিদে হারানো জিনিস অনুসন্ধান করতে (দেখে বা) শোনে, সে যেন বলে, আল্লাহ তোমার জিনিসটি কখনো ফিরিয়ে না দিন। কারণ মসজিদ তো এ কাজের জন্য তৈরী হয়নি।

بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-২২ : মসজিদের মধ্যে থুথু ফেলা অন্যায

৪৭৪- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ ثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ وَأَبَانٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُوَارِيَهُ.

৪৭৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মসজিদে থু থু ফেলা অপরাধ। তার কাফ্যারা (কতিপূরণ) হলো তা ঢেকে দেয়া (বা মুছে ফেলা)।

৪৭৫- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْبُزَاقَ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.

৪৭৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মসজিদে থু থু ফেলা অপরাধ। তার কাফ্যারা হলো মাটি দ্বারা তা ঢেকে দেয়া।

৪৭৬- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

৪৭৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মসজিদে থুথু বা কফ ফেলা... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

৪৭৭- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا أَبُو مَوْدُودٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَخَلَ هَذَا الْمَسْجِدَ فَبَزَقَ فِيهِ أَوْ تَنَخَّمَ فَلْيَحْفِرْ وَلْيَدْفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ لِيُخْرِجْ بِهِ.

৪৭৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি এই মসজিদে প্রবেশ করবে, তারপর তাতে থু থু ফেলবে অথবা কফ ফেলবে, সে যেন মাটি খুঁড়ে তাতে তা চাপা দেয়। আর এটা যদি না করে, তাহলে সে যেন নিজ কাপড়ে থুথু ফেলে এবং ঐ কাপড়সহ বের হয়ে যায়।

৪৭৮- حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ أَوْ إِذَا صَلَّى أَحَدَكُمْ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ تِلْقَاءِ يَسَارِهِ إِنْ كَانَ فَارِغًا أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ لِيُقَلِّ بِه.

৪৭৮। তারেক ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুহারিবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন মানুষ নামাযে দাঁড়ায় অথবা নামায পড়ে, তখন সে যেন তার সামনে অথবা ডানে থুথু না ফেলে। তবে বাম দিকে যদি জায়গা থাকে তাহলে সেদিকে থুথু ফেলবে অথবা বাঁ পায়ের নিচে থুথু ফেলে যেন তা ঘষে মুছে ফেলে।

৪৭৭- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ثَنَا حَمَّادُ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمًا إِذْ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَتَفَيَّظَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَكَّهَا قَالَ وَأَحْبِسُهُ قَالَ فِدَعَا بِزَعْفَرَانَ فَلَطَخَهُ بِهِ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ إِذَا صَلَّى فَلَا يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ وَعَبِيدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ وَمَالِكٍ وَعَبِيدُ اللَّهِ وَمُوسَى ابْنِ عُقَيْبَةَ عَنْ نَافِعٍ نَحْوَ حَمَّادٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكَرِ الزُّعْفَرَانَ. وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَآتَتْ الزُّعْفَرَانَ فِيهِ. وَذَكَرَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ عَنِ نَافِعِ الْخَلُوقِ.

৪৭৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোতবা দানকালে মসজিদের কিবলার দিকে কফ দেখতে পেলেন। এতে তিনি লোকদের ওপর অসন্তুষ্ট হন। তারপর তিনি তা তুলে ফেলেন। রাবী বলেন, জাফরান আনিয়ে সেখানে তা লাগিয়ে দিলেন। এরপর বললেন : মহান আল্লাহ নামাযের সময় তোমাদের সামনেই থাকেন। কোনকোন বর্ণনায় জাফরানের কথা উল্লেখ নাই। আবার কোন কোন বর্ণনায় 'আল-খালুক' (কল্পরীযুক্ত সুগন্ধি)-এর উল্লেখ আছে।

৪৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيٍّ ثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ الْعَرَّاجِينَ وَلَا يَزَالُ فِي يَدِهِ مِنْهَا فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا فَقَالَ أَيْسَرُ أَحَدِكُمْ أَنْ يَبْصُقَ فِي وَجْهِهِ إِنْ أَحَدِكُمْ إِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمَلِكُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَتَفَلُّ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا فِي قِبْلَتِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ



تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنَّ عَجَلَ بِهِ أَمْرٌ فَلْيَقُلْ هَكَذَا وَوَصَفَ لَنَا ابْنُ عَجَلَانَ  
ذَلِكَ أَنْ يَتَفَلَّ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ يَرُدُّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ.

৪৮০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরের ডাল পছন্দ করতেন। তাঁর হাতে সর্বদা এর একটি লাঠি থাকতো, তিনি মসজিদে প্রবেশ করে মসজিদের কিবলার দিকে শ্রেখা দেখতে পেলেন। তিনি তার গাড়ে তুলে ফেললেন, তারপর অসজুষ্টি নিয়ে লোকদের দিকে মুখ করে বললেন : তোমাদের কারো মুখে থুথু ফেলা হোক— এটা কি তোমাদের কেউ পছন্দ করবে? জেনে রাখো, তোমাদের কেউ যখন (নামাযের জন্য) কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ায়, তখন সে মূলত সন্মানিত মহান আল্লাহর দিকেই মুখ করে দাঁড়ায়। আর তার ডানে থাকে ফেরেশতাগণ। কাজেই কেউ যেন ডানদিকে ও কিবলার দিকে থুথু না ফেলে, রবৎ বামে অথবা পায়ের নিচে ফেলে। যদি তাড়াতাড়ি প্রয়োজন হয়, তাহলে ঘষে মুছে ফেলবে। আর ইবনে আজলান বর্ণনা করেছেন, নিজের কাপড়ে থুথু ফেলে কাপড়ের একাংশকে অপর অংশের ওপর গুলট-পালট করে নেবে।

٤٨١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السُّجِسْتَانِيُّ وَهَيْشَامُ بْنُ عَمَّارٍ  
وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشْقِيَانِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَهَذَا لَفْظُ  
يَحْيَى ابْنِ الْفَضْلِ قَالُوا حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ  
مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ  
أَتَيْنَا جَابِرًا يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ فِي مَسْجِدِهِ فَقَالَ أَتَانَا رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا وَفِي يَدِهِ عُرْجُونُ بْنُ  
طَابٍ فَتَنَظَرَ فَرَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نَخَامَةً فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَحَتَّهَا  
بِالْعُرْجُونِ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ  
أَحَدِكُمْ إِذَا قَالَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللَّهَ قَبَلَ وَجْهِهِ فَلَا يَبْصُقُنْ قَبْلَ وَجْهِهِ وَلَا  
عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَإِنَّ عَجَلْتَ بِهِ  
بَادِرَةً فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذَا وَوَضَعَهُ عَلَى فِيهِ ثُمَّ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ أُرُونِي  
عَبِيرًا فَقَامَ فَتَى مِنْ الْحَى يَشْتَدُّ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِخُلُوقٍ فِي رَاحَتِهِ  
فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَهُ عَلَى رَأْسِ الْعُرْجُونِ  
ثُمَّ لَطَخَ بِهِ عَلَى أَثَرِ النُّخَامَةِ قَالَ جَابِرٌ فَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمْ الْخُلُوقَ فِي مَسَاجِدِكُمْ.

৪৮১। উবাদা ইবনুল ওয়ালীদ ইবনে উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি

বলেন, আমরা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট আসলাম। তিনি তখন তার মসজিদে ছিলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মসজিদে আমাদের নিকট আসলেন। তাঁর হাতে ছিল ইবনে তাব নামক এক প্রকার (খেজুরের) ডাল। তিনি দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করে দেখতে পেলেন, মসজিদের কিবলার দিকে শ্লেথ্না লেগে রয়েছে। তিনি সেখানে এগিয়ে গিয়ে ঐ ডাল দিয়ে তা তুলে ফেললেন। তারপর বললেন : তোমাদের মধ্যে কার পছন্দ হয় যে, তার থেকে আল্লাহ মুখ ফিরিয়ে নিন? তিনি আরো বললেন : তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন আল্লাহ তার সামনেই থাকেন। কাজেই যে সেন সামনের দিকে থুথু না ফেলে, ডান দিকেও নয়, বরং বামদিকে (অথবা) বাম পায়ের নিচে ফেলবে। আর যদি তাড়াতাড়ি প্রয়োজন হয় তাহলে কাপড়ে এরূপ করবে। এই বলে তিনি মুখের উপর কাপড় রাখলেন ও তা রগড়ে দিলেন। তারপর বললেন : 'আবির (এক প্রকার সুগন্ধি) নিয়ে আসো। এক যুবক দাঁড়িয়ে গেল এবং দৌড়ে নিজের ঘরে গেলো এবং হাতে করে সুগন্ধি নিয়ে আসলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিয়ে ডালের মাথায় লাগালেন, তারপর যেখানে শ্লেথ্না লেগেছিল সেখানে রগড়ে দিলেন। জাবির (রা) বললেন, এ কারণেই তোমরা মসজিদে সুগন্ধি লাগিয়ে থাকো।

৪৮২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ الْجُدَامِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّوَانَ عَنْ أَبِي سَهْلَةَ السَّائِبِ بْنِ خَلَادٍ قَالَ قَالَ أَحْمَدُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَّغَ لَا يُصَلِّيْ لَكُمْ فَارَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ لَهُمْ فَمَنْعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّكَ أَذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

৪৮২। আবু সাহলা আস-সাইব ইবনে খাল্লাদ (র) থেকে বর্ণিত। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ছিলেন। তিনি বললেন, এক ব্যক্তি এক কওমের ইমামতি করতে সে কিবলার দিকে থুথু ফেললো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা লক্ষ্য করলেন। সে নামায শেষ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের বললেন : এ লোক আর তোমাদের ইমামতি করবে না। এরপর সে লোকদের ইমামতি করতে চাইলে তারা তাকে নিষেধ করলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি সম্পর্কে তাকে অবহিত করলো। সে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালো। তিনি বললেন : হাঁ আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও বলেছেন : তুমি কষ্ট দিয়েছ আল্লাহকে এবং তাঁর রাসূলকে।

৪৮৩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَادٌ أَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَبَزَقَ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.

৪৮৩। মুতাররিফ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে দেখলাম, তিনি নামায পড়ছেন। তিনি তাঁর বাম পায়ে নিচে থুথু ফেললেন।

৪৮৪- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ بِمَعْنَاهُ زَادَ ثُمَّ دَلَّكَ بِنَعْلِهِ.

৪৮৪। আবুল আ'লা (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত।... পূর্বেক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে তাতে আরো আছে : তারপর তিনি তাঁর জুতা দ্বারা তা রগড়ে ফেলেন।

৪৮৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ رَأَيْتُ وَائِلَةَ بِنْتُ الْأَسْقَمِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ بَصَقَ عَلَى الْبُورِيِّ ثُمَّ مَسَحَهُ بِرِجْلِهِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لِأَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.

৪৮৫। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ওয়াসেলা ইবনুল আসকা' (রা)-কে দামেশকের মসজিদে দেখলাম যে, তিনি চাটাইয়ের ওপর থুথু ফেললেন, পরে পা দিয়ে তা মুছে ফেললেন। তাকে বলা হলো, আপনি কেন এরূপ করলেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْرِكِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

অনুচ্ছেদ-২৩ : মুশরিক ব্যক্তির মসজিদে প্রবেশ করা

৪৮৬- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَادٍ أَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَانَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكِّيٌ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ فَقُلْنَا لَهُ هَذَا الْأَبْيَضُ الْمُتَكِّيُّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ فَقَالَ لَهُ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَبْتُكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا مُحَمَّدُ  
إِنِّي سَأَلْتُكَ وَسَأَقُ الْحَدِيثَ.

৪৮৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক উটের পিঠে সওয়ার হয়ে আগমন করে তার উটকে মসজিদের আঙ্গিনায় বসিয়ে তা বাঁধলো, তারপর বললো, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ (সা) কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনের সামনেই বসা ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, এই যে সাদা বর্ণের লোকটি হেলান দিয়ে বসে আছেন— ইনিই! লোকটি তাঁকে বললো, হে আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র! নবী (সা) তাকে বললেন : আমি তোমাকে জওয়াব দিয়েছি। তারপর লোকটি বললো, হে মুহাম্মাদ! আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি... অবশিষ্ট হাদীস পূর্ববৎ।

টীকা : মসজিদুল হারাম এবং মক্কার হারাম (নিষিদ্ধ) এলাকা ব্যতীত অমুসলিমদের জন্য মসজিদে প্রবেশ জায়েয। তাতে তারা দীন ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তাদের কোন কিছু জিজ্ঞাসার থাকলে তাও জিজ্ঞেস করতে পারবে।

٤٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا سَلْمَةُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ  
حَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ كَهَيْلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ نُؤَيْفٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ  
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثْتُ بَنُو سَعْدِ بْنِ بَكْرِ ضِمَامَ بْنَ ثَعْلَبَةَ إِلَى رَسُولِ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَأَنَاخَ بِعَيْرِهِ عِنْدَ بَابِ  
الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ فَقَالَ أَيُّكُمْ ابْنُ  
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ  
الْمُطَّلِبِ قَالَ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَسَأَقُ الْحَدِيثَ.

৪৮৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু সাদ ইবনে বাকর দিমাম ইবনে সালাবাকে তাদের প্রতিনিধি হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠালো। সে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে মসজিদের দরোজার নিকট তার উট বসালো এবং বাঁধলো, তারপর মসজিদে প্রবেশ করলো। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। রাবী বলেন, সে বললো, তোমাদের মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র। সে বললো, হে আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র!... এরপর পূর্ণ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٤٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرُ  
عَنِ الزُّهْرِيِّ ثَنَا رَجُلٌ مِنْ مَزِينَةَ وَتَحَنُّنٌ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَلَيْهُودُ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ

جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ فِي رَجُلٍ  
وَأَمْرًا زَنِيًّا مِنْهُمْ.

৪৮৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। তিনি তখন মসজিদে সাহাবাদের নিয়ে বসা ছিলেন। তারা বললো, হে আবুল কাসেম। তারপর তারা তাদের মধ্যকার এক পুরুষ ও এক নারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো যারা যেনায় লিপ্ত হয়েছিল।

بَابُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ

অনুচ্ছেদ-২৪ : যেসব জায়গায় নামায পড়া নাজায়েয

৪৮৯- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ  
مُجَاهِدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلْتُ لِي الْأَرْضَ طَهُورًا وَمَسْجِدًا.

৪৮৯। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার (তথা আমার উম্মাতের) জন্য পৃথিবীকে পবিত্র (বা পবিত্রতাদানকারী) ও মসজিদ করা হয়েছে।

টীকা : এ হাদীস দ্বারা উম্মাতে মুহাম্মাদীর ওপর যে এহসান করা হয়েছে তা ব্যক্ত করা হয়েছে। তা হচ্ছে মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন ও যে কোন ভূখণ্ডে নামায পড়ার অনুমতি দান। কারণ পূর্ববর্তী উম্মাতদের নির্দিষ্ট ইবাদতখানা ছাড়া অন্যত্র নামায পড়া বা ইবাদত করা বৈধ ছিল না।

৪৯০- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيْعَةَ  
وَيَحْيَى بْنُ الْأَزْهَرِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحِ  
الْغِفَارِيِّ أَنَّ عَلِيًّا مَرَّ بِبَابِلَ وَهُوَ يَسِيرُ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُهُ بِصَلَاةِ  
الْعَصْرِ فَلَمَّا بَرَزَ مِنْهَا أَمَرَ الْمُؤَذِّنُ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ إِنَّ  
حَبِيْبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَقْبَرَةِ وَنَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي  
أَرْضِ بَابِلَ فَانْتَهَى مَلْعُونَةٌ.

৪৯০। আবু সালেহ আল-গিফারী (র) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) এক সফরে বাবেল নামক শহর অতিক্রম করছিলেন। তখন তার নিকট আসরের নামাযের আযান দেয়ার অনুমতি লাভের জন্য মুয়াযযিন আসলো। তিনি যখন বাবেল শহর অতিক্রম করে গেলেন, তখন মুয়াযযিনকে তাকবীর বলার নির্দেশ দিলেন। মুয়াযযিন তাকবীর দিলে তিনি নামায পড়ালেন। নামায শেষে তিনি বললেন, আমার প্রিয় বন্ধু (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াল্লাহু) আমাকে নিষেধ করেছেন কবরস্থানে নামায পড়তে এবং নিষেধ করেছেন আমাকে বাবেলের জমিনে নামায পড়তে। কারণ উক্ত জমিন অভিশপ্ত।

টীকা : বাবেলের মাটিতে অনেক স্বৈরাচারী কাফের বাদশাহ রাজত্ব করেছে, যাদের ওপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়েছিল। ঐ শহরও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। খাস্তাবী বলেন, এ হাদীসের সনদ সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। আমার জানামতে কোন আলেম বাবেলের মাটিতে নামায পড়া হারাম বলেননি। আবার কেউ বলেছেন, এই নিষেধাজ্ঞা শুধু আলী (রা)-এর জন্যই খাস ছিল।

৬৯১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ وَأَبْنُ لَهَيْعَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بِمَعْنَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ مِنْهَا مَكَانَ فَلَمَّا بَرَزَ.

৪৯১। আবু সাঈদ আল-গিফারী (র) আলী (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসেরই সমার্থক বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে “তিনি যখন বাবেল শহর অতিক্রম করে গেলেন” কথাটিতে একই অর্থের ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন।

৬৯২- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادُ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ فِيمَا يَحْسِبُ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَامَ وَالْمَقْبَرَةَ.

৪৯২। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সমগ্র জমিন মসজিদ, শুধুমাত্র গোসলখানা ও কবরস্থান ছাড়া।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْأَيْلِ

অনুচ্ছেদ-২৫ : উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়া নিষেধ

৬৯৩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْأَيْلِ فَقَالَ لَا تَصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْأَيْلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ.

৪৯৩। আল-বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়া সম্পর্কে। তিনি বলেন : তোমরা উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়ো না। কেননা তা হচ্ছে শয়তানের জায়গা। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বকরীর খোঁয়াড়ে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : সেখানে নামায পড়ো। কারণ ওটা হচ্ছে বরকতের প্রাণী।

### بَابُ مَتَى يُؤَمَّرُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ-২৬ : বাশক-বালিকাদের কখন নামাযের হুকুম দিতে হবে?

৪৯৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا.

৪৯৪। আবদুল মালেক ইবনে রাবী ইবনে সাব্বাহ (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা শিশুদের বয়স সাত বছর হলেই নামাযের জন্য নির্দেশ দিবে। তার বয়স যখন দশ বছর হবে, তখন (নামায না পড়লে) নামাযের জন্য তাকে মারবে।

৪৯৫- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ ثَنَا اسْمَاعِيلُ عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْزَةَ الْمُرْنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

৪৯৫। আমর ইবনে শুয়াইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা তোমাদের সন্তানদের নামাযের জন্য নির্দেশ দাও যখন তাদের বয়স সাত বছর হয়। আর যখন তাদের বয়স দশ বছর হয় তখন নামাযের জন্য তাদের মারো এবং তাদের ঘুমাবার বিছানা পৃথক করে দাও।

৪৯৬- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ

الْمُرْنِيُّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ وَإِذَا زَوْجٌ أَحَدَكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ  
أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرُ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ  
وَهُمْ وَكَيْعُ فَرَى اسْمُهُ وَرَى عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ  
فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَمَزَةَ سَوَّارُ الصَّيْرَفِيُّ.

৪৯৬। দাউদ ইবনে সাওয়্যার আল-মুয়ানী (র) একই সনদ ও অর্থে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে এটুকু বেশি রয়েছে : যখন কেউ তার বাঁদীকে তার গোলাম নফরের সাথে বিয়ে দেয়, তারপর যেন সে আর তার নাভির নিচে ও হাঁটুর উপরে না তাকায়। আবু দাউদ (র) বলেন, ওয়াকী (র) দাউদ ইবনে সাওয়্যারের নাম বুঝতে ভুল করেছেন। আবু দাউদ আত-তায়ালিসী তাঁর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আবু হামযা সাওয়্যার আস-সায়রাফী আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪৯৭- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي هِشَامُ  
بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ الْجُهَنِيُّ قَالَ دَخَلْنَا  
عَلَيْهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ مَتَى يُصَلِّي الصَّبِيِّ فَقَالَتْ كَانَ رَجُلٌ مَثًّا يَذْكُرُ  
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا  
عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمَرَّوهُ بِالصَّلَاةِ.

৪৯৭। হিশাম ইবনে সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুআয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইব আল-জুহানীর নিকট গেলাম। তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, শিশু কখন নামায পড়বে? তার স্ত্রী বললেন, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আলোচনা করতো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন : যখন সে ডান ও বামের পার্থক্য সম্পর্কে (ডান হাত ও বাঁ হাতের ব্যবহারে) সচেতন হবে, তখন তাকে নামাযের নির্দেশ দাও।

## بَابُ بَدَأِ الْأَذَانِ

অনুচ্ছেদ-২৭ : আযানের সূচনা

৪৯৮- حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مُوسَى الْخَثْلِيُّ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَحَدِيثُ عَبَادِ  
أَتَمَّ قَالَا ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشْرٍ قَالَ قَالَ زِيَادُ نَا أَبُو بَشْرٍ عَنْ أَبِي  
عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةَ لَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ إِهْتَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا فَقِيلَ لَهُ أَنْصِبْ



رَأْيَهُ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ فَإِذَا رَأَوْهَا أَذِنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يُعْجِبْهُ  
 ذَلِكَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ الْقَنْعَ يَعْنِي الشَّبُورَ وَقَالَ زِيَادُ شَبُورُ الْيَهُودِ  
 فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ وَقَالَ هُوَ مِنْ أَمْرِ الْيَهُودِ قَالَ فَذَكَرَ لَهُ النَّاقُوسَ  
 فَقَالَ هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى فَانصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ  
 وَهُوَ مُهْتَمٌّ لَهُمْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَى الْأَذَانَ فِي  
 مَنْامِهِ قَالَ فَغَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ  
 فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَبَيِّنٌ نَائِمٌ وَيَقْظَانِ إِذْ أَتَانِي أَتٍ فَأَرَانِي  
 الْأَذَانَ قَالَ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ رَأَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَكْتَمَهُ عِشْرِينَ  
 يَوْمًا قَالَ ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مَا مَنَعَكَ  
 أَنْ تُخْبِرَنِي فَقَالَ سَبَقَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالَ رَسُولُ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمْ فَانظُرْ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ  
 بْنُ زَيْدٍ فافْعَلْهُ قَالَ فَادَّنَ بِلَالٌ قَالَ أَبُو بَشِيرٍ فَأَخْبَرَنِي أَبُو عُمَيْرٍ أَنَّ  
 الْأَنْصَارَ تَزَعُمُ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَوْمَئِذٍ مَرِيضًا  
 لَجَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَدِّنًا.

৪৯৮। আবু উমায়ের ইবনে আনাস (র) থেকে তার এক আনসারী চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য লোকদের কিভাবে একত্র করবেন সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। কেউ বললো, নামাযের সময় উপস্থিত হলে একটা পতাকা স্থাপন করুন। তা দেখে একজন আরেকজনকে সংবাদ জানিয়ে দেবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এটা পছন্দ হলো না। কেউ বা ইহুদীদের ন্যায় শিংগা-ধ্বনি করার প্রস্তাব দিল। এটাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দ হলো না। কারণ এটা ছিল ইহুদীদের কাজ (বা প্রথা)। কেউ নাকুস (ঘণ্টা ধ্বনি) ব্যবহারের প্রস্তাব করলে তিনি বলেন : এটা নাসারাদের বিষয়। আবদুল্লাহ ইবনে য়ায়েদ এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাবনা মাথায় নিয়ে প্রস্থান করলেন। (রাতে ঘুম গেলে আল্লাহর পক্ষ থেকে) স্বপ্নে তাকে আযান শিখিয়ে দেয়া হলো। ভোরে 'আবদুল্লাহ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে তাঁকে এ বিষয়ে জানালেন। বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমি কিছুটা ঘুমে ও কিছুটা জাগ্রত অবস্থায় ছিলাম। এমন সময় একজন এসে আমাকে আযান শিক্ষা দিলেন। রাবী বলেন, উমার (রা) বিশ দিন আগেই স্বপ্নযোগে আযান শিখেছিলেন। কিন্তু তিনি কারো



الْفَلَاحِ حَى عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ ثُمَّ  
 فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا  
 رَأَيْتُ فَقَالَ إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقَى عَلَيْهِ مَا  
 رَأَيْتُ فَلْيُؤَدِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أُنْدَى صَوْتًا مِنْكَ فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ  
 أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَدِّنُ بِهِ قَالَ فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي  
 بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجْرُ رِدَاءَهُ وَيَقُولُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
 لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا أَرَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِلَّهِ  
 الْحَمْدُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ  
 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَقَالَ فِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ اللَّهُ أَكْبَرُ  
 اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَقَالَ مَعْمَرٌ وَيُونُسُ عَنِ  
 الزُّهْرِيِّ فِيهِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَمْ يُنْتَيَا.

৪৯৯। ‘আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ‘নাকুস’ বানাবার নির্দেশ দিলেন, যাতে তা বাজিয়ে লোকদের নামাযের জন্য একত্র করা যায়, তখন আমি ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। তিনি হাতে নাকুস বহন করছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর বান্দা! নাকুসটি বিক্রি করবেন? লোকটি বললো : তা তুমি কি করবে? আমি বললাম, আমরা এর সাহায্যে লোকদের নামাযের জন্য আহ্বান করবো। সে বললো : আমি কি তোমাকে এমন বিষয় জানাবো না যা এর চাইতে উত্তম? আমি বললাম, অবশ্যই। লোকটি বললোঃ (তাহলে এরূপ) বলো : আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ মহান), আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই); আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল), হাইয়্যা ‘আলাস্ সালাতি, হাইয়্যা ‘আলাস্ সালাত (আস নামাযের দিকে, আস নামাযের দিকে); হাইয়্যা ‘আলাল-ফালাহি, হাইয়্যা আলাল-ফালাহ (আস কল্যাণের দিকে, আস সফলতার দিকে), আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই)।



الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

৫০০। মুহাম্মাদ ইবনে 'আবদুল মালিক ইবনে আবু মাহযুরা (র) থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আব্বাহর রাসূল! আমাকে আযানের নিয়ম শিখিয়ে দিন। তিনি আমার মাথার সম্মুখ ভাগে হাত বুলিয়ে দিলেন, তারপর বললেন বলো : আব্বাহ্ আকবার, আব্বাহ্ আকবার, আব্বাহ্ আকবার আব্বাহ্ আকবার উচ্চস্বরে। তারপর কিছুটা অনুচ্চস্বরে বলবে : আশ্হাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশ্হাদু আন্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশ্হাদু আন্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ নিম্নস্বরে বলবে। তারপর আবার শাহাদাতের শব্দ উচ্চস্বরে বলবে আশ্হাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আন্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ আশ্হাদু আন্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। হাইয়্যা আলাস্-সালাহ, হাইয়্যা 'আলাস্-সালাহ, হাইয়্যা 'আলাল্-ফালাহ, হাইয়্যা 'আলাল্-ফালাহ। যদি ফজরের নামায হয় তাহলে বলবে : আস্‌সালাতু খাইরুম্ মিনান্ নাউম, আস্‌সালাতু খাইরুম্ মিনান্ নাউম (নামায ঘুমের চাইতে উৎকৃষ্ট, নামায ঘুমের চাইতে উত্তম)। আব্বাহ্ আকবার, আলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

৫.১- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ أَخْبَرَنِي أَبِي وَأُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ وَفِيهِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي الْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ مُسَدَّدِ ابْنِينَ قَالَ فِيهِ وَعَلَّمَنِي الْأَقَامَةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَى عَلَى الصَّلَاةِ حَى عَلَى الْفَلَاحِ حَى عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَإِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ أَسْمِعْتَ قَالَ فَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ لَا يَجُزُّ نَاصِيَتَهُ وَلَا يَفْرَقُهَا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَّحَ عَلَيْهَا.



৫০২। আবু মাহযুরা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আযানের শব্দ শিখিয়েছেন উনিশটি আর ইকামাতের শব্দ শিখিয়েছেন সতেরটি। আযানের শব্দগুলো হলো : আত্মাহ আকবার আত্মাহ আকবার, আত্মাহ আকবার আত্মাহ আকবার, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়্যা আলাস-সালাতি হাইয়্যা আলাস্ সালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ, হাইয়্যা আলাল-ফালাহ, আত্মাহ আকবার আত্মাহ আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর ইকামাত হলো : আত্মাহ আকবার আত্মাহ আকবার আত্মাহ আকবার আত্মাহ আকবার, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়্যা আলাস্ সালাতি হাইয়্যা আলাস্ সালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহি হাইয়্যা আলাল ফালাহ, কাদ কামাতিস সালাতু কাদ কামাতিস সালাহ, আত্মাহ আকবার আত্মাহ আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

টীকা : এ হাদীস ও আরো কোন কোন হাদীসে শাহাদাতের শব্দগুলো পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এরূপ বলাকে পরিভাষায় বলা হয় 'তারজী'। ইতিপূর্বে বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের হাদীসে এরূপ 'তারজী' বর্ণিত হয়নি। হানাফী মায়হাবের অনুসারীগণ আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের হাদীসের ওপরই আমল করে থাকেন।

৫০৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ يَعْنِي عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنِ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ أَلْقَى عَلِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّائِدِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ قُلْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ أَرْجِعْ فَمَدَّ مِنْ صَوْتِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَى عَلَى الصَّلَاةِ حَى عَلَى الصَّلَاةِ حَى عَلَى الْفَلَاحِ حَى عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

৫০৩। আবু মাহযুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আমাকে আযান শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন : আযান এভাবে দিবে- আত্মাহ আকবার, আত্মাহ আকবার, আত্মাহ আকবার আত্মাহ আকবার, আশহাদু আল-লা





حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَمَعْنَاهُ وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي مَحْذُورَةَ قُلْتُ حَدَّثَنِي عَنْ أَدَانَ أَبِيكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَطُّ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ جَدِّهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ تَرَجَّعَ فَتَرَفَعَ صَوْتَكَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ.

৫০৫। আবু মাহযুরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আযান শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন : আল্লাহ্ আকবার আল্লাহ্ আকবার। আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তারপর ইবনে জুরায়েজ-আবদুল আযিয ইবনে আবদুল মালিকের হাদীসে বর্ণিত আযানের মতই বর্ণনা করেছেন। মালিক ইবনে দীনারের হাদীসে রয়েছে, রাবী বলেন, আমি আবু মাহযুরার পুত্রকে বললাম, আমাকে আপনার পিতার আযানের বর্ণনা দিন, যা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন। তিনি তার বর্ণনা দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ আকবার আল্লাহ্ আকবার...। অনুরূপ জা'ফর ইবনে সুলাইমান- ইবনে আবু মাহযুরা-তার চাচা-তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে রয়েছে : তারপর তারজী' করবে ও উচ্চস্বরে বলবে : আল্লাহ্ আকবার আল্লাহ্ আকবার।

৫.৬- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ أُحِيلَتْ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا اصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ أَعْجَبَنِي أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ الْمُسْلِمِينَ أَوْ قَالَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَةً حَتَّى لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْتُ رِجَالًا فِي الدَّوْرِ يُنَادُونَ النَّاسَ بِحِينَ الصَّلَاةِ وَحَتَّى هَمَمْتُ أَنْ أُمِرَ رِجَالٌ يَقُومُونَ عَلَى الْأَطْطَامِ يُنَادُونَ الْمُسْلِمِينَ بِحِينَ الصَّلَاةِ حَتَّى نَقَسُوا أَوْ كَادُوا أَنْ يَنْقَسُوا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمَّا رَجَعْتُ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ اهْتِمَامِكَ رَأَيْتُ رَجُلًا كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ أَخْضَرَيْنِ فَقَامَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَأَذَّنَ ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا

الْإِنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَلَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ قَالَ بِنُ  
 الْمُثَنَّى أَنْ تَقُولُوا لَقُلْتُ إِنِّي كُنْتُ يَقْظَانًا غَيْرَ نَائِمٍ فَقَالَ رَسُولُ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى لَقَدْ أَرَاكَ اللَّهُ خَيْرًا  
 وَلَمْ يَقُلْ عَمْرُو لَقَدْ أَرَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَمَرُّ بِلَالًا فليؤذُنْ قَالَ فَقَالَ عَمْرُو  
 أَمَا إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى وَلَكِنْ لَمَّا سُبِقْتُ اسْتَحْيَيْتُ. قَالَ  
 وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا جَاءَ يَسْتَلُّ فَيُخْبِرُ بِمَا سَبِقَ  
 مِنْ صَلَاتِهِ وَأَنَّهُمْ قَامُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ  
 بَيْنِ قَائِمٍ وَرَأَكِيمٍ وَقَاعِدٍ وَمُصَلٍِّّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنِي بِهَا حُصَيْنٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى  
 حَتَّى جَاءَ مُعَاذٌ قَالَ شُعْبَةُ وَقَدْ سَمِعْتَهَا مِنْ حُصَيْنٍ فَقَالَ لَا أَرَاهُ عَلَى  
 حَالِ إِلَى قَوْلِهِ كَذَلِكَ فَافْعَلُوا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى حَدِيثِ  
 عَمْرُو بْنِ مَرْزُوقٍ قَالَ فَجَاءَ مُعَاذٌ فَأَشَارُوا إِلَيْهِ قَالَ شُعْبَةُ وَهَذِهِ  
 سَمِعْتَهَا مِنْ حُصَيْنٍ قَالَ فَقَالَ مُعَاذٌ لَا أَرَاهُ عَلَى حَالِ الْإِنَّهُ كُنْتُ عَلَيْهَا  
 قَالَ فَقَالَ إِنَّ مُعَاذًا قَدْ سَنَ لَكُمْ سُنَّةً كَذَلِكَ فَافْعَلُوا. قَالَ وَحَدَّثَنَا  
 أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ  
 أَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَنْزَلَ رَمَضَانَ وَكَانُوا قَوْمًا لَمْ يَتَعَوَّدُوا  
 الصِّيَامَ وَكَانَ الصِّيَامُ عَلَيْهِمْ شَدِيدًا فَكَانَ مَنْ لَمْ يَصُمْ أَطْعَمَ مِسْكِينًا  
 فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فَكَانَتِ الرَّخْصَةُ  
 لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ فَأَمَرُوا بِالصِّيَامِ. قَالَ وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا قَالَ  
 وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَفْطَرَ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ لَمْ يَأْكُلْ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ  
 فَجَاءَ عَمْرُو فَرَادَ امْرَأَتَهُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ نَمْتُ فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تَعْتَلُ فَاتَّهَا  
 فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَادَ الطَّعَامَ فَقَالُوا حَتَّى نُسَخِّنَ لَكَ شَيْئًا  
 فَنَامَ فَلَمَّا أَصْبَحُوا نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهَا أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ  
 الرَّفَثُ إِلَى نِسَاءِكُمْ.

৫০৬। ইবনে আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের অবস্থা পর্যায়ক্রমে তিনবার পরিবর্তিত হয়েছে। আমাদের সাথীরা আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার নিকট এটা আনন্দদায়ক মনে হয় যে, আমরা সকল মুসলমান অথবা সকল মুমিন একত্রে জামা'আতে নামায পড়ি। এমনকি আমি নামাযের সময় হলে ঘরে ঘরে লোক পাঠিয়ে অন্যান্যদের ডেকে আনার মনস্থ করলাম। নামাযের সময় উপস্থিত হলে কিছু লোককে দুর্গের ওপর দাঁড়িয়ে মুসলমানদের ডাকার জন্য নির্দেশ দেয়ারও ইচ্ছা করলাম। এমনকি তারা 'নাকুস' বাজালো বা বাজাবার উপক্রম করলো। এমন সময় এক আনসারী এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যখন আপনার নিকট থেকে ফিরে গেলাম, আমারও একই ভাবনা ছিল। যার (ব্যবস্থাপনা বা) চিন্তা-ভাবনা আপনি করছিলেন। আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম। সে যেন দু'টি সবুজ কাপড় পরিধান করে আছে। লোকটি মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে আযান দিল। তারপর কিছুক্ষণ বসে থাকার পর আবার সে আযানের শব্দগুলো উচ্চারণ করলো। কিন্তু 'কাদ কামাতিস্ সালাতু' অতিরিক্ত বললো। যদি অন্যান্যরা আমাকে মিথ্যুক মনে না করে তাহলে আমি অবশ্যই বলবো, আমি জাধ্রতই ছিলাম ঘুমে ছিলাম না। ইবনুল মুছান্নার বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে উত্তম স্বপ্ন দেখিয়েছেন। কিন্তু আমার বর্ণনায় "আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে উত্তম স্বপ্ন দেখিয়েছেন" কথাটুকু নেই। তুমি বিলালকে আযান দিতে বলো। উমার (রা) বললেন, আমিও অবশ্যই তার মত একই রকম স্বপ্ন দেখেছি। সে (আনসার লোকটি) আগে বলে ফেলাতে আমার বলতে লজ্জাবোধ হলো। ইবনে আবী লায়লা বলেন, আমাদের সাথীরা আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, প্রথম দিকে কোন লোক মসজিদে এসে জামা'আত হতে দেখলে মুসল্লীদের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতো, নামায কয় রাক'আত হলো (নামাযের মধ্যে মুসল্লীরা ইশারায় তা জানিয়ে দিত)। তারপর তারা ঐ পরিমাণ নামায দ্রুত আদায় করে জামা'আতে শরীক হতো। ফলে তাঁর পেছনের মুজাদীদের অবস্থা পৃথক পৃথক হতো। কেউ বা দাঁড়ানো, কেউ রুকুতে, কেউ বসা, আবার কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই নামাযরত অবস্থায় থাকতো। এমন সময় মু'আয ইবনে জাবাল (রা) আসলেন। শো'বা (র) বলেন, আমি একথা হুসাইন থেকে শুনেছি : তিনি বললেন, আমি তো আপনাকে যে অবস্থায় পাবো, তারই অনুসরণ করবো (অর্থাৎ এসে আপনার নামাযেই शामिल হবো, পৃথকভাবে পড়বো না)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : মু'আয তোমাদের জন্য একটি সুন্নাত নির্ধারণ করেছে। তোমরাও তদ্রূপ করো।

আমাদের সাথীরা আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় পদার্পণ করলেন, তখন তাদের তিন দিন রোযা রাখার নির্দেশ দেন। তারপরই রমযানের রোযা ফরয (হওয়া সম্পর্কিত আয়াত নাযিল) হয়। তারা ছিল রোযার ব্যাপারে অনভ্যস্ত। রোযার বিধান তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়লো। কাজেই কেউ

কেউ রোযা না রেখে মিস্কীনকে খাদ্য দান করতো। এ পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হলো : “তোমাদের মধ্যে যে রমযান মাস পাবে, তার পক্ষে রোযা রাখা অবশ্যকর্তব্য” (সূরা বাকারা : ১৮৫)। এতে রুগ্ন ও মুসাফিরকে রুখসত বা অব্যাহতি দেয়া হলো, আর সবাইকে রোযা রাখার নির্দেশ দেয়া হলো। আমাদের সাথীরা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন : (ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায়) কেউ ইফতার করে আহার না করে ঘুমিয়ে পড়লে তার পক্ষে পরদিন প্রভাতের পূর্বে আর কিছু খাওয়া বৈধ ছিলো না (আর প্রভাত হয়ে গেলে পরের দিনের রোযা শুরু হবার কারণে সন্ধ্যা পর্যন্ত আর কিছুই আহার করতে পারতো না)। একবার উমার (রা) সহবাসের ইচ্ছা করলে তার স্ত্রী বললেন, আমি তো ঘুমিয়ে ছিলাম। উমার ভাবলেন, তার স্ত্রী বাহানা করছে। তাই তিনি স্ত্রী সহবাস করলেন। আরেক আনসারী (ইফতারের পর) খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছা করলে লোকেরা বললো, অপেক্ষা করুন আমরা খানা রান্না করে নেই। ইতিমধ্যে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সকাল বেলা এই আয়াত নাযিল হলো : “রোযার রাতে স্ত্রীসহবাস তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো” (সূরা বাকারা : ১৮৭)।

টীকা : মদীনায় প্রাথমিক পর্যায়ে নামায পড়া হতো বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে, তারপর কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ার বিধান দেয়া হয়। দ্বিতীয়ত, আযানের প্রবর্তন ও জামা'আতবদ্ধভাবে নামায পড়ার নিয়ম জারি করা হয়, যা পূর্বে ছিল না। তৃতীয়ত, মাসবুকের ছুটে যাওয়া নামায ইমামের সালাম ফেরানোর পর আদায় করার রীতির প্রবর্তন করা হয়। যা ইতিপূর্বে জামা'আতে শামিল হওয়ার পূর্বেই পড়ে নেয়ার নিয়ম ছিল।

০.৭- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي دَاوُدَ ح وَثَنَا نَصْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ ثَنَا  
 يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى  
 عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ وَأُحِيلَ الصِّيَامُ  
 ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ وَسَاقَ نَصْرُ الْحَدِيثِ بِطُولِهِ وَأَقْتَصَّ ابْنُ الْمُثَنَّى مِنْهُ  
 قِصَّةَ صَلَاتِهِمْ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ قَطْ قَالَ الْحَالُ الثَّلَاثُ أَنْ رَسُولَ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَصَلَّى يَعْغِي نَحْوَ بَيْتِ  
 الْمُقَدَّسِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ  
 وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ  
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. فَوَجَّهَهُ اللَّهُ  
 عَزَّ وَجَلَّ إِلَى الْكَعْبَةِ وَتَمَّ حَدِيثُهُ وَسَمَى نَصْرُ صَاحِبَ الرُّوْيَا قَالَ  
 فَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ فِيهِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ  
 قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَىٰ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ حَىٰ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. ثُمَّ أَمَهَلَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ زَادَ بَعْدَ مَا قَالَ حَىٰ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَنْتَهَا بِلَاذَنْ بِهَا بِلَالٌ. وَقَالَ فِي الصَّوْمِ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. فَمَنْ كَانَ مِنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ فَهَذَا حَوْلٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. فَتَبَّتِ الصِّيَامُ عَلَى مَنْ شَهِدَ الشَّهْرَ وَعَلَى الْمُسَافِرِ أَنْ يُقْضَىٰ وَتَبَّتِ الطَّعَامُ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الَّذِينَ لَا يَسْتَطِيعَانِ الصَّوْمَ وَجَاءَ صِرْمَةٌ وَقَدْ عَمِلَ يَوْمَهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

৫০৭। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের তিনটি অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে। অনুরূপ রোযাও তিনটি অবস্থা অতিক্রম করেছে। তারপর হাদীসও ঐরূপ দীর্ঘভাবে বর্ণনা করেছেন বর্ণনাকারী নাসর। ইবনুল মুছান্না শুধু বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়ার ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তৃতীয় অবস্থা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পদার্পণ করার পর তের মাস যাবত বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামায পড়েন। তারপর মহামহিম আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন : “আসমানের দিকে তোমার মুখ উত্তোলন আমরা লক্ষ্য করেছি। অতএব তোমার বাঞ্ছিত কেবলার দিকে আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। কাজেই তুমি

তোমার চেহারা মসজিদুল হারামের দিকে ফিরিয়ে নাও। আর তুমি যেখানেই থাকো, তোমার মুখ ঐদিকেই ফিরিয়ে নেবে” (২ : ১৪৪)। এভাবে আল্লাহ তাঁর মুখ কা'বার দিকে ফিরিয়ে দিলেন। ইবনুল মুছান্নার হাদীস এখানেই শেষ। আর যিনি (এ ব্যাপারে) স্বপ্ন দেখেছিলেন নাসর তার নাম উল্লেখ করে বলেছেন : অতঃপর 'আব্দুল্লাহ ইবনে য়য়েদ (রা) আসলেন। তিনি ছিলেন আনসার গোত্রীয়। তিনি উক্ত হাদীসে সেসব বলেন : স্বপ্নে দেখা লোকটি কেবলার দিকে মুখ করে বললো : আল্লাহ্ আকবার আল্লাহ্ আকবার, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়্যা আলাস্-সালাহ দু'বার, হাইয়্যা আলাল-ফালাহ, দু'বার। আল্লাহ্ আকবার আল্লাহ্ আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তারপর কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর সে আবার দাঁড়ালো এবং পূর্বের কথারই পুনরাবৃত্তি করলো। তবে আবদুল্লাহ ইবনে য়য়েদ বলেন, ঐ ব্যক্তি হাইয়্যা আলাল-ফালাহ বলার পর কাদ্ কামাতিস্ সালাতু, কাদ্ কামাতিস্ সালাতু বাক্য দু'বার বললো। রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : এটা তুমি বিলালকে শিখিয়ে দাও। অতএব বিলাল (রা) আযান দিলেন।

রাবী রোযা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন, আর 'আশুরার দিন রোযা রাখতেন। তারপর আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন : “তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হলো যেসকল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো। নির্দিষ্ট কয়েক দিন। তোমাদের মধ্যে কেউ রোগাক্রান্ত হলে বা মুসাফির হলে, তার জন্য অপর কোন সময় থেকে গণনা করতে হবে। যারা রোযা রাখতে সক্ষম (অথচ রোযা রাখবে না) তারা তার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে আহার করাবে” (২ : ১৮৩-১৮৪)। এতে যার ইচ্ছা সে রোযা রাখতো, আর যার ইচ্ছা রোযা ভেংগে প্রতি রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে আহার করাতো। এটাই তার জন্য যথেষ্ট ছিল। আর এটা ছিল রোযার প্রাথমিক অবস্থা। তারপর আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন : “রমযান সে মহিমান্বিত মাস, যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে, যা মানবজাতির জন্য হেদায়াত বা পথপ্রদর্শক, হেদায়াতের স্পষ্ট দলীল এবং (হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নিরূপণকারী বা) মীমাংসাকারী। তোমাদের মধ্যে যে কেউ রমযান মাস পাবে, তার পক্ষে রোযা রাখা কর্তব্য। আর যদি কেউ পীড়িত হয় বা সফরে থাকে, তাহলে অপর কোন দিন থেকে ওমার করবে” (২ : ১৮৫)। এরপর থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর রোযা ফরয হয়ে গেল, যে রমযান মাস পাবে। আর মুসাফিরের জন্য কাযা আদায় করা ফরয সাব্যস্ত হলো। আর ফিদয্যার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হলো (অক্ষম) বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রে, যারা রোযা রাখতে অপারগ। সিরমা (রা) সারা দিন পরিশ্রম করেছিলেন। এরপর রাবী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

## بَابُ فِي الْأَقَامَةِ

অনুচ্ছেদ-২৯ : ইকামাতের বর্ণনা

০.৮- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَا ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا وَهَيْبٌ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَمْرٌ لِإِلَّاهِ أَنْ يُشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتَرَ الْأَقَامَةَ زَادَ هَمَّادٌ فِي حَدِيثِهِ إِلَّا الْأَقَامَةَ.

৫০৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলালকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আযানকে জোড় ও ইকামাতকে বেজোড় সংখ্যায় বলার জন্য। হাম্মাদ তার হাদীসে আরো বলেছেন, কিন্তু কাদ কামাতিস সালাতু বাক্যটি ছাড়া। অর্থাৎ এ বাক্যটি জোড় সংখ্যায় বলতে হবে।

০.৯- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ مِثْلَ حَدِيثِ وَهَيْبٍ قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَحَدَّثْتُ بِهِ أَيُّوبَ فَقَالَ إِلَّا الْأَقَامَةَ.

৫০৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত।... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। ইসমাঈল বলেন, আমি এ হাদীস আইউবকে শুনিয়েছি। তিনি বলেন, তবে কাদ কামাতিস সালাতু (বাক্যটি জোড় সংখ্যায় বলবে)।

০১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ عَنْ مَسْلَمِ بْنِ أَبِي الْمُنْتَنَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْأَقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَإِذَا سَمِعْنَا الْأَقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ شُعْبَةُ لَمْ أَسْمَعْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ.

৫১০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় আযানের শব্দগুলো দুইবার করে বলা হতো এবং ইকামাতের শব্দগুলো একবার করে। তবে কাদ কামাতিস সালাতু, কাদ কামাতিস সালাতু বলা হতো দু'বার। আমরা ইকামাত শুনেই উযু করে নামাযের জন্য আসতাম। শো'বা (র) বলেন, আমি আবু জা'ফর থেকে এ হাদীস ছাড়া আর কিছু শুনি নি।

৫১১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي الْعَقَدِيُّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُؤَدِّنِ مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى مُؤَدِّنَ مَسْجِدِ الْأَكْبَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

৫১১। মসজিদে 'উরয়ানের মুয়াযযিন আবু জা'ফর (র) বলেন, আমি মসজিদে আকবারের মুয়াযযিন আবুল মুসান্না থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা) থেকে শুনেছি... তারপর পুরো হাদীস বর্ণনা করেন।

بَابُ الرَّجُلِ يُؤَدِّنُ وَيُقِيمُ آخَرَ

অনুচ্ছেদ-৩০ : একজনের আযান দেয়া ও আরেকজনের ইকামাত দেয়া

৫১২- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَذَانِ أَشْيَاءَ لَمْ يَصْنَعْ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ فَأَرَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ أَلْقَهُ عَلَى بِلَالٍ قَالَ فَالْقَاهُ عَلَيْهِ قَالَ فَأَذَّنَ بِلَالٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَا رَأَيْتُهُ وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ قَالَ فَاقِمِ أَنْتَ.

৫১২। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযানের জন্য কয়েকটি বিষয়ের ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু কোনটাই করেননি। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদকে স্বপ্নে আযান দেখানো হলো। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে এ বিষয়ে জানালে তিনি বললেন : বিলালকে শিখিয়ে দাও। তিনি বিলালকে শিখিয়ে দিলেন। বিলাল (রা) আযান দিলেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমিও স্বপ্নে আযান দেখেছি, আর আমিই আযান দিতে চেয়েছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আচ্ছা, তুমি ইকামাত দাও।

৫১৩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو شَيْخٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ جَدِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَاقَامَ جَدِّي.



৫১৩। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ তার দাদা আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে এরূপই বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে : আমার দাদা (আবদুল্লাহ) ইকামাত দিলেন।

بَابُ مَنْ أَدَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ

অনুচ্ছেদ-৩১ : একই ব্যক্তি আযান ও ইকামাত দিবে

৫১৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ يَعْنِي الْأَفْرِيقِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نَعِيمٍ الْحَضْرَمِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ قَالَ لَمَّا كَانَ أَوَّلُ أَذَانِ الصُّبْحِ أَمَرَنِي يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذَنْتُ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَقِيمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى تَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ إِلَى الْفَجْرِ فَيَقُولُ لَا حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَزَلَ فَبَرَزَ ثُمَّ انصَرَفَ إِلَى وَقَدْ تَلَا حَقَّ أَصْحَابُهُ يَعْنِي فَتَوَضَّأَ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ لَهُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ هُوَ أَدَّنَ وَمَنْ أَدَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ قَالَ فَأَقَمْتُ.

৫১৪। যিয়াদ ইবনুল হারেস আস-সুদাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফজরের প্রথম আযান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশক্রমে আমি দিয়েছিলাম। আযানশেষে আমি বলতে যাচ্ছিলাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি কি ইকামাত দিবো? তিনি তখন পূর্ব দিগন্তে ভোরের আভা দেখছিলেন। বললেন : না। ভোরের আলো প্রকাশ পেলে তিনি (তাঁর বাহন থেকে) অবতরণ করলেন এবং পায়খানা-পেশাব সেরে আমার দিকে ফিরে আসলেন। সাহাবারা তাঁর সাথে মিলিত হলেন। রাবী বলেন, তিনি উযু করলেন। বিলাল (রা) ইকামাত দিতে চাইলে আদ্বাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : সুদা গোত্রের ভাই আযান দিয়েছে। আর যে আযান দেয় সে-ই ইকামাত দিবে। তারপর আমি ইকামাত দিলাম।

টীকা : যে আযান দেয়, তারই ইকামাত দেয়া ভাল। তবে প্রয়োজনবশত অপরের ইকামাত দেয়াও জায়েয।

بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ

অনুচ্ছেদ-৩২ : উচ্চস্বরে আযান দেয়া

৫১৫- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ التَّمْرِيُّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلَاةً وَيُكْفَرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا.

৫১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুয়াযযিনকে ক্ষমা করে দেয়া হয়— তার কণ্ঠস্বর যতদূর পর্যন্ত যায়। তার জন্য সাক্ষী হয়ে যায় তাজা ও শুক্ক প্রতিটি জিনিস। আর যে জামাআতে হাযির হয় তার জন্য পঁচিশ ওয়াক্ত নামাযের সওয়াব লিখা হয় এবং এক নামায থেকে আরেক নামাযের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

৫১৬— حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّائِبِينَ فَإِذَا قُضِيَ النَّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ وَيَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظُلَّ الرَّجُلَ أَنْ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى.

৫১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান সশব্দে হাওয়া ছাড়তে ছাড়তে পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্বক পালিয়ে যায়। যাতে আযানের শব্দ তার কানে না পৌঁছে। আযান শেষ হলে সে আবার ফিরে আসে। নামাযের ইকামাত দিলে সে আবার পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যায়। ইকামাত শেষে সে আবার ফিরে আসে এবং মানুষের (নামাযীর) মনে আজ্জবাজ্জে চিন্তার উদ্বেক করে, আর বলে, অমুক কথা স্মরণ কর, অমুক কথা স্মরণ কর— যা তার চিন্তায়ই আসেনি। এমনকি সে (নামাযী) বেমালুম ভুলে যায়— কয় রাকআত পড়েছে।

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ مِنْ تَعَاهُدِ الْوَقْتِ

অনুচ্ছেদ-৩৩ : মুয়াযযিনের ওয়াক্তের প্রতি খেয়াল রাখা কর্তব্য

৫১৭— حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمِنٌ اللَّهُمَّ ارْشُدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ.

৫১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইমাম হচ্ছে দায়িত্বশীল বা যিম্বাদার। আর মুয়াযযিন হচ্ছে (ওয়াজের) আমানতদার। 'হে আল্লাহ! ইমামদের তুমি সঠিক পথ প্রদর্শন করো। আর মুয়াযযিনদের ক্ষমা করো।'

টীকা : ইমামের নামায সহীহ শুদ্ধ হওয়া বা না হওয়ার ওপরই নির্ভর করে মোক্তাদীদের নামায সহীহ হওয়া বা না হওয়া। এজন্য পাক-পবিত্রতা ও নামাযের শর্তাবলী আদায়ের ব্যাপারে ইমামের সজাগ থাকা খুবই জরুরী। তবে এ ব্যাপারে মোক্তাদীদেরও দায়িত্ব রয়েছে।

যথাসময়ে আযান দেয়া মুয়াযযিনের কর্তব্য। কখনো যেন ওয়াক্ত হওয়ার আগে বা খুব দেরিতে আযান না দেয়া হয়, তার প্রতি খেয়াল রাখার দায়িত্ব মুয়াযযিনের। এ ব্যাপারে গাফিলতি নামাযীদেরকে অনাহত বিভ্রান্তিতে ফেলতে পারে। তাই মুয়াযযিনের সতর্কতা অবলম্বন একান্ত বাঞ্ছনীয়।

৫১৮ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ نُبَيْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

৫১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত হাদীসের মতই বলেছেন।

## بَابُ الْأَذَانِ فَوْقَ الْمَنَارَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৪ : মিনারের চূড়া থেকে আযান দেয়া

৫১৯ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَيُّوبَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ امْرَأَةٍ مِّنْ بَنِي النَّجَارِ قَالَتْ كَانَ بَيْتِي مِّنْ أَطْوَلَ بَيْتِ حَوْلِ الْمَسْجِدِ فَكَانَ بِلَالٌ يُؤَدِّنُ عَلَيَّهِ الْفَجْرَ فَيَأْتِي بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ إِلَى الْفَجْرِ فَإِذَا رَأَهُ تَمَطَّى ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ وَأَسْتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ قَالَتْ ثُمَّ يُؤَدِّنُ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُهُ كَانَ تَرَكَهَا لَيْلَةً وَاحِدَةً يَعْنِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ.

৫১৯। বনু নায্জারের এক মহিলা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মসজিদের নিকটে আমার ঘরটিই ছিল সবচেয়ে উঁচু। বিলাল তার ছাদে উঠে ফজরের আযান দিতেন। তিনি শেষ রাতের দিকে (সাহরীর সময়) সেখানে এসে বসতেন ও সুবহে সাদেকের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। সুবহে সাদেক হয়ে গেলে তিনি শরীরের আড়মোড় ভাঙতেন বা হাই তুলতেন। তারপর বলতেন : হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসা করছি এবং কোরাইশদের ব্যাপারে

তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি- যাতে তাদের দ্বারা তোমার দীন কায়েম হয়, তারপর আযান দিতো। আল্লাহর শপথ! আমি কখনো বিলালকে একথাগুলো ত্যাগ করতে দেখিনি।

টীকা ১ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, উঁচু জায়গা থেকে, যেমন মিনার বা এ জাতীয় উঁচু কোন স্থান থেকে আযান দেয়া উত্তম। এতে আযানের শব্দ দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

টীকা-২ : কুরাইশরা ছিল তখনকার আরবের সবচেয়ে শক্তিশালী ও সম্মানিত গোত্র। তাদের অধিকাংশই ছিল কাফের। ফলে দীন ইসলাম যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করতে পারছিল না, বরং উশৈতা তাদের দ্বারা হুম্বিল ক্ষতিগ্রস্ত। পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ এ দু'আ কবুল করলে তাদের বহু সংখ্যক মুসলমান হয়ে যায়। মক্কা বিজয়ের মধ্য দিয়ে অবশিষ্ট সকলে ইসলাম গ্রহণ করে।

## بَابُ الْمُؤَذِّنِ يَسْتَدِيرُ فِي أَذَانِهِ

অনুচ্ছেদ-৩৫ : আযানের মধ্যে মুয়াযযিনের ঘুরে যাওয়া

৫২. - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا قَيْسُ يَعْنِي ابْنَ الرَّبِيعِ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ جَمِيعًا عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَهُوَ فِي قُبَّةِ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ فَخَرَجَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ فَكُنْتُ أَتَتَّبِعُ فَمَهْ هَهُنَا وَهَهُنَا قَالَ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حِلَّةٌ حَمْرَاءَ بُرُودٌ يَمَانِيَّةٌ قَطْرِيَّةٌ وَقَالَ مُوسَى قَالَ رَأَيْتُ بِلَالَ خَرَجَ إِلَى الْأَبْطَحِ فَأَذَّنَ فَلَمَّا بَلَغَ حَى عَلَى الصَّلَاةِ حَى الْفَلَاحِ لَوَى عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ الْعَنْزَةَ وَسَاقَ حَدِيثَهُ.

৫২০। 'আওন ইবনে আবু জুহায়ফা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তিনি তখন লাল চামড়ার তৈরী ছোট কুঠরীতে ছিলেন। এমন সময় বিলাল বের হয়ে এসে আযান দিলেন। আমি তার মুখের দিকে লক্ষ্য করছিলাম। বিলাল এদিক ওদিক (অর্থাৎ ডানে ও বামে) মুখ ঘুরাচ্ছিলেন। আবু জুহায়ফা (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানী লাল পাড়ের একটি কিতরী চাদর গায়ে জড়িয়ে বের হলেন। মূসার বর্ণনায় রয়েছে : আবু জুহায়ফা (রা) বলেন, আমি দেখলাম, বিলাল (রা) 'আবতাহের' দিকে বের হলেন ও আযান দিলেন। যখন 'হাইয়্যা আলাস্ সালাতি, হাইয়্যা 'আলাল ফালাহি পর্যন্ত পৌছলেন, তিনি তাঁর ঘাড় ডানে-বামে ঘুরালেন, তবে নিজে ঘুরেননি (অর্থাৎ শরীর ঘুরাননি)। তারপর কুঠরীতে প্রবেশ করে একটি বর্শা বা ছড়ি বের করলেন- তারপর রাবী মূসা শেষ পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করেন।

## بَابُ فِي الدُّعَاءِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৬ : আযান ও ইকামাতের মাঝে দু'আ করা

৫২১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفِيَانُ عَنْ زَيْدِ الْعَمِيِّ عَنْ أَبِي إِيَّاسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ.

৫২১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ কখনো প্রত্যাখ্যাত হয় না (কবুল হয়)।

## بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ

অনুচ্ছেদ-৩৭ : আযানের জওয়াব দেয়ার নিয়ম

৫২২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ.

৫২২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমরা আযান শুনবে, তখন মুয়াযযিন যেরূপ বলবে তোমরাও তদ্রূপ বলবে।

টীকা : অর্থাৎ মুয়াযযিন আযানে যে শব্দগুলো উচ্চারণ করে শ্রোতারও তাই বলা কর্তব্য। তবে হাইয়্যা আলাসু-সালাহ ও হাইয়্যা আলাল-ফালাহ-এর জওয়াবে বলতে হবে : লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিদ্বাহিল আলিয়্যিল আযীম আর 'আসসালাতু খাইরুম মিনান নাওম'-এর জওয়াবে বলতে হবে, 'সাদাকতা ওয়া বারাকতা ওয়া বিলহাক্কি নাডাকতা' (সত্য বলেছ তুমি, নেকি ও কল্যাণের অভিসারী তুমি, মহাসত্যের প্রবক্তা তুমি)। শাব্দিক উচ্চারণের দ্বারা আযানের জওয়াব দেয়া সূনাত। আর আযানের বাস্তব জওয়াব হিসাবে নামাযের জন্য যাওয়া ওয়াজিব বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত দিয়েছেন।

৫২৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلْمَةَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ لَهِيْعَةَ وَحِيْوةَ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَبُوبَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَوةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُّوا اللَّهَ لِي

الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ  
اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ  
عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ.

৫২৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : যখন তোমরা আযান শুনবে তখন তোমরাও অর্জুপ বলবে, যে রূপ মুয়াযযিন বলে থাকে, তারপর আমার প্রতি দুরুদ পড়বে। কেননা, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরুদ পড়ে, আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন। তারপর আল্লাহর নিকট আমার জন্য ওসীলা কামনা করো, ওসীলা হলো জান্নাতের একটি বিশেষ মর্যাদার আসন, যা আল্লাহর একজন মাত্র বান্দাই লাভ করবে। আমি আশা করছি, আমিই সেই বান্দা। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা করবে সে আমার শাফা'আত লাভ করবে।

৫২৪- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلْمَةَ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ  
حَيْثُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي الْحُبْلِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ  
رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ الْمُؤَدِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهُ.

৫২৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! মুয়াযযিনরা তো আমাদের চাইতে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরাও ঐরূপ বলো, যে রূপ মুয়াযযিনরা বলে থাকে। যখন তা শেষ হবে (আল্লাহর নিকট) দু'আ কর। তোমার দু'আ কবুল হবে।

৫২৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ الْحَكِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
قَيْسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَدِّنَ  
وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ  
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيَتْ بِاللَّهِ رَبًّا وَيُحَمَّدَ رَسُولًا وَيَا إِسْلَامَ  
دِينًا غُفِرَ لَهُ.

৫২৫। সা'দ ইবনে আবু ওয়াস্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আযান শুনে বলে- আর আমিও এর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে- এক আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। রব হিসেবে আল্লাহ, রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর দীন হিসেবে ইসলামের ওপর আমি সন্তুষ্ট। (যে একরূপ বলবে) তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

৫২৬- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ قَالَ وَأَنَا وَأَنَا.

৫২৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুয়াযযিনকে শাহাদাতের শব্দ উচ্চারণ করতে শুনতেন তখন বলতেন, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি।

৫২৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسَافٍ عَنْ فَحْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَإِذَا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَىٰ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَىٰ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৫২৭। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুয়াযযিনের আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার-এর জওয়াবে তোমাদের কেউ যদি সর্বাস্তকরণে বলে, আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার। আশ্হাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর জওয়াবে যদি বলে, আশ্হাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশ্হাদু আন্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ-এর জওয়াবে আশ্হাদু আন্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। তারপর হাইয়া আলাস্-সালাহ-এর জওয়াবে লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। হাইয়া আলাল-ফালাহ-এর জওয়াবে যদি বলে লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি। এরপর আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার-এর জওয়াবে আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর জওয়াবে যদি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তাহলে সে জান্নাতে যাবে।

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ

অনুচ্ছেদ-৩৮ : ইকামাত শুনে কি বলতে হবে?

৫২৮- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَلَمَّا أَنْ قَالَ قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا وَقَالَ فِي سَائِرِ الْإِقَامَةِ كُنْحُو حَدِيثِ عُمَرَ فِي الْأَذَانِ.

৫২৮। আবু উমামা (রা) থেকে অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত। বিলাল (রা) ইকামাত দিলেন। তিনি 'কাদ কামাতিস সালাতু' বললে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা' (আল্লাহ নামাযকে কায়ম রাখুন এবং স্থায়ী করুন)। ইকামাতের অবশিষ্ট শব্দগুলোর জওয়াব ঐরূপ দিলেন- যেরূপ উমার (রা) বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীসে আযানের ব্যাপারে বলা হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৯ : আযানের পরে যে দু'আ পড়তে হবে

৫২৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدُّعْوَةُ الثَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ أَتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَأَبْعَثَهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِذَا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৫২৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আযান শুনে এ দু'আ পড়বে : আল্লাহ্মা রব্বা হাযিহি... অর্থাৎ হে আল্লাহ! এই পূর্ণাঙ্গ আহ্বান ও চিরন্তন নামাযের রব! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তুমি ওসীলা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করো এবং তাঁকে তোমার



প্রতিশ্রুত মাকামে মাহমূদ বা প্রশংসিত স্থানে উন্নীত করো- তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত অবশ্যম্ভাবী।

টীকা : 'মাকামে মাহমূদ' মানে শাফা'আতের মর্যাদা। কিয়ামতের দিন একমাত্র নবী (সা) ছাড়া আর কারো পক্ষে শাফা'আতের সূচনা করা সম্ভব হবে না। তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যার সুপারিশে আল্লাহ বিচারকার্য শুরু করবেন এবং অনেককে মাফ করে দিবেন। বায়হাকীর বর্ণনায় দু'আর শেষে একথাটিও রয়েছে : 'ইল্লাকা লা তুখলিফুল মী'আদ'- (নিচয় তুমি কখনো প্রতিশ্রুতির বরখোলাফ করো না)।

## بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ-৪০ : মাগরিবের আযানের সময় যা পড়তে হয়

৫৩- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيِّ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُولَ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا أَقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَأَغْفِرْ لِي.

৫৩০। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, মাগরিবের আযানের সময় যেন আমি এ দু'আ পড়িঃ 'হে আল্লাহ! এটা হলো তোমার রাত আসার সময়, তোমার দিন বিদায়ের মুহূর্ত এবং তোমাকে আহ্বানকারীর ডাক শোনার সময়। অতএব তুমি আমায় ক্ষমা করো।'

## بَابُ أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

অনুচ্ছেদ-৪১ : আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ

৫৩১- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَادُ أَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ وَقَالَ مُوسَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إِنَّ عَثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي قَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَأَقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَدَّنَا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا.

৫৩১। উসমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে আমার কণ্ঠের ইমাম নিয়োগ করুন। তিনি বলেন : যাও, তুমি তাদের ইমাম (নিযুক্ত হলে)। তবে দুর্বল

মোজাদীদেদের প্রতি খেয়াল রেখো। আর একজন মুয়াযযিন নিয়োগ করো, যে তার আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিবে না।

টীকা : আযান দেয়ার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। উলামায়ে মুতাক্বাদ্দে মীন মুয়াযযিনের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা পছন্দ করেননি। পক্ষান্তরে উলামায়ে মুতায়াক্বথেরীন পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয মনে করেন।

## بَابُ فِي الْأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ

অনুচ্ছেদ-৪২ : ওয়াস্ত হওয়ার আগে আযান দেয়া

৫২২- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَا ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِي الْأَإِنِ الْعَبْدُ قَدْ نَامَ. زَادَ مُوسَى فَرَجَعَ فَنَادَى الْأَإِنِ الْعَبْدُ نَامَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَرَوْهُ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ.

৫৩২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। বিলাল (রা) সুবহে সাদিকের আগেই আযান দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুনরায় আযান দেয়ার স্থানে ফিরে গিয়ে এ ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিলেন : জেনে রাখো, বান্দা (বিলাল) আযানের সময় সম্পর্কে অমনোযোগী হয়ে পড়েছিল। বিলাল (রা) ফিরে গিয়ে ঘোষণা দিলেন : জেনে রাখো, বান্দা অমনোযোগী হয়ে পড়েছিল। আবু দাউদ (র) বলেন, হাশ্বাদ ইবনে সালামা (র) ব্যতীত আর কেউ আইউব (র) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেননি।

৫২৩- حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مَتَّصُورٍ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَادٍ نَا نَافِعٍ عَنْ مُؤَدِّنٍ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ أَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ مُؤَدِّنًا لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ أَوْ غَيْرُهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرِيُّ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِعُمَرَ مُؤَدِّنٌ يُقَالُ لَهُ مَسْعُودٌ وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ.

৫৩৩। নাফে (র) বলেন, উমার (রা)-এর একজন মুয়াযযিন ছিল। তার নাম ছিল মাসরুহ। সে সুবহে সাদিকের পূর্বেই আযান দিলে উমার (রা) তাকে নির্দেশ দিলেন...

তারপর একইরূপ বর্ণনা করেন।... নাফে' অথবা অন্য একজন থেকে বর্ণিত। উমার (রা)-র একজন মুয়াযযিন ছিল। তার নাম ছিল মাসরুহ বা অন্য কিছু। ইবনে উমার (রা) বলেন, উমার (রা)-এর একজন মুয়াযযিন ছিল। তার নাম ছিল মাসউদ। আর এটাই প্রথম কথার চাইতে অধিকতর সহীহ।

৫৩৬- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ شَدَّادِ مَوْلَى عِيَّاضِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ بِلَالٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرَضًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَشَدَّادٌ لَمْ يُدْرِكْ بِلَالًا.

৫৩৬। বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ভোরের (বা সুবহে সাদিকের) আলো এরূপ প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত তুমি আযান দিবে না। এই বলে তিনি তাঁর উভয় হাত প্রসারিত করলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, শাদ্দাদ (র) বিলাল (রা)-র সাক্ষাত পাননি।

### بَابُ الْأَذَانِ لِلْأَعْمَى

অনুচ্ছেদ-৪৩ : অন্ধ লোকের আযান দেয়া

৫৩৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ مُؤَذِّنًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْمَى.

৫৩৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াযযিন ছিলেন। আর তিনি ছিলেন অন্ধ।

### بَابُ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ

অনুচ্ছেদ-৪৪ : আযানের পর মসজিদ থেকে চলে যাওয়া

৫৩৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ فَخَرَجَ رَجُلٌ حِينَئِذٍ الْمُوَذِّنُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫৩৬। আবুশ-শা'ছা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু হুরায়রা (রা)-র সাথে মসজিদে ছিলাম। মুয়াযযিন আসরের আযান দিলে এক ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হয়ে চলে গেল। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, লোকটি আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্যাচরণ করলো।

### بَابُ فِي الْمُؤَذِّنِ يَنْتَظِرُ الْأَمَامَ

অনুচ্ছেদ-৪৫ : ইমামের জন্য মুয়াযযিনের অপেক্ষা করা

৫৩৭- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ فَإِذَا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ.

৬৩৭। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা) আযান দেয়ার পর অপেক্ষা করতে থাকতেন। তিনি যখন দেখতেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়েছেন তখন নামাযের ইকামাত দিতেন।

### بَابُ فِي التَّنْوِيبِ

অনুচ্ছেদ-৪৬ : তাস্বীব (নামাযের জন্য পুনরায় ডাকা)

৫৩৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ ثَنَا أَبُو يَحْيَى الْقَتَاتُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَتَنَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوْ العَصْرِ قَالَ اخْرُجْ بِنَا فَإِذَا هَذِهِ بِدْعَةٌ.

৫৩৮। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র সাথে ছিলাম। এক ব্যক্তি যোহর অথবা আসরের নামাযের জন্য পুনরায় আহ্বান করলো। ইবনে উমার (রা) বললেন, চলো আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাই। কারণ এটা হচ্ছে বিদ'আত।

টীকা : আযান ও ইকামাতের মাঝখানে আবার লোকদেরকে 'আসসালাতু, আসসালাতু' বলে নামাযের জন্য আহ্বান করাকে তাস্বীব বলা হয়।

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, বিদ'আত যত প্রাচীনই হোক, যত আলেমই তাতে একমত হোক বা যে যুগেই তার উদ্ভব হোক, সর্ববিস্তারই তা ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য। কোন অবস্থাতেই তা জায়েয হতে পারে না। সাহাবায়ে কেয়াম বিদ'আতকে কতখানি ঘৃণা করতেন তা এ হাদীস থেকে অনুমান করা যায়।

৫৩৯- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ وَمُؤَسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا ثَنَا أَبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا رَوَاهُ أَيُّوبُ وَحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيَى. وَهَشَامُ الدُّسْتَوَائِيُّ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى. وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ ابْنُ سَلَامٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى وَقَالَ فِيهِ حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ السُّكِينَةُ.

৫৩৯। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন নামাযের ইকামাত দেয়া হয়, তখন আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না। মু'আবিয়া ইবনে সাল্লাম ও 'আলী ইবনুল মুবারক ইয়াহুইয়া থেকে একই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে : যতক্ষণ না আমাকে দেখবে। তোমরা শান্ত সমাহিতভাবে অপেক্ষা করবে।

৫৪০ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَنَا عَيْسَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ قَدْ خَرَجْتُ إِلَّا مَعْمَرًا. وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ لَمْ يَقُلْ فِيهِ قَدْ خَرَجْتُ.

৫৪০। ইয়াহুইয়া (র) একই সনদে পূর্বানুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে : যতক্ষণ না তোমরা দেখবে, আমি বের হয়েছি। আবু দাউদ (র) বলেন, 'আমি বের হয়েছি' শব্দগুলো একমাত্র মা'মার ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেননি। ইবনে উয়াইনাও মা'মার থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতেও 'আমি বের হয়েছি' কথাটি নেই।

৫৪১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ قَالَ أَبُو عَمْرٍو ح وَثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ثَنَا الْوَلِيدُ وَهَذَا لَفْظُهُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تَقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَقَامَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সময় হলে নামাযের ইকামাত দেয়া হতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্থানে আসার পূর্বেই লোকেরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করতে থাকতো।

৫৪২ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تَقَامُ الصَّلَاةُ فَحَدَّثَنِي عَنْ

أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَعَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ.

৫৪২। হুমাইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাবেত আল-বুনানীকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে নামাযের তাকবীর বলার পর কথা বলেছিলো। তিনি আনাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করে বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসে এবং ইকামাত শেষ হবার পরও তাঁকে ব্যস্ত রাখে (কথাবার্তা বলতে থাকে)।

৫৪৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ سُوَيْدٍ بْنِ مَنجُوفٍ السَّدُوسِيُّ ثَنَا عَوْنُ بْنُ كَهْمَسٍ عَنْ أَبِيهِ كَهْمَسٍ قَالَ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ بِيَمْنَى وَالْإِمَامُ لَمْ يَخْرُجْ فَقَعَدَ بَعْضُنَا فَقَالَ لِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَا يُقْعِدُكَ قُلْتُ ابْنُ بَرِيْدَةَ قَالَ هَذَا السَّمُودُ فَقَالَ لِي الشَّيْخُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبِرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا نَقُومُ فِي الصَّفُوفِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوِيلًا قَبْلَ أَنْ يُكْبَرَ قَالَ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَلُونَ الصَّفُوفَ الْأَوَّلَ وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا.

৫৪৩। কাহ্মাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিনাতে আমরা নামাযের জন্য কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িলাম, তখনো ইমাম বের হননি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বসে পড়লো। কুফাবাসী একজন শায়খ বললেন, তোমাকে বসিয়ে দিল কিসে? আমি বললাম, ইবনে বুরায়দা। তিনি বলেছেন, একরূপ ইমামের জন্য অপেক্ষা করাকে বলা হয় সুমূদ (অহংকার)। তিনি আরো বলেন, আমার শায়খ আবদুর রহমান ইবনে আওসাজা (র) আল-বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় তাকবীরে তাহরীমা বাধার পূর্বে নামাযের কাতারে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতাম। তিনি আরো বলেন, সম্মানিত মহান আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারা দু'আ করে থাকেন সেসব লোকের জন্য যারা সামনের কাতারসমূহের দিকে ধাবিত হতে থাকে। আল্লাহর নিকট ঐ পদক্ষেপের চাইতে অধিক পছন্দনীয় পদক্ষেপ আর কোনটি নেই যা কাতারে शामिल হবার জন্য (বান্দা) করে থাকে।

৫৪৪- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ

أَنَسَ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجِيٌّ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ.

৫৪৪। আনাস (রা) বলেন, (এশার) নামাযের ইকামাত দেয়া হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের কোণে একজনের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন। তিনি নামায শুরু করলেন না। এদিকে লোকজন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো।

৫৪৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ أَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَقَامُ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا رَأَهُمْ قَلِيلًا جَلَسَ لَمْ يُصَلِّ وَإِذَا رَأَهُمْ جَمَاعَةً صَلَّى.

৫৪৫। সালেম আবুন নাদর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের তাকবীর বলার পর মসজিদে লোক সমাগম কম দেখলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে পড়তেন, নামায শুরু করতেন না। পূর্ণ জামা'আতের লোক সমাগম হয়েছে দেখলে তিনি নামাযে দাঁড়াতেন।

৫৪৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ أَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الزُّرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِثْلَ ذَلِكَ.

৫৪৬। আবদুল্লাহ ইবনে ইসহাক (র)... আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

অনুচ্ছেদ-৪৭ ৪ জামা'আত ত্যাগ করার ব্যাপারে সতর্কবাণী

৫৪৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ثَنَا زَائِدَةُ ثَنَا السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشٍ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تَقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنْبُ الْقَاصِيَةَ. قَالَ زَائِدَةُ قَالَ السَّائِبُ يَعْنِي بِالْجَمَاعَةِ الصَّلَاةَ فِي الْجَمَاعَةِ.

৫৪৭। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কোন জনপদে বা বনভূমিতে তিনজন লোক বাস করে, অথচ তারা যদি জামা'আতে নামায পড়ার ব্যবস্থা না করে, তাহলে তাদের ওপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করে। জামা'আতকে তোমরা অপরিহার্য কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করো। কারণ নেকড়ে (বাঘ) দলচ্যুত বকরীটিকেই (সহজে) খেয়ে ফেলে। যাদের (র) সায়েব (র) থেকে বর্ণনা করেন, এখানে জামা'আত বলতে নামাযের জামা'আতকেই বোঝানো হয়েছে।

টীকা : যারা হকের পক্ষে অবিচল থাকতে ও হকের প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাদের ক্ষেত্রেও কথটি সমভাবে সত্য। সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মুকাবিলায় শয়তান ও শয়তানী শক্তির যাবতীয় চক্রান্ত জাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে বাধ্য। আর তা থেকে বিচ্যুত হলে ধ্বংস অনিবার্য।

৫৪৮ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ بِالصَّلَاةِ فَتَقَامُ ثُمَّ أُمِرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ انْطَلَقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بَيْوتَهُمْ بِالنَّارِ.

৫৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার ইচ্ছা হয়, নামায আরম্ভ করার নির্দেশ দেই এবং কাউকে নামায পড়াবার হুকুম করি। তারপর সাথে কিছু লোক নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়ি। যাদের সাথে থাকবে লাকড়ির বোঝা। সেগুলো দ্বারা ঐসব লোকের ঘর-বাড়ি আঙন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেই যারা (নামাযের) জামা'আতে হাজির হয়নি।

৫৪৯ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ فِتْيَتِي فَيَجْمَعُوا بِي حُزْمًا مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ أَتَى قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بَيْوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عَلَةٌ فَأَحْرَقَهَا عَلَيْهِمْ قُلْتُ لِيَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ يَا أَبَا عَوْفٍ الْجُمُعَةَ عَنِّي أَوْ غَيْرَهَا قَالَ صُمْتُ أَدْنَاهُ إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَأْتُرُهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَكَرَ جُمُعَةً وَلَا غَيْرَهَا.

৫৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার ইচ্ছা হয়, আমি আমার যুবকদের লাকড়ির বোঝা জমা



করার নির্দেশ দিই, তারপর যারা কোন কারণ ছাড়াই নিজ নিজ ঘরে নামায পড়ে, তা দিয়ে তাদের ঘর (আগুনে) জ্বালিয়ে দিই। রাবী বলেন, আমি ইয়াযীদ ইবনুল আসাম্মকে বললাম, হে আবু আওফ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামা'আতের দ্বারা কি জুমু'আর কথা বুঝিয়েছেন? তিনি বলেন, আমার দুই কান বধির হোক, যদি আমি না শুনে থাকি আবু হুরায়রা (রা) থেকে। তিনি খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি জুমু'আ বা অন্য কিছুর উল্লেখ করেননি।

টীকা : এ হাদীস থেকে জামা'আতে নামায আদায়ের গুরুত্ব যে কতখানি তা উপলব্ধি করা যায়। যারা জামা'আতে নামায পড়াকে ফরযে 'আইন মনে করেন এ হাদীসই তাদের দলীল। যেমন 'আতা, আওফা'ঈ, ইমাম আহমাদ, আবু সাওর, ইবনে খুযায়মা, ইবনে হিব্বান প্রমুখের অভিমত : জামা'আতে নামায পড়া ফরযে 'আইন, একাকী ঘরে নামায পড়লে তা বৈধ হবে না। একই মত পোষণ করেন দাউদ যাহেরী। তাঁর মতে : একাকী নামায পড়লে নামায হয়ই না। তিনি বলেন, ইমাম শাফি'ঈর প্রকাশ্য মতামতে বোঝা যায় : জামা'আতে নামায পড়া ফরযে কিফায়াহ। প্রাচীন শাফি'ঈ মতাবলম্বী, হানাফী ও মালিকীদের মতে : জামা'আত সন্নাতে মুয়াক্কাদা।

৫৫০- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الْأَزْدِيُّ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنِ  
بْنِ الْأَقْمَرِ عَنِ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَافِظُوا  
عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادِي بِيَهِنَّ فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ  
الْهُدَى وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَرَعَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنِ  
الْهُدَى وَلَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ بَيْنَ النِّفَاقِ  
وَلَقَدْ رَأَيْنَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيُهَادِيَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَقَامَ فِي  
الصَّفِّ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ مَسْجِدٌ فِي بَيْتِهِ وَلَوْ صَلَّيْتُمْ  
فِي بُيُوتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ  
نَبِيِّكُمْ لَكَفَرْتُمْ.

৫৫০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের (নামাযের সময় হলে) যেখানে আযান দেয়া হয়, সেখানে (মসজিদে) এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রতি সবিশেষ নযর রেখো। কেননা এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই হচ্ছে হেদায়াতের রাস্তা। মহান আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য হেদায়াতের এ রাস্তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমাদের (সাধারণ) ধারণা, জামা'আত থেকে মুনাফিক ছাড়া কেউ অনুপস্থিত থাকতে পারে না, যার মুনাফিকীর আলামত সুস্পষ্ট। আর আমাদের মধ্যে এমন লোকও আমরা দেখেছি যে, (অসুস্থতাবশত) দু'জনের ওপর ভর করে (মসজিদে) যেতো এবং তাকে (নামাযের) কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো। আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার ঘরে তার মসজিদ বা নামাযের স্থান নেই। তোমরা যদি তোমাদের

ঘরেই নামায পড়ো এবং মসজিদ ত্যাগ করো, তাহলে তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকেই ত্যাগ করলে। আর তোমাদের নবীর সুন্নাত ত্যাগ করলে তোমরা কুফরীতে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

টীকা : যে ব্যক্তি নবী (সা)-এর সুন্নাত বা তাঁর মতাদর্শ পরিহার করবে সে কাফের হয়ে যাবে বা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে অথবা কুফরী সুলভ কাজ করবে কিংবা কুফরীর দিকেই সে পরিচালিত হবে।

৫০১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي جَنَابٍ عَنْ مَغْرَاءِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعَهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عَذْرٌ قَالُوا وَمَا الْعَذْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ تَقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّى. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عَنْ مَغْرَاءِ أَبُو اسْحَاقَ.

৫৫১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আযানের শব্দ শুনে কোন ওজর (কারণ) ছাড়াই জামা'আতে शामिल হওয়া থেকে বিরত থাকে তার (একাকী পড়া) নামায কবুল হবে না। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, ওজর মানে কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ভয়-ভীতি অথবা রোগ-ব্যাধি।

৫০২- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَنْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرٌ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ وَلِي قَائِدٌ لَا يَلَاؤِمُنِي فَهَلْ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي قَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً.

৫৫২। ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো অন্ধ, আমার ঘরও দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত। আমার একজন পথচালক রয়েছে, সেও আমার অনুগত নয়। আমার জন্য কি ঘরে নামায পড়ার অনুমতি আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি কি আযান শুনেতে পাও? ইবনে উম্মে মাকতূম বললো, হ্যাঁ। তিনি বলেন : তাহলে তো তোমার জন্য অনুমতির উপায় দেখি না।

৫০৩- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزُّرْقَاءِ ثَنَا أَبِي ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ ابْنِ أُمِّ

مَكْتُومٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثْرَةُ الْهَوَامِّ وَالسَّبَاعِ فَقَالَ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْمَعُ حَىٰ عَلَى الصَّلَاةِ حَىٰ عَلَى الْفَلَاحِ  
فَحَىٰ هَلَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ الْقَاسِمُ الْجَرَمِيُّ عَنْ سُفْيَانَ.  
لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ حَىٰ هَلَا.

৫৫৩। ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মদীনা কীট-পতঙ্গ ও হিংস্র জন্তুপূর্ণ স্থান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি কি হাইয়া আলাস্-সালাহ, হাইয়া আলাল-ফালাহ শুনতে পাও? (শুনতে পেলো) অবশ্যই জামা'আতে আসবে।

### بَابُ فِي فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

অনুচ্ছেদ-৪৮ : জামা'আতে নামায পড়ার ফযীলাত

৫৫৪- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  
بْنِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا الصُّبْحَ فَقَالَ أَشَاهِدُ فَلَانَ قَالُوا لَا قَالَ أَشَاهِدُ فَلَانَ  
قَالُوا لَا قَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِ وَلَوْ  
تَعْلَمُونَ مَا فِيهَا لَاتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا عَلَى الرُّكْبِ وَإِنَّ الصَّفَّ  
الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ  
وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتُهُ  
مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ  
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

৫৫৪। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ফজরের নামায পড়ালেন। তারপর তিনি বললেন : অমুক হাজির আছে কি? (সাখীরা) বললেন : না। তিনি আবার বললেন : অমুক হাজির আছে কি? (সাহাবারা) বললেন : না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এ দু'ওয়াক্ত (ফজর ও এশা) নামাযই সবচেয়ে দুর্বহ হয়ে থাকে মুনাফিকদের জন্য। তোমরা যদি জানতে এই দুই নামাযে কি পরিমাণ সওয়াব রয়েছে, তাহলে তোমরা অবশ্যই হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এতে शामिल হতে। প্রথম কাতার ফেরেশতাদের কাতারের সমতুল্য। তোমরা যদি জানতে তাতে কি ফযীলাত রয়েছে, তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা

তার জন্য প্রতিযোগিতা করতে। আর দু'জনের জামা'আত একাকী নামায পড়ার চাইতে ভাল। তিনজনের জামা'আত দু'জনের জামা'আতের চাইতে বেহতের। আর লোকসংখ্যা যত বেশি হবে মহান আল্লাহর নিকট তা তত অধিক পছন্দনীয়।

৫৫৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي سَهْلٍ يَعْنِي عُثْمَانَ بْنَ حَكِيمٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ.

৫৫৫। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি এশার নামায জামা'আতে পড়লো সে যেন অর্ধরাত পর্যন্ত রাত জেগে ইবাদত করলো। আর যে ব্যক্তি এশা ও ফজরের নামায জামা'আতে আদায় করলো, সে যেন সারারাত ইবাদত-বন্দেগীতে কাটিয়ে দিল।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ-৪৯ : পদব্রজে নামায পড়তে যাওয়ার ফযীলাত

৫৫৬- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَبْعَدُ فَأَلْبَعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا.

৫৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মসজিদ থেকে যে যত বেশি দূরত্বে থাকবে, সে তত বেশি সওয়াবের অধিকারী হবে।

টীকা : কারণ দূরত্ব যত বেশি হবে, জামা'আতে शामिल হবার জন্য তত বেশি পথ অতিক্রম করতে হবে এবং কষ্টও বেশি হবে। এজন্য সওয়াব ও প্রতিদানের মাত্রা বেড়ে যাবে।

৫৫৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ ثَنَا زُهَيْرٌ ثَنَا سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ أَنَّ أَبَا عُثْمَانَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَبْعَدَ مَنْزِلًا مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ وَكَانَ لَا تُحْطِئُهُ صَلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الرَّمْضَاءِ وَالظَّلْمَةِ فَقَالَ مَا أَحَبُّ أَنْ مَنَزَلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ فَنَمِيَ الْحَدِيثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَرَدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يُكْتُبَ لِي  
اقْتِبَالِي إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَجُوعِي إِلَى أَهْلِي إِذَا رَجَعْتُ فَقَالَ أَعْطَاكَ  
اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَنْطَاكَ اللَّهُ مَا احْتَسَبْتَ كُلَّهُ أَجْمَعٌ.

৫৫৭। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জানামতে মদীনার নামাযীদের মধ্যে এক ব্যক্তির চাইতে আর কারো ঘর মসজিদ থেকে এত দূরে ছিল না। সে কখনো জামা'আতে অনুপস্থিত থাকতো না। আমি তাকে বললাম, তুমি যদি একটা গাধা খরিদ করে নিতে, তাহলে গরম ও অন্ধকারে তাতে সওয়ার হয়ে আসতে পারতে। সে বললো, আমার ঘর মসজিদের পাশে হোক, এটা আমি পছন্দ করি না। একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, আমি যেন মসজিদে আসার ও মসজিদ থেকে ঘরে ফেরার সওয়াব পাই। তিনি বলেন : যাও, তুমি যা পেতে চেয়েছ, তাই আল্লাহ তোমাকে দান করেছেন। তুমি যে সওয়াবের আশা করেছ তা পূর্ণরূপেই আল্লাহ তোমার জন্য মঞ্জুর করেছেন।

৫৫৮- حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حَمِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنْ  
الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهَّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ  
فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لَا  
يَنْصِبُهُ إِلَّا آيَاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلَاةٍ عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ لَا لَفْوُ بَيْنَهُمَا  
كِتَابٌ فِي عَلِيَيْنَ.

৫৫৮। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি উযু সহকারে ফরয নামাযের উদ্দেশ্যে নিজ ঘর থেকে বের হবে, সে একজন ইহরামধারী হজযাত্রীর সমান সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি চাশতের নামায পড়ার জন্য বের হবে এবং শুধু এজন্যই সে কষ্ট করবে, সে একজন উমরাহকারীর সওয়াব পাবে। আর যে নামাযের পর আরেক নামায পড়া হয় ও মধ্যবর্তী সময়ে কোন বাজে কথা বা কাজ না করা হয় তা ইল্লিয়ানে লিপিবদ্ধ করা হয়।

টীকা : ইল্লিয়ান বেহেশতী জগতের নিকট একটি দফতরের নাম। যাতে নেক আমলসমূহ লিখা হয়ে থাকে। সূর্য বেশ কিছুটা উঁচুতে ওঠার পর যে নামায পড়া হয় তাকেই সালাতুদ দোহা বা চাশতের নামায বলা হয়। এটি নফল নামায, সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর যে নামায কেউ কেউ পড়ে থাকেন, সহীহ হাদীসে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

৫৫৭- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ بِأَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَآتَى الْمَسْجِدَ لَا يَرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ وَلَا يَنْهَازُهُ يَعْنِي إِلَّا الصَّلَاةَ ثُمَّ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ تَبَّ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ أَوْ يُحَدِّثْ فِيهِ.

৫৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কেউ ঘরে অথবা বাজারে (একাকী) নামায পড়ার চাইতে জামা'আতে নামায পড়লে পঁচিশ গুণ বেশি সওয়াব পাবে। কারণ তোমাদের কেউ যখন ভালরূপে উযু করে শুধু নামাযের উদ্দেশ্যেই মসজিদে রওনা করে, যাকে নামায ছাড়া আর কোন কিছু বের করেনি, তার প্রতিটি পদক্ষেপে একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি পায় ও একটি করে গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মসজিদে পৌছে। মসজিদে দাখিল হওয়ার পর তাকে নামাযের মধ্যেই গণ্য করা হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত নামায তাকে মসজিদে আটক রাখে। ফেরেশতারা তোমাদের যে কোন ব্যক্তির জন্য দু'আ করতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার জায়নামাযে থাকে। ফেরেশতারা এই বলে দু'আ করে : 'হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ তার প্রতি রহম কর। হে আল্লাহ! তুমি তার তওবা কবুল করো।' যতক্ষণ পর্যন্ত সে কাউকে কোনরূপ কষ্ট না দেয় কিংবা তার উযু না ভাঙে।

৫৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَاتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْفَلَاةِ تُضَاعَفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي الْجَمَاعَةِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

৫৬০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জামা'আতের সাথে নামায (জামা'আতবিহীন) পঁচিশ নামাযের সমান। যদি কেউ কোন উনুজ প্রান্তরে (জামা'আতের সাথে) নামায পড়ে এবং পূর্ণরূপে রুকু-সিজদা সমাপন করে, তাহলে তা পঞ্চাশ গুণ পর্যন্ত পৌছে যায়। আবু দাউদ বলেন, আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যিয়াদ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন : প্রান্তরে পড়া জামা'আতের নামাযে কয়েক গুণ বেশি সওয়াব হয়ে থাকে, এরপর পুরো হাদীস বর্ণনা করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ فِي الظُّلْمِ

অনুচ্ছেদ-৫০ : অন্ধকার রাতে নামায পড়তে যাওয়ার ফযীলাত

৫৬১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ نَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ نَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْكَحَّالُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَشِّرِ الْمَشَائِينَ فِي الظُّلْمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৫৬১। বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অন্ধকারে মসজিদে যাতায়াতকারীদের কিয়ামতের দিন পূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ জানিয়ে দাও।

টীকা : এটা ঐ আয়াতের দিকেই ইংগিত করে, যাতে বলা হয়েছে : “মুমিনদের সামনে ও ডানে তাদের জ্যোতি দৌড়াতে থাকবে, তারা বলতে থাকবে : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের জ্যোতিকে তুমি পূর্ণতা দান করো” (সূরা তাহরীম : ৮)।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهُدْيِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ-৫১ : উযু সমাপনের পর মসজিদে যাওয়ার নিয়ম

৫৬২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ أَنَّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُمْ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي ثُمَامَةَ الْحَنْطَاطِ أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَدْرَكَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ أَدْرَكَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ فَوَجَدَنِي وَأَنَا مُشَبَّكُ بِيَدِي فَتَهَانِي عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وَضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبَّكُنْ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ.

৫৬২। আবু সুমামা হান্নাত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি যখন মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন, কা'ব ইবনে উজরা (রা) তাকে সামনে পেলেন। অর্থাৎ দু'জন পরস্পর মুখোমুখি হলেন। তিনি আমাকে আমার দুই হাতের আঙ্গুলসমূহ পরস্পরের মধ্যে ঢুকানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। তিনি আরো বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন উত্তমরূপে উযু করে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে, সে যেন তার দুই হাতের আঙ্গুল পরস্পরের ফাঁকে না ঢুকায়। কেননা তখন সে নামাযের মধ্যেই থাকে।

৫৬৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ بْنِ عَبَّادٍ الْعَنْبَرِيُّ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ حَضَرَ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ الْمَوْتَ فَقَالَ إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا مَا أُحَدِّثُكُمْوَهُ إِلَّا أَحْتِسَابًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً فَلْيُقْرَبْ أَحَدُكُمْ أَوْ لِيُبْعَدْ فَإِنِ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ فَإِنِ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ صَلَّى مَا أَدْرَكَ وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنِ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَاتَمَّ الصَّلَاةَ كَانَ كَذَلِكَ.

৫৬৩। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসারীর মৃত্যু আসন্ন হলে তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করবো। আর এটা আমি শুধু সওয়াব লাভের আশায়ই বর্ণনা করবো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমাদের কেউ যখন ভালভাবে উযু করে নামাযের উদ্দেশ্যে বের হয়, তখন সে তার ডান পা উঠাতেই মহান আল্লাহ তার জন্য একটি সওয়াব লিখে দেন। এরপর বাম পা রাখতেই মহাসম্মানিত আল্লাহ তার একটি গুনাহ মাফ করে দেন। এখন তোমাদের ইচ্ছা, চাই মসজিদের নিকটে থাকো অথবা তা থেকে দূরে থাকো। তারপর যখন সে মসজিদে গিয়ে জামাআতে নামায আদায় করে তখন তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। যদি জামাআত শুরু হয়ে যাওয়ার পর সে মসজিদে হাজির হয় এবং অবশিষ্ট নামাযে शामिल হয় ও বাকি নামায পরে পড়ে নেয়, তাহলেও তাকে অনুরূপ (ক্ষমা করে) দেয়া হয়। আর যদি সে জামাআত শেষ হয়ে যাওয়ার পর এসে হাজির হয় এবং একাকী নামায পড়ে, তাহলেও তাকে এরূপ (ক্ষমা করে) দেয়া হয়।



بَابُ فِي مَنْ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَسَبِقَ بِهَا

অনুচ্ছেদ-৫২ : কেউ জামাআতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে বের হলো কিন্তু জামাআত পায়নি

৫৬৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ طَحْلَاءَ عَنْ مُحْصِنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزًّا وَجَلًّا مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا.

৫৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি ভালভাবে উযু করে মসজিদে গিয়ে দেখলো লোকজন নামায পড়ে ফেলেছে। মহান আল্লাহ তাকে এ ব্যক্তির বরাবর সওয়াবই দিবেন যে জামাআতে शामिल হয়ে যথারীতি নামায আদায় করেছে। তাদের সওয়াব থেকে কিছুই কমতি করা হবে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-৫৩ : মহিলাদের মসজিদে যাতায়াত

৫৬৫- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفْلَاتُ.

৫৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর বাঁদীদেরকে তোমরা আল্লাহর ঘরে (মসজিদ) যেতে বাধা দিও না। তবে তারা যখন বের হয় যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে।

টীকা : মহিলাদের সুগন্ধি লাগিয়ে বাড়ির বাইরে যাতায়াত নিষেধ।

৫৬৬- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ.

৫৬৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আল্লাহর বাঁদীদের আল্লাহর মসজিদে যেতে নিষেধ করো না।

৫৬৭- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا الْعَوَّامُ  
بْنُ حَوْشَبٍ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ  
وَبُيُوتَهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ.

৫৬৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা তোমাদের মেয়েলোকদের মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে তাদের ঘরই তাদের জন্য অধিক উত্তম।

৫৬৮- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ  
الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَزَّوْا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ فَقَالَ ابْنُ لَهُ وَاللَّهِ  
لَا نَأْذَنُ لَّهُنَّ فَيَتَّخِذْنَ دَعْلًا وَاللَّهِ لَا نَأْذَنُ لَّهُنَّ قَالَ فَسَبَّهُ  
وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
إِذْ نَزَّوْا لَّهُنَّ وَتَقُولُ لَا نَأْذَنُ لَّهُنَّ.

৫৬৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা রাতের বেলা মহিলাদের মসজিদে যেতে অনুমতি দাও। তার এক ছেলে (বিলাল) বললো, আল্লাহর শপথ! আমি তাদের অনুমতি দিব না। তারা এটাকে বাহানা হিসেবে গ্রহণ করবে। আল্লাহর কসম! আমি কখনো তাদের (এরূপ) অনুমতি দিব না। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তাকে গালমন্দ করলেন এবং ক্রোধাধিত হলেন। বললেন, আমি তোমাকে বলছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন 'তোমরা তাদের অনুমতি দাও', আর তুমি কিনা বলছো, আমি কখনো তাদের অনুমতি দিব না!

بَابُ التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ-৫৪ : উপরোক্ত ব্যাপারে কড়াকড়ি

৫৬৯- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ  
عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَدَتْ  
النِّسَاءُ لَمَنْعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مَنَعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ يَحَىٰ  
فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ أَمْنَعُهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَتْ نَعَمْ.

৫৬৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিনী আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এই অবস্থা দেখতেন, যা আজকের মহিলারা করছে (যেমন সুগন্ধি ব্যবহার, সাজসজ্জা করা ও বেপর্দা চলা), তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি তাদের মসজিদে যেতে নিষেধ করে দিতেন। যেরূপ নিষেধ করে দেয়া হয়েছিল বনী ইসরাঈলের মহিলাদের। বর্ণনাকারী ইয়াহুইয়া (র) আমরাহ (র)-কে বললেন, বনী ইসরাঈলের মহিলাদের কি নিষেধ করা হয়েছিল? তিনি বলেন, হ্যাঁ।

৫৭০- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ  
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مَوْرُقٍ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي  
حُجْرَتِهَا وَصَلَاتِهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا.

৫৭০। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মেয়েলোকের জন্য তার গৃহে নামায পড়া অধিকতর উত্তম ঘরের আঙ্গিনায় নামায পড়ার চাইতে। আর মেয়েলোকের জন্য তার গৃহের গুপ্ত কামরায় নামায পড়া অধিকতর উত্তম গৃহের অন্য কোন স্থানে নামায পড়ার চাইতে।

৫৭১- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ  
ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكْنَا  
هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ.

৫৭১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এ দরোজাটি যদি আমরা শুধু মহিলাদের জন্য ছেড়ে দেই, তাহলে ভাল হয়। নাফে (র) বলেন, এরপর ইবনে উমার (রা) আমরণ ঐ দরোজা দিয়ে কখনো মসজিদে প্রবেশ করেননি।

بَابُ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ-৫৫ : নামাযের জন্য দৌড়ানো

৫৭২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا عَنبَسَةُ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ

شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ  
 أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا  
 أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتَوْهَا تَسْعُونَ وَأَتَوْهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السُّكِينَةُ  
 فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُوا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ  
 الزُّبَيْدِيُّ وَأَبْنُ أَبِي ذَنْبٍ وَأَبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَمَعْمَرٌ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي  
 حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُوا وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ  
 وَحَدَّثَهُ فَاقْضُوا. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
 وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَاتِمُوا وَأَبْنُ مَسْعُودٍ  
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ قَالُوا فَاتِمُوا.

৫৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্বাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যখন নামাযের ইকামত দেয়া হয়, তখন তোমরা দৌড়ে নামাযের জন্য আসবে না, বরং শান্ত-সমাহিতভাবে হেঁটে আসবে এবং যতটা নামায পাবে (ইমামের সাথে) পড়ে নেবে। আর যেটুকু ছুটে যায়, তা পুরা করে নিবে।

৫৭৩- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ  
 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ قَالَ آيْتُوا الصَّلَاةَ وَعَلَيْكُمْ السُّكِينَةُ فَصَلُّوا مَا أَدْرَكْتُمْ  
 وَأَقْضُوا مَا سَبَقَكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي أَبِي  
 هُرَيْرَةَ وَلِيَقْضَ وَكَذَا قَالَ أَبُو رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبُو ذَرٍّ رَوَى  
 عَنْهُ فَاتِمُوا وَأَقْضُوا وَاخْتَلَفَ فِيهِ.

৫৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাদ্বাদ্বাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা শান্তভাবে নামাযের জন্য আসবে। যেটুকু পাও পড়ো, বাকিটুকু শেষে পড়ে নাও। আবু দাউদ বলেন, এরূপই বর্ণনা করেছেন ইবনে সীরীন আবু হুরায়রা থেকে। তাতে রয়েছে : ‘(বাকিটুকু) যেন সে শেষে পড়ে নেয়।’ অন্যরাও কিছুটা শব্দগত পার্থক্যসহ এরূপই বর্ণনা করেছেন।

## بَابُ فِي الْجَمْعِ فِي الْمَسْجِدِ مَرَّتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৫৬ : একই মসজিদে দুইবার জামাআত অনুষ্ঠান

৫৭৬ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكَّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحَدَّهُ فَقَالَ أَلَا رَجُلٌ يَتَّصِقُ عَلَيَّ هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ.

৫৭৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে একাকী নামায পড়তে দেখে বললেন : কি হলো, এ লোকটিকে সাদাকা করার মতো কি কেউ নেই যে তার সাথে নামায পড়বে?

টীকা : এটাকে সাদাকা এজন্য বলা হয়েছে যে, জামাআতে নামায পড়লে সাতাশ গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায়।

## بَابُ فِي مَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ

অনুচ্ছেদ-৫৭ : ঘরে নামায পড়ার পর তা পুনরায় জামাআতে পড়া

৫৭৫ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌ فَلَمَّا صَلَّى إِذَا رَجُلَانِ لَمْ يُصَلِّيَا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَدَعَا بِهِمَا فَجِئِيَّ بِهِمَا تَرَعُدُ فَرَأَيْتُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا قَالَا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ.

৫৭৫। জাবির ইবনে ইয়াযীদ ইবনুল আস্ওয়াদ (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়লেন। তখন তিনি ছিলেন যুবক। নামাযশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের কোণে বসা দু'জন লোককে দেখতে পেলেন, যারা (তঁার সাথে) নামায পড়েনি। তিনি তাদের ডাকলেন। তারা আসলো কিন্তু (ভয়ে) তাদের পাজরের গোশত কাঁপছিল। তিনি বললেন : তোমরা আমাদের সাথে নামায পড়লে না কেন? তারা বললো, আমরা ঘর থেকেই নামায পড়ে এসেছি। তিনি বললেন : তোমরা এরূপ করবে না। তোমাদের কেউ যখন ঘরে

নামায পড়ে ফেলে, তারপর ইমামকে এসে দেখতে পায় যে, সে নামায পড়েনি; তাহলে যেন সে তার সাথে নামায পড়ে। এ নামায হবে তার জন্য নফল।

৫৭৬- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ ثَنَا أَبِي ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِمِنَى بِمَعْنَاهُ.

৫৭৬। জাবির ইবনে ইয়াযীদ (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিনায় ফজরের নামায পড়লাম... পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থক।

৫৭৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عَيْسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ نُوحِ بْنِ صَعْفَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ جِئْتُ وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ فَجَلَسْتُ وَلَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ قَالَ فَانصَرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى يَزِيدَ جَالِسًا فَقَالَ أَلَمْ تَسْلَمْ يَا يَزِيدُ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَسْلَمْتُ قَالَ فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِي صَلَاتِهِمْ قَالَ إِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي وَأَنَا أَحْسِبُ أَنْ قَدْ صَلَّيْتُمْ فَقَالَ إِذَا جِئْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةٌ وَهَذِهِ مَكْتُوبَةٌ.

৫৭৭। ইয়াযীদ ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম এবং তাঁকে নামাযরত পেলাম। আমি বসে পড়লাম, তাঁদের সাথে নামাযে शामिल হলাম না। নামাযশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে ফিরলেন। ইয়াযীদকে (নামায না পড়ে) বসে থাকতে দেখে তিনি বললেন : তুমি কি মুসলমান হওনি, ইয়াযীদ? ইয়াযীদ (রা) বলেন, অবশ্যই, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি মুসলমান হয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাহলে কেন তুমি লোকদের সাথে জামাআতে शामिल হওনি? ইয়াযীদ (রা) বলেন, আমি বাড়িতে নামায পড়েছি। আমি ভেবেছিলাম আপনারা হয়তো নামায পড়ে ফেলেছেন। তিনি বললেন : যখন তুমি মসজিদে এসে লোকদের নামাযে পাবে, তখন তাদের সাথে নামায পড়বে, যদিও তুমি তা আগে পড়ে থাকো। তাহলে, এটা হবে তোমার জন্য নফল, আর ওটা (প্রথমটা) হবে ফরয।

৫৭৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَفِيفَ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِّنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خَزِيمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ فَقَالَ يُصَلِّي أَحَدُنَا فِي مَنْزِلِهِ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَتَقَامُ الصَّلَاةُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَذَلِكَ لَهُ سَهْمٌ جَمْعٌ.

৫৭৮। বনু আসাদ ইবনে খুযায়মার এক লোক থেকে বর্ণিত। তিনি আবু আইউব আল-আনসারী (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমাদের কেউ বাড়িতে নামায পড়ার পর মসজিদে গেল। সেখানে নামাযের ইকামত হলো। এমতাবস্থায় আমি কি তাদের সাথে নামায পড়বো, অর্থাৎ আমি যদি এরূপ নামায পড়ি, তাহলে আমি আমার মনে কেমন যেন একটা খটকা অনুভব করি। আবু আইউব (রা) বললেন, এ ব্যাপারে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন : তার জন্যও জামাআতের সওয়াবের অংশ রয়েছে।

بَابُ إِذَا صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً أُخْرَى

অনুচ্ছেদ-৫৮ : কোন ব্যক্তি জামাআতে নামায পড়ার পর আবার জামাআত পেলে কি পুনরায় নামায পড়বে?

৫৭৯- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ يَعْنِي مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عَمْرٍو عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَقُلْتُ أَلَا تُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ قَدْ صَلَّيْتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ.

৫৭৯। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) অর্থাৎ মায়মূনা (রা)-এর মুক্ত দাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলাত নামক স্থানে আমি ইবনে উমার (রা)-র নিকট আসলাম। লোকেরা তখন নামায পড়ছিল। আমি বললাম, আপনি তাদের সাথে নামায পড়ছেন না কেন? তিনি বললেন, আমি নামায পড়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি : তোমরা একদিনে কোন নামায দু'বার পড়ো না।

টীকা : ১. বালাত মসজিদে নববীর নিকটস্থ একটি স্থান, যা মুসল্লীদের আলাপ-আলোচনার জন্য হযরত উমার (রা) নির্মাণ করিয়েছিলেন।

২. অর্থাৎ একবার জামাআতে নামায পড়ার পর পুনরায় একই নামায জামাআতে পড়া নিষেধ। কিন্তু প্রথমে একাকী পড়লে পরে নফল হিসেবে জামাআতে পড়া যায়।

## بَابُ جُمَاعِ الْأِمَامَةِ وَفَضْلِهَا

অনুচ্ছেদ-৫৯ : নামাযে ইমামতি করা ও তার ফযীলাত

৫৮. - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَاصَابَ الْوَقْتَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَمَنْ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ.

৫৮০। 'উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করে সঠিক সময়ে, সে নিজেও তার সওয়াব পাবে, মুজাদীরাও পাবে। আর যে ব্যক্তি এতে কিছু দেরি (বা ক্রটি) করবে, তাতে গুনাহ হবে তার, মুজাদীদের নয়।

## بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ التَّدْفِيعِ عَنِ الْأِمَامَةِ

অনুচ্ছেদ-৬০ : ইমামতি করতে আপত্তি করা বাঞ্ছনীয় নয়

৫৮। - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الْأَزْدِيِّ ثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ أُمُّ غُرَابٍ عَنْ عَقِيلَةَ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي فِرْزَانَ مَوْلَاةٍ لَهُمْ عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ الْحُرِّ أُخْتِ خَرِشَةَ بْنِ الْحُرِّ الْفَزَارِيِّ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَدَفَعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ.

৫৮১। খারাশা ইবনুল হুর আল-ফযারীর বোন সাল্লামা বিনতুল হুর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : এটাও কিয়ামতের একটি আলামত যে, মসজিদবাসীরা ইমামতির জন্য একে অপরের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবে। তাদের নামায পড়াবার মত কোন ইমাম তারা পাবে না।



بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

অনুচ্ছেদ-৬১ : ইমামতি করার অধিক যোগ্য ব্যক্তি কে?

৫৪২- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَاهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَلْيَوْمُهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَوْمُهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًا وَلَا يَوْمُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِإِسْمَاعِيلَ مَا تَكْرِمَتُهُ قَالَ فِرَاشُهُ.

৫৮২। আবু মাসউদ আল-বদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : লোকদের ইমামতি করবে সে লোক, যে আল্লাহর কিতাবের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং কিরাআতে অধিক পারদর্শী। কিরাআতের দিক থেকে যদি সবাই বরাবর হয়, তাহলে ইমামতি করবে, যে সবার আগে হিজরত করেছে। হিজরতের দিক থেকে যদি সবাই বরাবর হয়, তাহলে যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ সে ইমামতি করবে। আর একজন আরেকজনের বাড়িতে ইমামতি করবে না, তার প্রভাবাধীন এলাকায়ও নয় এবং তার জন্য সংরক্ষিত আসনে বসবে না, তার অনুমতি ছাড়া। শো'বা বলেন, আমি ইসমাঈলকে বললাম, 'বিশেষ আসন' মানে কি? তিনি বললেন, 'তার বিছানা।'

টীকা : আগে কিংবা পরে হিজরত করার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে বিচার্য ছিল। বর্তমানে দেখতে হবে : প্রথমত যিনি কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান সবচেয়ে বেশি রাখেন। তারপর যিনি সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ। কারো মতে, কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান যিনি বেশি রাখেন তিনিই ইমাম হওয়ার যোগ্য, যদিও কিরাআত কিছুটা কম জানেন। ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ ও মালিকেরও এই অভিমত।

৫৪৩- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ ثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ وَلَا يَوْمُ الرَّجُلِ الرَّجُلِ فِي سُلْطَانِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ أَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً.

৫৮৩। ইবনে মুআয (র)... শো'বা (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে : একজন আরেকজনের প্রভাবাধীন এলাকায় ইমামতি করবে না। আবু দাউদ বলেন, ইয়াহুইয়া আল-কাত্তান শো'বা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন যে, 'ইমামতি করবে ঐ লোক যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ কারী'।

০৪৬- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ  
 إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا  
 مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَإِنْ  
 كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً  
 فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً وَلَمْ يَقُلْ فَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَجَّاجُ  
 بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ وَلَا تَقْعُدْ عَلَى تَكْرِمَةِ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

৫৮৪। আবু মাস'উদ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একইরূপ বর্ণনা  
 করেছেন। তাতে রয়েছে : কিরাআতে যদি সবাই বরাবর হয়, তাহলে যে হাদীস শাঞ্চে  
 বেশি অভিজ্ঞ সে ইমামতি করবে। হাদীস শাঞ্চেও যদি সবাই বরাবর হয়, তাহলে যে  
 আগে হিজরত করেছে (সে ইমামতি করবে)। এই রিওয়ায়াতে 'যে অভিজ্ঞ কারী'-এর  
 উল্লেখ নেই। আবু দাউদ (র) বলেন, হাজ্জাজ ইবনে আরতাত (র) ইসমাঈলের সূত্রে  
 বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : সে যেন কারো নির্দিষ্ট আসনে না বসে তার  
 অনুমতি ব্যতীত।

০৪৭- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَادٌ أَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ  
 سَلْمَةَ قَالَ كُنَّا بِحَاضِرِ يَمْرُؤَ بِنَا النَّاسِ إِذَا أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا مَرُّوا بِنَا فَأَخْبَرُونَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَذَا وَكَذَا وَكُنْتُ غُلَامًا حَافِظًا فَحَفِظْتُ مِنْ  
 ذَلِكَ قُرْآنًا كَثِيرًا فَانْطَلَقَ أَبِي وَأَفْدَأَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ وَقَالَ يَوْمَئِذٍ أَقْرَأُكُمْ  
 فَكُنْتُ أَقْرَأَهُمْ لِمَا كُنْتُ أَحْفَظُ فَقَدَّمُونِي فَكُنْتُ أَوْمُهُمْ وَعَلَى بُرْدَةٍ  
 لِي صَغِيرَةٍ صَفْرَاءُ فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَكَشَّفَتْ عَنِّي فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ  
 النِّسَاءِ وَارُؤَا عَتَا عَوْرَةَ قَارِيكُمْ فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا فَمَا  
 فَرِحْتُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرِحِي بِهِ فَكُنْتُ أَوْمُهُمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ  
 سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ.

৫৮৫। আমর ইবনে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এমন জায়গায়  
 অবস্থানরত ছিলাম যে, আমাদের পাশ দিয়ে লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
 ওয়াসাল্লামের নিকট যাতায়াত করতো। প্রত্যাবর্তনের সময়ও তারা আমাদের হয়েই

যেত। তারা আমাদের নিকট বর্ণনা করতো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ এরূপ বলেছেন। আর ঐ সময় আমি ছিলাম বালক, যা শুনতাম তাই মুখস্থ করে ফেলতাম। শুনে শুনে আমি কুরআনের বেশ কিছু অংশ হেফজ করে ফেলি। একবার আমার পিতা কিছু সংখ্যক লোকসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। তিনি তাদের নামাযের তালিম দিলেন। তিনি আরো বললেন : ঐ লোক ইমামতি করবে যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কুরআন অভিজ্ঞ। আর আমিই ছিলাম সবচেয়ে বেশি কুরআন অভিজ্ঞ। কারণ সকলের থেকে আমারই কুরআন বেশী মুখস্থ ছিল। কাজেই তারা আমাকে ইমাম বানালো। আমি তাদের ইমামতি করতাম। আমার গায়ে থাকতো একটি ছোট গেরুয়া রংয়ের চাদর। আমি যখন সিজদায় যেতাম তখন আমার লজ্জাস্থান অনাবৃত হয়ে যেত। এক মহিলা বললো, তোমাদের কায়ীর লজ্জাস্থান আমাদের থেকে ঢেকে দাও। তারা আমার জন্য একটি ওমানী চাদর খরিদ করলো। এতে আমি এতই আনন্দিত হলাম যে, ইসলাম গ্রহণের পর আর কিছুতে আমি এত আনন্দ পাইনি। এটা পরেই আমি তাদের ইমামতি করতাম। তখন আমার বয়স ছিল সাত কি আট বছর।

০৪৬ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ثَنَا زُهَيْرٌ ثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلْمَةَ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَكُنْتُ أَوْمَهُمْ فِي بُرْدَةٍ مُوَصَّلَةٍ فِيهَا فَتَقُ فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ خَرَجَتْ اسْتَيْ.

৫৮৬। আমার ইবনে সালামা (রা) থেকে একই হাদীসে বর্ণিত আছে, আমি তাদের ইমামতি করতাম একটি তালি লাগানো চাদর গায়ে দিয়ে। চাদরটি ছিল ছেঁড়া (বা ফাটা)। যখন আমি সিজদায় যেতাম, তখন আমার নিতম্ব উন্মুক্ত হয়ে যেত।

০৪৭ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيبِ الْجَرْمِيِّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ سَلْمَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ وَقَدُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْصَرِفُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يَوْمُنَا قَالَ أَكْثَرُكُمْ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ أَوْ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ قَالَ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ جَمَعَ مَا جَمَعْتُ قَالَ فَقَدُمُونِي وَأَنَا غُلَامٌ وَعَلَى شِمْلَةٍ لِي قَالَ فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إِلَّا كُنْتُ إِمَامَهُمْ وَكُنْتُ أُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِهِمْ إِلَى يَوْمِي هَذَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ سَلْمَةَ قَالَ لَمَّا وَقَدَ قَوْمِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ.

৫৮৭। আমর ইবনে সালামা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তারা একটি প্রতিনিধি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। তারা ফিরে আসার সময় জিজ্ঞেস করলেন, হে আব্বাহর রাসূল! কে আমাদের ইমামতি করবে? তিনি বললেন : যার কুরআন সবচেয়ে বেশি হেফজ আছে। রাবী বলেন, আমার চাইতে বেশি আর কারো কুরআন হেফজ ছিল না। কাজেই তারা আমাকেই (ইমামতির জন্য) আগে দিল। আমি ছিলাম অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক। আর আমার পরনে ছিল এক প্রস্থ কাপড়। এরপর থেকে জারাম গোত্রের যে কোন মজলিসে আমি উপস্থিত থাকতাম, আমিই তাদের ইমাম হতাম। আর আমি তাদের জানাযা নামায পড়ে আসছি, আজকের এদিন পর্যন্ত। অপর একটি বর্ণনায় আমর ইবনে সালামা থেকেই বর্ণিত হয়েছে। তাতে তার পিতার উল্লেখ নেই।

৫৮৮- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا أَنَسُ يَعْنِي ابْنَ عِيَّاضٍ ح وَحَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ الْمَعْنَى قَالَ ثَنَا بَنُ ثَمِيرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ نَزَلُوا الْعُصْبَةَ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَوْمُهُمْ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا زَادَ الْهَيْثَمُ وَفِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ.

৫৮৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় পদার্পণের পূর্বে মুহাজিরদের প্রথম দলটি মদীনায় এসে 'আল-উসবা' নামক স্থানে অবতরণ করলেন। তাদের ইমামতি করছিলেন আবু হুযায়ফা (রা)-র মুক্ত দাস সালেম (রা)। আর তিনিই ছিলেন তাদের মধ্যে সর্বাধিক কুরআনকে স্মৃতিতে সংরক্ষণকারী। হায়সাম (রা) বলেন, তাদের মধ্যে উমার ইবনুল খাত্তাব ও আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদ (রা)ও ছিলেন।

৫৮৯- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَوْ لِصَاحِبٍ لَهُ إِذَا خَضَرْتَ الصَّلَاةَ فَادَّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَوْمِكُمَا أَكْبَرِكُمَا سِنًا. وَفِي حَدِيثِ مَسْلَمَةَ قَالَ وَكُنَّا يَوْمَئِذٍ مُتَقَارِبِينَ فِي الْعِلْمِ. وَقَالَ فِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ خَالِدٌ قُلْتُ لِأَبِي قَلَابَةَ فَأَيْنَ الْقُرْآنُ قَالَ إِنَّهُمَا كَانَا مُتَقَارِبِينَ.

৫৮৯। মালিক ইবনুল হুয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অথবা তার সাথীকে বললেন : নামাযের ওয়াক্ত হলে তোমরা আযান ও ইকামত দিবে। তারপর তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড়ো সে ইমামতি করবে। মাসলামার বর্ণনায় রয়েছে : ঐ সময় আমরা উভয়ই ইলমের দিক থেকে ছিলাম প্রায় সমান। ইসমাইলের বর্ণনায় রয়েছে : খালিদ বলেছেন, আমি আবু কিলাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, কুরআন কোথায় গেল (কুরআনের প্রসঙ্গে বলা হলো না কেন)? তিনি বললেন, তারা উভয়ে কুরআন জানার দিক থেকে ছিল প্রায় সমমানের।

৫৯০- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيْسَى الْحَنْفِيُّ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلِيُؤْمِكُمْ قُرَاؤُكُمْ.

৫৯০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক যেন তোমাদের আযান দেয় এবং আর কিরাআতে অধিক অভিজ্ঞ লোক যেন তোমাদের ইমামতি করে।

### بَابُ إِمَامَةِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-৬২ : মহিলাদের ইমামতি করা

৫৯১- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ حَدَّثَنِي جَدَّتِي وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أُمِّ وَرْقَةَ بِنْتِ نَوْفَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا غَزَا بَدْرًا قَالَتْ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائِذْنِي لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ أَمْرُضُ مَرْضَاكُم لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرِزُقَنِي شَهَادَةً قَالَ قَرَّرِي فِي بَيْتِكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَرِزُقُكَ الشَّهَادَةَ قَالَ فَكَأَنْتِ تُسَمِّي الشَّهِيدَةَ قَالَ وَكَأَنْتِ قَدْ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَأْذَنْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَّخِذِي فِي دَارِهَا مُؤَدَّنًا فَأَذِنَ لَهَا قَالَ وَكَأَنْتِ دَبَّرْتِ غُلَامًا لَهَا وَجَارِيَةً فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَنَعَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ لَهَا حَتَّى مَاتَتْ وَذَهَبَا فَاصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَٰذَيْنِ عِلْمٌ أَوْ مَنْ رَأَاهُمَا فَلْيَجِيْ بِهُمَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَصَلِبًا فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبٍ بِالْمَدِينَةِ.

৫৯১। উম্মু ওয়ারাকা বিনতে নাওফাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বদরের যুদ্ধে গেলেন তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে আপনার সাথে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি দিন। আমি পীড়িত-আহতদের সূক্ষ্মা করবো। হয়তো মহান আল্লাহ আমাকেও শাহাদাতের মর্যাদা দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তুমি তোমার ঘরেই অবস্থান করো। মহান আল্লাহ তোমাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন। রাবী বলেন, ঐ দিন থেকে উক্ত মহিলার নাম হয়ে যায় শাহীদাহ। তিনি কুরআন শরীফ ভাল পড়তেন। তাই তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চাইলেন, তার ঘরে একজন মুয়াযযিন নিয়োগ করার জন্য তিনি অনুমতি দিলেন। তিনি এক গোলাম ও একটি বোবা বাদীকে তার মৃত্যুর পর তাদের আযাদ করে দেয়ার চুক্তি করেছিলেন। তারা দু'জন রাতে উঠে তার নিকট যায় এবং তাঁর চাদর দিয়ে তাকে চেপে ধরে। ফলে তিনি মারা যান এবং তারা উভয়ে পালিয়ে যায়। প্রত্যুষে উমার (রা) এটা জানতে পেরে লোকদের জানিয়ে দিলেন, এ দু'টি গোলাম-বাদী সম্পর্কে কারো জানা থাকলে বা তাদেরকে কেউ দেখে থাকলে, তাদের যেন (আমার নিকট ধরে) নিয়ে আসে। (পরে তারা গ্রেফতার হয়ে আসলে বিচারে) তাদের শূলে চড়াবার নির্দেশ দেয়া হয় এবং তাদের শূলে চড়ানো হয়। মদীনাতে তাদের দু'জনকেই সর্বপ্রথম শূলে চড়ানো হয়।

৫৯২- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْحَضْرَمِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضِيلِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَدَّنًا يُؤَدِّنُ لَهَا وَأَمْرَهَا أَنْ تَوُؤَمَّ أَهْلَ دَارِهَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانَ فَإِنَّا رَأَيْتُ مُؤَدَّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا.

৫৯২। উম্মু ওয়ারাকা বিনতে আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস (রা) কর্তৃক একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে প্রথমোক্ত বর্ণনাই পূর্ণাঙ্গ। তাতে রয়েছে : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে সাক্ষাত করার জন্য তার বাড়িতে যেতেন। তিনি তার জন্য একজন মুয়াযযিন নিযুক্ত করেন, যে তার জন্য আযান দিত। আর তিনি তাকে (উম্মু ওয়ারাকাকে) তার ঘরের লোকদের ইমামতি করার নির্দেশ দেন। আবদুর রহমান (র) বলেন, আমি তার মুয়াযযিনকে দেখেছি- তিনি ছিলেন বেশ বয়োবৃদ্ধ।

টীকা : মহিলাদের পুরুষের ইমামতি করা জায়েয নেই। মহিলাদের ইমামতি মহিলাদের করা সবার মতেই জায়েয, তবে ইমামকে কাতারের মধ্যখানে মোক্তাদীদের সাথেই দাঁড়াতে হয়। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মহিলাদের ইমামতি করেছিলেন এবং কাতারের মধ্যখানেই দাঁড়িয়েছিলেন। আর শুধুমাত্র মহিলাদের ইমামতি পুরুষের পক্ষে করা জায়েয আছে। যেমন উবাই ইবনে কা'ব (রা) শুধুমাত্র মহিলাদের তারাবীহ নামাযে ইমামতি করেছিলেন বলে বর্ণিত আছে।

## بَابُ الرَّجُلِ يَوْمَ الْقَوْمِ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

অনুচ্ছেদ-৬৩ : মোক্তাদীদের অপছন্দনীয় ব্যক্তির ইমামতি করা

৫৭৩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَعْفَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ ثَلَاثَةً لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلَاةَ دِبَارًا وَالدِّبَارُ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفَوَّتَهُ وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَةً.

৫৯৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : তিন ব্যক্তির নামায আল্লাহ কবুল করেন না। (এক) যে ব্যক্তি নিজে সামনে গিয়ে ইমামতি করে অথচ লোকেরা তাকে পছন্দ করে না। (দুই) যে ব্যক্তি 'দিবারে' বা শেষ ওয়াক্তে নামায আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আর 'দিবার' অর্থ নামাযের ওয়াক্ত শেষ হবার মুহূর্তে নামায আদায় করা। (তিন) যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন মানুষকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করে।

## بَابُ إِمَامَةِ الْبِرِّ وَالْفَاجِرِ

অনুচ্ছেদ-৬৪ : নেককার ও বদকার লোকের ইমামতি করা

৫৭৪- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَاجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ.

৫৯৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : প্রত্যেক মুসলমানের ইমামতিতে ফরয নামায আদায় করা আবশ্যকীয়, সে সৎকর্মপরায়ণ বা পাপাচারী যাই হোক, এমনকি কবীরা গুনাহ করে থাকলেও।

## بَابُ إِمَامَةِ الْأَعْمَى

অনুচ্ছেদ-৬৫ : অন্ধের ইমামতি করা

৫৭৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانَ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَوْمَ النَّاسِ وَهُوَ أَعْمَى.

৫৯৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যখন তাবুক যুদ্ধে গেলেন তখন মদীনায়) ইবনে উম্মে মাকতুমকে শাসক নিয়োগ করেছিলেন। তিনি লোকদের ইমামতি করতেন, অথচ তিনি ছিলেন অন্ধ।

### بَابُ إِمَامَةِ الزَّائِرِ

অনুচ্ছেদ-৬৬ : সাক্ষাতকারীর ইমামতি করা

৫৯৬- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ ثَنَا أَبَانُ عَنْ بُدَيْلٍ حَدَّثَنِي أَبُو عَطِيَّةَ مَوْلَى مَنْ قَالَ كَانَ مَالِكُ ابْنِ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا إِلَى مُصَلَّاتِنَا هَذَا فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقُلْنَا لَهُ تَقَدَّمَ فَصَلَّهِ فَقَالَ لَنَا قَدَّمُوا رَجُلًا مَنَّكُمْ يُصَلِّي بِكُمْ وَسَأَحَدُكُمْ لِمَ لَا أُصَلِّي بِكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يُؤْمَهُمْ وَلِيَوْمَهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ.

৫৯৬। আমাদের মধ্যকার এক মুক্ত দাস আবু আতিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালিক ইবনুল হুয়াইরিস (রা) আমাদের এই নামায পড়ার জায়গাতে এসেছিলেন। নামাযের ইকামাত হলো। আমরা তাকে বললাম, সামনে এগিয়ে যান, নামায পড়ান। তিনি বললেন, তোমরা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে নামায পড়াতে বলো। আমি কেন তোমাদের নামায পড়াচ্ছি না, এ সম্পর্কে আমি তোমাদের একটি হাদীস শোনাবো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে লোক কোন কণ্ডমের সাথে সাক্ষাত করতে যায়, সে যেন তাদের ইমামতি না করে। বরং তাদের মধ্য থেকেই কেউ ইমামতি করবে।

টীকা : তবে তারা যদি আবদার করে ও সন্তুষ্টিতে তাকে ইমাম বানাতে অগ্রহ প্রকাশ করে এবং সে ইমামতি করার যোগ্যতাও রাখে তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে সাক্ষাতকারীর ইমামতি করাতে দোষ নেই।

### بَابُ الْأِمَامِ يَقُومُ مَكَانًا أَرْفَعُ مِنْ مَكَانِ الْقَوْمِ

অনুচ্ছেদ-৬৭ : ইমামের মোক্তাদীদের চেয়ে উঁচু জায়গাতে দাঁড়ানো

৫৯৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَأَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِيُّ الْمَعْنَى قَالَ ثَنَا يَعْلى ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّانٍ فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ بَلَى قَدْ ذَكَرْتُ حِينَ مَدَدْتَنِي.



৫৯৭। হাম্মাম (র) থেকে বর্ণিত। হুযায়ফা (রা) মাদায়েনে একটি দোকানে দাঁড়িয়ে লোকদের ইমামতি করলেন (লোকজন ছিল নিচে)। আবু মাসউদ (রা) তার জামা ধরে তাকে টান দিলেন। নামাযশেষে তিনি বললেন, আপনার কি জানা নেই যে, লোকদের এরাপ করা থেকে নিষেধ করা হতো? তিনি বলেন, হাঁ, যখন আপনি আমাকে টান দিলেন, তখন আমার তা স্মরণ হলো।

টীকা : ইমামের মোজাদীদের চাইতে উঁচুতে দাঁড়ানো উচিত নয়। এতে ইহুদীদের সাথে সায়ুজ্য হয়। ইহুদীদের ইমাম একটি উচ্চস্থানে দাঁড়ায় আর মুজাদীরা দাঁড়ায় নিচে। আর ইমামের মোজাদীদের চাইতে নিচে দাঁড়ানও মাকরুহ। এতে ইমামের অসম্মান হয়। ইমামের সাথে যদি কিছু সংখ্যক মুজাদীও উঁচু কিংবা নিচু স্থানে দাঁড়ায় তাহলে তা মাকরুহ হবে না।

৫৯৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ بَنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو خَالِدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ بِالْمَدَائِنِ فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ عَمَّارٌ وَقَامَ عَلَى دُكَّانٍ يُصَلِّيُ وَالنَّاسُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ فَأَخَذَ عَلَى يَدَيْهِ فَاتَّبَعَهُ عَمَّارٌ حَتَّى أَنْزَلَهُ حُذَيْفَةُ فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارٌ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَقُمْ فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ قَالَ عَمَّارٌ لِذَلِكَ اتَّبَعْتُكَ حِينَ أَخَذْتَ عَلَى يَدَيَّ.

৫৯৮। আদী ইবনে সাবিত আল-আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। আমার নিকট এক ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি মাদায়েনে আন্নার ইবনে ইয়াসির (রা)-র সাথে ছিলেন। তিনি বলেন, নামাযের ইকামাত দেয়া হলে আন্নার (রা) সামনে গেলেন এবং ইমামতি করার জন্য একটি দোকানে দাঁড়ালেন। আর লোকজন ছিল তার থেকে নিচে। হুযায়ফা (রা) সামনে এগিয়ে গেলেন এবং আন্নারের উভয় হাত চেপে ধরলেন। আন্নার (রা) তার অনুসরণ করলেন এবং হুযায়ফা (রা) তাকে নিচে নামিয়ে আনলেন। আন্নার নামায শেষ করলে হুযায়ফা (রা) বললেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শোননি, যখন কেউ কোন কণ্ডমের ইমামতি করে সে যেন তাদের চাইতে উঁচু স্থানে না দাঁড়ায়? অথবা অনুরূপই বলেছেন। আন্নার (রা) বললেন, এজন্যই তো আপনি যখন আমার হাত ধরলেন আমি পেছনে সরে আসলাম।

بَابُ إِمَامَةِ مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ وَقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ

অনুচ্ছেদ-৬৮ : কোন ব্যক্তির জামা'আতে নামায পড়ার পর পুনরায় সেই নামাযে তার ইমামতি করা

৫৯৯ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ

مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّيَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّيَ بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ.

৫৯৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। মুআয ইবনে জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এশার নামায পড়তেন, তারপর তার নিজের কওমের লোকদের নিকট এসে তাদের ঐ নামাযেই ইমামতি করতেন।

টীকা : এতে মুআযের নামায নফল হতো। আর মোক্তাদীদের নামায হতো ফরয। এ হাদীস দ্বারা নফল আদায়কারীর পেছনে ফরয আদায়কারীর নামায পড়া জায়েয প্রমাণিত হয়। কিন্তু অন্য হাদীসে এর বিপরীত বক্তব্য বিদ্যমান যা হানাফী মাযহাবের মতের সমর্থক।

৬০০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ  
عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّيُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُؤَمُّ قَوْمَهُ.

৬০০। আমার ইবনে দীনার (র) বলেন, তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, মুআয ইবনে জাবাল (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তেন। তিনি সেখান থেকে ফিরে এসে আবার নিজের কওমের ইমামতি করতেন।

بَابُ الْأِمَامِ يُصَلِّيُ مِنْ قُعُودٍ

অনুচ্ছেদ-৬৯ : ইমামের বসে বসে নামায পড়ানো

৬০১. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجَحِشَ  
شِقَهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلَاةً مِنْ الصَّلَاةِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَأَاهُ  
قُعُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْأِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا  
فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ  
اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا  
جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.

৬০১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে পড়ে গেলেন। এতে তাঁর ডান পৌজর আহত হলো। তিনি বসা অবস্থায় কোন এক ওয়াক্তের নামায

পড়লেন। আমরাও তাঁর পেছনে বসে বসে নামায পড়লাম। নামাযশেষে তিনি বললেন : ইমাম এজন্যই নিয়োগ করা হয়, যাতে তার অনুসরণ করা হয়। ইমাম দাঁড়িয়ে নামায পড়লে তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। ইমাম যখন রুকু করে তোমরাও রুকু করবে। ইমাম মাথা ওঠালে তোমরাও মাথা ওঠাবে। ইমাম “সামিআল্লাহ্ লিমান হামিদাহ” (আল্লাহ প্রশংসাকারীর প্রশংসা শুনে থাকেন) বললে তোমরা বলবে, “রব্বানা লাকাল হামদ” (হে আমাদের প্রতিপালক, তোমারই জন্য সকল প্রশংসা)। আর ইমাম যখন বসে নামায পড়ে, তখন তোমরা সবাই বসে বসে নামায পড়বে।

টীকা : খাতাবী বলেন, আবু দাউদ এ অনুচ্ছেদে যতগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন তার সবগুলোই (মাদানী যুগের) প্রথম দিকের হাদীস, যা জমহুর ওলামার মতে মানসুখ হয়ে গেছে। এ পর্যায়ে সর্বশেষ হাদীস হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইস্তিকাল-পূর্ব অসুখের সময়কার হাদীস। তখন তিনি বসে নামায পড়েছিলেন। আর সাহাবারা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছিলেন। অধিকাংশ ফিকহবিদ এটাকেই গ্রহণযোগ্য মনে করেন। কিন্তু ইমাম আহমাদ, আওযাই প্রমুখের মতে, ইমাম বসে নামায পড়লে মোক্তাদীদেরও বসে নামায পড়তে হবে, যদিও তাদের কোন ওযর না থাকে।

৬.২- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيرٌ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا بِالْمَدِينَةِ فَصَرَعَهُ عَلَى جِذْمِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَاتَيْنَاهُ نَعُوذُهُ فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ يُسَبِّحُ جَالِسًا قَالَ فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَسَكَتَ عَنَّا ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى نَعُوذُهُ فَصَلَّى الْمَكْتُوبَةَ جَالِسًا فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا قَالَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ إِذَا صَلَّى الْأَمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَإِذَا صَلَّى الْأَمَامُ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظْمَاءِهَا.

৬০২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় একটি ঘোড়ায় চড়লেন। ঘোড়াটি তাঁকে ফেলে দিল একটি খেজুর গাছের গোড়ার ওপর। তাতে তাঁর পায়ে আঘাত লাগল। আমরা তাঁর সাথে দেখা করার জন্য এসে তাঁকে আয়েশা (রা)-এর ঘরে বসে বসে নামায পাঠরত পেলাম। রাবী বলেন, আমরাও তাঁর পেছনে দাঁড়লাম। তিনি চুপ থাকলেন। আমরা আবার তাঁর সাক্ষাত করার জন্য আসলাম। তিনি (তখন) বসে বসে ফরয নামায পড়ছিলেন। আমরাও তাঁর পেছনে (নামাযে) দাঁড়লাম। তিনি আমাদের প্রতি ইশারা করলে আমরা বসে পড়লাম। নামাযশেষে তিনি বললেন : ইমাম যখন বসে বসে নামায পড়ে, তখন তোমরাও বসে বসে নামায পড়বে। আর ইমাম যখন, দাঁড়িয়ে নামায পড়বে, তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। তোমরা ঐরূপ করো না যে রূপ পারস্যবাসীরা করে থাকে তাদের নেতাদের সাথে।

৬.৩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ الْمَعْنَى عَنْ وَهَيْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْأِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تَكْبِّرُوا حَتَّى يُكْبَرَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرَكَعَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ قَالَ مُسْلِمٌ وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ سُلَيْمَانَ.

৬০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইমাম নিয়োগ করা হয়ে থাকে তার অনুসরণ করার জন্য। কাজেই ইমাম যখন তাকবীর বলে, তোমরাও তাকবীর বলবে। তোমরা তাকবীর বলবে না যতক্ষণ না ইমাম তাকবীর বলে। ইমাম যখন রুকু করে তোমরাও রুকু করবে। তোমরা রুকু করবে না, যতক্ষণ না ইমাম রুকু করে। ইমাম যখন “সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ” বলে, তখন তোমরা বলবে, “আল্লাহুয়া রব্বানা লাকাল হামদু”। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে : “ওয়া লাকাল হামদু” (তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা)। ইমাম যখন সিজদা করে, তোমরাও সিজদা করবে। তোমরা সিজদা করবে না, যতক্ষণ না ইমাম সিজদা করে। ইমাম দাঁড়িয়ে নামায পড়লে তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়বে, আর বসে বসে পড়লে, তোমরাও বসে বসে পড়বে। আবু দাউদ বলেন, আমার কোন সহকর্মী সুলায়মানের সূত্রে “আল্লাহুয়া রব্বানা লাকাল হামদ”-এর বিষয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

৬.৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ الْمِصْبِيُّ نَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْأِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. بِهَذَا الْخَبَرِ زَادَ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذِهِ الزِّيَادَةُ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ الْوَهْمُ عِنْدَنَا مِنْ أَبِي خَالِدٍ.

৬০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইমাম নিয়োগ করা হয়ে থাকে তার অনুসরণ করার জন্য। তারপর অনুরূপই বর্ণনা

রয়েছে। তাতে রয়েছে : ইমাম যখন কিরাআত পড়ে, তখন তোমরা চুপ থাকবে। আবু দাউদের মতে এ অতিরিক্ত অংশটুকু “ইমাম যখন কিরাআত পড়ে, তখন তোমরা চুপ থাকবে” ‘মাহফূয’ (সুরক্ষিত) নয়। এটা আবু খালিদেদের ধারণা (মুহাদ্দিসীনদের মতে আবু দাউদের এ উক্তি সহীহ নয়)।

৬.৫- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ فَصَلَّى وَرَأَاهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا.

৬০৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে বসে বসে নামায পড়লেন। অন্যান্য লোক তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিল। তিনি তাদের ইশারায় বললেন : বসে যাও। নামাযশেষে তিনি বললেন : ইমাম তো এজন্যই যে, তার অনুসরণ করা হবে। ইমাম যখন রুকু করে তোমরাও রুকু করবে। ইমাম মাথা তুললে তোমরাও মাথা তুলবে। আর ইমাম যখন বসে বসে নামায পড়বে, তোমরাও বসে বসে নামায পড়বে।

৬.৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبِ الْمَعْنَى أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَأَاهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ لِيَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ.

৬০৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। আমরা তাঁর পিছনে নামায পড়লাম। আর তিনি ছিলেন বসা অবস্থায়। আবু বাকর (রা) লোকদের নবী (সা)-এর তাকবীর শোনাবার জন্য তা উচ্চস্বরে বলছিলেন। তারপর পুরো হাদীস বর্ণনা করেন।

৬.৭- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ تَابَ زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنِي حُصَيْنٌ مِّنْ وَالدِّ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَهُمْ قَالَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ إِمَامَنَا مَرِيضٌ فَقَالَ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قَعُودًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ.

৬০৭। উসায়েদ ইবনে হুদায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার লোকদের ইমামতি করতেন। (তিনি রোগাক্রান্ত হলে) রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্বাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম জকে দেখতে আসলেন। লোকেরা বললো, হে আব্দাহর রাসূল! আমাদের ইমাম তো রোগাক্রান্ত (হয়ে পড়েছেন)। তিনি বললেন : ইমাম যখন বসে বসে নামায পড়বে, তোমরাও বসে বসে (নামায) পড়বে।

### بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَوْمَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ كَيْفَ يَقُومَانِ

অনুচ্ছেদ-৭০ : দুই ব্যক্তির একজন তার সাথীর ইমামতি করলে তারা কিভাবে দাঁড়াবে?

৬০৮- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَادُ ثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيَّ أُمَّ حَرَامٍ فَاتَوَهُ بِسَمْنٍ وَتَمَرٍ فَقَالَ رُدُّوْا هَذَا فِي وَعَائِهِ وَهَذَا فِي سِقَائِهِ فَإِنِّي صَانِمٌ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ تَطَوُّعًا فَقَامَتْ أُمَّ سُلَيْمٍ وَأُمَّ حَرَامٍ خَلْفَنَا قَالَ ثَابِتٌ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ عَلَى بَسَاطٍ.

৬০৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্বাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন উম্মু হারাম (রা)-র এখানে এলেন। তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে ঘি এবং খুরমা পেশ করলেন। তিনি বললেন : খুরমার পাখে খুরমা এবং ঘিয়ের মশকে ঘি রেখে দাও। কারণ আমি রোযা রেখেছি। তারপর তিনি দাঁড়ালেন এবং আমাদের নিয়ে দুই রাকআত নফল নামায পড়লেন। উম্মু সুলাইম ও উম্মু হারাম (রা) আমাদের পেছনে দাঁড়ালেন। সাবিত বলেন, আমি এটাই মনে করি, আনাস এটা বলেছিলেন, তিনি আমাকে তাঁর ডানে দাঁড় করালেন ফরাশের ওপর।

টীকা : এ হাদীস থেকে বেশ কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি তা জানা যায়। সেগুলো নিম্নরূপ : (ক) ইমামের সাথে একজন মাত্র মুক্তাদী হলে তাকে ইমামের ডান পাশে দাঁড়াতে হবে। (খ) নফল নামায জামাআতে পড়া জায়েয। (গ) রোযাদারের জন্য আহার বর্জনের ব্যাপারে রোযাকে ওযর হিসেবে পেশ করা জায়েয, যদিও দাওয়াতের ক্ষেত্রে নফল রোযা ভঙ্গ করা যায়। (ঘ) পুরুষের জন্য শুধুমাত্র মহিলা ও বালকদের ইমামতি করা জায়েয আছে। কারণ ঐ সময় আনাস (রা) বালক ছিলেন। আর উম্মে সুলাইম ও উম্মে হারাম (রা) মহিলা ছিলেন।

৬০৯- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّهُ وَامْرَأَةً مِنْهُمْ فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَ ذَلِكَ.

৬০৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ও তাদের মধ্যকার এক মহিলার ইমামতি করলেন। তিনি আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন আর ঐ মহিলাকে দাঁড় করালেন পেছনে।

৬১. - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْتٌ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةٌ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَطْلَقَ الْقِرْبَةَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَوْكَأَ الْقِرْبَةَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ كَمَا تَوَضَّأَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَنِي بِيَمِينِي فَأَدَارَنِي مِنْ وَرَائِهِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ.

৬১০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনা (রা)-এর ঘরে রাত যাপন করলাম। রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুঠলেন এবং মশকের মুখ খুলে উয়ু করলেন। তারপর তার বাঁধন লাগিয়ে দিলেন, অতপর নামাযে দাঁড়ালেন। আমিও গুঠলাম এবং উয়ু করলাম যেভাবে তিনি উয়ু করেছিলেন, তারপর এসে তাঁর বাম পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আমার ডান হাত (বা ডানপাশ) ধরে তাঁর পেছন দিক দিয়ে আমাকে ঘুরিয়ে এনে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তার সাথে আমিও নামায পড়লাম।

৬১১. - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ نَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَأَخَذَ بِرَأْسِي أَوْ بِذَوَابْتِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

৬১১। ইবনে আব্বাস (রা) একই ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মাথা অথবা মাথার চুল ধরে তাঁর ডান পাশে এনে দাঁড় করিয়ে দেন।

بَابُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَيْفَ يَقُومُونَ

অনুচ্ছেদ-৭১ : তিনজনের জামাআত হলে তারা কিভাবে দাঁড়াবে?

৬১২. - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَطْعَامٍ صَنَعْتَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ لَكُمْ

قَالَ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طَوْلٍ مَا لَيْسَ فَتَضَحَّتْهُ  
بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ أَنَا  
وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ انصَرَفَ.

৬১২। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর নানী মুলায়কা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাবারের দাওয়াত করলেন, যা তিনি তৈরী করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহার করার পর বললেন : তোমরা দাঁড়াও। আমি তোমাদের সাথে নামায পড়বো। আনাস বলেন, আমি উঠলাম এবং দীর্ঘ দিন ব্যবহারের দরুন কালো হয়ে যাওয়া আমাদের মাদুরটির ওপর পানি ঢেলে দিলাম। তার ওপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন। আমি ও ইয়াতীম (আনাসের ভাই) তাঁর পেছনে দাঁড়িলাম। আর বৃদ্ধা নানী দাঁড়ালেন আমাদের পেছনে। তিনি দুই রাকআত নামায পড়লেন, অতঃপর চলে গেলেন।

টীকা : এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, কোন বিছানায় নামায পড়া জায়েয, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার নাপাক হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানা যায়। আর মহিলাদেরকে বালকদের পেছনে দাঁড় করাতে হয়। আর যদি একজন মহিলা ও একটি বালক হয়, তাহলে বালক পুরুষের পাশে দাঁড়াবে এবং মহিলা তাদের পিছনে দাঁড়াবে।

٦١٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ هَارُونَ  
بْنِ عَنْتَرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتَأْذَنَ عَلْقَمَةُ  
وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ كُنَّا أَطْلُنَا الْقُعُودَ عَلَى بَابِهِ فَخَرَجَتْ  
الْجَارِيَةُ فَاسْتَأْذَنْتْ لَهُمَا فَآذِنَ لَهُمَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بَيْنِي وَبَيْنَهُ ثُمَّ  
قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ.

৬১৩। আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলকামা ও আল-আসওয়াদ (র) আবদুল্লাহ (রা)-র ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি চাইলেন। আমরা দীর্ঘক্ষণ তার দরোয়ায় বসে থাকলাম। একটি বাঁদী বের হয়ে আসলো। সে তাদের জন্য (আবদুল্লাহর নিকট) অনুমতি প্রার্থনা করলো। তিনি তাদের প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তারপর তিনি আলকামা ও আল-আসওয়াদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন, তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একরূপই করতে দেখেছি।

টীকা : এ হাদীস থেকে জানা গেল, ইমামের সাথে দুইজন মোজাদী হলে তারা ইমামের দুই পাশে অথবা পেছনে দাঁড়াতে পারে। তবে দু'য়ের বেশি হলে তাদেরকে ইমামের পেছনেই দাঁড়াতে হবে।



### بَابُ الْأِمَامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

অনুচ্ছেদ-৭২ : সালাম ফিরানোর পর ইমামের নামাযীদের দিকে ঘুরে বসা

৬১৪- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ سَفْيَانَ حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا انْصَرَفَ انْحَرَفَ.

৬১৪। জাবির ইবনে ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়েছি। তিনি নামায শেষে আমাদের দিকে ফিরে বসতেন।

৬১৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ نَا مِسْعَرُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْبَرَاءِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ فَيُقْبَلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৬১৫। আল-বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়তাম, তখন আমরা তাঁর ডান দিকে থাকতে পছন্দ করতাম। যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামাযশেষে) আমাদের দিকে মুখ করে বসেন।

### بَابُ الْأِمَامِ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ

অনুচ্ছেদ-৭৩ : ইমামের নিজ জায়গাতে নফল নামায পড়া

৬১৬- حَدَّثَنَا أَبُو تَوْعْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ ثَنَا عَطَاءُ الْخُرَّاسَانِيُّ عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي الْأِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَطَاءُ الْخُرَّاسَانِيُّ لَمْ يَدْرِكِ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ.

৬১৬। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইমাম যেখানে (দাঁড়িয়ে) ফরয নামায আদায় করেছে, সেখান থেকে না সরে অন্য কোন নামায পড়বে না। আবু দাউদ (র) বলেন, আতা আল-খুরাসানী (র) মুগীরা ইবনে শো'বা (রা)-র সাক্ষাত লাভ করেননি।

بَابُ الْأِمَامِ يُحَدِّثُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ رَكْعَةٍ

অনুচ্ছেদ-৭৪ : শেষ রাকআতের সিজদার পর ইমামের উষু ছুটে গেলে

٦١٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ثَنَا زُهَيْرٌ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ وَبُكْرٍ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى الْأِمَامُ الصَّلَاةَ وَقَعَدَ فَأَحَدَتْ قِبَلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِنْ أُمَّتِ الصَّلَاةِ.

৬১৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইমাম যখন নামায সমাপন করে এবং শেষ বৈঠকে থাকে, তখন যদি কোনরূপ কথা বলার (সালাম ফিরানোর) আগেই তার উষু ছুটে যায়, তাহলে তার এবং যারা তার পেছনে নামায পড়েছে তাদেরও নামায পূর্ণ হয়ে যাবে।

টীকা : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, সালামের শব্দ উচ্চারণ করা ফরয নয়। ইমাম আবু হানীফাও এ অভিমত পোষণ করেন। তবে অধিকাংশ আলেমের মতে সালামের শব্দ বলা ফরয। তাদের দলীল পরবর্তী হাদীস।

بَابُ تَحْرِيمِهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلِهَا التَّسْلِيمُ

অনুচ্ছেদ-৭৫ : তাকবীর হলো নামাযের তাহরীম (শুরু) এবং সালাম হলো তাহলীল (সমাপ্তি)

٦١٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

৬১৮। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নামাযের কুঞ্জি হলো তাহারাৎ। নামাযের তাহরীম হলো তাকবীর, আর তার তাহলীল হলো সালাম।

টীকা : অর্থাৎ আদ্বাহ আকবার বলে নিরাত বাঁধার সাথে সাথে নামায বহির্ভূত যাবতীয় কাজ হারাম হয়ে যায়। এজন্যই এটাকে বলা হয় তাকবীরে তাহরীমা। আর আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহ্মাতুল্লাহ বলে সালাম ফেরানোর সাথে সাথে হারাম হওয়া যাবতীয় কাজই হালাল হয়ে যায়।

بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمَأْمُومُ مِنْ اتِّبَاعِ الْأِمَامِ

অনুচ্ছেদ-৭৬ : মোক্তাদীকে কঠোরভাবে ইমামের অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে

৬১৭- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبَادِرُونِي بِرُكُوعٍ وَلَا بِسُجُودٍ فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبَقَكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تَدْرِكُونِي بِهِ وَإِذَا رَفَعْتُ إِنِّي قَدْ بَدَنْتُ.

৬১৯। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার আগে তোমরা রুকুও করবে না এবং সিজদাও করবে না। আমি তোমাদের চেয়ে যতটুকু আগে রুকুতে যাবো, তোমরা ততটুকু সময় পেয়ে যাবে যখন আমি তোমাদের আগে মাথা তুলবো। কেননা আমি যে কিছুটা ভারী হয়ে গিয়েছি।

টীকা : অর্থাৎ যেকোনো তোমরা আমার পরে রুকুতে যাচ্ছে, তদ্রূপ রুকু থেকে মাথাও তুলছো আমার পরে। কাজেই রুকুতে তোমরা সময় কম পাবে, তার আশংকা তো থাকছে না।

৬২০- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ يَخْطُبُ النَّاسَ قَالَ ثَنَا الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا رَفَعُوا رُؤُسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامُوا قِيَامًا فَإِذَا قَدْ سَجَدَ سَجَدُوا.

৬২০। অতীব সত্যবাদী আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যখন রুকু থেকে মাথা তুলতেন, তখন তারা যথারীতি (সোজা হয়ে) দাঁড়াতেন। তারা যখন দেখতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় গিয়েছেন তখন তারাও সিজদায় যেতেন।

৬২১- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ الْمَعْنَى قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيَانَ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ زُهَيْرُ ثَنَا الْكُوفِيُّونَ أَبِيَانَ وَغَيْرُهُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ

قَالَ كُنَّا نُصَلِّيُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَحْنُو أَحَدٌ مَنَا ظَهْرَهُ حَتَّى يَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ.

৬২১। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তাম। আমাদের মধ্যে কেউই রুকুতে যেতে পিঠ ঝুঁকাতো না, যতক্ষণ না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রুকুতে দেখতে পেত।

٦٢٢- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ثَنَا أَبُو اسْحَاقَ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دِنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ عَلَى الْمَنْبَرِ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَكَعَ رَكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى يَرَوْنَهُ قَدْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ يَتَّبِعُونَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৬২২। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু করতেন, তখন তারাও রুকু করতেন। তিনি যখন “সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ” বলতেন, তখন তারা দাঁড়িয়েই থাকতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জমিনে কপাল রাখতেন (সিজদায় চলে যেতেন), তখন তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতেন।

بَابُ التَّشْدِيدِ فِيمَنْ يَرْفَعُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

অনুচ্ছেদ-৭৭ : যে ব্যক্তি ইমামের আগে মাথা উঠায় বা নামায তার সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারী

٦٢٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا يَخْشَى أَوْ أَلَا يَخْشَى أَحَدَكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يُحَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ.

৬২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াল্লাহু বলেছেন : তোমাদের কি ভয় হয় না যে, ইমাম সিজদায় থাকাকালীন কেউ যদি মাথা তোলে, তবে আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথায় অথবা তার আকৃতিতে গাধার আকৃতিতে পরিবর্তিত করে দিবেন!

৬২৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا حَفْصُ بْنُ بُغَيْلٍ الدَّهْنِيُّ ثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْتِصَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ.

৬২৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহিত করেছেন এবং নামাযের পর তাঁর চলে যাবার পূর্বেই তাদের চলে যেতে নিষেধ করেছেন।

টীকা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পর অপেক্ষা করতেন। মহিলারা চলে গেলে তিনি এবং অন্যান্য লোক উঠতেন। পুরুষ লোকদেরও তিনি দেরি করে বের হতে বলতেন। নামাযের পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করাতে বিশেষ সওয়াবও রয়েছে।

بَابُ جُمَاعِ أَثْوَابِ مَا يُصَلِّي فِيهِ

অনুচ্ছেদ-৭৮ : নামায বৈধ হওয়ার জন্য যতটুকু কাপড় জরুরী

৬২৫- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ.

৬২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক কাপড়ে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের প্রত্যেকের নিকট কি দু'টি করে কাপড় আছে?

টীকা : ইমাম নবী (র) বলেন, এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, এক কাপড়ে নামায পড়া জায়েয, তবে দুই কাপড়ে পড়া উত্তম।

৬২৬- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلُّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

৬২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ এক কাপড়ে যেন নামায না পড়ে— এভাবে যে, তার কাঁধে এর কিছুই থাকে না।

৬২৭- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَا يَحْيَى ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْمَعْنَى عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ فَلْيُخَالِفْ بِطَرْفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

৬২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন এক কাপড়ে নামায পড়ে, তখন সে যেন কাপড়ের ডান পাশকে বাম কাঁধের ওপর এবং বাম পাশকে ডান কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে দেয়।

৬২৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا مُخَالِفًا طَرْفَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ.

৬২৮। উমার ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক কাপড়ে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি কাপড়টিকে গায়ে জড়িয়ে নিতেন এবং তার ডান পাশকে বাম কাঁধের ওপর ও বাম পাশকে ডান কাঁধের ওপর ফেলে দিতেন।

৬২৯- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنْفِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهُ مَا تَرَى فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ قَالَ فَاطَّلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارَهُ طَارِقَ بِهِ رِدَاءَهُ فَاشْتَمَلَ بِهِمَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَنْ قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ أَوْكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ.

৬২৯। কায়েস ইবনে তালাক (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর নবী! এক কাপড়ে নামায পড়া সম্পর্কে আপনার কি অভিমত?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ইজারের ওপর চাদর ছেড়ে দিলেন এবং উভয়টিকে একত্র করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আব্দুল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামায পড়ালেন। নামায শেষে তিনি বললেন : তোমাদের প্রত্যেকের নিকট কি দু'টি করে কাপড় আছে?

بَابُ الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثُّوبَ فِي قَفَاهُ ثُمَّ يُصَلِّيُ

অনুচ্ছেদ-৭৯ : যে ব্যক্তি তার ঘাড়ের পিছন দিকে কাপড় বেঁধে নামায পড়ে

৬৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجَالَ عَاقِدِي أَرْزُهُمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ مِنْ ضَبِيقِ الْأَزْرِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ كَأَمْثَالِ الصَّبِيَّانِ فَقَالَ قَائِلٌ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَرْفَعَ الرَّجَالُ.

৬৩০। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি লোকদের দেখলাম, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে তাদের ঘাড়ে ইয়ার বেঁধে নামায পড়ছে। আর ইয়ার ছিল অপ্রশস্ত। এ অবস্থায় তারা বালকদের ন্যায় নামায পড়ছিল। এতে একজন বললো, হে নারী সমাজ! তোমরা মাথা তুলো না, যতক্ষণ না পুরুষরা তোলে।

بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّيُ فِي ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ-৮০ : নামাযীর কাপড়ের কিছু অংশ অন্যের গায়ে ধাকা

৬৩১- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَى.

৬৩১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কাপড়ে নামায পড়লেন। তার কিছু অংশ ছিল আমার গায়ে।

بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّيُ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ

অনুচ্ছেদ-৮১ : যে ব্যক্তি একটি মাত্র জামা পরে নামায পড়ে

৬৩২- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى

بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ  
أَصِيدُ أَفْأَصِلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ قَالَ نَعَمْ وَأَزْرُرُهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ.

৬৩২। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি (পশু-পাখি) শিকার করে থাকি। আমার জন্য কি এক জামায় নামায পড়ার অনুমতি আছে? তিনি বলেন : হ্যাঁ। তবে একটি কাঁটা দিয়ে হলেও তা আটকিয়ে নিবে (যাতে সতর খুলে না যায়)।

٦٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ بَزْزِيعٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ  
إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَوْمَلٍ الْعَامِرِيِّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ وَهُوَ أَبُو  
حَوْمَلٍ (وَالصَّوَابُ أَبُو حَرْمَلٍ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي  
بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَّنَّا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ  
فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ.

৬৩৩। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) একটি মাত্র জামা পরে আমাদের ইমামতি করলেন, তার দেহে কোন চাদর ছিল না। নামাযশেষে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি জামা পরে নামায পড়তে দেখেছি।

টীকা : জামা যদি লম্বা হয়, সতর ঢাকার ব্যাপারে কোনরূপ অসুবিধা না হয় তাহলে একটি মাত্র জামা পরে নামায পড়া জায়েয।

بَابُ إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيْقًا يَتَزَرُّ بِهِ

অনুচ্ছেদ-৮২ : কাপড় অপরিষ্কার হলে তা লুঙ্গি হিসাবে পরবে

٦٣٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَيَحْيَى بْنُ  
الْفَضْلِ السَّجِسْتَانِيُّ قَالُوا ثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا يَعْقُوبُ  
بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ  
قَالَ أَتَيْتَنَا جَابِرٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سِرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَقَامَ يُصَلِّي وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ ذَهَبَتْ  
أَخَالَفَ بَيْنَ طَرْفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ لِي وَكَانَتْ لَهَا ذَبَابٌ فَنَكَسْتُهَا ثُمَّ  
خَالَفْتُ بَيْنَ طَرْفَيْهَا ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا لَا تَسْقُطُ ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى



قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِي  
فَادَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَجَاءَ ابْنُ صَخْرٍ حَتَّى قَامَ عَنْ  
يُسَارِهِ فَأَخَذَنَا بِيَدَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ قَالَ وَجَعَلَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُنِي وَأَنَا لَا أَشْعُرُهُ ثُمَّ فَطِنْتُ بِهِ  
فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ أَتَزَّرَ بِهَا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ يَا جَابِرُ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا كَانَ وَأَسِعًا فَخَالَفْ  
بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَإِذَا كَانَ ضَيْقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حِقْوِكَ.

৬৩৪। উবাদা ইবনুল্লহ ওয়ালাদ ইবনে উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট গেলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক জিহাদে গেলাম। তিনি নামায পড়তে দাঁড়ালেন। আমার গায়ে একটি চাদর ছিল। আমি তার দুই প্রান্ত দুই কাঁধের ওপর দেয়ার চেষ্টা করছিলাম। তা দিয়ে (ছোট ছিল বিধায়) আমার শরীর ঢাকা যাচ্ছিল না। তবে তাতে আঁচল লাগানো ছিল। আমি তা উল্টে নিলাম এবং দুই বিপরীত দিকে দুই কাঁধের ওপর তার দুই মাথা ফেলে দিলাম। তারপর আমি ঝুঁকে গেলাম এবং চিবুক দ্বারা তা চেপে ধরে রাখলাম, যাতে পড়ে না যায়। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বামপাশে গিয়ে দাঁড়িলাম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে ঘুরিয়ে এনে তাঁর ডানপাশে দাঁড় করালেন। পরে ইবনে সাখরা এসে তাঁর বামপাশে দাঁড়ালো। তিনি তাঁর দুই হাতে আমাদের উভয়ের হাত ধরে তাঁর পেছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি লক্ষ্য করছিলেন। আমি বুঝতেই পারি নাই, পরে বুঝলাম। তিনি ইশারায় আমাকে বললেন : ওটাকে ‘তহ্বন্দ’ বানিয়ে নাও। নামাযশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে জাবির! আমি বললাম, আমি হাযির, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : চাদর যখন প্রশস্ত হয়, তখন তার দুই মাথা বিপরীতভাবে দুই কাঁধের ওপর দাও, আর যখন অপরিষ্কার হয় তখন কোমরে বেঁধে নাও। টীকা : এ হাদীস থেকে জানা গেল, ইমামের সাথে দুইজন মোকাদ্দী হলে ইমাম আগে দাঁড়াবে এবং তাঁরা তার পেছনে দাঁড়াবে। তবে ডানে-বায়ে দাঁড়ানোও জায়েয।

٦٣٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ  
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ  
عُمَرُ إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ  
فَلْيَتَزَّرْ بِهِ وَلَا يَشْتَمِلْ اِسْتِمَالُ الْيَهُودِ.

৬৩৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন অথবা উমার (রা) বলেছেন, তোমাদের কারো নিকট যদি দু'টি কাপড় থাকে, তাহলে ঐগুলো পরেই যেন সে নামায পড়ে। আর যদি একটি মাত্র কাপড় থাকে, তাহলে তা দ্বারা সে যেন জুঙ্গি বানিয়ে নেয় এবং ইহুদীদের ন্যায় দুই কাঁধে ঝুলিয়ে না দেয়।

টীকা : ইহুদীরা কাপড় নিয়ে গায়ে জড়িয়ে দেয় এবং তার দুই পাশ দুই কাঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় নামায পড়ে।

৬৩৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهَلِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو تَمِيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ ثَنَا أَبُو الْمُنَيْبِ عَبِيدُ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلَّى فِي لِحَافٍ وَلَا يَتَوَشَّحُ بِهِ وَالْآخِرَ أَنْ يُصَلَّى فِي سَرَاوِيلٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ.

৬৩৬। আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন একটি মাত্র চাদরে নামায পড়তে যদি তার দুই বিপরীত দিক দুই কাঁধের সাথে না বাঁধা হয়। তিনি আরো নিষেধ করেছেন, গায়ে চাদর না পরে শুধুমাত্র পাজামা পরে নামায পড়তে।

### بَابُ الْأَسْبَالِ فِي الصَّلَاةِ

অনুবাদ-৮৩ : নামাযে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া

৬৩৭- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلَاتِهِ خِيَلَاءَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ عَزُّ وَجَلَّ ذِكْرُهُ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَامٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ مَوْفُوقًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْهُمْ حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ وَحَمَادُ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُو الْأَخْوَصِ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ.

৬৩৭। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি অহংকারবশত নামাযের মধ্যে তার পাজামা/জুঙ্গি (পায়ের গিরার নিচে) ঝুলিয়ে দেয়, মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতও হালাল করবেন না এবং জাহান্নামও হারাম করবেন না।

আবু দাউদ (র) বলেন, একদল রাবী আসেম (র)-এর সূত্রে হাদীসটি মওকূফ অর্থাৎ ইবনে মাসউদ (রা)-র বক্তব্যরূপে বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইবনে সালামা, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ, আবুল আহওয়াস ও আবু মুআবিয়া (র) প্রমুখ তাদের অন্তর্ভুক্ত।

টীকা : অথবা এর অর্থ হলো : আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করবেন না এবং বদ আমল থেকেও হেফাজত করবেন না।

৬৩৮- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا أَبَانُ ثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلًا إِزَارَهُ إِذْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ ثُمَّ قَالَ إِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ أَمْرَتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَكَتَ عَنْهُ قَالَ إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرَهُ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ.

৬৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি তার লুঙ্গি (পায়ের গোছার নিচে) ঝুলিয়ে দিয়ে নামায পড়ছিল। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : যাও, উযু করে আসো। লোকটি উযু করে আসলে তিনি আবার বললেন : যাও উযু করো। সে গিয়ে আবার উযু করলো এবং ফিরে আসলো। একজন বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তাকে কেন উযু করতে বললেন? তিনি বলেন : সে তার লুঙ্গি ঝুলিয়ে নামায পড়ছিল। আর মহান আল্লাহ লুঙ্গি ঝুলিয়ে নামায আদায়কারীর নামায কবুল করেন না।

টীকা : সাধারণত অহংকার ও আত্মগরিভা প্রকাশের উদ্দেশ্যে লুঙ্গি-পাজামা ঝুলিয়ে পরার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কখনো তা এতদূর ঝুলিয়ে দেয়া হয় যে, মাটির সাথে হেঁচড়াতে থাকে। এখানে এ ধরনের লোকের কথা বলা হয়েছে।

بَابُ فِي كَيْفِ تَصَلِّيِ الْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ-৮৪ : মহিলারা কয়টি কাপড় পরে নামায পড়বে?

৬৩৯- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ عَنْ أُمِّهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ مَاذَا تَصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَتْ تَصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالذَّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظَهْرَ قَدَمَيْهَا.

৬৩৯। মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদ ইবনে কুনফুয (র) থেকে তার মাতার সূত্রে বর্ণিত। তার

মাতা উম্মু সালামা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, মহিলারা ক'টি কাপড় পরিধান করে নামায পড়তে পারে? তিনি বললেন, এক ওড়না ও এক জামা পরে নামায পড়তে পারে, যে জামা হবে পূর্ণ এবং লম্বা হবে এরূপ যে, পায়ের উপরি ভাগ তা দ্বারা ঢেকে যায়।

৬৬. حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى ثَنَا عُمَانَ بْنُ عُمَرَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُصَلِّي الْمَرَأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ قَالَ إِذَا كَانَ الدَّرْعُ سَابِغًا يَغْطِي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي ذَنْبٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ لَمْ يَذْكَرْ أَحَدًا مِنْهُمْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَرُوا بِهِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ.

৬৪০। মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদ (র) একই হাদীস বর্ণনা করেছেন, উম্মু সালামা (রা)-র সূত্রে। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, মহিলারা কি ইয়ার ছাড়া শুধুমাত্র এক জামা ও এক ওড়নাতে নামায পড়তে পারে? তিনি বলেন : জামা যদি এতখানি লম্বা হয় যে, পায়ের উপরিভাগ পর্যন্ত ঢেকে যায়, তাহলে পড়তে পারে।

بَابُ الْمَرَأَةِ تَصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ

অনুচ্ছেদ-৮৫ : খোলা মাথায় মহিলাদের নামায পড়া

৬৬১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ثَنَا حَمَادُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৬৪১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আলাহ ওড়না ছাড়া প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার নামায কবুল করেন না।

৬৬২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ

أَنَّ عَائِشَةَ نَزَلَتْ عَلَى صَفِيَّةَ أُمَّ طَلْحَةَ الطَّلْحَاتِ فَرَأَتْ بَنَاتًا لَهَا  
فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ وَفِي حُجْرَتِي  
جَارِيَةٌ فَأَلْقَى إِلَيَّ حَقْوَهُ وَقَالَ لِي شَقِيهِ بِشَقَّتَيْنِ فَأَعْطِي هَذِهِ نِصْفًا  
وَالْفَتَاةَ الَّتِي عِنْدَ أُمَّ سَلْمَةَ نِصْفًا فَإِنِّي لَا أَرَاهَا إِلَّا قَدْ حَاضَتْ أَوْ لَا  
أَرَاهُمَا إِلَّا قَدْ حَاضَتَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ  
بْنِ سَيْرِينَ.

৬৪২। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তালহার মা সাফিয়্যার নিকট গেলেন। তিনি সাফিয়্যার মেয়েদের দেখে বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে আসলেন। তখন আমার নিকট একটি বালিকা ছিল। তিনি আমাকে তার একখানা লুথগি দিয়ে বলেন : এটিকে চিরে দুই টুকরা করে এক টুকরা এই বালিকাটিকে দাও, অপরটি উম্মে সালামার নিকট যে বালিকা রয়েছে তাকে দাও। কেননা আমি তাকে অথবা তাদের উভয়কে প্রাণ্ডবয়স্কা মনে করি। আবু দাউদ বলেন, একরূপই বর্ণনা করেছেন হিশাম (র) মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) থেকে।

### بَابُ السُّدْلِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ-৮৬ : নামাযরত অবস্থায় দেহের উপরিভাগ থেকে নিচের দিকে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া

٦٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ  
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ سَلِيمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِبْرَاهِيمُ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السُّدْلِ  
فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يَغْطَى الرَّجُلُ فَاهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عِيسَى عَنْ  
عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ  
السُّدْلِ فِي الصَّلَاةِ.

৬৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে কাপড় উপর থেকে নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন এবং নামাযে মুখ ঢেকে রাখতেও নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ বলেন, এ হাদীসই ইস্‌ল (র) আতা (র)-র মাধ্যমে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন নামাযের মধ্যে কাপড় ঝুলিয়ে দিতে।

টীকা : খাতাবী বলেন, এর মানে হলো : কাপড় এমনভাবে বুলিয়ে দেয়া যাতে তা মাটির সাথে লেগে যায়। এটা সাধারণত অহংকারবশতই করা হয়ে থাকে। নিহায়া গ্রহে রয়েছে : গায়ে কাপড় জড়িয়ে উপর থেকে নিচের দিকে ছেড়ে দেয়া, যেরূপ ইহুদীরা করে থাকে। কেউ কেউ কাপড় খুলানো বলতে মাথার ওপর চাদর জড়িয়ে তা নিচের দিকে প্রলম্বিত করে দেয়াকে বুঝিয়েছেন। কেউ বলেছেন, জুক্বায় এটা হয়, সাধারণত জুক্বা পরে আন্তিনের ভেতরেই হাত রাখার ঘারা।

৬৪৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى بْنِ الطَّبَّاعِ ثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّي سَادِلًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عِيسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السُّدْلِ فِي الصَّلَاةِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى بْنِ الطَّبَّاعِ ثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّي سَادِلًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا يُضَعَّفُ ذَلِكَ الْحَدِيثُ.

৬৪৪। ইবনে জুরায়েজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অধিকাংশ সময় 'আতা (র)-কে কাপড় বুলিয়ে দিয়ে নামায পড়তে দেখেছি। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) নামাযরত অবস্থায় কাঁধের উপর থেকে কাপড় বুলিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, 'আতা (র)-এর এই আচরণ আবু হুরায়রা (রা)-র ঐ হাদীসকে দুর্বল করেছে।

### بَابُ الصَّلَاةِ فِي شَعْرِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-৮৭ : স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্রের অংশবিশেষের উপর নামায পড়া

৬৪৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ثَنَا أَبِي ثَنَا الْأَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ سَيْرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي فِي شَعْرِنَا أَوْ لِحْفِنَا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ثَنَا أَبِي.

৬৪৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পরিধেয় বস্ত্রে বা আমাদের লেপের উপর নামায পড়তেন না।

### بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَاقِصًا شَعْرَهُ

অনুচ্ছেদ-৮৮ : পুরুষ লোকের চুলের ঝুঁটি বেঁধে নামায পড়া

৬৪৬- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّه رَأَى أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَهُوَ يُصَلِّي قَائِمًا وَقَدْ غَرَزَ ضَفْرَهُ فِي قَفَاهُ فَحَلَّهَا أَبُو رَافِعٍ فَالْتَفَتَ حَسَنٌ إِلَيْهِ مُغْضِبًا فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ أَقْبِلْ عَلَيَّ صَلَوَتِكَ وَلَا تَغْضِبْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ يَعْنِي مَقْعَدَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي مَغْرَزَ ضَفْرِهِ.

৬৪৬। সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ আল-মাকবুরী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্ত দাস আবু রাফে (রা)-কে হাসান ইবনে আলী (রা)-র নামাযরত অবস্থায় তার পাশ দিয়ে যেতে দেখলেন। তিনি গর্দানের পেছনে চুলের ঝুটি বেঁধে নামায পড়ছিলেন। আবু রাফে (রা) তা খুলে দিলেন। এতে হাসান (রা) তার প্রতি রাগতঃভাবে তাকালেন। আবু রাফে (রা) বলেন, নামায পড়ো, গোঁষা হয়ো না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : এটা (অর্থাৎ চুলের ঝুটি) হচ্ছে শয়তানের ঘাঁটিবিশেষ।

٦٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ بَكِيرًا حَدَّثَهُ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأَاهُ مَعْقُوصٌ مِّنْ وَرَائِهِ فَقَامَ وَرَاءَهُ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ وَأَقْرَهُ لَهُ الْأَخْرُ فَلَمَّا انصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَا لَكَ وَرَأَيْتُ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الذِّي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ.

৬৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল হারিসকে নামায পড়তে দেখলেন। তার মাথার চুল পেছন দিক থেকে বাঁধা ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) তার পেছনে দাঁড়িয়ে তা খুলতে লাগলেন। তিনি চুপচাপ থাকলেন। নামায শেষ করে তিনি ইবনে আব্বাসের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আপনি আমার মাথা স্পর্শ করলেন কেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে লোক চুলের ঝুটি বেঁধে নামায পড়ে তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার হাত তার পেছনে বাঁধা রয়েছে, আর এ অবস্থায় সে নামায পড়ছে।

بَابُ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلِ

অনুচ্ছেদ-৮৯ : জুতা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়া জায়েয

٦٤٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ

بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ سَفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفَتْحِ وَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ .

৬৪৮। আবদুল্লাহ ইবনুস সায়েব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর জুতাজোড়া তাঁর বাম পাশে রেখে নামায পড়তে দেখেছি।

٦٤٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عَاصِمٍ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادٍ بْنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سَفْيَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ الْمُسَيْبِيُّ الْعَابِدِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ مُوسَى وَعِيسَى ابْنِ عَبَّادٍ يَشْكُ أَوْ اخْتَلَفُوا أَخَذَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةً فَحَذَفَ فَرَكَعَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ لِذَلِكَ .

৬৪৯। আবদুল্লাহ ইবনুস সায়েব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন আমাদের ফজরের নামায পড়ালেন। নামাযে তিনি সূরা আল-মুমিনুন থেকে পড়া শুরু করলেন। যখন তিনি মুসা ও হারুন (আ)-এর কিছা অথবা মুসা ও ইসা (আ)-এর কিছা পর্যন্ত পৌছলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাশি আরম্ভ হলো। তিনি কিরাআত ছেড়ে দিলেন ও রুকু করলেন। আবদুল্লাহ ইবনুস সায়েব তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

٦٥٠- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمَ ذَلِكَ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ مَا حَمَلَكُمُ عَلَى النَّائِكُمْ نِعَالَكُمْ قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جِبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا



أَوْ قَالَ أَدَى وَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَدْرًا أَوْ أَدَى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا.

৬৫০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিয়ে নামায পড়ছিলেন। হঠাৎ তিনি তাঁর জুতা জোড়া খুলে তাঁর বাম পাশে রেখে দিলেন। লোকেরা এটা দেখে তারাও তাদের জুতা খুলে রেখে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযশেষে বলেন : তোমরা তোমাদের জুতা খুলে ফেললে কেন? তারা বললো, আমরা আপনাকে আপনার জুতা জোড়া খুলে রেখে দিতে দেখেছি। তাই আমরাও আমাদের জুতা খুলে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমার নিকট জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে আমাকে জানালেন, আপনার জুতাঘরে নাপাকি আছে (তাই আমি তা খুলে ফেলেছি)। তিনি আরো বললেন : তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন যেন সে তার জুতা জোড়া দেখে নেয়। তাতে কোনরূপ ময়লা বা নাপাকি দেখতে পেলে তা যেন জমিনে রগড়ে নেয়, তারপর ঐগুলো পরে নামায পড়ে।

টীকা : সাহাবীরা মনে করেছিলেন, জুতা পরে নামায পড়া নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই তারা জুতা খুলে ফেলেছিলেন। না জেনে নাপাকি কাপড় বা জুতা পরে অথবা নাপাকি জায়গাতে নামায পড়ে ফেললে নামায হয়ে যাবে। শাফিঈ (র)-এরও এটাই প্রাচীন মত। এ হাদীস থেকেও তাই প্রমাণিত হয়।

৬৫১- حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا أَبَانُ ثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا قَالَ فِيهِمَا خُبْتُ قَالَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ خُبْتُ.

৬৫১। বাক্কর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্বানুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তাতে রয়েছে : জুতা দু'টিতে নাপাকি রয়েছে, দুই জায়গাতেই একই শব্দ ('খুবসুন') ব্যবহৃত হয়েছে।

৬৫২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونِ الرَّمْلِيِّ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَائِهِمْ.

৬৫২। ইয়ালা ইবনে শাদ্দাদ ইবনে আওস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা ইহুদীদের বিপরীত করো। তারা জুতা ও মোজা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়ে না।

৬৫৩- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُسَيْنِ

الْمُعَلَّمُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا.

৬৫৩। আমার ইবনে শুআইব (র) থেকে পরীয়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো খালি পায়ে আবার কখনো জুতা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছি।

بَابُ الْمُصَلِّي إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يَضَعُهُمَا

অনুচ্ছেদ-৯০ : নামাযী তার জুতা খুলে কোথায় রাখবে?

৬৫৪- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتَمٍ أَبُو عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعُ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَتَنَكُّونَ عَنْ يَمِينٍ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ وَلِيَضَعَهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ.

৬৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ার ইচ্ছা করে, সে যেন তার ডান পাশে জুতা না রাখে, তার বাম দিকেও যেন না রাখে। কারণ তা অন্যের ডান পাশে হবে। তবে বাম পাশে যদি কেউ না থাকে (তাহলে বাম পাশে রাখা যেতে পারে), বরং উভয় পায়ের মধ্যখানে রাখবে।

৬৫৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ ثَنَا بَقِيَّةٌ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِبُهُمَا أَحَدًا لِيَجْعَلَهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلَ فِيهِمَا.

৬৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কেউ যখন নামায পড়ার ইচ্ছা করে ও জুতা খোলে, সে যেন তা দিয়ে অন্যকে কষ্ট না দেয়, বরং জুতা দুটিকে যেন দুই পায়ের মাঝখানে রেখে দেয় অথবা তা পরেই নামায পড়ে নেয়।

## بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ-৯১ : ছোট চাটাইয়ে নামায পড়া

৬৫৬- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ حَدَّثْتَنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ.

৬৫৬। মায়মূনা বিনতুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়তেন, আর আমি হায়েয অবস্থায় তার পাশেই থাকতাম। কখনো বা তাঁর কাপড় আমার গায়ে লেগে যেত- যখন তিনি সিজদা করতেন। আর তিনি নামায পড়তেন (খেজুরপাতার ছোট) চাটাইয়ের উপরও।

## بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

অনুচ্ছেদ-৯২ : চাটাইয়ের উপর নামায পড়া

৬৫৭- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ثَنَا أَبِي ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ ضَخْمٌ وَكَانَ ضَخْمًا لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ وَمَنْعَ لَهُ طَعَامًا وَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّ حَتَّى أَرَاكَ كَيْفَ تُصَلِّي فَاقْتَدَيْتُ بِكَ فَتَضَحَّوْا لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ كَانَ لَهُمْ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَلَانَ ابْنُ الْجَارُودِ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَكَانَ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَ لَمْ أَرَهُ صَلَّى إِلَّا يَوْمَئِذٍ.

৬৫৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক স্থলকায় আনসারী ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একজন স্থলকায় পুরুষ। আপনার সাথে নামায পড়ার ক্ষমতা আমার নেই। সে লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খানা তৈয়ার করলো এবং তাঁকে তার বাড়ীতে যেতে আহ্বান করলো ও বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এখানে নামায পড়ুন। যাতে আমি জেনে নিতে পারি, আপনি কিভাবে নামায পড়েন এবং যাতে আমি আপনার অনুসরণ করতে পারি। লোকেরা তাঁর জন্য একটি (বড়) চাটাইয়ের একাংশ খুইল। তাতে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকআত নামায পড়লেন। ইবনুল জারুদ (র) আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে

বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি চাশতের নামায পড়তেন? তিনি বলেন, আমি তো তাঁকে ঐদিন ছাড়া আর কখনো এই সময় নামায পড়তে দেখিনি।

৬৫৮- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ ثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ أُمَّ سَلِيمٍ فَتَدْرِكُهُ الصَّلَاةُ أَحْيَانًا فَيُصَلِّي عَلَى بَسَاطٍ لَنَا وَهُوَ حَصِيرٌ تَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ .

৬৫৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু সুলাইম (রা)-র সাক্ষাতে যেতেন। কখনো বা নামাযের সময় হয়ে যেত। তিনি তখন নামায পড়ে নিতেন একটি ফরাশ বা চাটাইয়ের ওপর। উম্মু সুলাইম (রা) সেটিকে পানি দ্বারা ধুয়ে দিতেন।

৬৫৯- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسِرَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِمَعْنَى الْأِسْنَادِ وَالْحَدِيثِ قَالَا ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ يُونُسَ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ وَالْفُرْوَةِ الْمَدْبُوعَةِ .

৬৫৯। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তেন চাটাই ও প্রক্রিয়াজাত করা শোমবিশিষ্ট চামড়ার ওপর।

بَابُ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى ثَوْبِهِ

অনুচ্ছেদ-৯৩ : কোন ব্যক্তি তার পরনের কাপড়ে সিজদা করলে

৬৬০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا بِشْرُ يَعْنِي ابْنَ الْمُفْضِلِ ثَنَا غَالِبُ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَاذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .

৬৬০। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা প্রচণ্ড গরমের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তাম। আমাদের কেউ যখন গরমের দরুন জমিনে সিজদা করতে পারতো না তখন পরিধেয় বস্ত্রের উপর সিজদা করতো।

## تَفْرِيعُ أَبْوَابِ الصُّفُوفِ

### بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

অনুচ্ছেদ-৯৪ : নামাযের কাতার সোজা করা

৬৬১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ سَأَلْتُ سَلِيمَانَ الْأَعْمَشَ عَنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فِي الصُّفُوفِ الْمُقَدَّمَةِ فَحَدَّثَنَا عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْقَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَصْفُونَ كَمَا تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قُلْنَا وَكَيْفَ تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْمُقَدَّمَةَ وَيَتَرَأَّصُونَ فِي الصَّفِّ.

৬৬১। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা কি কাতারবদ্ধ হবে না যে রূপ ফেরেশতারা কাতারবদ্ধ হয়ে থাকে তাদের প্রতিপালকের নিকট? আমরা বললাম, ফেরেশতারা কিরূপে কাতারবদ্ধ হয় তাদের প্রতিপালকের নিকট? তিনি বলেন : সর্বাত্মে তারা প্রথম কাতার পূর্ণ করে, তারপর পরবর্তী কাতার, তারপর এর পরের কাতার। আর তারা পরস্পর মিলে মিলে দাঁড়ায়।

৬৬২- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْجَدَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلَاثًا وَاللَّهِ لَتَقِيمَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ.

৬৬২। আবুল কাসেম আল-জাদালী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নু'মান ইবনে বশীর (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনবার বললেন : তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা কর। আঙ্গাছুর শপথ! অবশ্যই তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা কর। অন্যথায় আঙ্গাছুর তোমাদের অন্তরের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করে দেবেন। নু'মান (রা) বলেন, আমি এক লোককে

দেখলাম, সে তার সঙ্গীর বাহুমূলের সাথে নিজের বাহুমূল, তার হাঁটুর সাথে নিজের হাঁটু এবং তার গোড়ালীর সাথে নিজের গোড়ালী মিলিয়ে দাঁড়াচ্ছে।

৬৬৩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّنَا فِي الصَّفُوفِ كَمَا يَقُومُ الْقِدْحُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنْ قَدْ أَخَذْنَا ذَلِكَ عَنْهُ وَفَقِهْنَا أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ بِوَجْهِهِ إِذَا رَجُلٌ مُنْتَبِذٌ بِصَدْرِهِ فَقَالَ لَتُسُونَنَّ صَفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ.

৬৬৩। সিমাক ইবনে হারব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নু'মান ইবনে বশীর (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (নামাযের) কাতারে এভাবে সোজা করতেন যেকল্প তীরের ফলা সোজা ও বরান্না করা হয়। এমনকি তিনি যখন বুঝলেন, আমরা এ ব্যাপারে তাঁর তালীম আত্মস্থ করে নিয়েছি ও বুঝেছি, তখন একদিন তিনি সশরীরে (আমাদের দিকে) ঘুরে দেখতে পেলেন, একজনের বুক সামনের দিকে এগিয়ে রয়েছে। তিনি বললেন : তোমরা অবশ্যই তোমাদের কাতারসমূহ সোজা করে নাও, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের চেহারার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেবেন।

টীকা : কেননা প্রকাশ্য বিরোধ আন্তরিক বিরোধের প্রথম ধাপ। আজকাল আমাদের মাঝে কাতার সোজা করার ব্যাপারে তেমন কোন সতর্কতা নেই। সম্ভবত মুসলিম সমাজের মধ্যে বিরোধ তথা এক্য-সংহতির চরম অবনতির জন্য এটাও দায়ী।

৬৬৪- حَدَّثَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو عَاصِمٍ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنْفِيُّ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةِ إِلَى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُولُ لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتُهُ يَصْلُونَ عَلَى الصَّفُوفِ الْأُولَى.

৬৬৪। আল-বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতারের মধ্যে প্রবেশ করতেন। একদিক থেকে প্রবেশ করে অপরদিক দিয়ে বের হয়ে যেতেন। তিনি আমাদের বুক ও বাহুমূল ধরে ধরে বরাবর করে দিতেন, আর বলতেন : আগ-পিছ হয়ে দাঁড়িও না। অন্যথা তোমাদের অন্তরও বিরোধপূর্ণ হয়ে যাবে। তিনি আরো বলতেন : নিশ্চয় মহান আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারা দু'আ করে থাকেন প্রথম কাতারসমূহের প্রতি।

৬৬৫- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ ثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ سِمَاكِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّيَ يَعْنِي صُفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا لِلصَّلَاةِ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ.

৬৬৫। সিমাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নু'মান ইবনে বশীর (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমরা যখন নামাযের জন্য দাঁড়াইতাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারসমূহ সোজা করে দিতেন। যখন আমরা সমান্তরালভাবে দাঁড়িয়ে যেতাম তখন তিনি তাকবীর বলতেন।

৬৬৬- حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا اللَّيْثُ وَحَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ أَيْ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ أَبِي شَجْرَةَ لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَازُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الخَلَلَ وَلِيْنُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ لَمْ يَقُلْ عَيْسَى بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتِ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ.

৬৬৬। ইবনে উমার ও আবু শাজ্জারা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা কর এবং পরস্পরের বাহুমূলকে বরাবর করে নাও, আর শূন্য জায়গা বন্ধ বা পূর্ণ করে নাও। তোমাদের ভাইদের হাতে নরম হয়ে যাও। রাবী ইসার বর্ণনায়, “তোমাদের ভাইয়ের হাতে” শব্দগুলো নেই। শয়তানের জন্য কাতারের মাঝখানে খালি জায়গা রেখে দিও না। যে ব্যক্তি কাতার মিলাবে, আল্লাহও তাকে মিলাবেন তাঁর রহমত দ্বারা। আর যে ব্যক্তি কাতার ভঙ্গ করবে, আল্লাহও তাকে কর্তন করবেন তাঁর রহমত থেকে।

৬৬৬। ইবনে উমার ও আবু শাজ্জারা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা কর এবং পরস্পরের বাহুমূলকে বরাবর করে নাও, আর শূন্য জায়গা বন্ধ বা পূর্ণ করে নাও। তোমাদের ভাইদের হাতে নরম হয়ে যাও। রাবী ইসার বর্ণনায়, “তোমাদের ভাইয়ের হাতে” শব্দগুলো নেই। শয়তানের জন্য কাতারের মাঝখানে খালি জায়গা রেখে দিও না। যে ব্যক্তি কাতার মিলাবে, আল্লাহও তাকে মিলাবেন তাঁর রহমত দ্বারা। আর যে ব্যক্তি কাতার ভঙ্গ করবে, আল্লাহও তাকে কর্তন করবেন তাঁর রহমত থেকে।

টীকা : অর্থাৎ কাতার সোজা করার জন্য কেউ তোমাকে এদিক-সেদিক নিতে চাইলে নরম হয়ে যাবে, রুদ্ধ ভাব দেখাবে না।

৬৬৭- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ ثَنَا أَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ.

৬৬৭। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা (নামাযের) কাতারসমূহে মিলে মিলে দাঁড়াবে। এক কাতারকে আরেক কাতারের নিকটে রাখবে। তোমাদের গর্দানকে পরস্পর বরাবর রাখবে। যে সত্তার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ। আমি চাফুস দেখতে পাই, কাতারের যে স্থানে খালি জায়গা থাকে, শয়তান ঐ জায়গা দিয়ে প্রবেশ করে থাকে, যেন সেটি একটি বকরীর বাচ্চা।

৬৬৮- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَسَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ.

৬৬৮। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (নামাযে) তোমরা কাতারসমূহ সোজা করে নেবে। কারণ কাতারসমূহ সোজা করার দ্বারাই নামায পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

টীকা : কাজেই কাতার সোজা করার বিষয়টিকে অপ্রয়োজনীয় ও গুরুত্বহীন মনে করো না। নামাযের মতই এটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে। হারামাইন শরীফাইনে তাকবীরে তাহরীমা বাঁধার আগে মুকাবেবের নিয়মিত এই হাদীসটি শুনিতে থাকেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তদনুসারে আমল সামান্যই করা হয়।

৬৬৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَاتِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ السَّائِبِ صَاحِبِ الْمَقْصُورَةِ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ تَدْرِي لِمَ صُنِعَ هَذَا الْعُودُ فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ عَلَيْهِ يَدَهُ فَيَقُولُ اسْتَوُوا وَأَعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ.

৬৬৯। মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনুস সায়েব (র), যিনি ছিলেন প্রাসাদের মালিক-থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা)-এর পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়লাম। তিনি বললেন, তুমি কি জানো এ কাঠ খণ্ডটি কেন তৈরী করা হয়েছে? আমি বললাম, আনুসার শপথ। আমি জানি না। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটির ওপর তাঁর হাত রাখতেন, তারপর বলতেন : তোমরা সোজা হও এবং তোমাদের কাতারসমূহ বরাবর করে নাও।



৬৭০- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَخَذَهُ بِجَنْبِهِ ثُمَّ اتَّفَتَ فَقَالَ اعْتَدِلُوا سَوُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ أَخَذَ بِيَسَارِهِ فَقَالَ اعْتَدِلُوا سَوُوا صُفُوفَكُمْ.

৬৭০। আনাস (রা) থেকে উক্ত হাদীস একরূপই বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে এও রয়েছে : তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন ঐ কাষ্ঠ খণ্ডটি তাঁর ডান হাতে ধরতেন। তারপর তাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলতেন : তোমরা সোজা হও। তোমাদের কাতারসমূহ বরাবর করে নাও। তারপর সেটি বাম হাতে ধরতেন এবং বলতেন : তোমরা সোজা হও। তোমাদের কাতারসমূহ বরাবর করে নাও।

৬৭১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمُ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ.

৬৭১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা প্রথম কাতার আগে পূর্ণ করবে, তারপর তার পরবর্তী কাতার পূর্ণ করবে। এরপর যদি কোনরূপ কমতি থাকে তাহলে তা যেন শেষ কাতারে থাকে।

৬৭২- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ أَخْبَرَنِي عَمِّي عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ.

৬৭২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট হচ্ছে ঐসব লোক, যাদের বাহুমূল নামাযের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নরম থাকে (কাতার সোজা করার জন্য যাদের সহজেই এদিক-সেদিক ঘুরানো যায়, এতে কোনরূপ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে না)। আবু দাউদ (র) বলেন, জাফর ইবনে ইয়াহুইয়া (র) মক্কার বাসিন্দা।

## بَابُ الصُّفُوفِ بَيْنَ السَّوَارِي

অনুচ্ছেদ-৯৫ : খুঁটি বা জুসসমূহের মাঝখানে কাতার দাঁড়ানো

৬৭৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ابْنِ مَحْمُودٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدَفَعْنَا إِلَى السَّوَارِي فَتَقَدَّمْنَا وَتَأَخَّرْنَا فَقَالَ أَنَسٌ كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৬৭৩। আবদুল হাম্বীদ ইবনে মাহমুদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর সাথে জুমুআর নামায পড়লাম। জনসমাগম বেশি হওয়ার দরুন আমরা খুঁটিসমূহের মাঝখানে যেতে বাধ্য হলাম। ফলে আমাদের কেউ আগে আবার কেউ পেছনে দাঁড়ালো। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় আমরা এভাবে দাঁড়ানো পরিহার করার চেষ্টা করতাম (অর্থাৎ দুই খুঁটির মাঝখানে দাঁড়াতাম না)।

## بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ أَنْ يَلِيَ الْإِمَامَ فِي الصَّفِّ وَكَرَاهِيَةَ التَّأَخُّرِ

অনুচ্ছেদ-৯৬ : কাতারে ইমামের কাছাকাছি দাঁড়ানো উত্তম এবং দূরে দাঁড়ানো অপছন্দনীয়

৬৭৪- حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَلِينِي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَخْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.

৬৭৪। আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের প্রবীণ ও জ্ঞানী লোকেরা যেন আমার কাছাকাছি দাঁড়ায়। তারপর যারা ঐ গুণে তাদের নিকটতর তারা, তারপর যারা তাদের নিকটতর তারা দাঁড়াবে।

৬৭৫- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَزَادَ وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ.

৬৭৫। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্বাঙ্ক হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতে আরো আছে : “তোমরা আগ-পিছ হয়ে দাঁড়াবে না। তাহলে তোমাদের অন্তরেও মতপার্থক্য হয়ে যাবে। আর তোমরা মসজিদে বাজারের ন্যায় শোরগোল করা থেকে বিরত থাকবে।

৬৭৬- حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مِيَامِنِ الصُّفُوفِ.

৬৭৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতারা দুআ করে থাকেন কাতারের ডান দিকের (মুসল্লিদের) থেকে।

টীকা : প্রথম কাতারে দাঁড়ানো উত্তম। তার সাথে ডান দিকে দাঁড়ানো আরো উত্তম।

### بَابُ مَقَامِ الصَّبِيَّانِ مِنَ الصَّفِّ

অনুচ্ছেদ-৯৭ : কাতারে বালকদের দাঁড়াবার স্থান

৬৭৭- حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ شاذَانَ ثَنَا عِيَّاشُ الرَّقَّامُ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا بُدَيْلُ ثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ قَالَ قَالَ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِصَلْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَفَّ الرَّجَالَ وَصَفَّ الْغُلَمَانَ خَلْفَهُمْ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلَوَتَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا صَلَاةُ قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَالَ أُمَّتِي.

৬৭৭। আবদুর রহমান ইবনে গান্ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মালিক আল-আশআরী (রা) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে বলবো না? তিনি নামাযে দাঁড়ালেন। প্রথমে পুরুষদের দাঁড় করালেন, তারপর তাদের পেছনের সারিতে দাঁড় করালেন বালকদের, অতঃপর নামায পড়ালেন। এরপর নবী (সা)-এর নামাযের বর্ণনা দিলেন, পরে নবী (সা) বললেন : এটাই হচ্ছে আমার উম্মাতের নামায, বর্ণনাকারী আবদুল আ'লা বলেন, আমার শায়েখ বলেছেন, 'এটাই হচ্ছে আমার উম্মাতের নামায'।

## بَابُ صَفِّ النِّسَاءِ وَالتَّأَخُّرِ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ

অনুচ্ছেদ-৯৮ : মহিলাদের কাতার এবং তারা সামনের কাতার থেকে পিছনে সরে দাঁড়াবে

৬৭৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ثَنَا خَالِدٌ وَأَسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلُهَا وَشَرُّهَا أَخْرَاهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ أَخْرَاهَا وَشَرُّهَا أَوْلُهَا.

৬৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পুরুষদের সর্বোত্তম কাতার হলো প্রথমটি এবং সবচেয়ে মন্দ হলো শেষেরটি। পক্ষান্তরে মহিলাদের সর্বোত্তম কাতার হলো শেষেরটি এবং সবচেয়ে মন্দ হলো প্রথমটি।

৬৭৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخَّرَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ.

৬৭৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সর্বদা একদল লোক প্রথম কাতার থেকে পেছনের দিকে সরতে থাকবে। এমনকি আল্লাহও তাদের জাহান্নামের আগুনের দিকে পিছিয়ে দিবেন।

৬৮০- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ قَالَا ثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ تَقَدَّمُوا فَأَتَمُّوا بِي وَلِيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخَّرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

৬৮০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের দেখলেন প্রথম কাতার থেকে পেছনে সরে যেতে। তিনি তাদের বলেন : সামনে আসো এবং আমার অনুকরণ করো। আর তোমাদের পেছনে যারা রয়েছে তারা অনুসরণ করবে তোমাদের। কিছু লোক সর্বদাই পেছনের দিকে সরতে থাকবে। মহান আল্লাহও তাদের পেছনেই ফেলে রাখবেন।

### بَابُ مَقَامِ الْإِمَامِ مِنَ الصَّفِّ

অনুচ্ছেদ-৯৯ : নামাযের কাতারে ইমামের দাঁড়াবার স্থান

৬৮১- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ بَشِيرِ بْنِ خَلَادٍ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرْظِيِّ فَسَمِعَتْهُ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطُوا الْإِمَامَ وَسَدُّوا الْخَلَلَ.

৬৮১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা ইমামকে মধ্যস্থান বরাবর দাঁড় করাও এবং বন্ধ করে দাও (কাতারের মধ্যকার) খালি জায়গাসমূহ।

### بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّيُ وَحَدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

অনুচ্ছেদ-১০০ : যে ব্যক্তি কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায পড়ে

৬৮২- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِيصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّيُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحَدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ الصَّلَاةَ.

৬৮২। ওয়াবিসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কাতারের পেছনে একাকী নামায পড়তে দেখলেন। তিনি তাকে পুনর্বীর নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন।

টীকা : ইমাম আহমাদের মতে এমতাবস্থায় তার নামাযই শুদ্ধ হবে না। অন্যান্য ইমামদের মতে অবশ্য নামায হয়ে যাবে, তবে মাকরুহ হবে।

### بَابُ الرَّجُلِ يَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ

অনুচ্ছেদ-১০১ : যে ব্যক্তি কাতারে शामिल না হয়েই রুকু করে

৬৮৩- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ زِيَادِ الْأَعْلَمِ ثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ حَدَّثَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ قَالَ فَارْكَعْتُ دُونَ الصَّفِّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْمًا وَلَا تَعُدْ.

৬৮৩। হাসান (র) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্‌রা (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন মসজিদে প্রবেশ করলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তখন রুকুতে। আমি কাতারের পেছনেই রুকু করে নিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) বললেন : আল্লাহ তোমার নেকির আকাঙ্ক্ষা আরো বাড়িয়ে দিন, তবে আর এরূপ করো না।

৬৮৪- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَادٌ أَنَا زِيَادُ الْأَعْلَمُ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوَتَهُ قَالَ أَيُّكُمْ الَّذِي رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدُّ.

৬৮৪। হাসান (র) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্‌রা (রা) আসলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন রুকুতে। তিনি কাতারের পেছনেই রুকু করে নিলেন, তারপর কাতারে शामिल হওয়ার জন্য অগ্রসর হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে বললেন : তোমাদের মধ্যে কে কাতারের পেছনে রুকু করেছে ও পরে কাতারে शामिल হওয়ার জন্য অগ্রসর হয়েছে? আবু বাক্‌রা (রা) বললেন, আমি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : নেকীর জন্য তোমার আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ আরো বাড়িয়ে দিন। তবে পুনরায় এরূপ করো না।

## تَفْرِيعُ أَبْوَابِ السُّتْرَةِ

بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَّ

অনুচ্ছেদ-১০২ : নামাযী তার সামনে সুত্ৰা (পর্দা) স্থাপন করবে

৬৮৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَعَلْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ فَلَا يَضُرُّكَ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ.

৬৮৫। তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (নামাযের সময়) যদি তুমি তোমার সামনে উটের

পিঠের হাওদার পশ্চাৎভাগের কাষ্ঠ দণ্ড বা অনুরূপ কোন কিছু স্থাপন করো, তাহলে তোমার সামনে দিয়ে কারো চলাচলে কোন ক্ষতি হবে না।

টীকা : অর্থাৎ এতে নামায নষ্ট হবে না, যদিও সামনে দিয়ে গাধা, ঘোড়া বা মহিলা যায়। ইমাম আহমাদের মতে, নামাযের সামনে দিয়ে মহিলা ও গাধা গেলে নামায সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়। আর কালো কুকুর গেলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। জমহুর আলেমদের অভিমত : নামাযীর সম্মুখ দিয়ে এদের চলাচলে নামায নষ্ট হয় না। তবে চলাচলকারী যদি মানুষ হয়, তাহলে সে গুনাহগার হবে। সুতরাং ব্যবহার করলে নামাযীর সম্মুখ দিয়ে কেউ চলাচল করলে সে গুনাহগার হবে না। নামাযেরও কোন ক্ষতি হবে না এবং ইমামের সুতরাই মোকাদ্দীদের জন্য যথেষ্ট।

৬৮৬- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَخِرَةُ الرَّحْلِ ذِرَاعٌ فَمَا فَوْقَهُ.

৬৮৬। আতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাওদার পশ্চাৎভাগের দণ্ডটি এক হাত বা তার চাইতে কিছু বেশি হয়ে থাকে।

৬৮৭- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتَوَضَّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَأَاهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأَمْرَاءُ.

৬৮৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন বেগ হওয়ার সময় সাথে বর্শা নেয়ার নির্দেশ দিতেন। সেটি সামনে দাঁড় করিয়ে তিনি নামায পড়তেন। আর লোকজন তাঁর পেছনে থাকতো। তবে তিনি (সাধারণত) সফরে এরূপ করতেন। এজন্যই আজকাল আমীর-উমরাহ বা শাসকরা সাথে বর্শা (বা স্কেটবিশেষে লাঠি) রেখে থাকে।

৬৮৮- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةُ الظُّهْرِ رُكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رُكْعَتَيْنِ يَمُرُّ خَلْفَ الْعَنَزَةِ الْمَرَأَةُ وَالْحِمَارُ.

৬৮৮। আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-বাতহায় নামায পড়লেন। তার সামনে ছিল একটি বর্শা। তিনি যোহরের দুই রাকআত ও আসরের দুই রাকআত নামায পড়লেন। বর্শার ওপাশ দিয়ে নারী ও গাধা চলাচল করছিল।

## بَابُ الْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا

অনুচ্ছেদ-১০৩ : ছড়ি না পাওয়া গেলে রেখা টেনে দিবে

৬৮৯- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ حُرَيْثًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصَبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرَّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ.

৬৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন (কোন খোলা স্থানে) নামায পড়ে, সে যেন তার সামনে কিছু দাঁড় করিয়ে নেয়। কিছু না পাওয়া গেলে একটি লাঠি খাঁড়া করে নিবে। সাথে কোন লাঠি না থাকলে (সামনে) একটি রেখা টেনে নিবে। এরপর সামনে দিয়ে কিছু চলাচল করলে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না।

৬৯০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ يَعْنَى ابْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثِ بْنِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَدْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْخَطِّ. قَالَ سُفْيَانٌ وَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا نَشُدُّ بِهِ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يَجِبِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ قَالَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَفَكَّرَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ مَا أَحْفَظُ إِلَّا أَبَا مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ سُفْيَانُ قَدِمَ هُنَا رَجُلٌ بَعْدَ مَا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ فَطَلَّبَ هَذَا الشَّيْخُ أَبَا مُحَمَّدٍ حَتَّى وَجَدَهُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَخَلَطَ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَعْغِي ابْنَ حَنْبَلٍ سُئِلَ عَنْ وَصْفِ الْخَطِّ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ هَكَذَا عَرْضًا مِثْلَ الْهَلَالِ يَعْغِي بِالْعَرْضِ حَوْرًا دُورًا مِثْلَ الْهَلَالِ يَعْغِي مُنْعَطِفًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ مُسَدَّدًا قَالَ قَالَ ابْنُ دَاوُدَ الْخَطُّ بِالطُّوْلِ.

৬৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... রাবী তারপর রেখা টানা সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেন। আবু সুফিয়ান বলেন,



আমি এমন কিছু পাইনি যদ্বারা এ হাদীসকে মযবুত করা যেতে পারে। হাদীসটি শুধু উক্ত সনদেই বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, আমি সুফিয়ানকে বললাম, লোকেরা তো এতে একতেলাফ করে থাকে। তিনি কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, আমার তো শুধু আবু মুহাম্মাদ ইবনে আমরের কথাই মনে পড়ছে। সুফিয়ান বলেন, ইমসাদিল ইবনে উমায়্যার মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি এখানে (কুফায়) এসে এই শায়খ আবু মুহাম্মাদের অনুসন্ধান করে। অবশেষে সে তাকে পেয়ে যায়। সে তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল। ফলে বিষয়টি তার নিকট ওলট-পালট হয়ে যায়। আবু দাউদ বলেন, আহমাদ ইবনে হাম্বল থেকে আমি একাধিকবার শুনেছি যে, প্রস্থে রেখা টানতে হবে— নবচন্দ্রের ন্যায়। আবু দাউদ বলেন, আমি ইবনে দাউদের মাধ্যমে মুসাদ্দাদকে বলতে শুনেছি : রেখা লম্বালম্বিভাবে টানতে হবে।

৬৯১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ رَأَيْتُ شَرِيكَاً صَلَّى بِنَا فِي جَنَازَةِ الْعَصْرِ فَوَضَعَ قَلَنْسُوتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَغْنِي فِي فَرِيضَةِ حَضْرَتِهِ.

৬৯১। সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শারীক (র)-কে দেখেছি, তিনি এক মৃতের জানাযার নামায পড়তে এসে আমাদের সাথে আসরের নামায পড়লেন। তিনি তখন উক্ত ফরয নামাযে তার মাথার টুপি (খুলে) সামনে রেখে দিলেন (সুতরা হিসেবে)।

### بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

অনুচ্ছেদ-১০৪ : জন্তুযান বা যানবাহন সামনে রেখে নামায পড়া

৬৯২- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ وَأَبْنُ أَبِي خَلْفٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ عُثْمَانُ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ.

৬৯২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উট সামনে রেখে তার দিকে ফিরে নামায পড়তেন।

### بَابُ إِذَا صَلَّى إِلَى سَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا أَيْنَ يَجْعَلُهَا مِنْهُ

অনুচ্ছেদ-১০৫ : কোন ব্যক্তি খুঁটি, স্তম্ভ বা অনুরূপ কিছু সামনে রেখে নামাযে দাঁড়ালে তা তার কোন বরাবর রাখবে?

৬৯৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ ثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْوَلِيدُ بْنُ كَامِلٍ عَنْ الْمُهَلَّبِ بْنِ حُجْرٍ الْبَهْرَانِيِّ عَنْ ضَبَاعَةَ

بِنْتِ الْمُقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهَا قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيَ إِلَى عُوْدٍ وَلَا عَمُوْدٍ وَلَا شَجْرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا.

৬৯৩। মিকদাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি যখনই কোন লাকড়ি, স্তম্ভ অথবা গাছের দিকে ফিরে (অর্থাৎ এগুলোকে সুতরা হিসেবে ব্যবহার করে) নামায পড়তেন তখনই তিনি এগুলোকে (চোখের) ডান অথবা বাম বরাবর রাখতেন, দুই চোখের ঠিক মাঝ বরাবর রাখতেন না।

### بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْمُتَحَدِّثِينَ وَالنِّيَامِ

অনুচ্ছেদ-১০৬ : বাক্যালাপকারী বা নিদ্রামগ্ন লোকজন সামনে রেখে নামায পড়া

٦٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَعْْنِي لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِمِ وَلَا الْمُتَحَدِّثِ.

৬৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা ঘুমন্ত ও বাক্যালাপকারী লোকের পেছনে (তাদেরকে সামনে রেখে) নামায পড়ো না।

### بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

অনুচ্ছেদ-১০৭ : সুত্‌রার কাছাকাছি দাঁড়ানো

٦٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَامِدُ بْنُ يَحْيَى وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جَبْرِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَتْمَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سْتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَوَتَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ وَأَقْرَبُنُ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ سَهْلِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ

بَعْضُهُمْ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَاخْتَلَفَ فِي إِسْنَادِهِ.

৬৯৫। সাহল ইবনে আবু হাস্মা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার নিকট সংবাদ পৌছেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন সুতরার আড়ালে নামায পড়ে, সে যেন সুতরার নিকটতর থাকে। যাতে শয়তান তার নামায ভংগ না করতে পারে।

৬৯৬- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ وَالنَّفِيلِيُّ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ سَهْلِ قَالَ وَكَانَ بَيْنَ مَقَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَمْرٌ عَنَزَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْخَبَرُ لِلنَّفِيلِيِّ.

৬৯৬। সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁড়াবার স্থান ও তাঁর কেবলার (অর্থাৎ মসজিদের সামনের দেয়ালের) মধ্যবর্তী স্থানে একটি বকরী চলাচল করতে পারে- এই পরিমাণ জায়গা থাকতো।

بَابُ مَا يُؤْمَرُ الْمُصَلِّيُّ أَنْ يُدْرَأَ عَنِ الْمَمْرِ بَيْنَ يَدَيْهِ

অনুচ্ছেদ-১০৮ : নামাযীর সামনে দিয়ে কেউ অতিক্রম করলে তাকে বাধা দেয়া

৬৯৭- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّيُ فَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمْرُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأَهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَبِي فُلَيْقَاتَهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

৬৯৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে, তার সামনে দিয়ে যেন সে কাউকে যেতে না দেয় এবং সাধ্যমত তাকে বাধা দেয়। যদি সে না মানে, তাহলে তার সাথে যুদ্ধ করা চাই। কারণ সে একটা শয়তান।

টীকা : অর্থাৎ তার কাজ শয়তানের কাজের মতই। কারণ নিষেধাজ্ঞাও সে মানে না।

৬৯৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَيَّ سِتْرَةً وَلْيَدْنُ مِنْهَا ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ.

৬৯৮। আবদুর রহমান ইবনে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ নামায পড়লে সুতরার দিকে পড়বে। আর সে যেন সুতরার নিকটবর্তী থাকে। তারপর রাবী অনুরূপই শেষ পর্যন্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

৬৯৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ أَنَا مَسْرُةُ بْنُ مَعْبِدٍ اللَّخْمِيُّ لَقِيْتَهُ بِالْكُوفَةِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبِيدٍ حَاجِبُ سَلِيمَانَ قَالَ رَأَيْتُ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ قَائِمًا يُصَلِّي فَذَهَبَتْ أَمْرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدَّنِي ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبَلَتِهِ أَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ.

৬৯৯। সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের দ্বাররক্ষী আবু উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আতা ইবনে ইয়াযীদ আল-লাইসীকে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখলাম। আমি তার সামনে দিয়ে যেতে উদ্যত হলে তিনি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ও কেবলার মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে কারো যাতায়াত থেকে বিরত রাখতে সক্ষম, সে যেন তাই করে।

টীকা : অবশ্য নামাযীরও দায়িত্ব আছে। সন্নাত, নফল ইত্যাদি নামায মসজিদে এমন স্থানে পড়া উচিত যাতে অন্যান্য নামাযীর যাতায়াতে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়।

৭০০- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا سَلِيمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةَ عَنْ حُمَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ هِلَالٍ قَالَ قَالَ أَبُو صَالِحٍ أَحَدُكَ عَمَّا رَأَيْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ دَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ سَفِيَّانُ الثَّوْرِيُّ يَمُرُّ الرَّجُلُ يَتَبَخَّرُ بَيْنَ يَدَيَّ وَأَنَا أَصَلِّي فَأَمْنَعُهُ وَيَمُرُّ الضَّعِيفُ فَلَا أَمْنَعُهُ.

৭০০। হুমায়দ ইবনে হেলাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সালেহ (র) বলেছেন, আমি আবু সাঈদ (রা)-কে যা করতে এবং বলতে শুনেছি তাই তোমার নিকট

বর্ণনা করছি। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) মারওয়ানের নিকট গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমাদের কেউ যদি মানুষকে আড়াল করে এমন কিছুকে সুতরা বানিয়ে নামায পড়ে, আর কেউ তা লংঘন করে তার সামনে দিয়ে যেতে চায় তাহলে তার বক্ষে হাত মেরে যেন তাকে বিরত রাখে। যদি সে না মানে, তাহলে তার সাথে লড়াই করবে। কারণ সে একটা শয়তান।

টীকা : অর্থাৎ নরমে গরমে তাকে বোঝাও ও সতর্ক কর। নামাযের পরই তাকে বোঝাবার এসব চেষ্টা-যত্ন নিতে হবে। নামাযের ভেতর ইশারা-ইঙ্গিতে তাকে নিষেধ করা যেতে পারে।

بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّيِّ

অনুচ্ছেদ-১০৯ : নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া নিষেধ

৭.১- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّيِّ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّيِّ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً.

৭০১। বুসর ইবনে সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। য়য়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) তাকে আবু জুহায়েম (রা)-র নিকট পাঠালেন- নামাযীর সামনে দিয়ে গেলে কি (পরিমাণ অন্যান্য বা গুনাহ) হবে এ সম্পর্কে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা শুনেছেন তা জিজ্ঞেস করার জন্য। আবু জুহায়েম (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নামাযীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারী যদি জানতো যে, এর দরুন তাকে কতো মারাত্মক শাস্তি ভোগ করতে হবে, তাহলে নামাযীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার চাইতে চল্লিশ দিন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকাও অধিকতর ভাল মনে করতো। আবুন নদর বলেন, তিনি চল্লিশ দিন, মাস না বছর বলেছেন, তা আমার স্বরণ নেই।

تَفْرِيعُ أَبْوَابِ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَمَا لَا يَقْطَعُهَا

بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

অনুচ্ছেদ-১১০ : যা নামাযকে নষ্ট করে দেয়

৭.২- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ

مَطْهَرٍ وَأَبْنُ كَثِيرٍ الْمَعْنَى أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ  
حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ حَفْصُ قَالَ  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ  
أَبُو ذَرٍّ يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَيْدُ آخِرَةِ الرَّحْلِ  
الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ  
الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَبْيَضِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ.

৭০২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নামাযী ব্যক্তির সামনে যদি (উটের পিঠের) হাওদার গেছনের লাকড়ি পরিমাণ কিছু না থাকে, আর তার সামনে দিয়ে গাধা, কালো কুকুর অথবা স্ত্রীলোক অতিক্রম করে, তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আমি বললাম, লাল, হলুদ বা সাদার তুলনায় কালো কুকুরের কি এমন বৈশিষ্ট্য? তিনি বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যেকোনো তুমি আমায় জিজ্ঞেস করলে। তিনি বলেছিলেন : কালো কুকুর হচ্ছে একটা শয়তান।

۷.۳- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ ثَنَا قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ  
بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ شُعْبَةُ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ  
الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَوْفَقَهُ سَعِيدٌ وَهَشَامٌ وَهَمَامٌ عَنْ  
قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

৭০৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঋতুবতী মহিলা ও কুকুর নামাযীর নামায নষ্ট করে দেয়।

۷.۴- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيُّ ثَنَا مُعَاذُ ثَنَا هَشَامٌ عَنْ  
يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَحْسِبُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ سِتْرَةٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ  
صَلَاتَهُ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْخَنَزِيرُ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمَرْأَةُ  
وَيُجْزَى عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةِ بِحَجَرٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي  
نَفْسِي مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ شَيْئٌ كُنْتُ ذَاكِرْتُهُ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرَهُ فَلَمْ أَرَ

أَحَدًا جَاءَ بِهِ عَنْ هِشَامٍ وَلَا يَعْرِفُهُ وَلَمْ أَرِ أَحَدًا يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ هِشَامٍ  
وَأَحْسِبُ الْوَهْمَ مِنْ ابْنِ أَبِي سَمِينَةَ وَالْمُنْكَرُ فِيهِ ذِكْرُ الْمَجُوسِيِّ  
وَفِيهِ عَلَى قَذْفَةِ بِحَجَرٍ وَذِكْرُ الْخَنْزِيرِ وَفِيهِ نَكْرَةٌ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ  
أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَأَحْسِبُهُ وَهْمٌ لِأَنَّهُ  
كَانَ يُحَدِّثُنَا مِنْ حِفْظِهِ.

৭০৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যদি সুতরা ছাড়াই নামায পড়ে, তাহলে কুকুর, গাধা, শূকর, ইছদী, অগ্নিউপাসক অথবা স্ত্রীলোক তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্য একটি পাথর ছুড়ে মারলে যতদূর যাবে, ততটুকু দূরত্ব দিয়ে যদি অতিক্রম করে, তাহলে তার নামায হয়ে যাবে।

আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীস সম্পর্কে আমার মনে কিছু (সন্দেহ) অনুভব করছি। আমি ইবরাহীম (র) প্রমুখের সাথে এ হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করলে আমি দেখলাম, কেউই এটি হিশাম থেকে বর্ণনা করেননি এবং এটি সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আমি কাউকে এ হাদীস হিশামের সাথে সম্পর্কিত করতে দেখিনি। আমার ধারণামতে ইবনে আবি সামীনা থেকে সন্দেহের সূত্রপাত হয়েছে। এ হাদীসে ‘অগ্নি উপাসক’, ‘কংকর নিক্ষেপের দূরত্ব’ ও ‘শূকর’-এর উল্লেখ প্রত্যাখ্যাত, অগ্রহণযোগ্য।

আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীস আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বাসরী ব্যতীত আর কারো কাছে শুনিগি। আমার ধারণামতে তিনি ভুলে শিকার হয়েছেন। কারণ তিনি এটি তার স্মৃতি থেকে বর্ণনা করেছেন।

টীকাঃ ‘কংকর নিক্ষেপের দূরত্ব’ নামাযীর সিজদার স্থান থেকে সন্মুখের দিতে তিন হাত পরিমাণ অনুমান করা হয়েছে। এতটুকু দূরত্ব দিয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে সুতরা স্থাপনের প্রয়োজন নাই (আওনুল মা’বুদ, ১৮., পৃ. ২৫৯)। তাছাড়া নামাযীর সামনে দিয়ে যা কিছুই যাতায়াত করুক, তাতে নামায নষ্ট হয় না। তবে নামাযীর একাধতা নষ্ট হয়।

৭.৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ  
عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مَوْلَى لَيْزِيدِ بْنِ نِمْرَانَ عَنْ يَزِيدِ بْنِ نِمْرَانَ قَالَ  
رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَّبِعُكَ مُقْعَدًا فَقَالَ مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَ اللَّهُمَّ اقْطَعْ أَثْرَهُ فَمَا  
مَشَيْتُ عَلَيْهَا بَعْدُ.

৭০৫। ইয়াযীদ ইবনে নীমরান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাবুকে এক খোঁড়া লোককে দেখতে পেলাম। সে বললো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায

পড়ছিলেন। আমি গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ‘হে আব্বাহ! এর পা কেটে দাও’। তারপর থেকেই আমি আর হাঁটতে পারি না।

৭.৬- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبِيدٍ يَغْنَى الْمَذْحَجِيُّ ثَنَا أَبُو حَيَوَةَ عَنْ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ فَقَالَ قَطَعَ صَلَاتَنَا قَطَعَ اللَّهُ أَثْرَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ أَبُو مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ فِيهِ أَيْضًا قَطَعَ صَلَاتَنَا.

৭০৬। সাঈদ (র) কর্তৃক একই সনদ ও অর্থে উক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে আরো আছে : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : সে আমাদের নামায নষ্ট করে দিয়েছে। আব্বাহ তার পা কেটে দিন। আবু দাউদ (র) বলেন, মুসহিরও সাঈদ থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতেও রয়েছে, “সে আমার নামায নষ্ট করে দিয়েছে”।

৭.৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ نَزَلَ بِتَبُوكَ وَهُوَ حَاجٌ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُقْعَدٍ فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ فَقَالَ سَأَحْدُثُكَ حَدِيثًا فَلَا تُحَدِّثْ بِهِ مَا سَمِعْتَ أَنِّي حَىٰ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ بِتَبُوكَ إِلَىٰ نَخْلَةٍ فَقَالَ هَذِهِ قِبْلَتُنَا ثُمَّ صَلَّى إِلَيْهَا قَالَ فَأَقْبَلْتُ وَأَنَا غُلَامٌ أَسْعَىٰ حَتَّىٰ مَرَرْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَقَالَ قَطَعَ صَلَاتَنَا قَطَعَ اللَّهُ أَثْرَهُ فَمَا قُمْتُ عَلَيْهَا إِلَىٰ يَوْمِي هَذَا.

৭০৭। সাঈদ ইবনে গায়ওয়ান (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি হজ্জ্ব ব্যপদেশে তাবুকে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক খোঁড়া লোক দেখতে পেলেন। তিনি তার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। লোকটি বললো, আমি আপনার নিকট একটি কথা বলবো। তবে শর্ত হল, আমি যদি জীবিত থাকবো, ততদিন পর্যন্ত আপনি তা কাউকে বলতে পারবেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকে অবতরণ করে একটি গাছের কাছে গেলেন। তিনি বললেন : এটাই আমাদের কিবলা (সূতরা)। এই বলে সেদিকে ফিরে নামায শুরু করলেন। আমি দৌড়ে সেখানে আসলাম। আমি তখন বালক ছিলাম। আমি তাঁর ও সেই গাছের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি বললেন : সে আমাদের নামায কেটে দিয়েছে। আব্বাহ! তুমিও তার পদচিহ্ন মিটিয়ে দাও। সেদিন থেকে আজকের এদিন পর্যন্ত আমি আর পায়ে ভর করে দাঁড়াতে পারিনি।



## بَابُ سِتْرَةِ الْأِمَامِ سِتْرَةً مَنْ خَلْفَهُ

অনুচ্ছেদ-১১১ : ইমামের সুত্ৰা মোক্তাদীর জন্য যথেষ্ট

৭.৮- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَعْنِي فَصَلَّى إِلَيَّ جَدْرٍ فَاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ فَجَاءَتْ بِهِمَّةٌ تَمْرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا زَالَ يَدَارِنُهَا حَتَّى لَصِقَ بَطْنُهُ بِالْجَدْرِ وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ أَوْ كَمَا قَالَ مُسَدَّدٌ.

৭০৮। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 'সানিয়াতু আযাখির' নামক স্থানে অবতরণ করলাম। নামাযের সময় হলে তিনি দেয়ালের দিকে কেবলামুখী হয়ে নামায পড়লেন। আমরাও তাঁর পেছনে নামাযে দাঁড়লাম। একটি ছাগলছানা এসে তাঁর সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিল। তিনি সেটিকে বাধা দিতে থাকলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁর পেট দেয়ালের সাথে লেগে গেল। অবশেষে ছানাটি তার পেছন দিয়ে চলে গেলো।

৭.৯- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَارِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فذَهَبَ جَدْيٌ يَمْرُؤُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَتَّقِيهِ.

৭০৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ছিলেন। একটি ছাগলছানা তাঁর সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাকে ফিরিয়ে রাখছিলেন (বাধা দিচ্ছিলেন)।

## بَابُ مَنْ قَالَ الْمَرْأَةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ

অনুচ্ছেদ-১১২ : নামাযীর সামনে দিয়ে মহিলাদের যাতায়াতে নামায ভংগ হয় না

৭১. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِرَاهِيمَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قَالَ شُعْبَةُ وَأَحْسِبُهَا قَالَتْ وَأَنَا حَائِضٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ وَهَيْشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو الْأَسْوَدِ وَتَمِيمٌ بْنُ سَلْمَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبُو

الضُّحَىٰ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ لَمْ يَذْكُرُوا وَأَنَا حَائِضٌ.

৭১০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (নামায পড়াকালে) ও কেবলার মধ্যবর্তী স্থানে ছিলাম। শো'বা (র) বলেন, আমার মনে হয় তিনি এও বলেছিলেন, আমি তখন হায়েয অবস্থায় ছিলাম... কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ও আবু সালামা আয়েশা (রা) থেকে যে বর্ণনা করেছেন, তাতে 'আমি তখন হায়েয অবস্থায় ছিলাম' কথাটুকু উল্লেখ করেননি।

۷۱۱- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ثَنَا زُهَيْرُ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ رَاقِدَةٌ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَرْقُدُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤْتِرَ أَيْقَظَهَا فَأَوْتَرَتْ.

৭১১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা নামায পড়তেন। আর তিনি তাঁর ও কেবলার মধ্যবর্তী স্থানে ঐ বিছানায় ঘুমিয়ে থাকতেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ঘুমাতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিত্‌র নামায পড়ার ইচ্ছা করতেন, তখন তাকে জাগিয়ে দিতেন এবং তিনিও বিত্‌র পড়তেন।

۷۱۲- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بِنَسٍ مَا عَدَلْتُمُونَا بِالْحِمَارِ وَالْكَلْبِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِي فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ ثُمَّ يَسْجُدُ.

৭১২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আমাদেরকে গাধা ও কুকুরের বরাবর করে দিয়েছ। আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখছি তিনি নামায পড়তেন। আর আমি তাঁর সামনে আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতাম। তিনি যখন সিজদা করতে চাইতেন, আমার পাশে চিমটি কাটতেন, তখন আমি আমার পা গুটিয়ে ফেলতাম। তারপর তিনি সেজদা করতেন।

۷۱۳- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَكُونُ نَائِمَةً وَرِجْلَايَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ضَرَبَ رِجْلِي فَفَبَضْتُهَا فَسَجَدَ.

৭১৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঘুমিয়ে থাকতাম। আমার দুই পা থাকতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে। তিনি রাতের বেলা নামায পড়তেন। তিনি যখন সিজদা করতে চাইতেন, তখন আমার পায়ে আঘাত করতেন। আমি তা শুটিয়ে নিতাম অতঃপর তিনি সিজদা করতেন।

৭১৪- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ وَهَذَا لَفْظُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ فِي قِبْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَمَامَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤْتِرَ زَادَ عُثْمَانُ غَمَزَنِي ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ تَنَحَّى.

৭১৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কিবলার দিকে ঘুমিয়ে থাকতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তেন। আমি তাঁর সামনেই আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতাম। তিনি যখন বিত্ব নামায পড়তে চাইতেন, আমাকে চিমটি কাটতেন আর বলতেন : গুঠো এবং পাশে দাঁড়াও।

### بَابُ مَنْ قَالَ الْحِمَارُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

অনুচ্ছেদ-১১৩ : নামাযীর সামনে দিয়ে গাধা অতিক্রম করলে নামায ভংগ হয় না

৭১৫- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِيَمِينِي فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَتَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ أَحَدًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِيِّ وَهُوَ أَمُّ قَالَ مَالِكٌ وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَأَسِعَا إِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ.

৭১৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি মাদী গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে আসলাম। সে সময় আমি বালেগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সের ছিলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাতে লোকদের নামায পড়াচ্ছিলেন। আমি একটি কাতারের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে গেলাম। তারপর গর্দভীর পিঠ থেকে নামলাম এবং সেটিকে ঘাস খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিলাম। অতঃপর আমি কাতারে शामिल হয়ে গেলাম। কেউ আমাকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেনি। আবু দাউদ (র) বলেন, এটা কা'নাবীর বর্ণনা। এটাই পূর্ণাঙ্গ। ইমাম মালিক (র) বলেন, ইমামের সম্মুখ দিয়ে গেলে নামাযের ক্ষতি হয় কিন্তু কাতারের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে কোন ক্ষতি নেই।

৭১৬- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ قَالَ تَذَاكُرْنَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ جِئْتُ أَنَا وَغُلَامٌ مِّنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَنَزَلَ وَنَزَلَتْ وَتَرَكْنَا الْحِمَارَ أَمَامَ الصَّفِّ فَمَا بِالْأَهْ وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِّنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَدَخَلَتَا بَيْنَ الصَّفِّ فَمَا بِالِي ذَلِكَ.

৭১৬। আবুস সাহবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট যেসব কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায় এমনসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, বনু আবদুল মুত্তালিবের এক বালক এবং আমি গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তখন তিনি নামায পড়াচ্ছিলেন। গাধার পিঠ থেকে সে নামলো, আমিও নামলাম। আমরা গাধাটিকে কাতারের সামনে ছেড়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি কোন জাক্ষেপ করলেন না। এরপর বনু আবদুল মুত্তালিবের দু'টি বাগিকা আসলো। কাতারের মধ্যে প্রবেশ করলো। এতেও তিনি কোনরূপ জাক্ষেপ করলেন না।

৭১৭- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَدَاوُدُ بْنُ مَخْرَاقٍ الْفَرِيَابِيُّ قَالَا ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِّنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اقْتَتَلَتَا فَأَخَذَهُمَا قَالَ عُثْمَانُ فَفَرَعَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ دَاوُدُ فَنَزَعَ أَحَدَهُمَا مِنَ الْأُخْرَى فَمَا بِالِي ذَلِكَ.

৭১৭। মানসুর (র) থেকে একই সনদে উক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আবদুল মুত্তালিব গোত্রের দু'টি মেয়ে ঝগড়া করতে করতে আসলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ধরে ফেললেন, তারপর উভয়কে পৃথক করে দিলেন কিন্তু সেদিকে কোনরূপ জাক্ষেপ করলেন না।

## بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الْكَلْبُ الصَّلَاةَ

অনুচ্ছেদ-১১৪ : নামাযীর সামনে দিয়ে কুকুর গেলে নামায নষ্ট হয় না

৭১৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي بَادِيَةِ لَنَا وَمَعَهُ عَبَّاسٌ فَصَلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سِتْرَةٌ وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا بَالِي ذَلِكَ.

৭১৮। আল-ফাদল ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসলেন। আমরা তখন আমাদের বাগানে ছিলাম। তাঁর সাথে ছিলেন আব্বাস (রা)-ও। তিনি বালুভূমিতে নামায পড়লেন। তাঁর সামনে কোন সুতরা ছিল না। আমাদের মাদী গাধাটি ও কুকুরটি তাঁর সামনেই লাফালাফি (ও খেলাধুলা) করছিল। তিনি তার কোন পরোয়া করলেন না।

## بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

অনুচ্ছেদ-১১৫ : সামনে দিয়ে যাই যাক, নামায নষ্ট হবে না

৭১৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَادْرَأُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

৭১৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নামাযের সামনে দিয়ে যাই যাক না কেন, তাতে নামায ভংগ হয় না। তবে সাধ্যানুযায়ী তোমরা তা বাধা দেবে। কারণ তা হচ্ছে একটা শয়তান।

৭২০- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا مُجَالِدٌ ثَنَا أَبُو الْوَدَّاعِ قَالَ قَالَ مَرَّ شَابٌّ مِنْ قُرَيْشٍ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَهُوَ يُصَلِّي فَدَفَعَهُ ثُمَّ عَادَ فَدَفَعَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّ الصَّلَاةَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ وَلَكِنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اِذْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاِنَّهُ شَيْطَانٌ. قَالَ اَبُو دَاوُدَ اِذَا تَنَازَعَ  
الْخَبْرَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُظِرَ اِلَى مَا عَمِلَ بِهِ  
اَصْحَابُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مِنْ بَعْدِهِ.

৭২০। আবুল ওয়াদ্দাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক কুরাইশ যুবক আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-র সামনে দিয়ে অতিক্রম করলো। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। তিনি তাকে বাধা দিলেন। সে আবার আসলে তিনি তাকে আবারো বাধা দিলেন। এরূপ তিনবার হলো। নামাযশেষে তিনি বললেন, বস্তৃত নামাযকে কোন কিছুই নষ্ট করতে পারে না। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা যথাসাধ্য (অতিক্রমকারীকে) বাধা দিবে। কারণ সে হচ্ছে একটা শয়তান। আবু দাউদ বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুইটি হাদীস যদি পরস্পর বিরোধী হয়, তাহলে তাঁর সাহাবীগণ যেকোন আমল করেছেন তা বিবেচনায় আনতে হবে।

টীকা : সাহাবীদের মাঝেও কোন কোন বিষয়ে মতপার্থক্য বিদ্যমান। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, নামাযের সামনে দিয়ে কোন মানুষ বা প্রাণী গেলে নামায নষ্ট হয় না। তবে জ্ঞাতসারে কোন লোক এরূপ করলে সে গুনাহগার হবে।

## পরিশিষ্ট-১

### সুনান আবু দাউদ ১ম খণ্ডের

### প্রয়োজনীয় বরাতসমূহ

সুনান আবু দাউদের হাদীসসমূহ সিহাহ সিত্তার অন্যান্য যেসব কিতাবে উক্ত হয়েছে তা পাঠক ও গবেষকদের সহজ উপায়ে জানার জন্য নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো। বিশেষ করে এতে গবেষকগণের শ্রম সাশ্রয় হবে। ক্রমিক নম্বরসমূহ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের হাদীসসমূহেরই ক্রমিক নম্বর। হাদীসের যে ক্রমিক নম্বরটি উক্ত হয়নি সেই হাদীসখানা কেবল ইমাম আবু দাউদ (র) রিওয়ায়াত করেছেন। সংশ্লিষ্ট হাদীসখানা অন্যান্য কিতাবে হয় একই সাহাবীর সূত্রে অথবা অন্য সাহাবীর সূত্রে, ছবছ একই শব্দে অথবা মূল পাঠের কিছুটা বিভিন্নতায়, সংক্ষেপ অথবা বিস্তারিত আকারে অথবা অংশবিশেষ বর্ণিত আছে (সম্পাদক)।

### প্রথম খণ্ড

### كِتَابُ الطَّهَّارَةِ

### পবিত্রতা

- ১। তিরমিযী, তাহারাৎ, নং ২০; নাসাঈ, ঐ, নং ১৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৩১।
- ২। ইবনে মাজা, তাহারাৎ, নং ৩৩৫।
- ৪। বুখারী, উযু, দাওয়াত; মুসলিম, তাহারাৎ, নং ৩৭৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৬; তিরমিযী, ঐ, নং ৫; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯।
- ৫। পূর্বোক্ত বরাত (৪ নং হাদীস)।
- ৬। ইবনে মাজা, তাহারাৎ, নং ২৯৬।
- ৭। মুসলিম, তাহারাৎ, নং ২৯৬; তিরমিযী, ঐ, নং ১৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১৬; নাসাঈ, ঐ, নং ৪১।
- ৮। মুসলিম তাহারাৎ, ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৪০।
- ৯। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাৎ, নং ২৬৪; তিরমিযী, ঐ, নং ৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১৮; নাসাঈ, ঐ, নং ২০, ২১ ও ২২।
- ১০। ইবনে মাজা, তাহারাৎ, নং ৩১৯।
- ১২। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাৎ, নং ২৬৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২২; নাসাঈ, ঐ, নং ২৩; তিরমিযী, ঐ, নং ১১।
- ১৩। তিরমিযী, তাহারাৎ, নং ৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২৫।
- ১৪। তিরমিযী, তাহারাৎ, নং ১৪।

- ১৫। ইবনে মাজা, তাহারাৎ, নং ৩৪২।
- ১৬। মুসলিম, তাহারাৎ, নং ৩৭০; তিরমিযী, নং ৯০; ইবনে মাজা, নং ৩৫৩; নাসাঈ, নং ৩৭।
- ১৭। নাসাঈ, তাহারাৎ, নং ৩৮; ইবনে মাজা, নং ৩৫০।
- ১৮। মুসলিম, তাহারাৎ, নং ৩৭৩ ও ফাদাইল; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৩৮১; ইবনে মাজা, তাহারাৎ, নং ৩০৩।
- ১৯। তিরমিযীত, লিবাস, নং ১৭৪৬; তাঁর শামাইল, নং ৮৮; ইবনে মাজা, তাহারাৎ, নং ৩০৩; নাসাঈ।
- ২০। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাৎ, নং ২৯২; নাসাঈ, নং ৩১; তিরমিযী, নং ৭০; ইবনে মাজা, তাহারাৎ, নং ৩৪৭।
- ২১। পূর্বোক্ত বরাত।
- ২২। নাসাঈ, তাহারাৎ, নং ৩০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০৯।
- ২৩। বুখারী, তাহারাৎ ও মাজালিম; মুসলিম, তাহারাৎ, নং ২৭৩; তিরমিযী, তাহারাৎ, নং ১৩; ইবনে মাজা, নং ৩৫০; নাসাঈ, ঐ, নং ১৮, ২৬, ২৭ ও ২৮।
- ২৪। নাসাঈ, তাহারাৎ, নং ৩২।
- ২৫। মুসলিম, তাহারাৎ, নং ২৬৯।
- ২৬। ইবনে মাজা, তাহারাৎ, নং ৩২৮।
- ২৭। নাসাঈ, তাহারাৎ, নং ৩৬; তিরমিযী, ঐ, নং ২১; ইবনে মাজা, নং ৩০৪।
- ২৮। নাসাঈ, তাহারাৎ, নং ২৩৯।
- ২৯। নাসাঈ, নং ৩৪।
- ৩০। তিরমিযী, তাহারাৎ, নং ৭; ইবনে মাজা, নং ৩০০; মুসনাদ আহমাদ।
- ৩১। বুখারী, উযু; মুসলিম, নং ২৬৭; তিরমিযী, নং ১৫; ইবনে মাজা, নং ৩১০; নাসাঈ, নং ২৪ ও ২৫।
- ৩৩। বুখারী, উযু, সালাত, লিবাস, আতইমা; মুসলিম, তাহারাৎ, নং ২৬৮; তিরমিযী, সালাত, নং ৬০৮; নাসাঈ, তাহারাৎ, নং ১১২; লিবাস ওয়াল-যীনাৎ, নং ৫০৬২; ইবনে মাজা, তাহারাৎ, নং ৪০১।
- ৩৪। পূর্বোক্ত বরাত।
- ৩৫। ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৪৯৮।
- ৩৬। নাসাঈ, কিতাবুল লিবাস ওয়াল-যীনাৎ, নং ৫০৭০।
- ৩৭। পূর্বোক্ত বরাত।
- ৩৮। মুসলিম, তাহারাৎ, নং ২৬৩।
- ৪০। নাসাঈ, তাহারাৎ, নং ৪৪; মুসনাদ আহমাদ, দারা কুতনী, নং ৪।
- ৪১। ইবনে মাজা, তাহারাৎ, নং ৩১৫।
- ৪২। ইবনে মাজা, নং ৩২৭।
- ৪৪। তিরমিযী, তাহারাৎ, তাফসীর, নং ৩০৯৯; ইবনে মাজা, তাহারাৎ, নং ৩৫৭।



- ৪৬। নাসাঈ, তাহারাতি, নং ৭; মুসলিম, ঐ, নং ২৫২; ইবনে মাজা; নং ২৭৮; বুখারী, জুমুআ।
- ৪৭। তিরমিযী, তাহারাতি, নং ২৩; মুসনাদ আহমাদ।
- ৪৯। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাতি, নং ৫৪; নাসাঈ, ঐ, নং ৩।
- ৫০। বুখারী (তা'লীকান); মুসলিম (সমার্থবোধক)।
- ৫২। মুসলিম, তাহারাতি, নং ২৬১; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৫৮; ইবনে মাজা, তাহারাতি, নং ২৯৩; নাসাঈ, কিতাবুয যীনাতি, নং ৫০৪৩; মুসনাদ আহমাদ।
- ৫৩। ইবনে মাজা, তাহারাতি, নং ২৯৪।
- ৫৪। বুখারী; মুসলিম, নং ২৫৫; ইবনে মাজা, নং ২৮৬; নাসাঈ, নং ২।
- ৫৭। বুখারী, তাফসীর, আদাব, তাওহীদ, তাহারাতি, দা'ওয়াত, বিতর, ইল্ম ও লিবাস; মুসলিম, সালাত ও তাহারাতি; তিরমিযী, সালাত; ইবনে মাজা, ঐ; মুওয়াল্লা ইমাম মালেক, ঐ; নাসাঈ, তাহারাতি, নং ৪৪৩, সালাত।
- ৫৮। মুসলিম, তাহারাতি, নং ২৫৩; নাসাঈ, নং ৮; ইবনে মাজা, নং ২৯।
- ৫৯। নাসাঈ, তাহারাতি, নং ১৩৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭১; মুসলিম (ইবনে উমার), নং ২৩৪; তিরমিযী (ইবনে উমার), নং ১।
- ৬০। বুখারী; মুসলিম, নং ২২৫।
- ৬১। তিরমিযী, নং ৩; ইবনে মাজা, নং ২৭৫; মুসনাদ আহমাদ।
- ৬২। তিরমিযী, তাহারাতি, নং ৫৯; ইবনে মাজা।
- ৬৪। পূর্বোক্ত বরাত।
- ৬৫। পূর্বোক্ত বরাত।
- ৬৬। নাসাঈ, নং ৩২৭ ও ৩২৮; তিরমিযী, নং ৬৬।
- ৬৭। পূর্বোক্ত বরাত।
- ৬৮। নাসাঈ, তাহারাতি, নং ৩২৬; তিরমিযী, নং ৬৫; ইবনে মাজা, তাহারাতি, নং ৩৭০ ও ৩৭১।
- ৬৯। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাতি, নং ২৮১; তিরমিযী, নং ৬৮; ইবনে মাজা, নং ৩৪৩; নাসাঈ, নং ৫৮, ২২১ ও ২২২।
- ৭০। ইবনে মাজা, তাহারাতি, নং ৩৪৩।
- ৭১। বুখারী, তাহারাতি; মুসলিম, ঐ, নং ২৭৯; তিরমিযী, ঐ, নং ৯১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৬৩; নাসাঈ, নং ৬৩-৬৬, ৩৩৬, ৩৩৯ ও ৩৪০।
- ৭২। পূর্বোক্ত বরাত।
- ৭৩। পূর্বোক্ত বরাত।
- ৭৪। মুসলিম, তাহারাতি, নং ২৮; ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২০০ ও ৩২০১; তাহারাতি, নং ৩৬৫; নাসাঈ, ৬৭ ও ৩৩৮।
- ৭৫। নাসাঈ, তাহারাতি, ৬৭ ও ২৪১; ইবনে মাজা, নং ৩৬৭; তিরমিযী, নং ৯৬।
- ৭৭। নাসাঈ, তাহারাতি, নং ৭২; বুখারী; মুসলিম, তাহারাতি, নং ৩১৯।
- ৭৮। ইবনে মাজা, তাহারাতি, নং ৩৮২।

- ৭৯। নাসাঈ, নং ৭১ ও ৩৪৩; ইবনে মাজা, নং ৩৮১; বুখারী।
- ৮০। পূর্বোক্ত বরাত।
- ৮১। নাসাঈ, নং ২৩৯।
- ৮২। ইবনে মাজা, নং ৩৭৪ ও ৩৮৩; তিরমিযী, নং ৬৪।
- ৮৩। নাসাঈ, তাহারাৎ, নং ৫৯, ৩৩৩, সায়দ, নং ৪৩৫৫; ইবনে মাজা, নং ৩৮৬; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, সালাত; তিরমিযী, তাহারাৎ, নং ৬৯।
- ৮৪। তিরমিযী, তাহারাৎ, নং ৮৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৮৪।
- ৮৫। মুসলিম, সালাত, নং ৪৫০; তিরমিযী, তাফসীর সূরা আল-আহ্কাফ।
- ৮৮। তিরমিযী, তাহারাৎ, নং ১৪২; ইবনে মাজা, সালাত, নং ৬১৬; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, সালাত, নং ৪৯; নাসাঈ, ইমামা, নং ৮৫৩।
- ৮৯। মুসলিম, সালাত, নং ৫৬০।
- ৯০। তিরমিযী, সালাত, নং ৩৫৭; ইবনে মাজা, সালাত, নং ৯২৩।
- ৯১। তিরমিযী, সালাত, ৩৫৭ নং হাদীসের পরে উদ্ধৃত।
- ৯২। নাসাঈ, কিতাবুল মিয়াহ, নং ৩৪৭; ইবনে মাজা; বুখারী; মুসলিম, তাহারাৎ, নং ৩২৫ (আনাস), ৩২৬ (সাফীনা); তিরমিযী (সাফীনা), নং ৫৬; ইবনে মাজা, (সাফীনা), তাহারাৎ।
- ৯৩। ইবনে মাজা, তাহারাৎ, নং ২৬৯।
- ৯৪। নাসাঈ, তাহারাৎ, নং ৭৪।
- ৯৫। নাসাঈ, তাহারাৎ, নং ৭৩ ও ৩৪৬; বুখারী ও মুসলিম, নং ৩২৫ ও ৩২৬ (সাফীনা)।
- ৯৬। ইবনে মাজা, কিতাবুদ দু'আ, নং ৩৮৬৪।
- ৯৭। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাৎ, নং ২৪২; নাসাঈ, ঐ, নং ১৪২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৫০।
- ৯৯। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১০০। ইবনে মাজা, তাহারাৎ, নং ৪৭১।
- ১০১। ইবনে মাজা, তাহারাৎ, নং ৩৯৯; আহমাদ; তিরমিযী, ঐ, নং ২৬ (সাইদ ইবনে য়য়েদ)।
- ১০২। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১০৩। আহমাদ, বুখারী; মুসলিম, তাহারাৎ, নং ২৭৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৯৩; তিরমিযী, ঐ, নং ২৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১।
- ১০৪। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১০৫। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১০৬। বুখারী, তাহারাৎ, রিকাক, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ২২৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৮৫; নাসাঈ, ঐ, নং ৮৪।
- ১০৭। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১০৮। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১০৯। পূর্বোক্ত বরাত।

- ১১০। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১১১। নাসাঈ, তাহারাৎ, নং ৯৩, ৯৪ ও ৯৫; তিরমিযী, ঐ, নং ৪৮।
- ১১২। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১১৩। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১১৪। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১১৫। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১১৬। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১১৭। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১১৮। বুখারী, তাহারাৎ; মুসলিম, ঐ, নং ২৩৫; তিরমিযী, ঐ, নং ২৮; নাসাঈ, ঐ, ৯৭, ৯৮, ৯৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৩৪।
- ১১৯। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১২০। মুসলিম, তাহারাৎ, নং ২৩৬; তিরমিযী, ঐ, নং ৩৫।
- ১২১। ইবনে মাজা, তাহারাৎ, নং ৪৪২।
- ১২২। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১২৩। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১২৬। ইবনে মাজা, তাহারাৎ, নং ৪৪০; তিরমিযী, ঐ, নং ৩৩।
- ১২৭। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১২৮। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১২৯। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১৩০। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১৩১। ইবনে মাজা, তাহারাৎ, নং ৪৪১।
- ১৩৩। নাসাঈ, তাহারাৎ, নং ১০১; তিরমিযী, ঐ, নং ৩৬; ইবনে মাজা, নং ৪৩৯।
- ১৩৪। তিরমিযী, নং ৩৭; ইবনে মাজা, নং ৪৪৪।
- ১৩৫। নাসাঈ, তাহারাৎ, নং ১৪০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪২২।
- ১৩৬। তিরমিযী, তাহারাৎ, নং ৪৩
- ১৩৭। বুখারী, তাহারাৎ (উযু অধ্যায়); তিরমিযী, ঐ, নং ৪২; নাসাঈ, নং ৮০; ইবনে মাজা নং ৪১১।
- ১৩৮। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১৪০। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাৎ, নং ২৩৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪০৬; নাসাঈ, ঐ, নং ৮৮।
- ১৪১। ইবনে মাজা, তাহারাৎ, নং ৪০৮।
- ১৪২। তিরমিযী, তাহারাৎ, নং ৩৮ (সাওম); নাসাঈ, ঐ, নং ১১৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪০৭।
- ১৪৩। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১৪৪। পূর্বোক্ত বরাত।

- ১৪৮। তিরমিযী, তাহারাতি, নং ৪০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৪৬।
- ১৪৯। বুখারী, তাহারাতি, লিবাস, মাগাযী, সালাত; মুসলিম, সালাত, নং ২৭৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১২৩, ১২৪ ও ১২৫; ইবনে মাজা, নং ৫৪৫; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৭।
- ১৫০। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১৫১। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১৫২। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১৫৪। বুখারী, সালাত; মুসলিম, তাহারাতি, নং ২৭২; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১১৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫৪২।
- ১৫৫। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮২১; ইবনে মাজা, তাহারাতি, নং ৫৪৯, লিবাস, নং ৩৬২০; তিরমিযী, শামাইল, নং ৬৯।
- ১৫৭। তিরমিযী, তাহারাতি, নং ৯৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫৫৩।
- ১৫৮। ইবনে মাজা, তাহারাতি, নং ৫৫৭।
- ১৫৯। তিরমিযী, তাহারাতি, নং ৯৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫৫৯।
- ১৬১। তিরমিযী, তাহারাতি, নং ৯৮।
- ১৬২। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১৬৫। ইবনে মাজা, তাহারাতি, নং ৫৫০; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৭।
- ১৬৬। নাসাঈ, তাহারাতি, নং ১৩৪, ১৩৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৬১; তিরমিযী, নং ৫০ (আবু হুরায়রা)।
- ১৬৭। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১৬৮। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১৬৯। মুসলিম, তাহারাতি, নং ২৩৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১৩৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৭০; তিরমিযী, ঐ, নং ৫৫।
- ১৭০। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১৭১। বুখারী, তাহারাতি; নাসাঈ, ঐ, নং ১৩১, তিরমিযী, ঐ, নং ৬০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫০৯।
- ১৭২। মুসলিম, তাহারাতি, নং ২৭৭; তিরমিযী, ঐ, নং ৬১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫১০; নাসাঈ, ঐ, নং ১৩৩।
- ১৭৩। ইবনে মাজা, তাহারাতি, নং ৬৬৫ (উমার); মুসলিম, তাহারাতি, নং ২৪৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৬৬৬।
- ১৭৬। মুসলিম, তাহারাতি, নং ৩৬১; নাসাঈ, ঐ, নং ১৬০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫১৩।
- ১৭৭। মুসলিম, তাহারাতি, নং ৩৬২; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫১৬।
- ১৭৮। নাসাঈ, তাহারাতি, নং ১৭০; তিরমিযী, ঐ, নং ৮২; ইবনে মাজা, নং ৫০২।
- ১৭৯। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১৮১। নাসাঈ, তাহারাতি, নং ১৬৩; তিরমিযী, ঐ, নং ৮২; ইবনে মাজা, নং ৪৭৯।
- ১৮২। নাসাঈ, তাহারাতি, নং ১৬৫; তিরমিযী, নং ৮৫; ইবনে মাজা, নং ৪৮৩।

- ১৮৪। তিরমিষী, নং ৫৮; ইবনে মাজা, নং ৪৯৪।
- ১৮৫। ইবনে মাজা, যবাইহু, নং ৩১৭৯।
- ১৮৬। মুসলিম, যুহুদ, নং ২৯৫৭।
- ১৮৭। বুখারী; মুসলিম, তাহারাতি, নং ৩৫৪।
- ১৮৮। তিরমিষী, শামাইল, নং ১৬৭।
- ১৮৯। ইবনে মাজা, তাহারাতি, নং ৪৮৮।
- ১৯০। বুখারী; মুসলিম, তাহারাতি, নং ৩৫৩; নাসাঈ, নং ১৮৩ (ইবনে আব্বাস)।
- ১৯১। বুখারী, আতইমা; তিরমিষী, তাহারাতি, নং ৮০; নাসাঈ (জাবেব), নং ১৮৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৮৯।
- ১৯২। পূর্বোক্ত বরাত।
- ১৯৪। মুসলিম, তাহারাতি, নং ৩৫২; তিরমিষী, নং ৭৯; ইবনে মাজা, নং ৪৮৫; নাসাঈ, নং ১৭১, ১৭২, ১৭৩ ও ১৭৪।
- ১৯৫। নাসাঈ, তাহারাতি, নং ১৮০।
- ১৯৬। নাসাঈ, তাহারাতি, নং ১৮৭; বুখারী; মুসলিম, তাহারাতি, নং ৩৫৮; তিরমিষী, ঐ, নং ৮৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৯৮।
- ১৯৯। বুখারী ও মুসলিম।
- ২০০। মুসলিম, তাহারাতি, নং ৩৭৬; তিরমিষী, ঐ, নং ৭৮।
- ২০১। মুসলিম, তাহারাতি, নং ৩৭০; বুখারী।
- ২০২। তিরমিষী, তাহারাতি, নং ৭৭।
- ২০৩। ইবনে মাজা, তাহারাতি, নং ৪৭৭।
- ২০৪। ইবনে মাজা; তিরমিষী, নং ১৪৩।
- ২০৫। তিরমিষী, রিদা' (দুধপান), নং ১১৬৪; (আলী ইবনে তালক), নং ১১৬৬।
- ২০৬। বুখারী, ইলম, তাহারাতি; মুসলিম, তাহারাতি; তিরমিষী, নং ১৪; ইবনে মাজা, তাহারাতি, নং ৫০৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১৫২ থেকে ১৫৭, এবং ৪৩৬ থেকে ৪৪১ (গোসল)।
- ২০৭। নাসাঈ, নং ১৫৬; ইবনে মাজা, নং ৫০৫।
- ২০৮। পূর্বোক্ত বরাত।
- ২০৯। পূর্বোক্ত বরাত।
- ২১০। ইবনে মাজা, নং ৫০৬; তিরমিষী, তাহারাতি, নং ১১৫।
- ২১২। তিরমিষী, তাহারাতি, নং ১৩৩।
- ২১৪। তিরমিষী, তাহারাতি, নং ১১০; নাসাঈ, নং ২৬৪ ও ২৬৫; বুখারী, গোসল; মুসলিম, নং ৩০৯; তিরমিষী, নং ১৪০; ইবনে মাজা।
- ২১৫। বুখারী, তাহারাতি; মুসলিম, ঐ, নং ৩৪৬; তিরমিষী, নং ১১০; ইবনে মাজা, নং ৬০৯।
- ২১৬। বুখারী, গোসল; মুসলিম, তাহারাতি, নং ৩৪৮; ইবনে মাজা, নং ৬১০; নাসাঈ, নং ১৯১।
- ২১৭। মুসলিম, তাহারাতি, নং ৩৪১।

- ২১৮। নাসাঈ, তাহারাৎ, নং ১৯৪; বুখারী, গোসল; মুসলিম, নং ৩০৯; ইবনে মাজা; তিরমিযী, নং ১৪০।
- ২১৯। ইবনে মাজা, তাহারাৎ, নং ৫৯০।
- ২২০। মুসলিম, তাহারাৎ, নং ৩০৮; তিরমিযী, নং ১৪১; ইবনে মাজা, নং ৫৮৭; নাসাঈ, নং ২৬৩।
- ২২১। বুখারী, তাহারাৎ, নং ৩০৬; তিরমিযী, নং ১২০; ইবনে মাজা, নং ৫৮৫; নাসাঈ নং ২৬১।
- ২২২। মুসলিম, তাহারাৎ, নং ৩০৫; ইবনে মাজা, তাহারাৎ, নং ৫৮৪; নাসাঈ, ঐ, নং ২৫৭, ২৫৮ ও ২৫৯।
- ২২৩। পূর্বোক্ত বরাত।
- ২২৪। পূর্বোক্ত বরাত।
- ২২৫। তিরমিযী, সালাত, নং ৬১৩; মুসনাদ আহমাদ, আবু দাউদ তায়ালিসী।
- ২২৬। নাসাঈ, নং ২২৩ ও ২২৪ (সংক্ষিপ্ত); ইবনে মাজা।
- ২২৭। নাসাঈ, তাহারাৎ, নং ২৬২; ইবনে মাজা, লিবাস।
- ২২৮। তিরমিযী, তাহারাৎ, নং ১১৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫৮১, ৫৮২ ও ৫৮৩; নাসাঈ।
- ২২৯। তিরমিযী, নং ১৪৬; নাসাঈ, নং ২৬৬ ও ২৬৭; ইবনে মাজা, নং ৫৯৪।
- ২৩০। মুসলিম, তাহারাৎ, নং ৩৭২; নাসাঈ, নং ২৬৮; ইবনে মাজা, নং ৫৩৫।
- ২৩১। বুখারী, তাহারাৎ; মুসলিম, ঐ, নং ৩৭১; তিরমিযী, ঐ, নং ১২২; ইবনে মাজা, নং ৫৩৪।
- ২৩২। ইবনে মাজা, তাহারাৎ (উম্মে সালামা)।
- ২৩৪। পূর্বোক্ত বরাত।
- ২৩৫। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ (কিছু শব্দের পার্থক্য সহকারে)।
- ২৩৬। তিরমিযী, তাহারাৎ, নং ১১৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৬১২।
- ২৩৭। মুসলিম, তাহারাৎ, নং ৩৩১; তিরমিযী, ঐ, নং ১৩৩।
- ২৩৮। বুখারী, গোসল; মুসলিম, নং ৩২১; নাসাঈ, নং ২২৯।
- ২৩৯। বুখারী, তাহারাৎ, মুসলিম, ঐ, নং ৩২৭; নাসাঈ, নং ২৫১; ইবনে মাজা, নং ৫৭৫।
- ২৪০। বুখারী, গোসল; মুসলিম, তাহারাৎ, নং ৩১৮; নাসাঈ, নং ৪২৪।
- ২৪১। নাসাঈ, তাহারাৎ, ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫৭৪।
- ২৪২। বুখারী, মুসলিম, তাহারাৎ, নং ৩২১, তিরমিযী, ঐ, নং ১০৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫৭৪।
- ২৪৩। পূর্বোক্ত বরাত।
- ২৪৫। বুখারী ও মুসলিম, তাহারাৎ, নং ৩১৭; তিরমিযী, নং ১০৩; নাসাঈ, নং ২৫৪; ইবনে মাজা, তাহারাৎ, নং ৫৭৩।
- ২৪৮। তিরমিযী, নং ১০৬; ইবনে মাজা, নং ৫৯৭।
- ২৪৯। ইবনে মাজা, তাহারাৎ, নং ৫৯৯।
- ২৫০। তিরমিযী, নং ১০৭; নাসাঈ, নং ২৫৩; ইবনে মাজা, নং ৫৭৯।
- ২৫১। মুসলিম, নং ৩৩০; নাসাঈ, নং ৩৪২; তিরমিযী, নং ১০৫; ইবনে মাজা।

- ২৫২। পূর্বোক্ত বরাত ।
- ২৫৩। বুখারী (অনুরূপ) ।
- ২৫৮। মুসলিম, নং ৩০২; তিরমিযী, নং ২৯৮১; ইবনে মাজা ও নাসাঈ, নং ২৮৯ ।
- ২৫৯। মুসলিম, নং ৩০০; ইবনে মাজা, নং ৬৪৩; নাসাঈ, নং ২৮০ ।
- ২৬০। বুখারী ও মুসলিম, নং ৩০১; ইবনে মাজা, নং ৬৩৪; নাসাঈ, নং ২৭৫ ।
- ২৬১। মুসলিম, নং ২৯৮; তিরমিযী, নং ১৩৪; নাসাঈ, নং ২৭২; ইবনে মাজা, নং ৬৩২ ।
- ২৬২। বুখারী, হায়েয; মুসলিম, ঐ, নং ৩৩৫; তিরমিযী, তাহারাৎ, নং ১৩০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৬৩১; নাসাঈ, হায়েয, নং ৩৮২ ।
- ২৬৩। পূর্বোক্ত বরাত ।
- ২৬৪। তিরমিযী (ইবনে আক্বাস), নং ১৩৬ ও ১৩৭; নাসাঈ, নং ২৯০ ও ৩৭০; ইবনে মাজা, নং ৬৪০ ।
- ২৬৫। পূর্বোক্ত বরাত ।
- ২৬৬। পূর্বোক্ত বরাত ।
- ২৬৭। বুখারী, তাহারাৎ, নং ২৯৪; নাসাঈ, ঐ, নং ২৮৮ ।
- ২৬৮। বুখারী ও মুসলিম, নং ২৯৩; তিরমিযী, তাহারাৎ, নং ১৩২; নাসাঈ, নং ২৮৬; ইবনে মাজা, নং ৬৩২ ।
- ২৬৯। নাসাঈ, নং ২৮৫ ।
- ২৭৩। বুখারী, মুবাশারাভুল হায়েয; মুসলিম, নং ২৯৩; তিরমিযী, নং ১৩২; ইবনে মাজা, নং ৬৩৬; নাসাঈ, নং ২৮৬ ও ২৮৭ ।
- ২৭৪। নাসাঈ, তাহারাৎ, নং ২০৯; হায়েয, নং ৩৫৫; ইবনে মাজা, তাহারাৎ, নং ৬২৩ ।
- ২৭৫। পূর্বোক্ত বরাত ।
- ২৭৬। পূর্বোক্ত বরাত ।
- ২৭৭। পূর্বোক্ত বরাত ।
- ২৭৮। পূর্বোক্ত বরাত ।
- ২৭৯। মুসলিম, হায়েয, নং ৩৩৪; নাসাঈ, তাহারাৎ, নং ২০৭ ।
- ২৮০। নাসাঈ, তাহারাৎ, নং ২০১; তালাক ।
- ২৮১। পূর্বোক্ত বরাত ।
- ২৮২। বুখারী, হায়েয; মুসলিম, ঐ, নং ৩৩৩; নাসাঈ, তাহারাৎ, নং ২০১ ও ৩৬৫; তিরমিযী, নং ১২৫; ইবনে মাজা, নং ৬২৬ ।
- ২৮৩। পূর্বোক্ত বরাত ।
- ২৮৫। বুখারী ও মুসলিম, নং ৩৩৪; নাসাঈ, নং ২০৫; ইবনে মাজা ।
- ২৮৬। নাসাঈ, নং ২০১ ।
- ২৮৭। তিরমিযী, নং ১২৮; ইবনে মাজা, নং ৬২২ ও ৬২৭; ইমাম আহমাদ (র) মুসনাদের ২য় খণ্ডে, নং ৪৩৯; ইমাম শাফিঈ (র), কিতাবুল উম্ম, ১ম খণ্ড, নং ৫১; বায়হাকী, হাকেম ।

- ২৮৮। মুসলিম, হায়েয, নং ৩৩৪; নাসাঈ, তাহারাতি, নং ২০৭।
- ২৮৯। পূর্বোক্ত বরাত।
- ২৯০। পূর্বোক্ত বরাত।
- ২৯১। নাসাঈ, নং ৩৫৭।
- ২৯৩। ইবনে মাজা (উশ্মে বাকুর থেকে)।
- ২৯৪। নাসাঈ, হায়েয, নং ৩৬০।
- ২৯৭। তিরমিযী, নং ১২৬; ইবনে মাজা, নং ৬২৫।
- ২৯৮। নাসাঈ, নং ৩৬৩।
- ৩০৩। পূর্বোক্ত বরাত।
- ৩০৪। নাসাঈ, নং ২০১।
- ৩০৫। নাসাঈ (অনুরূপ), নং ৩৫২।
- ৩০৭। বুখারী, হায়েয; নাসাঈ, ঐ, নং ৩৬৮; ইবনে মাজা, নং ৬৪৭।
- ৩১০। শরহে মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড, নং ১৭ (ইমাম নববী)।
- ৩১১। তিরমিযী, তাহারাতি, নং ১৩৯; ইবনে মাজা, নং ৬৪৮।
- ৩১২। পূর্বোক্ত বরাত।
- ৩১৪। বুখারী, হায়েয; মুসলিম, ঐ, নং ৩৩২; ইবনে মাজা, নং ৬৪২; নাসাঈ, নং ২৫২।
- ৩১৫। পূর্বোক্ত বরাত।
- ৩১৬। পূর্বোক্ত বরাত।
- ৩১৭। বুখারী, তায়াশুম; মুসলিম, তাহারাতি, নং ৩৬৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৩১১; ইবনে মাজা, নং ৬৫৮।
- ৩১৮। ইবনে মাজা, তায়াশুম, নং ৫৬৫; নাসাঈ, তাহারাতি, নং ৩১৫।
- ৩১৯। পূর্বোক্ত বরাত।
- ৩২০। নাসাঈ, নং ৩১৫; বুখারী ও মুসলিম, নং ৩৬৭; নাসাঈ।
- ৩২১। বুখারী, মুসলিম, হায়েয, ৩৬৮, নাসাঈ, তাহারাতি, নং ৩২১।
- ৩২২। বুখারী, তায়াশুম; মুসলিম, ঐ, নং ৩৬৮; তিরমিযী, নং ১৪৪; নাসাঈ, নং ৩১৩; ইবনে মাজা, নং ৫৬৯।
- ৩২৩। পূর্বোক্ত বরাত।
- ৩২৪। পূর্বোক্ত বরাত।
- ৩২৫। পূর্বোক্ত বরাত।
- ৩২৬। পূর্বোক্ত বরাত।
- ৩২৭। পূর্বোক্ত বরাত।
- ৩২৯। বুখারী, তাহারাতি; মুসলিম, ঐ, নং ৩৬৯; নাসাঈ, নং ৩২২।
- ৩৩২। নাসাঈ, নং ৩২৩; তিরমিযী, নং ১২৪; মুসনাদ আহমাদ, সুনান আদ-দারা কুতনী।



- ৩৩৩। ইমাম আহমাদ, মুসনাদ।
- ৩৩৫। পূর্বোক্ত বরাত।
- ৩৩৭। ইবনে মাজা, নং ৫৭২।
- ৩৩৮। বুখারী, তাহারাৎ; নাসাঈ, নং ৪৩৩।
- ৩৪০। বুখারী, জুমুআ; মুসলিম, ঐ, নং ৮৪৫ (উমার রা.); তিরমিযী, ঐ, নং ৪৯৪; নাসাঈ (উমার রা.)।
- ৩৪১। বুখারী, সালাত, শাহাদাত; মুসলিম, সালাত, নং ৮৪৬, তাহারাৎ; নাসাঈ, সালাত, নং ১৩৭৯; ইবনে মাজা, ঐ, মুওয়াজ্জা ইমাম মালেক, ঐ।
- ৩৪২। নাসাঈ, জুমুআ, নং ১৩৭৩।
- ৩৪৩। মুসলিম, জুমুআ, নং ৮৫৮।
- ৩৪৪। মুসলিম, নং ৮৪৬; নাসাঈ, নং ১৩৭৬; বুখারী (অনুরূপ)।
- ৩৪৫। নাসাঈ, নং ১৩৮২; ইবনে মাজা, নং ১০৮৭; তিরমিযী, নং ৪৯৬।
- ৩৪৬। পূর্বোক্ত বরাত।
- ৩৫১। বুখারী, জুমুআ; মুসলিম, ঐ, নং ৮৫০; নাসাঈ, ঐ, নং ১৩৮৬; ইবনে মাজা, নং ১০৯২; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৯৯।
- ৩৫২। বুখারী, জুমুআ; মুসলিম, ঐ, নং ৮৪৭।
- ৩৫৪। নাসাঈ, জুমুআ, নং ১৩৮১; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৯৭।
- ৩৫৫। নাসাঈ, তাহারাৎ, ১২৬, (অধ্যায় নং) নং ১৮৮; তিরমিযী, সালাত, নং ৬০৫; আহমাদ, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযায়মা।
- ৩৫৮। বুখারী, হায়েয।
- ৩৬১। বুখারী, তাহারাৎ, সালাত, বু-যু' (ক্রয়বিক্রয়) মুসলিম, তাহারাৎ, নং ২৯১; তিরমিযী, ঐ, নং ১৩৮; ইবনে মাজা; ঐ, মালেক, ঐ; নাসাঈ, নং ২৯৪ ও ৩৯৪।
- ৩৬২। পূর্বোক্ত বরাত।
- ৩৬৩। নাসাঈ, নং ২৯৩ ও ২৯৫; ইবনে মাজা, নং ৬২৮।
- ৩৬৬। নাসাঈ, তাহারাৎ, নং ২৯৫; ইবনে মাজা, ঐ।
- ৩৬৭। নাসাঈ, তিরমিযী।
- ৩৬৮। পূর্বোক্ত বরাত।
- ৩৬৯। ইবনে মাজা, তায়াম্মুম, নং ৬৫৩; বুখারী, মুসলিম।
- ৩৭০। নাসাঈ, নং ২৮৫, ৩৭২ ও ৭৬৯; ইবনে মাজা, নং ৬৫২; মুসলিম।
- ৩৭১। মুসলিম, তাহারাৎ, নং ২৮৮; নাসাঈ, নং ২৯৭ থেকে ৩০২; ইবনে মাজা, নং ৫৩৭ থেকে ৫৩৯; তিরমিযী, ঐ, নং ১১৬।
- ৩৭২। পূর্বোক্ত বরাত।
- ৩৭৩। বুখারী ও মুসলিম, নং ২৮৯; তিরমিযী, নং ১১৭; নাসাঈ, নং ২৯৬; ইবনে মাজা, নং ৫৩৬।

- ৩৭৪। বুখারী, তাহারাৎ; মুসলিম, ঐ, নং ২৮৭; নাসাঈ, নং ৩০৩; তিরমিযী, নং ৭১; ইবনে মাজা, নং ৫২৪।
- ৩৭৫। ইবনে মাজা, নং ৫২২।
- ৩৭৬। নাসাঈ, নং ৩০৫; ইবনে মাজা, নং ৫২৬।
- ৩৭৭। ইবনে মাজা, নং ৫২৫; তিরমিযী, সালাত, নং ৬১০।
- ৩৭৮। পূর্বোক্ত বরাত।
- ৩৮০। নাসাঈ, নং ৫৬; তিরমিযী, নং ১৪৭; ইবনে মাজা, নং ৫২৯; বুখারী, উযু, আদাব; মুসলিম, তাহারাৎ, নং ২৮৪, ২৭৫; নাসাঈ, আনাস (রা) থেকে, নং ৫৩, ৫৪ ও ৫৫; তিরমিযী, নং ১৪৮; ইবনে মাজা, নং ৫২৮; বুখারী ও মুসলিম।
- ৩৮২। বুখারী, তাহারাৎ।
- ৩৮৩। তিরমিযী, তাহারাৎ, নং ১৪৩; ইবনে মাজা, নং ৫৩১; দারিমী, মালেক।
- ৩৮৪। ইবনে মাজা, নং ৫৩৩।
- ৩৯০। বুখারী, সালাত; মুসলিম, মাসাজিদ, নং ৫৪৯; নাসাঈ, তিরমিযী।

## كِتَابُ الصَّلَاةِ (নামায)

- ৩৯১। বুখারী, ঈমান, শাহাদাত, সাওম; মুসলিম, ঈমান, নং ১১; মুওয়ত্তা ইমাম মালেক; সালাত; নাসাঈ, নং ৪৫৯; সাওম, ঈমান।
- ৩৯৩। তিরমিযী, সালাত, নং ১৪৯; আহমাদ, শাফিঈ, ইবনে খুযায়মা, দারা কুতনী।
- ৩৯৪। বুখারী, সালাত; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৬৬৮; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৯৫।
- ৩৯৫। মুসলিম, সালাত, নং ৬১৩; তিরমিযী, ঐ, নং ১৫২; ইবনে মাজা, নং ৬৬৭; নাসাঈ, ৫২০।
- ৩৯৬। মুসলিম, সালাত, নং ৬১২; নাসাঈ, নং ৫২৩; ইমাম আহমাদ।
- ৩৯৭। বুখারী, মাওয়াকিত; মুসলিম, সালাত, নং ৬৪৬; নাসাঈ, নং ৫২৮।
- ৩৯৮। বুখারী, সালাত; মুসলিম, নং ৬৪৭; নাসাঈ, নং ৪৯৬; ইবনে মাজা, তিরমিযী।
- ৩৯৯। নাসাঈ।
- ৪০০। নাসাঈ, মাওয়াকিত, নং ৫০৪।
- ৪০১। বুখারী ও মুসলিম, নং ৬১৬; তিরমিযী, সালাত, নং ১৫৮।
- ৪০২। বুখারী, মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, নং ৬১৫; নাসাঈ, নং ৫০১; ইবনে মাজা, নং ৬৭৭; মালেক, সালাত, তিরমিযী, নং ১৫৭।
- ৪০৩। মুসলিম, নং ৬১৮; ইবনে মাজা, নং ৬৭৩।
- ৪০৪। বুখারী, মুসলিম, সালাত, নং ৬২১; নাসাঈ, নং ৫০৭ ও ৫০৮; ইবনে মাজা, নং ৬৮২।

- ৪০৭। বুখারী, সালাত; মুসলিম, নং ৬১২; নাসাঈ, নং ৫০৬; ইবনে মাজা, মালেক, ঐ, নং ৬৮৩; তিরমিযী, নং ১৫৯।
- ৪০৯। বুখারী, জিহাদ, মাগাযী, দাওয়াত, তাফসীর; মুসলিম, সালাত, নং ৬২৭; তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৮৭; ইবনে মাজা, সালাত, নং ৬৮৪; নাসাঈ, নং ৪৭৪।
- ৪১০। মুসলিম, নং ৬২৯; মালেক, সালাত; নাসাঈ, নং ৪৭৩; তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৮৬।
- ৪১১। বুখারী, তারীখ, মুসনাদ আহমাদ।
- ৪১২। বুখারী, মুসলিম, নং ৬০৭; ইবনে মাজা, নং ১১২২; নাসাঈ, নং ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৬ ও ৫৫১; তিরমিযী, নং ৫২৪।
- ৪১৩। মুসলিম, সালাত, নং ৬২২; মালেক, নাসাঈ, নং ৫১২; তিরমিযী, নং ১৬০।
- ৪১৪। বুখারী, মুসলিম, নং ৬২৬; নাসাঈ, নং ৪৭৯; তিরমিযী, সালাত, নং ১৭৫; ইবনে মাজা, নং ৬৮৫।
- ৪১৬। বুখারী, মুসলিম (রাফে ইবনে খাদীজ থেকে), নং, ৬৩৭; ইবনে মাজা, নং ৬৮৭; নাসাঈ, নং ৫২১।
- ৪১৭। বুখারী, মুসলিম, নং ৬৩৬; ইবনে মাজা, নং ৬৮৮; তিরমিযী, নং ১৬৪।
- ৪১৯। তিরমিযী, নং ১৬৫; নাসাঈ, নং ৫২৯; দারিমী।
- ৪২০। মুসলিম, নং ৬৩৯; নাসাঈ, নং ৫৩৮।
- ৪২২। নাসাঈ, নং ৫৩৯; ইবনে মাজা, নং ৬৯৩।
- ৪২৩। বুখারী, সালাত, নং ৬৪৫; ইবনে মাজা, নং ৬৬৯; নাসাঈ, নং ৫৪৭; তিরমিযী, নং ১৫৩।
- ৪২৪। নাসাঈ, নং ৫৪৯; ইবনে মাজা, নং ৬৭২; তিরমিযী, নং ১৫৪।
- ৪২৫। আহমাদ, নাসাঈ, নং ৪৬২; ইবনে মাজা, ইকামাতুস-সালাত, নং ১৪০১; মালেক, সালাত।
- ৪২৬। তিরমিযী, সালাত, নং ১৭০।
- ৪২৮। নাসাঈ, নং ৪৭২; মুসলিম, নং ৬৩৪।
- ৪২৯। ইবনে মাজা, সালাত, নং ১৪০৩।
- ৪৩১। মুসলিম, নং ৬৪৮, তিরমিযী, নং ১৭৬; ইবনে মাজা, নং ১২৫৬; নাসাঈ।
- ৪৩২। ইবনে মাজা, নং ১২৫৫।
- ৪৩৩। মুসনাদ আহমাদ।
- ৪৩৫। মুসলিম, নং ৬৮০; ইবনে মাজা, নং ৬৯৭; নাসাঈ, নং ৬২০; তিরমিযী।
- ৪৩৭। মুসলিম, নং ৬৮১; নাসাঈ, নং ৬১৮; ইবনে মাজা, নং ৬৯৮; তিরমিযী, নং ১৭৭।
- ৪৩৯। বুখারী, নাসাঈ।
- ৪৪০। বুখারী, নাসাঈ।
- ৪৪১। মুসলিম, নং ৬৮১; তিরমিযী, নং ১৭৭; নাসাঈ, নং ৬১৭।
- ৪৪২। বুখারী, সালাত; মুসলিম, নং ৬৪৮; নাসাঈ, নং ৬১৪; ইবনে মাজা, নং ৬৯৬; তিরমিযী, নং ১৭৮।
- ৪৪৩। বুখারী, মুসলিম, নং ৬৮২।

- ৪৪৭। নাসাঈ, নং ৬২৫।
- ৪৪৯। নাসাঈ, মাসাজিদ, নং ৬৯০; ইবনে মাজা, নং ৭৩৯।
- ৪৫০। ইবনে মাজা, মাসাজিদ, ৭৪৩।
- ৪৫১। বুখারী।
- ৪৫৩। বুখারী, মুসলিম, নং ৫২৪; নাসাঈ, নং ৭০৩; ইবনে মাজা।
- ৪৫৫। ইবনে মাজা, নং ৭৫৮; তিরমিযী, নং ৫৯৪; ইবনে হিব্বান।
- ৪৫৭। ইবনে মাজা।
- ৪৬১। তিরমিযী, ফাদাইলুল-কুরআন, নং ২৯১৭।
- ৪৬৫। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭১৩; নাসাঈ, নং ৭৩২; ইবনে মাজা (আবু হুইদ),  
নং ৭৭২; তিরমিযী, নং ৩১৪।
- ৪৬৭। বুখারী, মুসলিম, নং ৭১৪; নাসাঈ, নং ৭৩১; তিরমিযী, নং ৩১৬; ইবনে মাজা, নং ১০১৩।
- ৪৬৯। বুখারী, মুসলিম, নং ৬৪৯; নাসাঈ, নং ৭৩৪; তিরমিযী, নং ৩৩০; ইবনে মাজা, নং ৭৯৯।
- ৪৭০। মুসলিম, মাসাজিদ, নং ২৭৪।
- ৪৭১। পূর্বোক্ত বরাত।
- ৪৭৩। মুসলিম, নং ৬৫৮; ইবনে মাজা, নং ৭৬৭।
- ৪৭৪। মুসলিম, নং ৫৫২।
- ৪৭৫। বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, নং ৭২৪; মুসলিম, নং ৫৫২।
- ৪৭৮। নাসাঈ, নং ৭২৭; তিরমিযী, নং ৫৭১; ইবনে মাজা, নং ১০২১।
- ৪৭৯। বুখারী, মুসলিম, নং ৫৪৭।
- ৪৮০। মুসলিম, নং ৫৮৪।
- ৪৮৩। মুসলিম, নং ৫৫৪।
- ৪৮৬। বুখারী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।
- ৪৮৯। মুসলিম, নং ৫২৩।
- ৪৯২। ইবনে মাজা, নং ৭৪৫; তিরমিযী, সালাত, নং ৩১৭।
- ৪৯৩। তিরমিযী, নং ৫৮; ইবনে মাজা, নং ৪৯৪।
- ৪৯৪। তিরমিযী, সালাত, নং ৪০৭; মুসনাদ আহমাদ।
- ৪৯৯। ইবনে মাজা, নং ৭০৬; তিরমিযী, নং ১৮৯; মুসলিম, নং ৩৭৯।
- ৫০০। তিরমিযী, নং ১৯১; ইবনে মাজা, নং ৭০৯।
- ৫০১। মুসলিম, নং ৩৭৯; তিরমিযী, নং ২৯১; ইবনে মাজা, নং ৭০৯; নাসাঈ, নং ৬৩০।
- ৫০২। নাসাঈ, নং ৬৩১, ৬৩২ ও ৬৩৩; মুসলিম, নং ৭০৯।
- ৫০৩। তিরমিযী, নং ১৯১।
- ৫০৮। বুখারী, মুসলিম, নং ৩৭৮; তিরমিযী, নং ১৯৮; নাসাঈ, আযান, নং ৬২৮; ইবনে  
মাজা, নং ৭৩০।

- ৫১০। নাসাঈ, নং ৬২৯।
- ৫১৪। তিরমিযী, নং ১৯৯; ইবনে মাজা, নং ৭১৭।
- ৫১৫। নাসাঈ, নং ৬৪২; ইবনে মাজা, নং ৭২৪; মুসলিম, নং ৩৮৭।
- ৫১৬। বুখারী, মুসলিম, সালাত, নং ৩৮৯।
- ৫১৭। তিরমিযী, নং ২০৭।
- ৫২০। বুখারী, তাহারাৎ, সালাত, লিবাস, সিফাতুন-নাবিয়্যি (সা); মুসলিম, নং ৫০৩; তিরমিযী, নং ১৯৭; নাসাঈ, আযান, যীনাৎ, তাহারাৎ, নং ৬৪৪; ইবনে মাজা, নং ৭১১।
- ৫২১। তিরমিযী, নং ২১২, নাসাঈ (আমালুল ইয়াওম ওয়াল-লাইলাহ)।
- ৫২২। বুখারী, মুসলিম, নং ৩৮৩; তিরমিযী, নং ২০৮; নাসাঈ, নং ৬৭৪; ইবনে মাজা, নং ৭২০।
- ৫২৩। মুসলিম, নং ৩৪৮; নাসাঈ, নং ৬৭৯; তিরমিযী, নং ৩৬১৯।
- ৫২৫। মুসলিম, নং ৩৮৬; নাসাঈ, নং ৬৮০; তিরমিযী, নং ২১০; ইবনে মাজা, নং ৬২১।
- ৫২৭। মুসলিম, নং ৩৮৫।
- ৫২৯। বুখারী, তিরমিযী, নং ২১১; নাসাঈ, নং ৬৮১; ইবনে মাজা, নং ৭২২।
- ৫৩০। তিরমিযী, দাওয়াত, নং ৩৫৮৩।
- ৫৩১। নাসাঈ, নং ৬৭৩; তিরমিযী, নং ২০৯; মুসলিম, সালাত, নং ৪৬৮; ইবনে মাজা, নং ৭১৪; ইমাকাতুস-সালাত, নং ৯৮৭।
- ৫৩২। তিরমিযী, ২০৩ নং হাদীসের পরে; বুখারী, মুসলিম।
- ৫৩৫। মুসলিম, নং ৩৮১।
- ৫৩৬। মুসলিম, নং ৬৫৫; তিরমিযী, নং ২০৪; নাসাঈ, নং ৬৮৫; ইবনে মাজা, নং ৭৩৩।
- ৫৩৭। মুসলিম, নং ৬০৬; তিরমিযী, নং ২০২; ইবনে মাজা।
- ৫৩৮। তিরমিযী (১৯৮ নং হাদীসের পরে কিছু বৃদ্ধির সঙ্গে উল্লেখ করেছেন); মুসনাদ আহমাদ, ইবনে খুযায়মা, দারা কুতনী, বায়হাকী।
- ৫৩৯। বুখারী, সালাত; মুসলিম, নং ৬০৪; তিরমিযী, নং ৫১৭; নাসাঈ, নং ৬৮৮।
- ৫৪১। বুখারী, সালাত, তাহারাৎ; মুসলিম, সালাত, নং ৬০৫; নাসাঈ, নং ৮১০।
- ৫৪২। বুখারী, নাসাঈ, নং ৭৯২।
- ৫৪৩। নাসাঈ, নং ৮১২।
- ৫৪৪। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, নং ৭৯২।
- ৫৪৭। নাসাঈ, নং ৮৪৮।
- ৫৪৮। বুখারী, মুসলিম, নং ৬৫১; ইবনে মাজা, নং ৭৯১; তিরমিযী, নং ২১৭; নাসাঈ, নং ৮৪৯।
- ৫৪৯। মুসলিম, মাসাজিদ, নং ২৫৩; তিরমিযী, নং ২১৭।
- ৫৫০। মুসলিম, নং ৬৫৪; নাসাঈ, নং ৮৫০; ইবনে মাজা।
- ৫৫১। ইবনে মাজা।
- ৫৫২। ইবনে মাজা (আবু ছরায়রা রা.); মুসলিম, নং ৬৫৩; নাসাঈ, নং ৮৫১।

- ৫৫৩। নাসাঈ, নং ৮৫২; ইবনে মাজা, নং ৭৯২।
- ৫৫৪। নাসাঈ, নং ৮৪৪; ইবনে মাজা।
- ৫৫৫। মুসলিম, নং ৬৫৬; তিরমিযী, নং ২২১।
- ৫৫৬। ইবনে মাজা, নং ৭৮২।
- ৫৫৭। মুসলিম, নং ৬৬৩; ইবনে মাজা, নং ৭৮৩।
- ৫৫৯। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ৩৩০; ইবনে মাজা।
- ৫৬০। ইবনে মাজা।
- ৫৬১। তিরমিযী, নং ২২৩; ইবনে মাজা, নং ৭৮১ (আনাস রা.)।
- ৫৬২। তিরমিযী, নং ৩৮৬; ইবনে মাজা।
- ৫৬৪। নাসাঈ, নং ৮৫৬।
- ৫৬৬। বুখারী, মুসলিম।
- ৫৬৭। পূর্বোক্ত বরাত।
- ৫৬৮। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ৫৭০।
- ৫৬৯। বুখারী, মুসলিম।
- ৫৭২। বুখারী, সালাত, কাসতাল্লানী, ২য় খণ্ড, নং ২২; মুসলিম, নং ৬০২; ইবনে মাজা, নং ৭৭৫; নাসাঈ, নং ৫৭২; তিরমিযী, নং ৩২৭।
- ৫৭৪। তিরমিযী (অনুরূপ)।
- ৫৭৫। নাসাঈ, নং ৮৫৯; তিরমিযী, নং ২১৯।
- ৫৭৯। নাসাঈ।
- ৫৮০। ইবনে মাজা, নং ৯৮৩।
- ৫৮১। ইবনে মাজা।
- ৫৮২। মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজা, নাসাঈ, নং ৭৮২।
- ৫৮৪। মুসলিম, তিরমিযী, নং ২৩৫; ইবনে মাজা, নং ৯৮০; নাসাঈ, নং ৭৮১।
- ৫৮৫। বুখারী, সালাত; নাসাঈ, নং ৭৯০।
- ৫৮৮। পূর্বোক্ত বরাত।
- ৫৮৯। বুখারী, সালাত, আদাব, জিহাদ; মুসলিম, সালাত; তিরমিযী, ইবনে মাজা, নং ৯৭৯; নং ৭৮২।
- ৫৯০। ইবনে মাজা।
- ৫৯৩। ইবনে মাজা, নং ৯৭০।
- ৫৯৬। তিরমিযী, নং ৩৫৬; নাসাঈ, নং ৭৮৮।
- ৬০০। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।
- ৬০১। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, নং ৮৩৩; তিরমিযী, নং ৩৬১।
- ৬০২। ইবনে মাজা, নং ১২৪০।

- ৬০৪। নাসাঈ, ইবনে মাজা, ৮৪৬।
- ৬০৫। বুখারী, মুসলিম।
- ৬০৬। মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।
- ৬০৯। মুসলিম, নাসাঈ, নং ৮০৪; ইবনে মাজা, নং ৯৭৫।
- ৬১০। মুসলিম, সালাত, তাহারাৎ; বুখারী, তাফসীর, আদাব, তাহারাৎ, সালাত; তিরমিযী, ইবনে মাজা, সালাত, তাহারাৎ; নাসাঈ, সালাত, নং ৮০৭; তাহারাৎ।
- ৬১২। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ২৩৪; নাসাঈ, নং ৮০২।
- ৬১৩। নাসাঈ, সালাত, ইমামাত, নং ৮০০।
- ৬১৪। নাসাঈ, তিরমিযী।
- ৬১৫। নাসাঈ, নং ৮৩৩; ইবনে মাজা, নং ১০০৬।
- ৬১৬। ইবনে মাজা।
- ৬১৭। তিরমিযী, নং ৪০৮; মাজমু' ওয় খও, নং ৪৮১; মাআলিমস সুনান, ১ম খও, নং ১৭৫।
- ৬১৮। ইবনে মাজা, নং ২৭৫; তিরমিযী, তাহারাৎ, নং ৩।
- ৬১৯। ইবনে মাজা।
- ৬২০। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, নং ২৮১।
- ৬২১। মুসলিম, নং ৪৭৪; নাসাঈ, নং ৮৩০।
- ৬২২। মুসলিম, নং ৪৭৪; নাসাঈ, নং ৮৩০।
- ৬২৩। বুখারী, মুসলিম, নং ৪২৭; তিরমিযী, নং ৫৮২; নাসাঈ, নং ৮২৯; ইবনে মাজা, নং ৯৬১।
- ৬২৫। বুখারী, মুসলিম, নং ৫১৫; নাসাঈ, নং ৭৬৪; ইবনে মাজা।
- ৬২৬। বুখারী, মুসলিম, নং ৫১৬; নাসাঈ, নং ৭৭০।
- ৬২৭। বুখারী।
- ৬২৮। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, নং ৭৬৩; তিরমিযী, ইবনে মাজা।
- ৬৩০। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, নং ৭৬৭।
- ৬৩১। বুখারী, মুসলিম, নং ৫১৪; নাসাঈ, নং ৭৬৯।
- ৬৩২। নাসাঈ, নং ৭৬৬।
- ৬৩৩। মুসলিম, নং ৫১৮।
- ৬৩৪। মুসলিম (বিস্তারিতভাবে)।
- ৬৩৭। নাসাঈ।
- ৬৪১। তিরমিযী, নং ৩৭৭; ইবনে মাজা, মালেক, মুসতাদরাক হাকেম, ১ম খও, পৃ. ২৫১।
- ৬৪৩। তিরমিযী, নং ৩৭৮; ইবনে মাজা (النهي عن تغطية الفم)।
- ৬৪৫। নাসাঈ, তিরমিযী।
- ৬৪৬। ইবনে মাজা, নং ১০৪২; তিরমিযী, নং ৩৮৪।
- ৬৪৭। নাসাঈ।

- ৬৪৮। নাসাঈ, নং ৭৭৭।
- ৬৪৯। মুসলিম, সালাত, নং ৪৫৫; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ; বুখারী, ঐ।
- ৬৫৩। ইবনে মাজা।
- ৬৫৬। বুখারী, সালাত, মুসলিম, নং ৫১৩; নাসাঈ, নং ৭৩৯; ইবনে মাজা, নং ১০২৮; তিরমিযী (ইবনে আক্বাস রা.), নং ৩৩১।
- ৬৫৭। বুখারী।
- ৬৫৮। নাসাঈ, নং ৭৩৮; বুখারী, সালাত।
- ৬৬০। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজা।
- ৬৬১। মুসলিম, নং ৪৩০; নাসাঈ, নং ৮১৬; ইবনে মাজা, নং ৯৯২।
- ৬৬২। নাসাঈ, নং ৮১১; বুখারী, মুসলিম, নং ৪৩৬; তিরমিযী, ইবনে মাজা।
- ৬৬৩। পূর্বোক্ত বরাত।
- ৬৬৪। নাসাঈ, নং ৮১২।
- ৬৬৬। নাসাঈ, নং ৮২০।
- ৬৬৭। নাসাঈ, নং ৮১২।
- ৬৬৮। বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজা।
- ৬৭১। নাসাঈ, নং ৮১৯।
- ৬৭২। বায়হাকী (র)-র সুনান।
- ৬৭৩। নাসাঈ, নং ৮২২; তিরমিযী, নং ২২৯।
- ৬৭৪। মুসলিম, নং ৪৩২; নাসাঈ, নং ৮১৩; ইবনে মাজা।
- ৬৭৫। মুসলিম, সালাত, নং ১২৩; তিরমিযী, নং ২২৮; নাসাঈ, নং ৮১৩।
- ৬৭৬। ইবনে মাজা, নং ১০০৫।
- ৬৭৮। মুসলিম, নং ৪৪০; তিরমিযী, নং ২২৪; নাসাঈ, নং ৮২১; ইবনে মাজা, নং ১০০০।
- ৬৮০। মুসলিম, সালাত; নাসাঈ, নং ৭৯৬; ইবনে মাজা, নং ৯৭৮।
- ৬৮২। ইবনে মাজা, তিরমিযী, নং ২৩০।
- ৬৮৩। বুখারী, নাসাঈ, নং ৮৭২।
- ৬৮৪। বুখারী, সালাত, নাসাঈ, নং ৮৭২।
- ৬৮৫। মুসলিম, তিরমিযী, নং ৩৩৫; ইবনে মাজা।
- ৬৮৭। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।
- ৬৮৮। বুখারী, মুসলিম।
- ৬৮৯। ইবনে মাজা।
- ৬৯২। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ৩৫২।
- ৬৯৪। ইবনে মাজা।
- ৬৯৫। নাসাঈ, নং ৭৪৯।



- ৬৯৬। বুখারী, মুসলিম।
- ৬৯৭। বুখারী, সালাত, সিফাতে ইবলিস; মুসলিম, সালাত, নং ৫০৫; ইবনে মাজ্জা, ঐ, নং ৯৫৪; নাসাঈ, ঐ, নং ৭৫৮।
- ৭০০। বুখারী, মুসলিম।
- ৭০১। বুখারী, সালাত; মুসলিম, নং ৫০৭; নাসাঈ, নং ৭৫৭, ইবনে মাজ্জা, নং ৯৪৫; তিরমিযী, নং ৩৩২।
- ৭০২। মুসলিম, তিরমিযী, নং ৩৩৮, নাসাঈ, ইবনে মাজ্জা।
- ৭০৩। নাসাঈ, নং ৭৫২।
- ৭১১। বুখারী, মুসলিম, নং ৫১২; নাসাঈ, নং ৭৬০; ইবনে মাজ্জা, নং ৯৫৬।
- ৭১২। বুখারী, নাসাঈ।
- ৭১৩। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।
- ৭১৫। বুখারী, মুসলিম, নং ৫০৪; তিরমিযী, নং ৩৩৭; নাসাঈ, নং ৭৫৩; ইবনে মাজ্জা, নং ৯৪৭।
- ৭১৬। নাসাঈ, নং ৭৫৩।
- ৭১৭। পূর্বোক্ত বরাত।
- ৭১৮। নাসাঈ, নং ৭৫৪।



বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার  
ঢাকা